মির্জা নাথান

বাহারিস্তান-ই-গায়বী

[তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড]

অনুবাদ
খালেকদাদ চৌধুরী

বাংলা একাডেমী, ঢাকা

বাহারিস্তান-ই-গায়বী

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৯৬
জুন ১৯৮৯

বা.এ. ২২৬৬

মুদ্রণ সংখ্যা : ১০০০

পাণ্ডুলিপি : সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০

মুদ্রাকর
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ : সৈয়দ লুৎফুল হক

মূল্য : সত্তর টাকা মাত্র

BAHARISTAN-I-GAYABI (part III and IV) Bengali translation of Mirza Nathan's Baharistan-I-Gayabi, Translated by Khalequedad Chowdhury and Published by Bangla Academy, Dhaka-1000, Bangladesh. First Edition june 1989, Price : Taka 70.00. U. S. Dollar 5.

সূচীপত্র

তৃতীয় খণ্ড

চতুর্থ খণ্ড

বাহারিস্তান-ই-গায়বী

তৃতীয় খণ্ড

[জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে মোগলদের আসাম, কোচবিহার, বিহার, বাংলা ও আসামে যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস]

ভূমিকা*

দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে

যদিও আল্লাহর রহমতের গুপ্ত ভাণ্ডার থেকে মানব-জীবনের জটিলতার সমাধান ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে থাকে তথাপি প্রতিটি জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে আল্লাহর অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা উচিত। আর বিশ্বে যা কিছু সংঘটিত হয়, আল্লাহর অভিপ্রায় ও সাহায্যে কাল-প্রবাহে অনুষ্ঠিত উত্থান-পতনের বিবরণ কালের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত করে রাখা প্রয়োজন, যাতে আল্লাহর অভিপ্রেত ঘটনাবলী যা তারই নির্দেশে সংঘটিত হয়, এবং যাতে প্রাচীন যুগের মানুষের ভাগ্যের বিভিন্ন বিবর্তন সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া যায়। বর্তমানে অনুষ্ঠিত ঘটনাসমূহ কালের পৃষ্ঠায় (বহু) বিখ্যাত হয়ে থাকবে বলে আশা করা যায়। তাই সিতাব খাঁ ওরফে আলাউদ্দীন নামে সাধারণ্যে পরিচিত এবং নাথান নামে সুপ্রসিদ্ধ এই দীন-হীন গায়বীর মনে ইচ্ছা জাগে, কল্পনার মহাসমুদ্রের অতলে ডুবে ভাষার মণিমুক্তা আহরণ করে তা দিয়ে বাহারিস্তানের তৃতীয় গ্রন্থ সুশোভিত করার। ইব্রাহিম খাঁ নামে পরিচিত খাঁ ফতেহ জঙ্গের শাসনামলে সংঘটিত যাবতীয় ঘটনা পাঠকদের উপকারার্থে উক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রাখি, যাতে তা পাঠ করে তারা আনন্দ লাভ করতে পারে এবং যার জন্য তারা এই নগণ্য লেখককে তাদের দোয়া-খায়েরের মধ্যে স্মরণ করতে পারে।

* (এই গ্রন্থের প্রথম দুই পৃষ্ঠা আল্লাহ, রসুল ও গ্রন্থকারের আধ্যাত্মিক গুরুর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত ও প্রাণোজ্জ্বল ভাষায় বর্ণিত। অনুবাদে তা বাদ দেওয়া হয়েছে।)

প্রথম অধ্যায়

[ইব্রাহিম খাঁ এবং শাহী কর্মচারীদের বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কাসিম খাঁ কর্তৃক যাত্রাপুরে নির্মিত দুর্গ ধ্বংস করার পর ইব্রাহিম খাঁ ফতে জঙ্গের জাহাঙ্গীরনগর প্রকাশ ঢাকা আগমন। (কোচ সীমান্তের ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ।]

ইব্রাহিম খাঁর ঢাকা উপস্থিতি : কাসিম খাঁকে শাস্তি প্রদানের কাজ শেষ করে নিশ্চিত হয়ে ইব্রাহিম খাঁ জাহাঙ্গীর নগর অভিমুখে রওনা হন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি সেখানে পৌঁছেন। তিনি সেখানে এসেই সমস্ত কাজের ব্যবস্থা করার বিষয়ে মনোযোগ দেন এবং সকল স্থানেই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।

নাথান কর্তৃক কামরূপের নেতৃত্ব গ্রহণ : এবার কোচ রাজ্যের সীমান্তের কার্যকলাপ, হাজো থেকে আবদুল বাকির বিদায়ের পর ইব্রাহিম কারোরীর বিদ্রোহ এবং ইতিমাম খাঁর পুত্র মির্জা নাথানের নেতৃত্বাধীন শাহী কর্মচারীদের সামরিক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। এই গ্রন্থের শেষভাগে এ সম্বন্ধে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এবার আমি তার চূড়ান্ত বিবরণ দিচ্ছি। এই সুদীর্ঘ ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপ :

কাসিম খাঁর সুবেদারী শেষ হলে আবদুল বাকি কাসিম খাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য রওনা হন। পথে তিনি খাঁফতে জঙ্গের লোকজনদের হাতে বন্দী হন। শেখ ইব্রাহিম কারোরী ছাড়া কোচ রাজ্যের ছোট বড় সকল কর্মচারী তাদের প্রভু এবং কিবলার মঙ্গলার্থে মির্জা নাথানের নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। ইব্রাহিম কারোরী সে রাজ্যে ভীষণ অনিষ্ট-সাধন করছিলেন। অন্য সবাই তাদের প্রভু কিব্‌লার জন্য কাজ করাকে আল্লাহর এবাদতের চেয়েও শ্রেষ্ট মনে করত। মির্জার উপদেশকে তারা দু' জাহানের আনন্দের উৎস বলে মনে করতো। মির্জা পূর্ণ-কর্তৃত্বের সঙ্গে এবং বিশ্বস্ত অন্তরে তার কাজে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠেন। বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত থানাগুলিকে তিনি শক্তিশালী করেন।

ইব্রাহিম করোরীর বিদ্রোহ : শেখ ইব্রাহিম দীর্ঘকাল কারোরী নিযুক্ত ছিলেন। তিনি শাহী রাজস্বের সাত লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেন এবং বহু অর্থ বিনষ্ট করেন।

উন্মত্ততার বশবর্তী হয়ে তিনি তিন হাজারেরও অধিক সৈন্যের একটি বাহিনীকে বিপথগামী করেন। তিনি যে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন, তার হিসাব তদন্তের ভয়ে অত্যধিক সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি আসামের রাজার (অহম্‌রাজ) নিকট নিম্নলিখিত সংবাদ-সহ লোক প্রেরণ করেন: 'যেহেতু আপনার রাজ্যে একটি বড় শাহী সৈন্যবাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সেহেতু আপনাকে সমূলে ধ্বংস করে তাঁদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে অদূর ভবিষ্যতে দিল্লী থেকে আনীত বিপুল সৈন্য আপনার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এই অবস্থায় আপনি যদি সৈন্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন এবং আমাকে কোচ রাজ্যের রাজা করেন, তাহলে আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার চূড়ান্ত সাহস ও শক্তি প্রদর্শন করব। আমি আপনার প্রতি সর্বক্ষণ অনুগত থাকব। যতদিন আমি জীবিত থাকব ততোদিন দিল্লীর সৈন্য-বাহিনীকে আপনার বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে দিব না।' রাজা তার এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। তিনি বারবার শেখকে চিঠি লিখেন: 'এ রাজ্যে শাহী সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আপনি আপনার সৈন্যবাহিনী পরিচালনা না করা পর্যন্ত, এবং তাদের দু' তিন জন সৈনিককে জীবিত বা মৃত অবস্থায় আমার নিকট না পাঠালে, আমি আমার দূরদর্শিতার জন্যই হঠাৎ করে আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি না। তাই আপনি যদি আপনার প্রস্তাবে অবিচল থেকে থাকেন তাহলে এ সুযোগ আপ-নাকে গ্রহণ করতে হবে এবং তা কার্যকরী করতে হবে। তা হলে কামরূপ রাজ্য কেন, মাঞ্চাবাত রাজ্যটিও আপনাকে দেয়া হবে। এমনকি আমার কন্যাকেও আপ-নার হাতে অর্পণ করব। আমার ধনাগার থেকে ধন, কড়ি ও গোলান্দাজ বাহিনী এবং নৌ-বহর এতো অধিক সংখ্যায় আপনাকে প্রদান করব যা জাগ্রত অবস্থায় কেন, স্বপ্নেও কোনোদিন আপনি দেখেন নি।'

বিদ্রোহী কর্তৃক দমদমা আক্রান্ত: তদনুযায়ী শেখ ইব্রাহিম একটি কোচ বাহি-নীকে উত্তেজিত করে মির্জা সালেহ আরগুনের বিরুদ্ধে দম্‌দমা থানা অভিমুখে প্রেরণ করেন। উক্ত বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে তাকে সাহায্য করে সম্ভাব্য সকল রকমে দম্‌দমা দুর্গ আক্রমণ করে সৈন্য বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সনাতনকে চিঠি লিখেন। ইব্রাহিমের প্রেরিত সৈন্যদল ও তার চিঠি সনাতনের নিকট পৌঁছলে, সনাতন দিনের বেলা রওনা হয়ে রাত দু'ঘড়ি থাকতে সেখানে পৌঁছে দুর্গ আক্রমণ করে। মির্জা সালেহর স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে সদ্ভাব থাকায় তারা পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের বিষয় তাকে অবহিত করতো এবং তারা সতর্কতা ও তৎ-পরতার সঙ্গে রাত কাটাত। জমিদারেরা শত্রুর অগ্রাভিযান সম্বন্ধে আগে থেকেই তাকে খবর দেয়। তিনিও (সালেহ্) প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তাই শত্রুর আগমনের

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যুদ্ধ শুরু করেন। ভীষণ যুদ্ধের পর শত্রু দু'বার পূর্ণ শক্তি নিয়ে দুর্গে প্রবেশ করে। তব্ আল্লাহর অসীম দয়ায় দুর্গাভ্যন্তরস্থ সৈন্যদের প্রাণে অসীম সাহসের সঞ্চার করে। তাই দু'বারই তারা দলত্যাগী শত্রু সৈন্যদেরকে ভীষণ আঘাত হেনে দুর্গ থেকে বিতাড়িত করে।

দম্‌দমায় সৈন্য সাহায্য প্রেরিত : দিনের প্রথম প্রহরে মির্জা সালেহ পরিস্থিতির নিম্নলিখিত বিবরণ মির্জা নাথান ও শাহী কর্মচারীদের লিখে জানান : 'অবিলম্বে সাহায্য-কারী সৈন্য না আসলে থানা ও শাহী রাজ্যও আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে। আমাদের কেবলা ও প্রভুর জন্য আমাদের মতো সকল ভৃত্যকেই প্রাণ দিতে হবে। কিন্তু তাতে কি লাভ হবে? আমাদের সকলকেই কোনো না কোনো কাজে লাগতে দিন এবং যাতে থানা ও শাহী রাজ্য হাত ছাড়া না হয় তাই করুন।' মির্জা নাথান, মির গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ, মির আবদুর রেজ্জাক, শিরাজী ও অন্যান্য শাহী কর্ম-চারীদেরকে ডেকে এক সমর পরিষদে মিলিত হন। বিস্তারিত আলোচনার পর তিনি তাদের মতামত জানতে চান। প্রত্যেকই নিজ নিজ বিবেচনা মতো তাদের মত প্রকাশ করেন। শেষটায় মির্জা নাথান কর্তৃক প্রকাশিত অভিমতই সকলে মেনে নিলেন। তাতে বলা হয়েছিলো যে, নিম্নপদস্থ মসনবদারদের, ওসমানের কিছু আফগান, গোলন্দাজবাহিনী এবং হাতী দ্বারা গঠিত একটি সেনাবাহিনী নিয়ে মির আবদুর রেজ্জাক মির্জা সালেহর সাহায্যে রওনা হয়ে যাবেন এবং নতুন ও পুরাতন সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় সে অঞ্চলের গোলযোগ প্রশমিত করার জন্য তাকে সেখানে থাকতে হবে। পাণ্ডুতে অবস্থানরত লোকজন, শাহী কর্মচারী এবং নির্বাচিত সৈন্য দল ছাড়াও পাণ্ডুর প্রধান নেতৃত্ব পদ গ্রহণের জন্য মির্জা ইউসুফকে পাণ্ডু যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেখানে অবস্থান করে তাকে স্থলভাগে দুর্গ এবং জলে নৌবহরের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। এমনিভাবে শাহী পক্ষীয় লোকজনদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। মিরের সঙ্গে যে সৈন্যদল প্রেরিত হয় তাতে ছিলেন : নিজ সৈন্যদলসহ মীর স্বয়ং; মির্জা মুমিন মারভীর পুত্র মির্জা গিউ ওরফে মির্জা বাবু; মোহাম্মদ মুরাদ উজ্‌বেগের পুত্র মির্জা সুলতান মুরাদ; জাহিদ বেগ ময়দানী; কাবুল খাঁ তুলখানীর পুত্র মোহাম্মদ মুকিম; ওসমানী আফ-গানদের কয়েকজন নিম্নপদস্থ মসনবদার। তিন'শো কুশলী বন্দুকধারী সৈনিক, আটটি নর ও কুন্‌কী হাতী, তোপ, বারুদ, শীষা ও গোলা-বারুদ তাদের সঙ্গে প্রেরিত হয়। পাণ্ডু থানার সৈনিকদের প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মির্জা ইউ-সুফকে প্রেরণ করা হয়।

বিদ্রোহীদের দ্বারা ঝারিঘাটের পথ অবরুদ্ধ : দূরদর্শী নাথান মনে মনে বুঝতে পারলেন যে, শত্রুর এই আক্রমণ শেখ ইব্রাহিমের কার্যকলাপেরই ফল। তাই শেখের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য মির আবদুর রেজ্জাককে বলে দেয়া হয় এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দম্‌দমা থানায় চলে যাওয়ার জন্যও তাকে উপদেশ দেয়া হয়। কিন্তু শেখের সঙ্গে তাঁর গাঢ় বন্ধুত্বের জন্য মির্জার উপদেশ তার মনঃপুত হয় নি। তিনি ভাবলেন যে শেখ তাঁকে সাহায্য করবেন। তিনি ভাবতেই পারেন নি যে, তার চলার পথে এই বন্ধুত্বের সুযোগেই শেখের নিকট তাকে প্রতাড়িত ও অপমানিত হতে হবে। তাই মির্জা সালেহ্‌র বিরুদ্ধে সনাতনের সঙ্গে প্রেরিত সৈন্যবাহিনী ছাড়াও ঝারিয়াঘাটে[১] মিরের গমন পথ রুদ্ধ করার উপদেশ দিয়ে শেখ ইব্রাহিম একটি বড় সৈন্যদল প্রেরণ করেন যাতে মির নদী পার হয়ে মির্জা সালেহর সাহায্যে যেতে না পারেন। মিরের সেখানে পৌঁছার পূর্বেই উক্ত সৈন্যদল সেখানে উপস্থিত হয়ে ঘাটকে সুরক্ষিত করে তোলে। মিরের সেখানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তারা যুদ্ধ আরম্ভ করে দেয় এবং মিরকে পরাভূত করে। একটি পাখীও সেখান দিয়ে অতিক্রম করতে পারতো না। সনাতন কর্তৃক যখন তখন আক্রমণের ফলে থানাবাসীগণ ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

নাথান কর্তৃক বিদ্রোহীদের পরিকল্পনা ব্যর্থ : মির (আবদুর রেজ্জাক) দেখতে পেলেন যে, শেখ ইব্রাহিমের সৈন্যরা শত্রুর ছদ্মবেশে তার অগ্রগমনে বাধার সৃষ্টি করছে। তিনি তাদের চিনতে পারলেন। তখন তিনি শেখের সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্বন্ধে মির্জা নাথান যা বলেছিলেন তা বুঝতে পারলেন এবং বিশ্বাস করলেন। সেখানে (ঝারিঘাট) থেকে তিনি মির্জা নাথানের নিকট এই সংবাদটুকুই শুধু পাঠালেন : 'নিজের লোকজনদের ভালো না বেসে যারা বিজাতির সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে, তাদের তিনি শাস্তি প্রদান করবেনই। যা শুনেছিলাম তাই দেখতে পেলাম। এখন আপনি যা ভালো মনে করেন তাই করুন।' মির্জা নাথান তাই শত্রুর কাছে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত এক অতি গোপন পথে মির্জা সালেহর নিকট রাতের বেলা, বারুদ, শিষা এবং অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ প্রেরণ করেন। মক্ষিকাও এর আভাস পায় নি। তিনি সালেহ্‌কে লিখলেন : 'আপনার সঙ্গে যে সৈন্যবাহিনী রয়েছে তা দুর্গ রক্ষা করতে পারবে। যতদিন এই উদ্ধত হিন্দুস্থানটি তার গর্হিত আচরণের জন্য দণ্ডিত না হয়, ততোদিন পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।' তিনি মিরকেও লিখলেন : 'এ চিঠি পাওয়া মাত্রই আপনি হাজো ফিরে আসবেন। আপনার ফিরে আসার পূর্বেই আপনি আপনার আগমন সংবাদ আমাকে জানাবেন। আপনি এমন ভাবে আসবেন যে সেখান থেকে-

আপানার সৈন্যরা যখন রওনা হবে সেই ধিকৃত শেখ যাতে তা জানতে না পারে এবং বারলিয়া নদী অতিক্রমের পথে এসে আপনাকে বাধা দিতে না পারে। আপনি সেখানে থেকে আসবেন। এদিক থেকে আমি সমস্ত শাহীকর্মচারীদের নিয়ে নৌকা-যোগে বারলিয়া নদীর তীরে এসে পৌঁছব। এমনি ভাবে সৈন্যবাহিনী ও সমরাস্ত্র নিরাপদে প্রেরণ করা যাবে'। চিঠি পেয়ে মির উৎসাহের সঙ্গে মাঝরাতে রওনা হয়ে দিনের প্রথম প্রহরে সেখানে পৌঁছেন। মির্জা নাথান শাহী কর্মচারীদের সঙ্গে বারলিয়া নদীর তীরে ফজরের নামাজ পড়েন। একটি বড় সাহায্যকারী সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি সেখানে পৌঁছান। সেখান থেকে শাহী সৈন্যবাহিনীসহ মীরকে নিরাপদে হাজো নিয়ে আসেন। শেখ ইব্রাহিম মনে আঘাত পেলেন। কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। তার গোপন কার্যকলাপ প্রকাশ পেলো। তার বিশ্বাসঘাতকতা সকলের নিকটই জানাজানি হয়ে গেলো।

বিদ্রোহীদের শাস্তি প্রদানের জন্য চিশ্‌তী খাঁ প্রেরিত : মির্জা নাথান ব্যাপারটি ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট রিপোর্ট করেন। প্রদেশের সুবেদার শাহেনশাহের দরবারে এক অবেদন প্রেরণ করেন। সঙ্গে মির্জা নাথান এবং কোচ সীমান্তে অব-স্থানরত শাহী কর্মচারীদের রিপোর্টও প্রেরণ করেন। মির্জা নাথান ও শাহী কর্ম চারীদের রিপোর্ট থেকে তিনি সমস্ত ব্যাপার অবগত হয়েছিলেন। তাঁর আশঙ্কা হয় যে, মির্জা নাথান ও শাহী কর্মচারীদের পক্ষে এই ধূর্তের অনিষ্টকারী কার্যকলাপ বন্ধ করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই তিনি মূর্খ শেখকে শাস্তি প্রদানের জন্য চিশ্‌তি খাঁর নেতৃত্বে ও শেখ কামাল ইসলাম ঋণী-র সেনাপতিত্বে মুসা মোহাম্মদ খাঁ, মোস্তফা খাঁ, শাজাত খাঁ দক্ষিণী, সরহদ্ খাঁ ওরফে আবদুল ওয়াহিদ এবং আরো অনেক নিম্নপদস্থ মসনবদারের সঙ্গে নৌবহর ও বিরাট গোলন্দাজ বাহিনী প্রেরণ করেন।

সম্রাট কর্তৃক শেখ ইব্রাহিমকে বন্দী করার নির্দেশ : মির্জা নাথানের রিপোর্ট-সহ সুবেদারের আবেদন শাহী দরবারের পৌঁছলে ইতিমাদউদ্দৌলার মাধ্যমে এক চূড়ান্ত ফরমান প্রেরিত হয় 'শেখ ইব্রাহিম যদি বাস্তবিকই গোলযোগ সৃষ্টি করে থাকে, তাহলে তাকে বন্দী করে জীবিত অবস্থায় শাহী দরবারের প্রেরণ করতে হবে।' সুবেদার চাটগায়ের কারোরী আবদুল্লার ভ্রাতা কাজিম বেগকে শাহী ফরমানের এক প্রস্থ নকল ও তৎসঙ্গে তার নিজস্ব এক চিঠিসহ মির্জা নাথান ও হাজো-তে অবস্থান রত শাহী কর্মচারীদের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি লিখেন : 'সতর্কতার সঙ্গে কাজ করে যান। চিশ্‌তী খাঁ বিশেষ করে শেখ কামাল ও সেখানে প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর

উপস্থিতি পর্যন্ত শেখ ইব্রাহিমের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবেন না বা তার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না। কৌশলে তাকে বন্দী করার চেষ্টা করবেন। যদি সফল হন তবে তাকে জীবিত অবস্থায় শাহী দরবারে পাঠিয়ে দেবেন। তাকে যুদ্ধ করে বাধ্য করার চেয়ে সম্রাটের নিকট থেকে এর পুরস্কার অনেক বেশি পাওয়া যাবে।'

সুবেদার কর্তৃক আপোষমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন : তিনি ও (ইব্রাহিম খাঁ ফতে-জঙ্গ) তার লিপিকুশলবিদ মির্জা মোহাম্মদ ও মশালখানার (বাতি-ঘর) পরিচালক হাজী আলির মাধ্যমে উৎসাহজনক বাণী শেখ ইব্রাহিমের নিকট প্রেরণ করেন এবং তার জন্য একটি সম্মানজনক পোশাকও প্রেরণ করেন। তাকে লিখে পাঠান যে, সুবেদারের চিঠি পেয়েই তিনি সেখানকার তার কার্যভার তার ভ্রাতৃদের উপর ন্যস্ত করে যেন দরবারে চলে আসেন এবং প্রথম সুযোগেই যেন সুবেদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সীমান্তের কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু সংবাদ দেয়ার পরই তাকে ফিরে যেতে দেয়া হবে। দূতদ্বয় একজনের পর একজন সেখানে পৌঁছে। মির্জা সুবেদারের অভি-প্রায় বুঝতে পেরে তার কার্যসিদ্ধির জন্য নিজকে নিয়োজিত করেন।

শেখ কৌশলে গ্রেফতার এড়িয়ে যান : শেখ সম্মানজনক পোশাক পরিধান করেন। শীঘ্রই তিনি ঢাকা যাবেন এই বলে পূর্বোক্ত মির্জা মোহাম্মদকে কিছু দিন সেখানে রেখে দেন। শেষে মির্জা বুঝতে পারলেন যে, তার যাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই। তিনি রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো বিবরণ খাঁ ফতে জঙ্গের নিকট পাঠান নি। কারণ শেখ তাকে ঘুষ দিয়ে বাধ্য করে ফেলেন। কিন্তু সময় সময় তিনি মির্জা নাথান ও শাহী কর্মচারীদের নিকট এসে অপরোক্ষভাবে তাদেরকে সকল বিষয়ের আভাস দিতেন। মির্জা নাথান প্রায়ই মূল্যবান উপদেশ দিয়ে শেখ ইব্রাহিমের নিকট লোক পাঠাতেন এই ভেবে যে, অবিবেচক শেখ তার আত্মম্ভরী মনোভাব পরিত্যাগ করে সুবেদারের নিকট যাবেন এবং এমনি ভাবে এই কলঙ্কজনক কার্য কলাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করবেন। কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। তখন মির্জা নাথান ঘনঘন তার কাছে গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করে তার বন্ধুত্বভাব পুনপ্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেন যাতে তিনি তাকে বন্দী করতে পারেন। শেখের লোকও মির্জার (নাথানের) নিকট আসত। সময় সময় তারা অনভিপ্রেত মন্তব্য করে বসত। একদিন তারা বলে যে শেখ এরূপ বলেছেন: 'আমার শত্রুরা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে। তারা আমার মন থেকে এ আশঙ্কা দূর না করা পর্যন্ত এভাবে আমি সুবেদারের নিকট যেতে সাহস পাচ্ছি না। খাঁ ফতেজঙ্গের

সঙ্গে দেখা না করে সোজাসোজি পাটনায় গিয়ে শাহজাদা সোলতান পারভেজের নিকট যাওয়া ভিন্ন আমি আমার জন্য অন্য কোনো পথ খোলা দেখছি না।' মির্জা এ দ'টি প্রস্তাবেই রাজি হলেন। তিনি তার (শেখ ইব্রাহিমের) লোকদের মাধ্যমে তাকে এই সংবাদ পাঠান: 'তিনি যদি শাহজাদার নিকট যান তাতে আমরা বাধা দেব না। বরং তিনি তাই করুন এই আমরা চাই।' প্রেরিত লোকেরা জিজ্ঞেস করে: 'তিনি তাই করুন বলতে কি বুঝাতে চান?' মির্জা জবাব দেন: 'তিনি তার অবস্থান স্থল থেকেই রওনা হয়ে যাবেন, এবং পরবর্তী মঞ্জিলে তাবু গাড়বেন। সেখানে শাহী কর্মচারীদের ক্যাম্প রয়েছে। তারা তাকে ঘোড়াঘাটের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে, যাতে তিনি ভিন্ন পথে না যান। আর যদি তিনি চান, তাহলে আমরা শপথ করে ওয়াদা করছি যে তিনি তার ভ্রাতাদের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করে যাতে তিনি প্রদেশের শাসনকর্তা নিকট যেতে পারেন তার জন্য আমরা সমস্ত ব্যবস্থা করবো। আর যদি তিনি বর্তমানে যেখানে আছেন সেখানেই থাকতে চান, তাহলে তিনি শাহী কর্মচারীদের সঙ্গে সেখানে অবস্থান করুন এবং নিজের কর্তব্য করে যান। তবে তাকে তার দাম্ভিকতা ছাড়তে হবে। তিনি যেন হাজার হাজার লোকের মৃত্যুর কারণ না হন। তিনি যেন দুর্নামের ভাগী না হন' সংবাদবাহীরা ফিরে যায়। তারা এই জবাব নিয়ে আবার আসে যে শেখ নিম্ন-লিখিত প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন: 'প্রথমত আমাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে হবে এবং এই অঞ্চলের কাজে আমাকে আপনার নিকট রাখতে হবে। তারপর সুবেদারের নিকট আমার শর্তের কথা লিখতে হবে এবং আমার জন্য একটি মসনব আদায় করে দিতে হবে। এমনি করে শাস্তি পাওয়ার আশঙ্কা থেকে আমাকে মুক্ত করতে হবে। তাহলে আমি জাহাঙ্গীরনগর যাওয়ার সাহস করতে পারি।' শেখের বার্তাবাহীদের সামনে শাহী কর্মচারীদের নিয়ে আল্লাহর নামে শপথ করেন: 'শেখ যদি তার ভ্রান্তপথ ত্যাগ করে অনুগতভাবে কাজ করেন এবং শাহী কর্মচারীদের উপদেশ অমান্য না করেন তাহলে শেখের কার্যের বন্দোবস্তের জন্য আমরা সর্বপ্রকার সাহায্য করব। আমরা আমাদের কথার খেলাফ করব না। আমাদের সাফল্যের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে তার ভাগ্যের উপর।' অতঃপর মির্জা নাথান নিম্নলিখিত শপথ শেখকে গ্রহণ করার জন্য তাদের সঙ্গে নিজের লোক পাঠালেন: 'অতীতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিলো না, বর্তমানেও নেই। রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কোনো কাজ যদি আমি করি তাহলে তা হবে আল্লাহর এবং কোরানের প্রতি বিদ্রোহের সামিল।' সংবাদবাহীরা গিয়ে শেখের নিকট থেকে শপথ গ্রহণ করে। কিন্তু তারা তার মনে এর প্রতি কোনোরূপ

বিশৃঙ্খলতা দেখতে পান নি । তার মনে সামান্যতম বিশৃঙ্খলতা না থাকায় কিছু দিনের মধ্যেই তিনি পুনরায় অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ শুরু করেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রথম আচরণ পরিস্ফুট হয়ে উঠে যখন শাহবাজ খাঁর ভ্রাতা করমউল্লাহর পুত্র বরখোরদার কম্বুর সপরিবারে জাহাঙ্গীরনগর থানা থেকে যাওয়ার সময় শেখ ইব্রাহিম কর্তৃক বন্দী হন। এই ব্যক্তি তার সঙ্গে প্রচুর ধন-সম্পদ নিয়ে যাচ্ছেন-- এই ধারণার বশবর্তী হয়েই শেখ তাকে বন্দী করেন। অবশ্য পরে তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

নাথান কর্তৃক বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ দ্বারা তাকে জয় করার চেষ্টা : শেখ প্রায়ই মির্জার নিকট আসতেন কিন্তু মির্জা তাকে বন্দী করার কোনো সুযোগ পান নি। একদিন দুপুরের পর তিনি (মির্জা) তার নিজ গৃহে শান্তিতে অবস্থান করছিলেন এবং কোনরূপ গোলমালের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তার মনে পড়ে যে, সকালে হিতাম খাঁ শেখ হাবিব নামক শেখের দুজন বার্তাবাহী তাঁর নিকট এসে বলেছিলো : 'শেখের মনে কোন কিছু না থাকলেও লোকজন বরখোরদার কম্বুর ধন সম্পদ লুট করার জন্য তাকেই দোষী মনে করে। তাই তিনি আসতে সাহস পান না। আপনি যদি আপনার চাচাকে পাঠিয়ে শেখকে হাতে ধরে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসেন তা হলেই তিনি দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পাবেন।' তদনুযায়ী মির্জা তার চাচা মির মাদারীকে বার্তা-বাহীদের সঙ্গে শেখের নিকট প্রেরণ করেন শেখকে হাতে ধরে নিয়ে আসার জন্য। তারা এক পথ দিয়ে যায়। শেখ অন্যপথ দিয়ে তার সমস্ত লোকজন (অনুমান এক হাজার) নিয়ে মির্জা নাথানের প্রাসাদের ফটকের সামনে এসে হাজির হন। দরজায় অবস্থানরত খোজারা ভয় পেয়ে যায়। তারা মির্জাকে গিয়ে জানায় যে, শেখ ত্রাস সৃষ্টিকারী এক বড় সৈন্যদল নিয়ে ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তার প্রধান ভৃত্য এবং সাদত খাঁ নামক তার এক স্ফুর্তিবাজ শঙ্গী ও আরো অনেককে জিজ্ঞেস করেন যে এখন কি করা যায়? একদল লোক যারা কোনো কিছুই অবগত নয় তারা বলে : 'অনুগত লোকদের ডেকে একটি বাহিনী গঠন করা হোক ; তারপর শেখকে ভিতরে ডাকা হোক।' মির্জা জবাব দেন : 'তার উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়ে থাকে তাহলে এতে তিনি বিরক্ত হবেন। তাকে ভিতরে ডাকা হয় নি এবং অনেকক্ষণ তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে—এবং অজুহাতে তিনি ফিরে যাবেন। আর তিনি যদি লড়াই করতে এসে থাকেন তাহলে তিনি আমাদের লোকজনদের জড় করতে দেবেন না। এতক্ষণে তাহলে তিনি জোর করে ঢুকে পড়তেন। এ অবস্থায় নিম্নরূপ ব্যবস্থাই আগেরটির চেয়ে ভালো। তাকে না ডাকা পর্যন্ত তিনি ভিতরে আসবেন না এবং হেরেমের স্ত্রীলোকদের সাহচার্যে আবদ্ধ হবেন না। তাই তাকে ডেকে আনা

হোক। আমরা দুজনই একত্রে একস্থানে উপবেশন করব। তার উদ্দেশ্য যদি খারাপ বলে মনে হয় তাহলে আল্লাহর অনুগ্রহে তাকে আমরা অনুসরণ করতে বাধ্য করব। সেক্ষেত্রে তার সৈন্য ও ভৃত্যদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে না।' একথা বলে তিনি স্বয়ং ফটকের নিকট গেলেন এবং ফটকে অবস্থানরত দ্বার রক্ষীদের পিটাতে শুরু করলেন। তিনি শেখের সঙ্গে করমর্দন করে তাকে ভিতরে নিয়ে আসেন। তাঁদের ভণ্ডামীর জন্য শেখ জনতাকে চাবুক দ্বারা আঘাত করেছিলেন এবং তাদের ভিতরে ঢুকতে নিষেধ করছিলেন। মির্জা নাথান তার হাত থেকে চাবুকটি কেড়ে নেন এবং তাদের সবাইকে ভিতরে নিয়ে যান। তিনি দেওয়ান খানার চারজালে (?) এসে বসেন। মির্জা শেখ অনেক সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিলেন। কিছুক্ষণ পর তার পাগড়ী ও চাবুক নিয়ে আসার জন্য হুকুম দেন। তিনি প্রস্তুত হয়ে শেখের হাত ধরলেন এবং একটি হাতী নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠান। তিনি শেখের সঙ্গে একই হাতীর হাওদায় বসলেন। অতঃপর তারা দেওয়ান ও বখ্‌শী গিয়াসউদ্দীন মাহ-মুদের গৃহে গমন করেন। তিনি মনে মনে ভাবেন : 'শেখের যদি কোনো দাম্ভিক মনো-ভাব থেকে থাকে তা হলে সভাস্থল ছেড়ে হাতীতে চড়ে বেরিয়ে পড়াই ভালো।। সামনের আসনে আমি বসব, পিছনের দিকে চাকরের বসার জায়গায় আমার একজন কর্মচারীকে বসাব এবং তৃতীয় ব্যক্তিটি হবে মাহুত। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে এই যে, আসামের রাজা শেখের নিকট সৈন্য সাহায্য পাঠাতে খুব ব্যস্ত নন। কারণ সব সময় তার সন্দেহ যে দিল্লীর লোকেরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। আসাম রাজের যেসমস্ত দূত এখানে উপস্থিতি আছে তারা আমাদের উভয়কেই এক হাতীতে সওয়ার হতে দেখলে শেখের প্রতি তাদের আস্থা নষ্ট হয়ে রাবে।' তারা দুজন কথা বলতে বলতে মিরের গৃহে পৌঁছে হাতী থেকে নামলেন। একজন ভৃত্যকে তাদের আগমন সংবাদ জানাতে মিরের নিকট পাঠান হলো। তাকে বলে পাঠান হয় যে, শেখকে যেন উৎসাহ বাক্য শুনিয়ে শীঘ্র ফেরৎ পাঠান। মির শেখকে অত্যন্ত উৎসাহিত করেন এবং বলেন : 'আমরা কলম-পেশা লোক হলেও মির্জাকে আমরা অনুসরণ করছি। মির্জা কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত শপথের সঙ্গে আমরা একমত। আপনাকেও আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা উচিত নয়। আপনাকে আনুগত্যে অবিচল থাকতে হবে।' শেখ তার নিজ গৃহে ফিরে যান। মির গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ নিজ গৃহেই থেকে যান।

বলদেব কর্তৃক পান্ডু দুর্গ আক্রান্ত : সেদিন রাত্রেই পাণ্ডু থানা ও দুর্গ থেকে মির্জা ইউসুফ বারলাসের নিম্নলিখিত চিঠি আসে। তিনি মির্জা নাথানের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে সেখানে অবস্থান করছিলেন। তিনি লিখেন: আজ দিনের

শেষের দিকে রাজা পরীক্ষিতের ভ্রাতা বলদেব আঠারো হাজার 'পাহাড়িয়া লোক-দের এক বাহিনী নিয়ে রথের (গারদুনহা) আড়ালে লুকিয়ে দুর্গ আক্রমণ করে। আমরা আমাদের সাধ্য মতো দুর্গ রক্ষা করি। উভয় পক্ষেই বহু লোক নিহত হয়েছে। বারুদ ও শিলা যতক্ষণ মজুদ ছিলো ততক্ষণ বন্দুকধারী সৈন্যরা আশ্চর্যজনক কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। বর্তমানে শত্রুরা সাহস সঞ্চয় করেছে। তারা তাদের রথ নিয়ে দুর্গের পার্শ্ববর্তী পরিখার তীরে এসে পৌঁছেছে এবং রথের আড়ালে থেকে লড়াই করছে। আমাদের সাহায্যে প্রচুর সাহায্যকারী সৈন্য না আসলে এই সৈন্যদল নিয়ে দুর্গ রক্ষা করা সম্ভব হবে না। সদলবলে আমরা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।'

পান্ডুতে সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরিত : সৈন্য সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা করার জন্য মির্জা নাথান মির গিয়াসউদ্দীন মাহমুদের গৃহে যান এবং উচচ-নীচ সমস্ত শাহী কর্ম চারীদের ডেকে পাঠান। আবদুল বাকির অব্যবস্থার জন্য শাহী খাজনা। অর্থ শূন্য হয়ে পড়েছিলো। তাই তিনি তার নিজের তহবিল থেকে একহাজার টাকা চেয়ে পাঠান এবং তা রাজ বাহাদুর কালমাকের ভৃত্য নৌ'সেনাধ্যক্ষ ইসলাম কুলিকে প্রদানের নির্দেশ দেন। এদ্বারা তিনি তার নিজের ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন এবং মির্জা ইউসুফের সাহায্যে নৌবহর নিয়ে রওয়া হবেন। ইসলাম কুলি ও আরো অনেকেই যারা কাসিম খাঁর সুবেদারী আমল থেকে অসংযত কার্যকলাপে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তারা মির আবদুর রেজ্জাকের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন। তারা চালাকী শুরু করেন। তার কথার ধরন থেকে বোঝা যায় যে, মির্জা ইউসুফের অধীন কাজ করতে তিনি কোনো দিনই যাবেন না। মির্জা নাথান ক্রোধান্বিত হন এবং মনে মনে ভাবেন; 'আজ যদি এই গোলামকে দিয়ে প্রভু এবং কিবলার কাজ করাতে না পারি, তাহলে আগামীকাল কোনো ওমরাহই আমার নির্দেশ মতো কাজ করতে চাইবেন না।' তাই এ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য এবং প্রভুর মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি তার কর্মচারীদের চীৎকার করে নির্দেশ দেন। তারা সে গোলামকে আচ্ছা করে শিক্ষা দেন এবং তাকে বন্দী করে হাতে ও গর্দানে বেঁধে মির্জার কাছে নিয়ে আসেন। তৎক্ষণাৎ তাকে পাঁচ শো টাকা ও দুশো বন্দুকধারী সৈন্যসহ পাণ্ডুতে মির্জা ইউসুফের নিকট প্রেরণ করেন। একটি চিঠি লিখে ইউসুফ বারলাসকে জানান হয় যে, অতি স্বত্বরই আরো সৈন্য তার সাহায্যে পাঠান হচ্ছে। শাহী কর্মচারীদের অনেকই মধ্যস্থ এবং জামিন হয়ে বলেন যে ইসলাম কুলি আর কোনো দিনই তাকে যে কাজেই নিযুক্ত করা হোক না কেন তা পালন করতে

আপত্তি করবেন না। এতে তাকে বিনা দ্বিধায় ক্ষমা করা হয় এবং তাকে একটি সম্মানজনক পোশাক, একটি ঘোড়া এবং মির্জার নিজ তহবিল থেকে খরচ বাবদ একহাজার টাকা প্রদান করা হয়। ইসলাম কুলিকে মির্জা ইউসুফের নিকট নিয়ে যাওয়ার জন্য মাসুদ কাসিম খাঁকে সাজাওয়াল নিযুক্ত করা হয়। শাহী ফৌজের অবস্থা এবং শত্রুর দুর্বলতা স্বচক্ষে দেখে সে খবর নিয়ে এক দিনের মধ্যে তাকে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইসলাম কুলিকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে মাসুদ ফিরে এসে জানায় যে, 'আমার সেখানে অবস্থান কালে শত্রুরা বহু পদাতিক সৈন্য, কামান, হাউই প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে পরপর দুটি আক্রমণ চালায়। তারা এতে অনেক গারদুনও ব্যবহার করে। তারা ভীষণভাবে যুদ্ধ করে। তাদের চূড়ান্তভাবে প্রতিহত করা হলেও এখনও তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এর শেষ পরিণতি দেখার জন্য অপেক্ষা করছে।'

নাথান কর্তৃক শেখকে বন্দী করার পরিকল্পনা: মির্জা নাথান, মির গিয়াস-উদ্দীন মাহমুদ, মির আবদুর রেজ্জাক এবং রাজা শত্রাজিতকে ডেকে বললেন: 'আগামীকাল আমি এক ভোজের আয়োজন করব। শেখ ইব্রাহিম সহ উচ্চনীচ সকল কর্মচারীকেই তাতে নিমন্ত্রণ করব। আমরা যখন শেখের সঙ্গে বসব তখন আমি আমার একজন লোককে সেখানে আসার জন্য বলবো। সে এসে বলবে যে সে মির্জা ইউসুফ বারলাসের নিকট থেকে পাণ্ডু দুর্গ থেকে এসেছে। তাকে সেখানকার সংবাদের কথা জিজ্ঞেস করব। সে বলবে যে এক গোপন কক্ষে সে তা আমাদের নিকট বলবে। তদনুযায়ী আমি শেখ এবং কাজিম আস্কা এই তিনজন এই অজুহাতে উঠে সেই সংবাদবাহীসহ বাড়ীর ভিতর যাবো। সে বলতে শুরু করবে যে আজ সন্ধ্যায় যদি কোনো সৈন্য সাহায্যে সেখানে পৌঁছে তো ভালো। অন্যথায় রাজা বলদেব জয়লাভ করবে এবং শাহী কর্মচারীদের নিকট থেকে দুর্গটি ছিনিয়ে নেবে এবং আমরা সবাই মিলে পরামর্শ করব। রাজা শত্রাজিতের সামনে একটি পানদানী রাখা হবে। রাজা শত্রাজিত, আপনি তা থেকে পাঁচটি পান নিয়ে জয়লাভের জন্য প্রার্থনা করবেন। শেষ করে আপনি চলে যাবেন। গোপন কক্ষে গিয়েই আপনি আপনার পাইকদের সঙ্কেত দিবেন শেখের এবং তার সৈনিকদের ঘোড়াগুলির পা কেটে ফেলার জন্য। ফলে তখন এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। ঘোড়াগুলির পা কেটে ফেলাতে সৈনিকেরা দৌড়ে পালিয়ে যাবে। এ সময়ে শেখসহ আমরা ছ'জন ঘরের ভিতরেই থাকব। আমরা পাঁচজন শেখকে আক্রমণ করব। আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা তাকে হাতে ও গলায় বেঁধে ফেলব।

আমরা প্রত্যেকই দরজার কাছে দু'জন করে মুনিব আর দশজন ভৃত্য সেখানে থাকব। হাতীগুলিকে পরিদর্শনের জন্য তৈরি রাখতে আমরা মাহুতদের বলে রাখব। সেই গোলযোগের সময় তারা চার দিক থেকে হাতীগুলিকে আমার ঘরের দিকে চালিত করবে এবং প্রাচীর ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে আমরা শেখকে নিয়ে যে ঘরে থাকব সে ঘর অবরোধ করবে। নেতার গ্রেফতারে তার লোকজনের ভীড় এমনিতেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। এতে ব্যর্থ হলে এবং ব্যাপারটি চরম পর্যায়ে পৌঁছলে, আমরা শেখের মাথা কেটে ছুড়ে ফেলব। তাতে আল্লাহর মেহেরবাণীতে এইসব বিদ্রোহীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।' তদনুযায়ী পরদিন ভোরে সূর্যোদয়ের পর এক ভোজের আয়োজন করা হয় এবং সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু ভীরু স্বভাবের লোক মির আবদুর রেজ্জাক আল্লার দয়ার উপর ভরসা না করে মনে মনে ভাবলেন যে, শেখের সঙ্গে এই সংঘর্ষের সময় শেখ হয়তো কাউকে হত্যা করতে পারেন। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে হলে তাকে তার পোষাকের নীচে ইস্পাতের একটি কোট পরিধান করাই নিরাপদ। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি ইস্পাতের কোট পরিধান করেন। বুদ্ধির অভাবে তার কোমরে একটি রেশমের দড়ি বেঁধে নিলেন এই ভেবে যে শেখের হাত ও গলা বাঁধার সময় এটি কাজে লাগতে পারে কিন্তু এই মহান বাণীটি তাঁর মনে পড়ে নি :

> 'যতক্ষণ সম্ভব নিজের গোপন কথা বন্ধুকে বলবে না,
> তোমার বন্ধুরও বন্ধু থাকতে পারে, বন্ধুর সে বন্ধুর
> কথাও ভাবতে হবে।'

বাইরের কোনো লোক এই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা জানতে না পারলেও তার বাবুর্চি ও অস্ত্রাগাররক্ষী তা জানতে পারে। মিরের এক ভৃত্য ছিলো শেখের এক ভৃত্যের বন্ধু। সে গোপন সংবাদ জেনে শেখকে সে ভোজে আসতে নিষেধ করে। দিনের এক পহর পর শেখ লোক পাঠিয়ে অসুস্থতা বশত আসতে না পারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। প্রেরিত লোকদের আচরণ থেকে মির্জা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তার প্রতি কোনো গুরুত্ব দেন নি। তিনি তাদের সামনে কোনো কথাও বলেন নি। মুতাসদ্দিকে তিনি হুকুম দেন যে ডেক্-এ খাদ্যদ্রব্য পাক করা হয়েছিলো তা শুদ্ধ শেখের অংশের খাদ্য তার গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এমনিভাবে তিনি তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তদনুযায়ী কাজ করা হয়। সমস্ত নিমন্ত্রিতেরা আহারান্তে গোলাপের আতর বিতরণের পর নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান। তাদের পরিকল্পনা এমনি ভাবে ব্যর্থ হয়।

নতুন কর্মচারীদের আগমন তরান্বিত করার জন্য চাপ প্রদান : দু'দিন পর কাজিম আকাকে খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট প্রেরণ করার এবং সকল অনিয়মিত কর্ম-চারীদের তাড়াতাড়ি আসার জন্য তাগিদ দিয়ে তাদের প্রত্যেকের নিকট চিঠি প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কাজিম আকার বিদায়ে শেখের মন থেকে সন্দেহ দূর হবে। দ্বিতীয়ত যে সমস্ত খাঁ মন্থর গতিতে আসছেন তারা দ্রুত এসে পৌঁছে যাবেন। ইতি মধ্যে অন্য যে কোনো পন্থা উদ্ভাবিত হলে তাকে স্বাগত জানান হবে। এরই জন্য সমস্ত শাহী কর্মচারীই কাজিম আকাকে বিদায় অভিনন্দন জানালেন। তাদের আবেদনও তার নিকট প্রদান করা হয়। তারা তার সঙ্গে তাদের নিজেদেরও কিছু লোক পাঠালেন যাতে কাজিম আকা তাদের সাক্ষাতে সকল খাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করে সাজাওয়ালদের প্রহরাধীনে তাদের আগমন তরান্বিত করতে পারেন। শাহী কর্মচারীগণ বার্তাবাহীদের সঙ্গে তাদেরও রিপোর্ট মির্জা নাথানের নিকট পাঠাতে পারবেন। তারা স্রোতের অনুকূলে চলছিলেন। অল্প দূর যাওয়ার পর, রাঙ্গামাটিতে শেখ কামালের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি সৈন্যবাহিনী ও অশ্বারোহীহীন অবস্থায় নৌকা নিয়ে আসছিলেন। তারা তাকে শাহী কর্মচারীদের এবং মির্জা নাথানের চিঠি প্রদান এবং তাকে দ্রুত পৌঁছার জন্য অনুরোধ জানান। সুবেদার যে সুরে চিঠি লিখেছেন শেখ কামাল ও মির্জা নাথান শাহী কর্মচারীদের সে সুরেই জবাব দেন। তিনি বলেন : 'এরই মধ্যে অনেক দিন কেটে গেছে। আর মাত্র কয়েক দিন বাকি আছে। সেখানে আপনাদের যা করার ছিলো তা শেষ করেছেন। তাই আমার আগমনের প্রতীক্ষা করুন। আমি শীঘ্রই আসছি। স্থল ও অশ্বারোহী বাহিনীর আগমনে কিছু দেরী হতে পরে। আমার সৈন্যবাহিনী এসে গেলে, আল্লাহর মেহেরবাণীতে যারা আসুন বা না আসুন তার তোয়াক্কা না করে আমি শীঘ্রই আপ-নাদের নিকট আসছি।' চিঠিটি মির্জা নাথানের লোকের নিকট দিয়ে তাদের ফেরৎ পাঠান হলো। রাঙ্গামাটি ত্যাগ করার চারদিন পর কাজিম আকা খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট পৌঁছেন। তিনি সেখানকার ঘটনাবলীর অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করেন। তিনি মির সুবাহকে অনুরোধ জানান, প্রেরিত কর্মচারীদের বিশেষ করে শাহী দরবার থেকে কোচ রাজ্যের জায়গীরদার নিযুক্ত করে প্রেরিত কুলিজ খাঁ ওরফে বাল্টু কুলিজের গমন তরান্বিত করার জন্য সাজাওয়াল নিযুক্ত করতে। খাঁ ফতে-জঙ্গও কাসিম খাঁর সঙ্গে বিরোধ থেকে মুক্ত হয়ে শারীরিক বল প্রয়োগে তার সেখানে গমনে বাধ্য করার কথা চিন্তা করছিলেন। তিনি কুলিজ খাঁর নিকট তাৎপর্যপূর্ণ এক চিঠি লিখেন : 'এমন নিস্তেজভাবে আপনি চলছেন যে এখন পর্যন্ত আপনি হাজো পৌঁছতে সক্ষম হন নি। মনে হয় আপনি যেন কাঠের ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন।

আপনার এ মন্থর গতির কারণ কি কারোবীর বিরাট সৈন্যবাহিনীর ভয়, যা আপনার ব্যক্তিগত সহকারী রায় কাশীদাস আপনার নিকট রিপোর্ট করেছে?'

শেখ ইব্রাহিমকে বন্দী করার আর একটি পরিকল্পনা : এবার মির্জা নাথান ও সীমান্তে অবস্থান রত খাঁদের এবং কাজিম আকার বিদায় এবং শেখ কামালের জবাব প্রাপ্তির পর সংঘটিত ঘটনার বিবরণ দিচ্ছি। মির গিয়াসউদ্দীন বখ্শী মির্জা নাথানকে বলেন: 'মহামান্য সম্রাট, ইতিমাদউদ্দৌলা, খাঁ ফতেজঙ্গ এবং মুখলিস খাঁ সবারই ইচ্ছা, যে করেই হোক কারোরীকে জীবিত অবস্থায় শাহী দরবারে পাঠাতে হবে। এই অবস্থায় আমরা তাকে জীবিত বন্দী করার জন্য যত চেষ্টাই করি না কেন, যদি ঘটনা-ক্রমে তিনি নিহত হন তারা মনে করবেন যে আমরা লোভ ও ব্যক্তিগত ঈর্ষাবশত তাকে হত্যা করেছি। তাই আমাদের চেষ্টার কোনো লাভ হবে না। যদি কোনো উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন, তার জন্য পুরস্কৃত হওয়া যাবে এবং আমাদের প্রভু ও জ্ঞানী লোকদের সন্দেহের নিরসন হবে। এভাবে বিদ্রোহেরও অবসান ঘটবে। আক্রমণ উভয় পক্ষকেই ক্ষতিগ্রস্থ করে। আল্লাহর মেহেরবাণীতে অন্য উপায়ে যদি বিদ্রোহ দমন করতে পারি খুবই ভালো হয়।' মির্জা জবাব দেন. 'আপনার কথা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। আমাদের যদি বাস্তবিকই তার সঙ্গে লড়াই করতে হয়, ঘটনার প্রকৃত বিবরণ প্রভু এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণ জানতে পারবেন না। আমাদের লোকদের ভীরুতার ফলে সকল দোষ আমার উপর আরোপিত হবে। আমি মনে মনে একটা মতলব করেছি। আপনি আর আমি এই দু'জন ছাড়া অন্য কেউ তা জানতে পারবে না। যদি আপনি তা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন এবং আপনি যদি তা গোপন না রেখে মির আবদুর রেজ্জাকের মত হাটে বাজারে পথে-ঘাটে বলে বেড়ান তা হলে কিছুই আর করা যাবে না।' মির গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শপথ করেন। মির্জা তখন তাকে তার পরিকল্পনার কথা বলেন: 'আমরা সবাই জানি যে শেখ ইব্রাহিম এই বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটিয়ে মনে মনে অনেক দাম্ভিক মত পোষণ করেন। তিনি অহঙ্কার ও পাগলামীতে মেতে উঠেছেন। সামান্য শস্যকণাটিও তার হাতে এলে তা তিনি তার সঙ্গীদের নিয়ে ভাগ করে নেন। তাকে একাকী আমার ঘরে দাওয়াৎ করা তাকে ভীতি প্রদর্শনের সামিল হবে। তাই, আর একদিন আমি উচচ-নীচ সকল-কেই ভোজে নিমন্ত্রণ করব। ভোজে রুটি, কুশখা এবং ক্ষিরসার ব্যবস্থা করা হবে। সকাল বেলা সবাই যখন আসবে রাজভক্তদের আমার নিজ গৃহেই খাওয়াব। শেখের অংশ, পাঁচডেক্ কুশখা এবং ক্ষিরসা এবং ঘিয়ে ভাজা পাঁচশো রুটি তাকে পাঠিয়ে দেব। একজন লোক যাবে এবং মাফ চেয়ে এই সংবাদ তাকে জানাবে :

'আপনাকে নিমন্ত্রণ করলে যে সব লোক আপনার নিকট টাকা নেয়, তারা আবার আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করবে। আমরা একই ভাবাপন্ন ব্যক্তি আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ থাকতে পারে না। তাই আমি আপনার অংশের খাবার আপনার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। শেখ তার উচচ-নীচ সকল লোককে ডেকে এনে এক সঙ্গে খেতে বসবেন। সে খাদ্যদ্রব্যে এমন ভাবে ধুতরা মিশিয়ে দিতে আমার লোকদের বলবো যে তার এক গ্রাসই নদীর সমস্ত মাছের পক্ষে যথেষ্ট, একটি মানুষের কথা তো অতি তুচ্ছ। এরপর উচচ-নীচ সকল লোকই তাদের নেতার সঙ্গে পড়বে, তখন আল্লাহর মেহেরবাণীতে তাদের সকলকেই হাতে ও গলায় বেঁধে নিয়ে আসব।' মির গিয়াসউদ্দীন: 'চমৎকার বলে চেচিয়ে উঠলেন এবং অনেকক্ষণ ধরে তা উচচারণ করলেন। পরে বললেন: 'এ পরিকল্পনা সফল হলে তার বিবরণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করে রাখার যোগ্য হবে। 'মির্জা তাঁর নিজ গৃহে ফিরে আসেন। গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ নিজ গৃহে রয়ে গেলেন। রাত্রে মির আফিং-এর নেশায় তার ব্যক্তিগত সহকারী হাজী লেঙ্গের নিকট তা প্রকাশ করে ফেলেন। এভাবেই কথাটি শেখের নিকট পেঁাছে। পরদিন ভোরে এক প্রহরের পূর্বেই শেখ পরিষ্কার ভাষায় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রেরণ করেনঃ 'আমি কোনো অন্যায় করছি না। আপনারা তবু কেন আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে আমার অনিষ্ট করার চেষ্টা করছেন? মির্জা জবাব দেন: 'আমরা উভয়েই উভয়েই বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করেছি তবু ও চুগ্‌লিখোরদের রসনা আমাদের বদ্‌নাম করা থেকে সংযত হয় নি। এরপর থেকে আমি আর কখনো আপনার কাছে কোনো কিছু পাঠাব না। আপনি আমার জন্য যাই পাঠাবেন না কেন আমি আপনার প্রেরিত লোকদের সামনেই তৎক্ষণাৎ তা খেয়ে ফেলবো যাতে এর পর এই সব স্বার্থান্বেষী লোকদের কথা আর বিশ্বাস না করেন।' এতে শেখ লজ্জিত হলেও উভয় দিক থেকে জিনিসপত্র আদানপ্রদান বন্ধ হয়ে যায়।

বলদেবের পলায়ন: এবার মির্জা ইউসুফ ও পাণ্ডু থানার লোকজনদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। রাজা বলদেব কর্তৃক অবরোধ যখন চলতেই থাকে তখন মির্জা নাথান ও শাহী কর্মচারীবৃন্দ মির্জা ইউসুফ ও পাণ্ডু দুর্গের কর্তব্যনিষ্ঠ বীর যোদ্ধাদের সৈন্য বাহিনীর পর সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করতে থাকেন। একদিন সন্ধ্যায় আঠার জন পাহাড়িয়া রাজাসহ রাজা বলদেব তাদের সম্মুখে গারদুন স্থাপন করে দ্রুত বেগে পাণ্ডু দুর্গের পরীক্ষার দিকে এগিয়ে যায়। দুর্গরক্ষী বাহিনীর উপর তাদের অশ্বারোহী বাহিনী অত্যন্ত চাপ সৃষ্টি করে তাদের অবস্থা সঙ্গিন করে তোলে। মির্জা ইউসুফ, ইসলাম কুলি সোনাগাজী, আদিল খাঁ এবং মুসা খাঁর

অন্যান্য নৌ-সেনাধ্যক্ষগণ জমিদার এবং আরো অনেকেই প্রতিজ্ঞা করেন যে তারা এক সঙ্গে যুদ্ধ করে যাবেন। তারা দুর্গের ফটক খোলে দ্রুত বেগে দুর্গ থেকে বেরিয়ে পড়েন। এদের অনেকই ফটক খোলার পূর্বেই চত্বর এবং দুর্গ প্রাচীর থেকে লাফিয়ে নীচে পড়েন এবং শত্রুদের চার দিক থেকে আক্রমণ করেন। অল্প-ক্ষণের মধ্যে শত্রু পক্ষের বহু সৈন্য নিহত হয়। বলদেব তার ভাইদের নিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। যুদ্ধ জয়ের ঘোষণা করা হয়। বিজয় দুন্দভি বেজে ওঠে। বিজয় সংবাদ শাহী কর্মচারীদের নিকট পাঠান হয়। এ বিজয়কে মির্জা নাথান ধিকৃত শেখ ইব্রাহিমের উপর বিজয় লাভের শুভ লক্ষণ বলে মনে করেন।

নাথান কর্তৃক শেখের দুজন দূতকে সপক্ষে আনয়ন: যুদ্ধের বিজয় সংবাদ পৌঁছার দিনই মির গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ একটি মতলব আটেন এবং মির্জা নাথানকে বলেন: 'এটা নিশ্চিত যে আমাদের লোকজনদের হাত করে নিতে না পারলে এ-সব সংবাদ শেখ ইব্রাহিম সংগ্রহ করতে পারতেন না। তাই সেভাবে আমাকেও শেখের কিছু লোককে হাত করতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে জানতে হবে কোন সূত্রে তিনি আমাদের ভিতরের খবর জানতে পারেন। আরো জানতে হবে কে সে ব্যক্তি যে শাহী কর্মচারীদের বিশেষ করে আমার গোপন সংবাদ তাকে দেয়। ইতিমধ্যে শেখের দুজন বার্তাবাহী হাতিম খাঁ আফগান ও শেখ হাবিব কয়েকটি প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করতে আসে। শেখের প্রশ্নের জবাব দিয়ে মির্জা তাদের উভয়ের হাত ধরেন এবং শেখের নিকট কিছু গোপন সংবাদ প্রেরণের অজুহাতে তাদের এক কোণে নিয়ে যান। তিনি তাদের বলেন: শেখ তার পরিবার শাম্বালে রেখে এসেছেন। তিনি সারা দুনিয়ার সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং তার মান সম্মান সব হারিয়েছেন। এ অবস্থায় তোমরা যাদের পরিবার ঘোড়াঘাট ও চূর্ণা-খালিতে অবস্থান করছে, শেখের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে তোমরা তোমাদের নিজে-দের মান-সমান হারাবার ঝুঁকি নিতে চাও নাকি?' তারা মির্জার কথার জবাবে বলে: 'আমরা জানি আমাদের মান-সম্মান আমরা হারিয়েছি, এবং হারাতে চলেছি। কিন্তু আমরা কি করতে পারি? আমরা তার নিমক-খোরীর দায়ে আবদ্ধ।' মির্জা বলেন: 'কিন্তু শেখের কর্মচারীদের প্রধান সোলতান খাঁ, শেখ আবদুর রহিম ও অন্যান্য শেখজাদারাও এই বলে শেখের পক্ষত্যাগ করেন—সম্রাটের প্রতি আপনার আনু-গত্যের অনুপাতেই আপনার প্রতি আমাদের আনুগত্য থাকা উচিত। আল্লাহর রহ-মতের ছায়া থেকে আপনি যখন সরে এসেছেন এবং ধ্বংসের উপর আস্থা স্থাপন করেছেন তখন আপনাকে আমরা অনুসরণ করি কি করে?' তারা জবাব দেয়: 'শেখ

তবুও বলবেন যে তিনি বিশ্বাসঘাতক নন। তার সঙ্গে খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট যাওয়ার জন্যই তিনি হস্তাক্ষর শিল্পী মির্জা মাহমুদকে আটক রেখেছেন। তাই আমরা একই সঙ্গে ভীত এবং আশাবাদী। যে জন্য আমরা উদ্বিগ্ন তা হচ্ছে, ভবিষ্যতে আমাদের বন্ধুরা বলবে,—' তোমরা ইব্রাহিমের সঙ্গে যে রূপ ব্যবহার করেছিলে আমাদের সঙ্গেও তো তেমনি ব্যবহার করবে।' মির্জা তাদের উভয়কেই শপথ ও ওয়াদা দ্বারা উৎসাহিত করে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, 'আমি খাঁ ফতেজঙ্গের মধ্যস্থতায় তোমাদের শাহী মস্‌নব এবং ভালো জায়গীর দেওয়ার ব্যবস্থা করব। তোমরা শেখের সঙ্গেই থাক, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে সম্রাটের স্বার্থে সকল রকম প্রয়োজনীয় সংবাদ আমাদের দিতে হবে। তোমরা নিশ্চিত থাক তোমরা তার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার কর তেমন ব্যবহার আমাদের সঙ্গে করার কথা আমরা কখনো তোমাদের বলব না।' উভয়েই আশ্বস্ত হলে মির্জা তাদের জিজ্ঞেস করেন, তাদের পক্ষের কে শেখকে তাদের সংবাদ দেয়। তারা বলেঃ 'তাকে বন্দী করার সংবাদ দেয় মির আবদুর রেজ্জাকের বাবুর্চি আর ধুতুরা মিশানর সংবাদ দেয় বখ্‌শীর হাজী, বখশীর নিজ জবানীতে। আপনার এখানকার সংবাদ দেয় আপনার অশ্বারোহীদের পঁচিশজন, যারা আপনি ছাড়া অন্যান্য শাহী কর্মচারীদের মত শেখের নিকট থেকে ঘুষ গ্রহণ করেছে। সেই পঁচিশজন অশ্বারোহী শেখের নিকট থেকে টাকা নিয়েছে। তারা প্রতি মুহূর্তে আপনার খবর শেখকে দেয়। তারা এও প্রতিজ্ঞা করেছে যে, যুদ্ধের দিন তারা আপনাকে আপনার ঘোড়া থেকে ফেলে দেবে এবং আপনার মস্তক শেখকে দেবে।' মির্জা এই সব অকৃতজ্ঞ লোকদের প্রত্যেকের নাম লিখে রাখেন। এই ঘটনাসমূহের সঙ্গে তা উল্লেখ করা হবে। তিনি তখন শেখের লোকদের পান খেতে দেন। তিনি তাদের সামনে শেখের আনুগত্য সম্পর্কিত সত্য বিবরণ খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট লিখেন। তিনি এ ব্যাপারে বহু ঘটনার উল্লেখ করে তাকে অনুরোধ জানান শেখের নিকট আপোষমূলক চিঠি পাঠাবার জন্য। এক দ্রুতগামী নৌকায় তা জাহাঙ্গীরনগরে সুবেদারের নিকট প্রেরণ করেন। অতঃপর সংবাদবাহীদের বিদায় দেন।

আকস্মিক আক্রমণের জন্য শেখের প্রস্তুতিঃ মির্জা কর্তৃক শেখের সংবাদ সংগ্রহের সূত্র আবিস্কৃত হওয়ার পর একদিন শেখ মির্জা এবং শাহী কর্মচারীদের উপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালাবার মতলব করেন। তিনি অস্ত্রসজ্জিত হয়ে বারলিয়া নদী অতিক্রম করতে শুরু করেন। শেখের বার্তাবাহীরা একটি বালক গোলামের দ্বারা মির্জা নাথানের কাছে গোপনে সংবাদ পাঠায় এবং তাকে সতর্ক করে দেয়। মির্জা ভাবলেনঃ 'আমি যদি শাহী কর্মচারীদের এ খবর জানাবার জন্য ডেকে পাঠাই

তাহলে তারা অস্ত্রসজ্জিত হওয়ার জন্য নিজ নিজ গৃহে যেতে চাইবেন এবং অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তারা তাদের ঘোড়ায় আরোহণ করবেন। তাতে অনেক বিলম্ব হবে। নিজেই হাতীতে চড়ে বখ্‌শীর গৃহে গিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে গিয়ে অস্ত্রসজ্জিত হওয়াই উত্তম।' এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি চাঁদোয়া সুশোভিত হাতীতে চড়ে মির গিয়াস উদ্দীনের গৃহে যান। হাতী থেকে না নেমেই তিনি মিরকে ঘুম থেকে জাগালেন। তাকে তার হাতীতে উঠিয়ে ময়দানে অসেন। তিনি তখন ঘোষণাকারীকে সমস্ত-শাহী মস্‌নবদার ও কর্মচারীদের সম্পূর্ণরূপে অস্ত্রসজ্জিত করে হাতীসহ নিয়ে আসার জন্য পাঠালেন। শেখ যখন জানতে পারলেন যে মির্জা এবং গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ অন্যান্য কর্মচরীদের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তাদের সম্মুখে হাতী রেখে যুদ্ধের জন্য মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন তখন তিনি মনে অত্যন্ত আঘাত পান। তিনি তার উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, আসামের রাজার সাহায্যকারী সৈন্যবাহিনী এসে না পৌঁছা পর্যন্ত যে করেই হোক পনের দিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখতে হবে। এরপর তিনি যুদ্ধ করবেন। এই অবস্থায় তিনি যখন শাহী কর্মচারীদের বিশেষ করে মির্জা নাথানকে, যিনি ব্যাঘ্রের মতো ঘুমিয়েছিলেন, উত্তেজনা ছাড়াই সজাগ করে দিয়েছেন তখন তার আশঙ্কা হলো যে ঘুম থেকে সদ্যজাগ্রত তরুণ সিংহের মতো গর্জন করে তিনি তার উপর পতিত হতে পারেন এবং তার সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দিক্‌বিদিকে তাড়িয়ে দিতে পারেন। তাই তার আত্মরক্ষার ও নিরাপত্তার জন্য এবং আসাম বাহিনী এসে না পৌঁছা পর্যন্ত সেখানে একটি দুর্গ তৈরি করাই ভালো বলে মনে করেন। তিনি তাই তার লোকজন বিশেষ করে কোচ পাইকদের দুর্গ তৈরি করার জন্য নির্দেশ দেন। এ সংবাদ মির্জা এবং শাহী কর্মচারীদের নিকট পৌঁছে। তাদের উৎসাহ থেমে যায় এবং তারা চিন্তিত হয়ে পড়েন। এ সত্ত্বেও এর পিছনে কোনো বদ্‌মতলব বা চালাকি থাকতে পারে সন্দেহ করে মির্জা তার অশ্বারোহী বাহিনীসহ প্রস্তুত থাকেন। দিনের শেষ প্রহর থেকে কাজ শুরু করে পরদিন এক প্রহর পর্যন্ত কাজ করে শেখ পরীখাসহ একটি উচচ দুর্গ তৈরির কাজ শেষ করেন। যখন তাকে দুর্গ থেকে বেরিয়ে অন্য দিকে যুদ্ধ করতে যেতে হবে তখন তিনি কি করে দুর্গটি রক্ষা করবেন সে কথা তিনি তখন ভেবে দেখেন নি।

নাথান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ঃ পরদিন সকালে মির্জা নাথান সমস্ত শাহী কর্মচারীদের নিয়ে শহরে তার নিজ বাসভবনে ফিরে আসেন। সন্ধ্যায় তিনি গিয়াসউদ্দীন মাহমুদকে গতরাতের মতো উচচ-নীচ সকল শাহী কর্মচারীদের নিয়ে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে শহরের

বাইরে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু অসুস্থতার দরুন মির্জা নিজে যেতে পারেন নি। তাই তিনি নিজ গৃহে অবস্থান করেন। মির গিয়াসউদ্দীন প্রহরায় যোগ দিতে পারবেন না বলে অজুহাত দেখান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মির্জার নিরঙ্কুশ প্রভাব প্রাধান্য লাভ করে। মির তৎক্ষণাৎ তার কর্তব্য কাজে যোগ দিতে রাজি হন। রাতও নিরাপদে কাটে। তৃতীয় রাত থেকে মির্জা সমস্ত শাহীকর্মচারীদের নিয়ে সম্পূর্ণভাবে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে শহরের বাহিরে অবস্থান করতে থাকেন। তৃতীয় রাত্রির পর লোকজন যখন রাতের বেলা কাজে শৈথিল্য দেখাতে শুরু করে, তখন তিনি সেখানে একটি দুর্গ তৈরি করার এবং সতর্কতার সঙ্গে রাত কাটাবার নির্দেশ দেন, যাতে কোনো হাতী ঘোড়া রাতের বেলা দুর্গের বাইরে চলে গেলে তাদের শীঘ্র ধরে ফেলা যায়। এ ছাড়া শত্রু যদি কখনও আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে সৈন্যগণ যাতে দ্রুত প্রস্তুত হয়ে তাদের মোকাবেলা করতে পারে। তিনি নৌবহরের কাপ্তানদের এবং জমিদারদের দিন শেষ হওয়ার আগেই চারশো গজ বিস্তৃত গভীর পরিখাসহ একটি উচ্চ প্রাচীর তৈরি করার কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেন। উৎসাহী এবং পরিশ্রমী লোকেরা সন্ধ্যার দু'ঘরি পরই গভীর পরিখাসহ একটি উচ্চ প্রাচীর তৈরীর কাজ শেষ করে। মির্জা সমস্ত শাহী কর্মচারী, হাতী এবং কামানসহ সেখানে অবস্থান করেন। মত্ত হাতীগুলিকে দুর্গ থেকে দূরে পরিখার অপর পাড়ে বেঁধে রাখার নির্দেশ দেন। চারশো সশস্ত্র অশ্বারোহীকে দুর্গের চারদিকে প্রহরায় নিযুক্ত করা হয়। তিনি দুর্গ থেকে বেরিয়ে সমগ্র সৈন্য বাহিনীকে তিনটি চৌকিতে বিভক্ত করে—একটি মির আবদুর রেজ্জাকের, দ্বিতীয়টি রাজা শত্রাজিতের এবং তৃতীয়টি মির্জা নাথানের চাচা মির মাদারীর নেতৃত্বাধীন নিয়োজিত করেন। প্রতিদিন একটি চৌকির সৈনিকেরা দুর্গ রক্ষার জন্য সম্পূর্ণরূপে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সতর্ক হয়ে থাকত যাতে মির্জার শহরে যাওয়ার পর শেখ দুর্গ আক্রমণ করে তা দখল করতে না পারে। এমনি করে কিছু দিন কেটে যায়। এ সময়ে শাহী কর্মচারীদের নিয়ে মির্জা নাথান সর্বদাই শহরের বাইরে দুর্গে এসে রাত কাটাতেন। যুদ্ধের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে মির্জা নাথান পাণ্ডু থানা পরিত্যাগ করাই সঙ্গত মনে করেন। তিনি থানায় সমস্ত সৈন্যসহ মির্জা ইউসুফকে চলে আসার জন্য তলব করেন। বর্তমান যুদ্ধ জয়ের পর পাণ্ডু পুনরায় অধিকার করা যাবে মনে করেই তিনি এরূপ করেন।

ইয়ার মোহাম্মদ কর্তৃক হাজোর শহরতলী আক্রান্ত ঃ শেখের ভগ্নিপতি ইয়ার মোহাম্মদ প্রায়ই কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী নিয়ে হাজোর উপকন্ঠস্থ স্থানে লুণ্ঠন চালাতো এবং গবাদী পশু নিয়ে চলে যেত। মির্জার কাছে তা অসহ্য হয়ে উঠলো।

তিনি এই বলে শেখের নিকট লোক পাঠান : 'কর্তব্য কর্মের প্রতি আমাদের এই শিথিলতার কারণ হচ্ছে আল্লাহর নামে গৃহীত আমাদের শপথের মর্যাদা না দেওয়া। আপনি আল্লাহরও পরওয়া করেন না। পরিণামে এর জন্য আপনাকে অনুশোচনা করতে হবে। অতঃপর তাকে নিম্নলিখিত কবিতাংশটি পাঠান হয়।

'দূত বললো : হে হিংসাতুর
তিরস্কার আর শাস্তি তোমার প্রাপ্য।
সেনাপতি নাথান বলেন হে বিশ্বাস হন্তা
শপথ ভঙ্গকারী শেখ, তোমার আমার মাঝে
যে শপথ নেওয়া হয় আল্লাহ তার সাক্ষী,
শপথ ভঙ্গকারী তুমি, তুমি আল্লাহর দুষমন।'

শেখ সে শপথের কথাও উল্লেখ করেন। শেখের প্রতি আন্তরিকতা ছিলো না। তাই তিনি কপটতাপূর্ণ জবাব দেন।

মস্‌নবী :

'এ কথা শুনে শেখ অত্যন্ত দুঃখিত হলেন,
গাছের পাতার মতো তিনি কেঁপে উঠেন।
তাঁর জান ও মাথার কিড়ে, তিনি তার শপথ দৃঢ় করলেন,
তরবারি ছুয়ে তিনি কসম খেলেন,
যুদ্ধের নির্দেশ দিই নি আমি,
যুদ্ধ যিনি করেন তাকে সমর্থনও করি না আমি।
দু'পা বেঁধে তাকে লটকিয়ে দেবো,—হাত বেঁধে
উল্টো করে লট্‌কাবো তাকে।
হামান দিস্তায় তার মাথা চূর্ণ করার হুকুম দেবো।
আমার ভগ্নিপতিরও হাত দুটি বেঁধে ফেলবো,
পাঠিয়ে দেবো তাকে আল্লাহর প্রেমিক মিরের কাছে।'

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার প্রতিশ্রুতির প্রতি শেখের সামান্যতম আন্তরিকতা ছিলো না। সর্বপ্রকার ক্ষমা প্রদর্শন সত্ত্বেও সৈন্য বাহিনীর সেই নীচ প্রবৃত্তির লোকগুলি তাদের লুন্ঠন কার্য বন্ধ করে নি। বাধ্য হয়ে মির্জা নাথান শেখকে তিরস্কার করে সতর্কবাণী পাঠালেন যা তীক্ষ্ণতায় ধারাল তরবারির খোচার চেয়েও

তীব্র ছিলো। কাব্যের আকারে তা প্রদান করা হয়, যার সারমর্ম হচ্ছে আল্লাহর মেহেরবাণীতে আগামীকাল এর ফল দেখা যাবে।

কবিতা :

'শেখের সৈন্য দলের অধিনায়ক বলেন :
সম্রাটের ভাগ্যবলে আমি তোমায় ক্রুশে চড়াব।'

আসাম থেকে সৈন্য সাহায্য না আসা পর্যন্ত তার দাম্ভিক মনোভাব ত্যাগ করতে চান নি। তাই তার বিদ্রোহী মনোভাবের প্রমাণস্বরূপ তিনি প্রায়ই লুণ্ঠন কার্য চালাবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করতেন। এবং আসাম রাজ্যের দূতদের মাধ্যমে তিনি তার চুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা চালিয়ে যেতেন। তিনি তোষামোদ দ্বারা দূতদের সন্তুষ্ট করেন।

শেখের নিকট চরমপত্র প্রেরণ ঃ ইতিমধ্যে শেখ কামালের নিকট থেকে মির্জার এক চিঠি আসে। তাতে লিখা হয় : 'আমার সৈন্য বাহিনীর আসায় বিলম্ব হচ্ছে। তাই আমি নিজেই আপনার কাছে আসবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আপনাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে এক একটি করে ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধে যোগদান করব।' মির্জা মনে মনে গভীরভাবে চিন্তা করলেন এবং উচচ-নীচ সকল শাহী কর্মচারীদের বললেন : 'আজ হোক কাল হোক আসাম (অহম-রা) আক্রমণ চালাতে আসবে এবং আমাদের উপর বিপদের উপর বিপদ চাপাবে। দ্বিতীয়ত শেখ কামাল এসে আমাদের নিকট থেকে ঘোড়াই চাইবেন না, জটিল কাজগুলিও সব আমাদের দ্বারা করিয়ে নেবেন। তাছাড়া যুদ্ধ পরিচালনা ও তার বিজয়ের সমস্ত কৃতিত্ব তিনি দাবী করবেন। আজ পর্যন্তও যখন শেখ ইব্রাহিমের নিকট কোনো সাহায্যকারী সৈন্যদল এসে পৌঁছে নি, এবং আমাদের কাজেও অন্য কেউ এসে অংশগ্রহণ করে নি তখন যে প্রকার যুদ্ধই আমাদের করতে হোক না কেন সম্মান রক্ষাকারী আল্লাহর সাহায্যে এখনই আমাদের যুদ্ধ শুরু করা উচিত।' এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি সম্রাটের পক্ষ থেকে শাহী মস্‌নবদারদের দু'জন জালাল খাঁ শিরওয়ানী ও বাজু-ই-ঝিলাম নামক দুজন ওসমানের আফগান, তার নিজের পক্ষ থেকে তার হিন্দু বখ্‌শী বদরী দাস, গিয়াসউদ্দীন মাহমুদের পক্ষ থেকে তার ব্যাক্তিগত সহকারী হাজী লেঙ্গ, মির আবদুর রেজ্জাকের পক্ষ থেকে মোহম্মদ শারীফ, রাজা শত্রাজিতের পক্ষ থেকে তার পিতৃব্য রমানাথকে নিম্নলিখিত সংবাদসহ রায় কেদার মহাজনকে শেখ ইব্রাহিমের নিকট প্রেরণ করেন : 'আপনি যদি খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট যান তাহলে

লিপিকুশলী মির্জা মোহাম্মদের সঙ্গে আপনাকে জাহাঙ্গীরনগর যেতে হবে। অন্যথায় তাকে বিদায় দিন এবং শাহী কর্মচারীদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করুন, যাতে আমরা আপনাদের প্রতি গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা করতে পারি।' প্রথম শেখ নিজে দূতদের সঙ্গে আলাপ করেন এবং তিনি যাবেন বলে মির্জা মোহাম্মদকে ক্ষান্ত করেন। পরদিন বারলিয়া নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ করান। সেতুটিকে শাহী কর্মচারীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য বারলিয়ার এই তীরে দুটি ছোট দুর্গ নির্মাণ করেন এবং তা রক্ষার জন্য কোচ অশ্বারোহী বাহিনী মোতায়েন করেন। শাহী কর্মচারীদের পক্ষ থেকে পুনরায় দূত প্রেরণ করে সংবাদ পাঠান হয়: 'যদি নিজের মঙ্গল চান তাহলে আপনাদের দুর্গের উপরস্থ বুরুজ দুটি ভেঙ্গে ফেলুন এবং সেখান থেকে ফিরে যান। অতঃপর এক সপ্তাহের মধ্যে মির্জা মোহাম্মদের সঙ্গে যাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করুন। অন্যথায় নিমিত্ত জেনে রাখুন আপনি হাজার হাজার লোককে অপমানিত করার ঝুঁকি নিচ্ছেন।' (কবিতা: বাদ দেওয়া হয়েছে)। শেখ প্রকাশ্যে শাহী কর্মচারীদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চ্ছেদ করেন এবং জবাবে তিনি নিম্নলিখিত আবেদনসহ মির্জা মোহাম্মদকে খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট প্রেরণ করেন: 'বর্তমানে আমি অর্থাভাবজনিত কষ্টের জন্য আপনার হুজুরের নিকট উপস্থিত হতে অক্ষম। দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে কিছুদিন পর আমি আপনার নিকট নিজে এসে হাজির হব।' পূর্ব প্রদত্ত ঘুষ ছাড়াও আবার তিনি মির্জা মোহাম্মদকে প্রচুর অর্থ প্রদান করেন। তাকে হৃষ্টচিত্তে বিদায় করেন। তিনি নিম্নলিখিত সংবাদ শাহী কর্মচারীদের নিকট প্রেরণ করেন: 'বুরুজ ভেঙ্গে ফেলার জন্য আপনারা আমার নিকট সংবাদ পাঠিয়েছেন। তার আগে আপনারা আপনাদের দুর্গের বুরুজ ভেঙ্গে ফেলেন না কেন?' (মসনবী—পরিত্যক্ত)। দূতেরা তখন তখনই জবাব দেয়: 'তারা সবাই শাহী কর্মচারী। তারা এই সীমান্তের ফৌজদার এবং সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত। সৈন্য পরিচালনা ও দুর্গ নির্মাণের দায়িত্ব তাদেরই। দুর্গ তৈরি করে তারা ঠিক কাজই করেছেন। কিন্তু যে সমস্ত কর্মচারীকে বরখাস্ত করে দরবারে তলব করা হয়েছে, তারা যদি অনুগতই হবেন তাহলে তারা স্বেচ্ছায় ফিরে যাচ্ছেন না কেন? তাদের যখন যেতেই হবে, তখন তাদের কেলেঙ্কারী দূর করা ও নিজ নিজ জীবন রক্ষার জন্য তাদের বুরুজ ভেঙ্গে ফেলা শত সহস্র গুণ বাধ্যতামূলক। তারা অতীতে তাদের বিদ্রোহমূলক আচরণ বজায় রেখেছিলেন, এখনও যদি তা বজায় রাখতে চান, তাহলে তারা তাদের নিজের দুষ্কর্মের পরিণাম হিসেবে আজ হোক কাল হোক তাদের অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতেই হবে।' শেখ এতে ভয়ানক রেগে যান। কিন্তু তার কোনো উপায় ছিলো না। দূতেরা ফিরে আসে। তারা অবস্থা ব্যাখ্যা করে শুনায়। মির্জা পুনরায় সংবাদ পাঠান: 'তোমার দাম্ভিক কথার

জন্য অনুশোচনা কর। আল্লাহ আগামী কালই তার ইচ্ছা অনুযায়ী যার খুরজাট খুশী ভেঙ্গে ফেলবেন।' :

কবিতা :

'কাল সকালে সূর্যের ঝলসানো আলোতে,
সূর্যের মতোই জ্যোতিষ্মান করে তুলবো আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা।
স্রষ্টার সাহায্যে আর সম্রাটের সৌভাগের জ্যোতিতে,
সূর্য, আকাশ আর সৈন্যবাহিনীর সহায়তায়,
বিজয় লাভ করব তোমার ওপর,
শপথ ভঙ্গকারীদের পরাজিত করে।
দেখবে তখন বিশ্বাস হন্তা ধর্মদ্রোহী শেখ,
যে সংগ্রাম জীবনে দেখ নি তাই দেখতে পাবে,
গদা আর তরবারির ভীষণ আঘাত পড়বে তোমার মাথায়
মেঘ থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টির মতো ঝরে পড়বে রক্ত
তোমার হৃৎপিণ্ড থেকে।'

নাথানের রণাঙ্গণে গমন : শেখের জবাবেই এই কবিতা লিখিত হয়। অতঃপর মির্জা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। তিনি সৈন্যবাহিনীকে সমর সজ্জায় সজ্জিত করেন। আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করে কেন্দ্রস্থলের নেতৃত্বভার নিজে গ্রহণ করেন। মির গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ ও অন্যান্যদের নাম যা নিম্নে প্রদত্ত হলো। ওসমানের সমস্ত আফগান মস্‌নবদারদের সঙ্গে 'অগ্রবর্তী বাহিনীর নেতৃত্বের ভার দেয়া হয় মির আবদুর রেজ্জাককে; মির-বহর ইসলাম কুলির মতো অন্যান্য বীর যোদ্ধাদের এবং তাদের সৈন্য বাহিনীসহ মির সৈয়দ মাসুদের সঙ্গে সংযোজিত করা হয় এবং তাকে অত্যন্ত উৎসাহিত করা হয়। দক্ষিণ পার্শ্বের নেতৃত্ব দেওয়া হয় মির্জা ইউসুফকে। শাহী কর্মচারীরা যাতে এ কথা বলতে না পারে যে তাদের নিম্ন পদমর্যাদার জন্য তাদের তার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে, তাই তাদের সন্তুষ্টির জন্য মির্জা ইউসুফের সঙ্গে তিনি তার নিজস্ব পঁয়তাল্লিশ জন যথা—আমানউল্লাহ, শাফি বাহাদুর, চাকান, বাকি বেগ কালমাক ও অন্যান্যদের তার ব্যক্তিগত কর্মচারী হয়েও যারা শেখের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো তাদেরও মির্জা ইউসুফের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেন। তাদেরকে তার নিকট থেকে এমন কৌশলে আলাদা করে দেয়া হয় যে অন্য কেউই তা জানতে পারে নি। মির্জা নাথান মির্জা ইউসুফকে এই বলে বাধ্য করেন: 'কোন শাহী

কর্মচারীই আপনার অধীনস্থ হয়ে যেতে চায় নি। আপনাকে সেনাপতি করার জন্য খুব চেষ্টা করতে হয়েছে আমাকে। তাই আমার নিজ বাহিনী আপনার নেতৃত্বাধীন দিয়ে এ কাজ সম্পন্ন করেছি।' সোনাগাজীকেও তাঁর সঙ্গে দেওয়া হয়। তার নিজস্ব সমগ্র বাহিনীসহ রাজা শত্রাজিতকে বামপার্শ্বের নেতৃত্ব দেওয়া হয়। প্রত্যেক সৈন্যদলের সঙ্গে একজন করে নৌ-সেনাধ্যক্ষ দেওয়া হয়। শহরের কিছু সংখ্যক অধিবাসী, কর্মচারীদের মাঝিমাল্লা এবং নৌ-সৈনাধ্যক্ষদের ব্যক্তিগত ভৃত্যদেরকে কেন্দ্রস্থলে রাখা হয়। নৌ সেনাধ্যক্ষদের নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়ঃ 'আপনাদের মাঝিমাল্লাদের আপনাদের পিছনে থাকতে বলুন। প্রত্যেককেই এক বোঝা করে সবুজ ঘাস মাথায় নিয়ে প্রস্তুত থাকবে, যাতে সৈন্য বাহিনীকে খুব বিরাট বলে মনে হয়। সময়টিকে অশুভ মনে করে শত্রুরা যদি রণক্ষেত্রে বেরিয়ে না আসে তা হলে নদীর তীরে একটি ছোট দুর্গ তৈরি করতে হবে। কামান বাহিনী তাতে রেখে আমরা সারা রাত ঘোড়ায় চড়ে তৈরি হয়ে থাকব। শত্রু যদি দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে তাহলে পরের দিন যুদ্ধ হবে। তা না হলে আমাদের দুর্গটিকে আরো বড় করতে হবে। কামান ছুড়ে প্রথমেই নদীটিকে আমাদের নিয়ন্ত্রাধীনে আনতে হবে এবং নির্বিঘ্ন করতে হবে। অতঃপর নদী পার হয়ে যে দুর্গে শেখ অবস্থান করছেন তাতে প্রবেশের চেষ্টা করতে হবে। দুর্গ অধিকার করার সময় সবুজ ঘাসের বোঝা কাজে লাগবে।' পদাতিকদের কাঁধে করে ষাটটি 'শের-দেহান' কামান পাঠান হয়। ব্যবস্থা করা হয় যে, গোলন্দাজগণ যাতে ঘোড়ার উপর সোয়ার থেকেই সন্তোষজনকভাবে কামান ছুড়তে পারে। সম্মুখবর্তী সৈন্য দলের সামনে পাঁচশো বন্দুকধারী ও নামজাদা হাতীগুলিকে প্রহরী স্বরূপ রাখা হয়। প্রত্যেক সৈন্য দলের সঙ্গে তিনটি করে অভিজ্ঞ হাতী দেওয়া হয়। আল্লাহর দয়া ও সম্রাটের সৌভাগ্যের উপর নির্ভর করে সৈন্য বাহিনী যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যায়। (কবিতা পরিত্যক্ত)।

শেখের নিজ দুর্গে পশ্চাদপসারণ ঃ কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর শাহী কর্মচারীদের সৈন্যবাহিনী থেকে যায়। গুজব রটে যে, শত্রুরা দুর্গ থেকে না বেরিয়ে দুর্গ রক্ষা করবে। তাই মির্জা নাথান অগ্রবর্তী বাহিনী থেকে ইসলাম কুলি, ডান পাশ থেকে সোনাগাজী ও বাঁম পার্শ্ব থেকে রাজা শত্রাজিতকে ডেকে পাঠান। রাজা-তার নিজ বাহিনী পরিচালনা করছিলেন। তাকে তার নেতৃত্বের ভার তার প্রধান কর্মচারী আদম খাঁর উপর ন্যস্ত করে আসতে বলা হয় যাতে তিনি এসে একটি দুর্গ নির্মাণের কাজে যোগ দিতে পারেন। কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কর্মচারীদের একদল মাঝি-মাল্লা এবং সে দলে অবস্থিত শহরের সাধারণ কতিপয় লোককে তলব করেন।

সবাই এসে হাজির হলে তিনি একটি ছোট দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করেন যার পরিধি ছিলো ২০০ গজ। দৈর্ঘ্য ছিলো প্রস্থের চেয়ে বড়। তিনি চীৎকার করে ডেকে বললেন এমনভাবে কাজ আরম্ভ করবে যে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তারা যাতে একটি উচচ দুর্গ তৈরী ও একটি গভীর পরিখা খননের কাজ শেষ করতে পারে। সবুজ ঘাসের বোঝা কর্মীদের মাথায় ছিলো। তারা মুহূর্তের মধ্যে মানুষের কোমর সমান উচচ দুর্গের কাজ ও পরিখা খননের কাজ অর্ধেক করে ফেলে। এমন সময় শোরগোল ওঠে যে অভিশপ্ত শত্রু আল্লাহর অলংঘ ক্রোধের ভয়ে ভীত না হয়ে দুর্গের ফটক খুলে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে এসেছে। মির্জা সোনাগাজী, ইসলাম কুলি এবং রাজা শত্রাজিতকে নিজ নিজ বাহিনীতে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তার কেন্দ্রে অবস্থিত বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যান যাতে তিনি অগ্রবর্তী বাহিনীর সাহায্যে আসতে পারেন। ইতিমধ্যে শেখের বাহিনীর ডানপার্শ্বের সেনাপতি নুরু-দ্দীন শেখের ভৃত্য কামালকে নিয়ে এগিয়ে আসেন। তার অনুসারী সৈন্যগণ তার সাহায্যের জন্য পৌঁছার পূর্বেই উভয় সেনাপতিই শাহী বাহিনীর বাম পার্শ্বস্থ সৈন্য দলের উপর আক্রমণ চালায়। এদের বাধা প্রদানের জন্য শত্রাজিতের এসে অধি-নায়কত্ব গ্রহণের পূর্বেই সম্মুখস্থ অনেক পদাতিক সৈন্য সে আঘাত প্রতিহত করতে না পেরে পালিয়ে যায়। নূরুদ্দীন নিজে রাজার প্রধান কর্মচারী আদম খাঁ আফগানকে আক্রমণ করেন (মস্‌নবী—বর্জিত)। শেখের গোলাম কামাল খাঁ তার ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে দেয় এবং নিজের বাহিনীতে যোগ না দিয়ে শেখের বাহিনীতে যোগ দেয়। নূরুদ্দীন আদম খাঁকে তার তরবারী দিয়ে আক্রমণ ও আঘাত করতে এগিয়ে আসেন। আদম খাঁ ঢাল দিয়ে সে আঘাত প্রতিহত করার সময় পান নি। তিনি তার বাঁ হাত তার মুখের উপর স্থাপন করেন। তার হাত দস্তানা দ্বারা আবৃত ছিলো। তরবারির আঘাতে তা কেটে গিয়ে তার হাতে আঘাত লাগে। কিন্তু আদম খাঁ আল্লাহর মেহের-বাণীতে তার নেজার আঘাতে নূরুদ্দীনকে শেষ করে দেন। তিনি ছিলেন মোঘল-এর মুস্‌লিম। কিন্তু বিদ্রোহীদের পক্ষ অবলম্বন করায় তিনি দোজখে গমন করেন। ইতিমধ্যে রাজা তার নিজ বাহিনীতে এসে মিলিত হন। ধৃষ্টতা সহকারে শেখ বিরাট বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসেন। তার সৈন্যবাহিনী প্রথমেই অগ্রবর্তী বাহিনীর হাতীর পৃষ্ঠে ও মাঝি-মাল্লার কাঁধে রক্ষিত কামাল থেকে নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে এবং পরে কুশলী বন্দুকধারীদের গুলিবর্ষণের ফলে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। শেখ তখন তার সম্মুখস্থ বাহিনীর শতাধিক সাহসী যোদ্ধাসহ এগিয়ে আসেন। তিনি দ্রুত সামনে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটি সুবিধাজনক স্থান থেকে নিক্ষিপ্ত বন্দুকের গুলি তার থুতিতে লেগে তার চামড়া তেথলে যায়। এতে শেখের কিছুই হয় নি। তিনি এগিয়ে এসে অগ্রবর্তী শাহী বাহিনীর উপর আক্রমণ চালান এবং

রুস্তমের মত বিক্রমে লড়তে থাকেন। কিন্তু ভাগ্য শাহী কর্মচারীদের প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলো। অল্পক্ষণের মধ্যে শেখের লম্পট সৈন্যদের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তারা পালিয়ে যায়। এই সঙ্কট মুহূর্তে শেখের ভৃত্যদের সরদার আদম খাঁ শেখের ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে রণ ক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার ভাইকে ইশারা করে এবং বিভ্রান্ত অবস্থায় সেতুর কাছে আসে ও তা পার হতে চেষ্টা করে। মির্জা ইউসুফের সম্মুখে অবস্থানরত তার বাম পার্শ্বস্থ সৈনিকরা পালিয়ে গিয়ে সেতুর উপর ভিড় জমায়। এমনি করে সামান্য কয়েকজন লোকসহ নিরাপদে সেতু পার হয়ে যায়। বাকি সব জুটাছুটির গোলমেলে উচু-নীচু স্থানের বিভেদ করতে না পারে ডানে-বামে লাফিয়ে নদীতে পড়তে থাকে এবং চরম দুর্দশায় পতিত হয়। এই বিশৃংখলার সময় একে অন্যের পদতলে পিষ্ঠ হয়ে মারা যায়। মির আবদুর রেজ্জাক সম্মুখস্থ শাহী বাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে তিনি যখন সেতু পার হয়ে যান এবং তার অর্ধেক সৈন্য পার হওয়ার পূর্বেই সেতুটি অকস্মাৎ ভেঙ্গে পড়ে। এ জন্য তাদের পার হওয়ায় বিলম্ব হয়। মির এবং তার অগ্রবর্তী বাহিনীর পশ্চাতে মোতায়েন তার নিজ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য মির্জা নাথান সেখানে আসেন। তিনি ঘোড়া থেকে নামেন—এবং হাতীতে সওয়ার হন। তিনি তার কয়েকজন নির্বাচিত লোককে হাতীতে উঠিয়ে নেন। তিনি তার ব্যক্তিগত সহকারী বলভদ্র দাস ও আরো কয়েকজন সহাসী যোদ্ধাসহ পলায়নপর শেখের পশ্চাদ্ধাবনরত শাহী বাহিনীকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলেন। অতি শীঘ্র তিনি সেতুটি মেরামত করতে চাইলেন যাতে সৈন্যবাহিনী একটির পর একটি যতশীঘ্র সম্ভব পার হয়ে যেতে পারে।

শেখের মর্মান্তিক পরিণতি ঃ এবার শেখের পলায়ন, শাহী কর্মচারীদের দ্বারা তার পশ্চাদ্ধাবন এবং মির্জা নাথানের আগমনের পূর্বেকার ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। শেখ সেতু পার হয়ে তার দূর্গে পৌছে তাতে প্রবেশ করেন। তার সৈন্য-বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। দূর্গে তার সঙ্গে ত্রিশ চল্লিশ জনের অধিক লোক ছিলো না। তার দুর্গে প্রবেশের পর মুহূর্তেই তিনি ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন এবং নিজ হাতে তিনি দরজা বন্ধ করেন। তাকে অনুসরণ করে মির আবদুর রেজ্জাক এবং সম্মুখ দিকস্থ আফগানরা সেখানে পেঁছিলে শেখ সেই সৈন্যদের সহযোগে তীর ছুড়তে শুরু করেন এবং মাহুতদের দ্বারা পরিচালিত দুর্গের দরজা পর্যন্ত আগত হাতীগুলিকে প্রতিহত করেন। হাতীগুলি পিছনে হটে যায়। হাতীগুলির মধ্যে ছিলো মির্জার ভৃত্য লাল খাঁ পরিচালিত 'বাহারে-বাচচা' নামক হাতীটি।

হাতীগুলি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে এলে মির্জা বাহারে বাচ্চাকে দুর্গের ফটকের দিকে চালাবার জন্য মাহুতকে নির্দেশ দেন। তখন মাহুত ফটকের উপর আক্রমণ চালায় কিন্তু তখনও হাতীটি দাঁড়াতে সক্ষম না হয়ে ফিরে আসে। যোদ্ধারা এর কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করেন ও অগ্রগমন বন্ধ করে সেখানে থামেন। এই সময়ের মধ্যে সম্রাট কর্তৃক নাথানকে উপহার প্রদত্ত 'শাহ ইনায়েৎ' নামক হাতীটি মত্ত অবস্থায় ছিলো। খুব শক্তিশালী ও পর্বত সাদৃশ্য দেহধারী এই হাতীটি তার মাহুতের হুকুম ছাড়া এক পাও বাড়াত না। ফৌজদার 'ফাতাহ্' হাতীটি নিয়ে এগিয়ে যায়। দুর্গের ফটকে পৌঁছলে সে এক পাশে সরে যায় এবং হাতীটিকে দুর্গের বুরুজের উপর দ্রুত চালিয়ে দেয়। হাতীটি যৌবন সুলভ শক্তিতে এবং উন্মত্ত অবস্থার দরুন তার বিরাট ও ভারী দেহ নিয়েও এক লাফে গভীর পরিখাটি পার হয়ে যায় এবং বুরুজ আক্রমণ করে দুর্গের ভিতর ঢুকে পড়ে। পূর্বোক্ত ফৌজদার ছিলো হাতী রক্ষকদের সরদার। সে দুর্গের ভিতর থেকে হাতীটিকে ফটকের দিকে চালিয়ে ফটকে অবস্থানরত শেখ এবং ভীড়ের উপর আক্রমণ চালায়। দলের লোকেরা শেখকে ছেড়ে চলে যায়। হাতীটির অগ্রগমন বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা ঘোড়ায় চড়তে চেষ্টা করে এই আশায় যে তাদের পরিচালিত করার মতো কোনো সাহসী লোক পাবে। অন্যথায় তারাও অন্যদের মতো পালিয়ে যাবে। তদনুযায়ী শেখ যখন ঘোড়ায় চড়তে যাচ্ছিলেন, হাতীটি তখন তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে তার ঘোড়ার রেকাব ভেঙ্গে ফেলে। শেখকে পায়ে হেটেই পিছিয়ে যেতে হয়। হাতীর ফৌজদার চীৎকার করে বলেঃ 'শেখ, পালিয়ে যাও এবং তোমার জীবন রক্ষা কর। কারণ তোমার জীবনের সঙ্গে বহু জীবন এক সূত্রে বাঁধা।' কিন্তু শেখ তার ধৃষ্টতা এবং রণক্ষেত্র থেকে পলায়নের অপমান ও মর্মবেদনার দরুন বুঝতে পারলেন না যে, এই সীমান্তে তার জীবনের অবসান ঘটতে যাচ্ছে। মাহুতের ইঙ্গিতে হাতী আক্রমণের জন্য তার শুড় আন্দোলিত করে। শেখ তার তরবারি দিয়ে হাতীর পিছনের বাঁ পায়ে আঘাত করেন। তা এতো কার্যকরী হয় যে এতে মাংস কেটে চার আঙ্গুল পরিমাণ হাড়ে বিদ্ধ হয়। হাতীটি আহত পাটি তুলে ভীষণভাবে চীৎকার করে উঠে। তবুও চালকের ইঙ্গিতে মারাত্মক আঘাত সত্ত্বেও তার দাঁতের নীচে শেখকে চেপে ধরে হাটু গেড়ে বসে পড়ে। কিন্তু হাতীটির দাঁত দুটি অধিক প্রশস্ত থাকায় শেখ দাঁত দুটির মাঝখানে পতিত হন এবং আহত হন। এর পর ফাতার নির্দেশে শেখের কোমড় তার শুড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে দুর্গের প্রাচীরের উপর দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয়, যা বুরুজসহ একুশ হাত উচচছিলো। শাহী কর্মচারীদের দিকে ভীষণ বেগে ছুটে গিয়ে পরিখার মধ্যস্থলে পতিত হন। মাসুদ নামক জনৈক পদাতিক ও কাহরাম নামক মির গিয়াসউদ্দীনের

জনৈক দক্ষিণী হিন্দু দর্শক হিসেবে পরিখার তীরে দাঁড়িয়ে ছিলো। তারা লাফিয়ে পরিখায় পড়ে তাকে না চিনেই ধরে ফেলে এবং অজ্ঞান অবস্থায় পরিখা থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসে।

আবদুর রেজ্জাক কর্তৃক তার শিরচ্ছেদ ঃ মির আবদুর রেজ্জাক পূর্বে কোরআনের শপথ করে শেখের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তার দমদমা যাওয়ার সময় শেখ যে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিলেন সে কথা স্মরণ করে এবং মির্জা এসে তার জীবন রক্ষা করবেন---ভেবে তিনি তৎক্ষণাৎ তার লোকজনদের নির্দেশ দেন শেখকে হত্যা করার জন্য। মির সৈয়দ মাসুদ এবং তার দলভুক্ত আফগান মসনবদারেরা বিশেষ করে খাজালাল ও খাজা মির্জা তাকে তা না করার জন্য অনুরোধ করেন। তারা বলেনঃ 'মির্জা নাথান না আসা পর্যন্ত তাকে জীবিত রাখা উচিত। কারণ শাহী ফরমান এবং মির সুবাহার নির্দেশ এই যে এই বিপন্নগামী লোকটিকে জীবিত বন্দী করে দরবারে প্রেরণ করার।' আবদুর রেজ্জাক তাদের উপদেশ কর্ণপাত করেন নি। মির্জা শীঘ্রই এসে যেতে পারেন মনে করে তিনি তাকে হত্যা করেন। তিনি তার মাথা কেটে ফেলেন। তিনি যে হাতীতে সওয়ার হয়েছিলেন সেই হাতীর হাওদার নীচে তার মাথা ঝুলিয়ে তিনি দুর্গে প্রবেশ করেন। যে সব শাহী কর্মচারী তার সাহায্যে এসেছিলেন তারা এই ঘটনা দেখে মিরের সঙ্গ ত্যাগ করেন। মির দুর্গের বাজারের রাস্তায় আসেন। তার লোকজন লুটতরাজ শুরু করে। তারাও তার সঙ্গ ত্যাগ করে চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। মোহাম্মদ লতিফ নামক মিরের এক সৈনিক মিরের পক্ষ ত্যাগ করে শেখের পক্ষে যোগ দিয়েছিলো। যুদ্ধের দিন সে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ঃ 'আমিই যুদ্ধের সময় মির্জা নাথান এবং মিরের মোকা-বিলা করব।' যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার শরীরে বন্দুকের একটি গুলি বিদ্ধ হয় এবং দুর্গের ফটকে দুটি তীর তার শরীরে বিদ্ধ হয়। হাতী যখন শেখকে কাবু করে ফেলে তখন সে তাকে ত্যাগ করে বাজারের পথে চলে আসে। সেখানে সে অজ্ঞান হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। মির সেখানে পৌঁছেন। তার লোকজন তাকে চিনে ফেলে। তার অকৃতজ্ঞ দেহ থেকে দুষ্ট বুদ্ধিপূর্ণ মাথাটি পৃথক করে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। মিরের লোকেরা তাকে তীর এবং তরবারি দ্বারা আঘাত করতে থাকে। তার মাথা কেটে ফেলার আগেই মির্জা নাথান সেখানে এসে উপ-স্থিত হন। মিরকে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ

'আপনাদের এখানে আসার কারণ কি? সেই ধিকৃত দুষমনের (শেখ) ধাওয়া করছেন না কেন?' মির চীৎকার করে বলেন ঃ 'আমি নিজেই তাকে হত্যা করেছি।'

'মির্জা ভাবলেন যে মির হয়তো তার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। তাই তিনি হেসে বললেন: 'মির, এটা কি ঠাট্টা করার সময়?' মির তখন হাতীর হাওদায় লটকানো শেখের কর্তিত মস্তকটির প্রতি হাত দিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি মাথাটি নেড়ে তা মির্জাকে দেখান। মির্জা আসল ব্যাপার না জেনে বিশ্বাস করলেন যে আল্লাহর অনুগ্রহে মিরের চেষ্টায়ই কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। তিনি তাকে প্রশংসা করে বললেন: 'দুর্গের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে কি লাভ?' তিনি তখন মিরকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং বিজয় ভেরী এবং দামামা বাজাবার হুকুম দেন। দুর্গের ফটকের সম্মুখস্থ মাঠে তিনি দাঁড়ান। রাজা শত্রাজিত তাকে মোবারকবাদ জানাতে আসেন। মির্জা রাজাকে তার হাতীর হাওদায় উঠিয়ে নেন। এরপর দেওয়ান ও বখ্‌শী মির-গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ সেখানে আসেন। তিনি মির আবদুর রেজ্জাককে নিম্ন লিখিত কারণ দেখিয়ে মিরকে তার হাতীর হাওদার উঠিয়ে নিতে বলেন: 'আমার হাওদায় স্থানাভাব। আখেরী জমানার পয়গম্বরের দুজন বংশধর এখানে উপস্থিত। আপ-নাদের এক সঙ্গে হাতীতে চড়াই ভালো।' এ সত্ত্বেও মির গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ হাতীতে সওয়ার হন নি, তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন। মির্জা নাথান তৎক্ষণাৎ তার নিজের একটি দাঁতহীন হাতী নিয়ে আসার জন্য পাঠান। তিনি সেটি মির আবদুর রেজ্জাককে উপহার দেন। মির প্রচলিত রীতি অনুযায়ী উপহারের স্বীকৃতি স্বরূপ সালাম জানাতে চান। কিন্তু মির্জা তার আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও পয়গম্বরের পরিবারের মর্যাদা রক্ষার্থে তাকে তা করতে দেন নি। এর পর মির মোহাম্মদ শরীফকে সেরূপ করতে নির্দেশ দেন। মোহাম্মদ শরীফ রীতি অনুযায়ী সালাম জানান। শেখের মস্তক একটি বর্শায় রাখতে নির্দেশ দেন। রাজা বখশীকে খুশী করার জন্য হাতী থেকে অবতরণ করেন এবং একটি ঘোড়ায় চড়ে মির বখ্‌শীর নিকট যান।

দেওয়ান কর্তৃক শেখের সম্পতির ভার গ্রহণ: এরপর মির্জা খুশী ও আনন্দিত মনে নিজ গৃহাভিমুখে রওনা হয়ে যান। গিয়াসউদ্দীন মাহমুদের নিকট নিম্নলিখিত সংবাদ প্রেরণ করেন: 'আমাদের কাজ ছিলো যুদ্ধ করা। আল্লাহর রহমতে আমরা সম্রাটের শত্রুকে পরাজিত করেছি। যে ধন সম্পদের জন্য সে (শেখ) তার জীবন দিয়েছে তা দুর্গেই আছে। সে দুর্গ বর্তমানে আপনার জিম্মায় রাখা হয়েছে। যে হিন্দু কর্মচারীকে মির গিয়াসউদ্দীন মাহমুদের নিকট প্রেরণ করা হয় তাকে আরও বলে দেওয়া হয়: 'মির যদি জিজ্ঞেস করেন যে কোন সৈন্যবাহিনী দিয়ে দুর্গ রক্ষা করা হবে তাহলে তাকে বলবেন রাজা শত্রাজিত, সোনাগাজী, আদিল খাঁ ও মুসা খাঁর অন্যান্য নৌ সেনাধ্যাক্ষদের একত্র করতে যাতে তাদের সৈন্যবাহিনী এবং

অনুসারীরা পালিয়ে যেতে বা সরে পড়তে না পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহীত অনির্ভরযোগ্য লোকজনদেরও দুর্গ প্রহরায় নিযুক্ত রাখতে হবে।' মির গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ বিরক্ত হলেও তার এ নির্দেশ পালন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। তিনি তার ব্যক্তিগত সহকারী হাজী লেঙ্গকে জমিদারদের লোকজনসহ সেখানে রেখে তিনি তার নিজ গৃহে ফিরে যান। মির্জা নাথান, মির আবদুর রেজ্জাক এবং শাহী কর্মচারীবৃন্দ সবাই আল্লাহর নামে গরীবদের অনেক টাকা পয়সা দান করেন। অতঃপর তারা সবাই শান শওকতে ও ধুম ধামের সঙ্গে আনন্দিত মনে শহরে তাদের নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান। তিনি (মির্জা নাথান), আবদুর রেজ্জাক ও সমস্ত শাহী কর্মচারীকে একে একে তাদের গৃহে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন এবং পরে তিনি নিজেও নিরাপদে তার গৃহে ফিরে যান।

শেখের মাথা সুবেদারের নিকট প্রেরিত ঃ শেখের মাথাটি ঘি-এ (রওগণ-ই-জর্দ) সেদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। পরে খড় দিয়ে তা জড়িয়ে বিস্তারিত বিবরণ বিশেষ করে যুদ্ধ জয়ের সংবাদসহ তার আবেদন মির সৈয়দ মাসুদের জিম্মায় একটি খুব দ্রুতগামী নৌকায় জাহাঙ্গীরনগর খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট প্রেরণ করা হয়। কর্মীরা রাতের বেলা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কাজটি সম্পন্ন করে এবং মির সৈয়দ মাসুদ রওনা হয়ে যান।

বিজয় উৎসব উদ্‌যাপন ঃ যুদ্ধ জয়ের তিন দিন পর মির্জা নাথান এক বড় রকমের ভোজের আয়োজন করেন। উচচ-নীচ সকল লোককেই তিনি তাতে নিমন্ত্রণ করেন। শেখ ইব্রাহিমের প্রধান কর্মচারী শেখ আবদুর রহিম এবং অন্যান্য প্রধান কর্মচারীরা এবং দুজন সংবাদবাহী হাতিম খাঁ ও শেখ হাবিব যারা পূর্বেই মির্জা নাথানের নিকট সম্রাটের প্রতি অনগত থাকার জন্য শপথ গ্রহণ করেছিলো — ক্রোধ ও উত্তেজনা পূর্ণ মুহূর্তে অপ্রিয় ব্যাপার সংঘটিত হতে পারে এই ভয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলো। মির আবদুর রেজ্জাকের মধ্যস্থতায় তারা মির্জার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ধর্ম ভীরু ও দয়ালু মির্জার নিকট থেকে তারা নিরাপত্তার আশ্বাস লাভ করে। আল্লাহর বন্দেগী ও তাঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার ফলশ্রুতি হিসেবে তাদের কৃত সকল অপরাধ চূড়ান্তভাবে ক্ষমা করা হয়। ভোজ শেষে গোলাপের আতর বিতরণের পর সারাটি দিন সুকণ্ঠ গায়কের গান এবং হাফিজদের কোরআন আবৃত্তিতে অতিবাহিত হয়। অবশেষে মির্জা তার নিজ আস্তাবল থেকে নিম্নলিখিত লোকদের প্রত্যেককেই একটি করে ঘোড়া উপহার দেন। উপহার প্রাপ্ত লোকদের নাম হচ্ছে ঃ মির

গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ, রাজা শত্রাজিত, মির্জা ইউসুফ এবং সোনাগাজী। পরে তিনি মির গিয়াস উদ্দীন মাহমুদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন : 'আমরা দু'জন আমাদের উপর আরোপিত প্রশ্নের কি জওয়াব দেব? উচ্চ-নীচ সবাই বলবে যে কারোরীর পরিত্যক্ত যাবতীয় সম্পদ তার মৃত্যুর সময় দুর্গে রক্ষিত ছিলো। দুর্গটি আমাদের অধিকারে। সে সব সম্পদের কি হলো এ কথা আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে। এ পরিস্থিতিতে আমি একটি উপায় চিন্তা করেছি। প্রথমেই আমাকে শপথ গ্রহণ করতে হবে। এতে লজ্জিত হওয়ার কিছুই নেই বা এর জন্য অভিযোগ করারও কিছু নেই।' এই প্রস্তাব অনুযায়ী মুসলিমদের জন্য কোরআন শরীফ এবং হিন্দুদের জন্য শালগ্রাম শিলা সভাস্থলে আনা হলো। সবার আগে মির্জা কোরআনের উপর হাত রেখে শপথ করেন : 'সামান্য একটি সূতা থেকে শুরু করে শাহী সম্পত্তির শত সহস্র টাকা আমি কোনো দিনই আত্মসাৎ করব না বা আমার জানা মতে কাকেও তা করতে দিতে রাজি হব না। যদি তা করি তাহলে তা আল্লাহ ও কোরআনের বিরুদ্ধাচারণ করার সামিল বলে গণ্য হবে।' অতঃপর তিনি সকলকে তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন : যে প্রত্যেক মুসলিমকে কোরআনের উপর হাত রেখে এবং প্রত্যেক হিন্দুকে শালগ্রাম শিলা স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করতে হবে। এবং তাদের দ্বারা অধিকৃত প্রতিটি জিনিস ফিরিয়ে দিতে হবে। তদনুযায়ী কাজ হলো। ইরাকী, আরবী, শঙ্কর, তুর্কী, ইয়াবু বা ভারবাহী, জাঙ্গলা, তাজী, কাচচী এবং তাঙ্গান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের দুশো বিরানব্বইটি ঘোড়ায়, ২৩½ আসার স্বর্ণ, একমণ চৌদ্দ আসার রূপা, দশ হাজারের মতো নগদ টাকা, বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য কাপড়, বিভিন্ন জাতের পশু, বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র, বহু সংখ্যক বাঁদী ও গোলাম, কামরূপে তার কর্মচারীদের দ্বারা সহগৃহীত শেখ ইব্রাহিমের স্ত্রীগণসহ বহু ভদ্র-শ্রেণীর মহিলা যারা ঝাড়ুদারদের হাতে পড়েছিলো সকলকেই সেখানে হাজির করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে শেখ তার কর্মফলই ভোগ করেছেন। একদিন মির্জা শেখকে তিরস্কার করে বলে পাঠিয়েছিলেন যে তিনি তার ঝাড়ুদারদের দ্বারা বহু মান্যগণ্য লোকের মান সম্মানের উপর আঘাত হানছেন। ভাগ্য ভালো যে একমাত্র শেখের সম্মানই ঝাড়ুদারদের হাতে পড়েছিলো। ঘোড়ার মূল্যসহ পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক টাকা সংগৃহীত হয়। মির্জা ও শাহী কর্মচারীদের শীলমোহরসহ একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। তাতে মির গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ স্বাক্ষর ও শীলমোহর দেন।

কর্মচারীবৃন্দ পুরস্কৃত : এবার যুদ্ধ জয়ের রিপোর্ট খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট পৌঁছার এবং তার সারমর্মের বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছি। চার দিনের মধ্যে মির সৈয়দ মাসুদ

জাহাঙ্গীরনগর পৌঁছেন এবং মির্জা নাথান ও শাহী কর্মচারীদের চিঠি ও শেখ ইব্রাহিমের মাথা সুবেদারের সামনে পেশ করেন। খাঁ ফতেজঙ্গ ও মুখলিস খাঁ, মির্জা নাথান ও শাহী কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানান ও তাদের প্রশংসা করেন। মির্জা নাথানের সুপারিশ অনুযায়ী কাসিম খাঁর কর্মচারী মির সৈয়দ মাসুদকে দেড়শো পদাতিক ও ষাট জন অশ্বারোহীর মসনব প্রদান করেন। তাকে শাহী কর্মচারীদের পর্যায়ভুক্ত করা হয়। মির্জা নাথানের সুপারিশে ইসলাম কুলিকে দেড়শো অশ্বারোহীতে উন্নীত করা হয় এবং তাকে শাহী কর্মচারী রূপে নিযুক্ত করা হয়। মির্জা নাথানের পদমর্যাদা তার পূর্ববর্তী ও বৃদ্ধিসহ তিনশো অশ্বারোহীসহ ছ'শোতে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মির আবদুর রেজ্জাকের মসনব পঞ্চাশে বৃদ্ধি করা হয়। তাদের সকলের নিকট উৎসাহপূর্ণ বাণী প্রেরিত হয়। কিন্তু মির্জা নাথান ও মির আবদুর রেজ্জাক তাদের পদমর্যাদা বৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তিনি (নাথান) নিম্নলিখিত আবেদন প্রেরণ করেন: 'আমার সম্মানই আমার পদোন্নতির সমান। আমার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট যে আমি সম্রাট ও কিবলার মঙ্গলের জন্য আমার কর্তব্যে দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছি এবং কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। অধিকন্তু আমার সুপারিশে যে সুবেদারের কর্মচারীরা শাহী কর্মচারীর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন সে জন্যও আমি সন্তুষ্ট।' সীমান্তে নিয়োজিত শাহী কর্মচারীবৃন্দ বিশেষ করে মির্জা নাথান আসামের রাজা কর্তৃক সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণের গুজব তখনও প্রচারিত থাকায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। তারা জাহাঙ্গীরনগর যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। সে রাজ্যের থানাতেই তারা অবস্থান করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

[আসামীদের আক্রমণ। মির্জা নাথান কর্তৃক দৃঢ় প্রতিরোধ। মির আবদুর রেজ্জাক শিরাজীর ঢাকা যাত্রা এবং উত্তেজিত অবস্থায় খাঁ ফতে জঙ্গের নিকট উপস্থিতি।]

আসাম রাজ কর্তৃক কর্মচারীবৃন্দ তিরস্কৃত ঃ এই দীর্ঘ বিবরণের সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে ঃ শেখ ইব্রাহিমের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হলে আসাম রাজ তা শুনতে পেয়ে তার সরদারদের প্রতি রুষ্ট হন। তিনি তাদের লিখে পাঠান ঃ 'তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই শেখের মৃত্যু হয়েছে। এখন এর বিহিত ব্যবস্থা করতে না পারলে এর পরিণাম ফল তোমাদের ভোগ করতে হবে।' এ খবর মির্জা নাথানও অবগত হন। মির্জা এ পরিস্থিতির কথা সুবেদার এবং ঢাকায় অবস্থানরত শাহী কর্মচারীদের নিকট রিপোর্ট করেন। অতঃপর তিনি তার নিজের কাজে মন দেন।

আবদুর রেজ্জাকের ঢাকা যাত্রা ঃ শেখ ইব্রাহিম যে তার শাহী হাতী দ্বারা নিহত হয়েছেন এ কথা মির্জা নাথান জানতে পারেন নি। তাই তিনি তার কঠোর সংগ্রামের পুরস্কারস্বরূপ তার নিজের একটি 'চাক্না' (দন্তহীন) হাতী মির আবদুর রেজ্জাককে উপহার দেন। এবং মিরকে তার বীরত্বের জন্য দুনিয়ার মানুষের কাছে বিখ্যাত করে তোলেন। মির তার নিজ সম্বন্ধে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে উঠেন। তাই মির্জার নিকট থেকে বিদায় না নিয়েই তিনি জাহাঙ্গীরনগর রওয়ানা হয়ে যান। অল্প কালের মধ্যেই তিনি খাঁ ফতে জঙ্গের নিকট উপস্থিত হন। কিছু কাল তিনি খাঁর বিরাগভাজন ছিলেন। পরে তিনি মির্জা নাথান কর্তৃক প্রদত্ত হাতীটি উজির মুখ্লিস খাঁকে উপহার দেন। এ দ্বারা তিনি অপমান ও অনুশোচনার হাত থেকে রেহাই পান। মির্জা মিরকে উক্ত হাতীটি দান করায় আর মির মুখ্লিস খাঁকে তা দান করার জন্য খাঁ ফতে জঙ্গ মির্জা এবং মিরের প্রতি কিছুটা ঈর্ষান্বিত হন। তিনি এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালান। ঘটনা প্রসঙ্গে তা বিবৃত হবে।

পাণ্ডু পুনর্দখলের জন্য মির্জা ইউসুফ প্রেরিত ঃ পাণ্ডু পুনরায় অধিকার করার জন্য পাণ্ডুর সৈন্যবাহিনীর নিয়ে সেখানে যাওয়ার জন্য মির্জা ইউসুফকে নির্দেশ

দেওয়া হয়। পাণ্ডু পরিত্যাগ করে আসার পর রাজা বলদেব বিনা যুদ্ধে তা অধিকার করেন। মির্জা ইউসুফ ও অন্যান্য সবাই রওয়ানা হয়ে যান এবং হাজো ও পাণ্ডুর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এক চরে তাঁবু ফেলেন। এই সৈন্যবাহিনী প্রেরণ এবং তার উপস্থিতির সংবাদ রাজা বলদেব পূর্বেই জানতে পারেন। তিনি বুধা গোষই (বুড়া গোষাই)[১], হান্দি বুদা (হাতী বড়ুয়া), রাজা খাওয়া, খার ঘুখা (খার গারিয়া ফুকন), সুমারুয়েদ কায়েত[২] এবং আসাম রাজের অন্যান্য সরদারদের নিকট চিঠি লিখেন। সে তার এক বিরাট সেনাবাহিনী, অসংখ্য হাতী ও নৌকাসহ কালাঙ্গ নদীর মুখে পৌঁছে। তার চিঠি পেয়ে তারা সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে বুধাদুনগর[৩] (বড়দাধীগাও?) গ্রামে এসে তাঁবু ফেলে।

শত্রাজিতের অধীন সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরিত: মির্জা ইউসুফ এবং তার সৈন্যবাহিনী শত্রুর শক্তির পরিমাপ করে এ সম্বন্ধে মির্জা নাথান ও মির গিয়াসউদ্দীন মাহমুদকে চিঠি লিখেন এবং সাহায্যকারী সৈন্য চেয়ে পাঠান। মির্জা নাথান তার হিন্দু কর্মচারী দেওয়ান বদ্রিদাসকে সাজাওয়াল করে মির্জা ইউসুফ ও পূর্ব প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যের জন্য রাজা শত্রাজিতকে প্রেরণ করেন। তারা সেখানে পৌঁছে মির্জা ইউসুফ ও সোনাগাজীর সঙ্গে মিলিত হন।

কুলিজ খাঁর বড় নগর উপস্থিতি: এ সময়ে সংবাদ আসে যে, শাহী দরবার থেকে কোচরাজ্যের কার্যাধ্যক্ষ ও জায়গীরদাররূপে নিয়োজিত কুলিজ খাঁ বড় নগরে এসে পৌঁছেছেন। তখন তখনই কোনোরূপ সাহায্যের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি। কিন্তু শত্রুর ক্রম অগ্রগতির সংবাদ পাওয়া যেতে লাগলো। কুলিজ খাঁও তার নিজস্ব অনিয়মিত বাহিনীর সাহায্য ছাড়া হাজো থেকে আর অগ্রসর হতে পারছেন না। তাকে বড় নগরেই অবস্থান করতে হয়। তিনি দোস্ত মোহাম্মদ নামক তাঁর একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে গিলানায় শহরে রেখে সে জেলার কিয়দংশ তার দখলে আনার জন্য এবং আর একদল কর্মচারী নিযুক্ত করে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হাজো যাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

নাথান কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ: মির্জা ইউসুফের চিঠি রাত্রে এসে পৌঁছে। পরদিন ভোরে সমস্ত শাহী কর্মচারীদের নিয়ে মির্জা নাথান পূর্বোক্ত স্থানে (ব্রহ্মপুত্রের

চর) যান। পরিদর্শনের পর স্থির হয় যে ব্রহ্মপুত্র নদীটি যেখানে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ সেখানে নদীর উভয় তীরে দুটি দৃঢ় দুর্গ তৈরি করতে হবে তারা আর অধিক-দূর অগ্রসর হবেন না। এ সত্ত্বেও শত্রুরা অত্যন্ত সাহসী হয়ে উঠবে। তারা হাজোতে অবস্থান করবে না। এই চর পর্যন্ত তারা এগিয়ে আসবে। মির্জা ইউসুফ ও তার দল বিশেষ করে রাজা শত্রাজিতকে বহুকষ্টে এবং বহু প্রবোধ দিয়ে সেখানে অবস্থানের জন্য রাজি করা হয়। মির্জা নাথান শাহী কর্মচারীদের নিয়ে হাজোতে তাঁর নিজ বাসস্থানে ফিরে আসেন।

নাথান অসুস্থ : পরদিন ভোরে মির্জা নাথান পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হন। পেট ফেঁপে গিয়ে এত যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়ায় যে তিনি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন এবং তা এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, সন্ধ্যা পযন্ত তিনি এক ফোটা পানিও খেতে পারেন নি। তিনি যে ঔষধ খেয়েছিলেন তাও হজম হয় নি। তাকে তার বিছানা (চাহার পা) থেকে নামিয়ে ফেলা হয়। সবাই তার আরোগ্য[৪] সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়েন (কবিতা : বর্জিত)। পরে বহু কষ্টে ঔষধ হজম হয়।

শত্রাজিতের ভীরুতা : এই সঙ্কট মুহূর্তে রাজা শত্রাজিত ভীরুতা বশত যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ করে হাজো ফিরে যান। তিনি চলে আসলে অন্য কোনো লোক আসাম বাহিনীর সম্মুখীন হতে সাহস করে নি। পূর্ববর্তী ব্যক্তির ফাঁড়ি পরি-ত্যাগের অজুহাত দেখিয়ে একে অন্যের অনুসরণ করে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত সবাই চলে যায়। মির্জা অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন, তাই তার কোনো পরিচারকই তাকে এ সংবাদ দিতে সাহস করে নি। তারা সম্পূর্ণ নিরবতা অবলম্বন করে। এই বিভ্রান্তিতে তারা এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার কোনোরূপ উপায়ই চিন্তা করে নি। ঔষধ কার্যকরী হওয়ার দু'ঘন্টা পর মির্জার জ্ঞান ফিরে আসে। মির্জা ইউসুফ এবং অগ্রবর্তী লোকদের নিকট থেকে কোনো সংবাদ এসেছে কিনা জানতে চান। মির্জার হিন্দু কর্মচারী বলভদ্র দাস ও বদ্রিদাস সেই সব লোকদের নিয়ে আসেন এবং বলেন : 'শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে তারা থানা পরি-ত্যাগ করেছে এবং সন্ধ্যার দু'ঘড়ি পূর্বেই তারা একের পর একজন করে সবাই ফিরে এসেছে। তারা আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ফটকে অপেক্ষা করছে'। মির্জা অত্যন্ত রূষ্ট হন। কাউকেই তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে দেন নি। তিনি তার ব্যক্তিগত উভয় সহকারীকেই ভৎর্সনা করেন এবং বলেন : 'যতক্ষণ আপনারা

আমার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে নিয়োজিত আছেন ততক্ষণ তাদের তিরস্কার করার এবং এই সব বুদ্ধিহীন কাপুরুষদের তাদের নিজ নিজ স্থানে ফেরৎ পাঠানোর প্রচুর ক্ষমতা আপনাদের রয়েছে। আর যদি ভীরুতার জন্য তারা এগিয়ে যেতে না চায়, তাহলে সম্রাটের মঙ্গলের জন্য আমাকে মৃত মনে করে আপনাদেরই চেষ্টা করা উচিত ছিলো। এই ক্ষমতা আপনাদের হাতে থাকতে তাদেরকে আপনাদের নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিলো।

যুদ্ধে তারা কৃতকার্য না হলে এদিক ওদিক ছুটাছুটি না করে এবং দেয়াল প্রাচীরে মাথা না ঠুকে, রাতের মধ্যেই শাসনকর্তার অবস্থান স্থল হাজো সুরক্ষিত করতে পারতো। আপনাদের একজন বড় নগর গিয়ে বিলাসপ্রিয় কুলিজ খাঁকে তার ইচ্ছা অনিচ্ছার পরওয়া না করে ধরে এখানে নিয়ে আসা উচিত ছিলো।'

কুলিজ খাঁকে দ্রুত হাজো যাত্রার নির্দেশ : অনেক তিরস্কারের পর নিজের পক্ষ থেকে বলভদ্র দাস এবং মির গিয়াসউদ্দীনের পক্ষ থেকে হাজি লেঙ্গকে রাত্রেই কুলিজ খাঁর নিকট প্রেরণ করা হয়। অনেক অভিসম্পাৎ ও শপথ দিয়ে তার নিকট নিম্নলিখিত চিঠি দেওয়া হয়: 'আমি প্রভু এবং কিব্‌লার মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত সচেতন। এই কারণেই শুধু আমি চাই যে আপনি আপনার যশ ও সম্ভ্রম হারাবেন না। শাহী দরবার কর্তৃক আপনাকে এ রাজ্যের জায়গীরদারী এবং সেনাপতিত্ব প্রদান করা হয়েছে। খোদা না করুন যদি কোনো রূপ অবনতি ঘটে আপনিও তিরস্কৃত হবেন। কয়েকদিন আগেই ইব্রাহিম বিদ্রোহ করে ছিলেন। তিনি তার নিজের টাকা পয়সা নষ্ট করেছিলেন এবং শাহী রাজস্ব তছরূপ করেছিলেন। এই সঙ্কট থেকে আমরা শাহী রাজ্যকে রক্ষা করেছি। তাই এই ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই হাজো চলে আসা আপনার অবশ্য কর্তব্য ছিলো। তা অতীত হয়ে গেছে। বর্তমানে আসাম রাজ যখন বিজয়োল্লাসে এগিয়ে আসছে তখন কি অলস হয়ে বসে থাকা এবং নিষ্ক্রীয়ভাবে বসে বসে সংবাদ শোনা আপনার পক্ষে শোভনীয়? এর সাথে আপনারও মঙ্গল জড়িত। তাই সম্রাটের নামে এই পত্রবাহককে বলে দিয়েছি যে, এই চিঠি পাঠ মাত্রই কর্মচারীবৃন্দ যদি রওনা না হন তাহলে তাদেরকে বলপ্রয়োগে আসতে বাধ্য করতে। এই জবর দস্তির জন্য মনঃক্ষুণ্ন হবেন না এবং প্রেরিত লোকদের দ্বারা কোনরূপ অপ্রীতিকর ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বেই আপনারা রওনা হয়ে পড়বেন। শুভেচ্ছার সঙ্গে আমি চিঠি শেষ করছি। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' তাদের বলে দেওয়া হয়েছিলো

যে যদি খাঁ রওনা হতে ইতস্তত করেন তাহলে তারা কোন কারণেই যেন তাকে বল প্রয়োগে রওনা করা থেকে ক্ষান্ত না হয়।

শেখ কামালের নিকট দূত প্রেরণ: রাত্রে হাজো দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য রাজা শত্রাজিত ও সমস্ত জমিদারদের উপর বদ্রিদাসকে নিযুক্ত করা হয়। শেখ কামাল এবং শাহী কর্মচারীদের, ইব্রাহিমকে শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিলো। তারা তখনও ফিরে আসেন নি। তাই তাদের আনার জন্য একটি দ্রুতগামী নৌকা পাঠান হয়। একজন অভিজ্ঞ ও বাকপটু ভৃত্যকে এ কাজে পাঠান হয়। মির্জা নাথান ভোর পর্যন্ত সারারাত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বলভদ্র দাস ও হাজী লেঙ্গ সারারাত নৌকা চালিয়ে সাত চল্লিশ কোশ পথ পাঁচ প্রহরে অতিক্রম করে দিনের প্রথম প্রহরে বড়নগরে কুলিজ খাঁর নিকট পৌছেন এবং তাকে চিঠিটি দেন। তাদের পৌছার পরক্ষণেই খাঁ তার কর্মচারী দোস্ত বেগের নিকট এ চিঠি পাঠান। তিনি চার পাঁচ জন সরদার ও একটি বড় সৈন্য বাহিনী নিয়ে জাহাঙ্গীরাবাদ প্রকাশ গলনায়ে অবস্থান করছিলেন। খাঁর নিকট থেকে তলব পাওয়ার পূর্বেই সে অঞ্চলে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। যে স্থানেই তিনি এ চিঠি পাবেন সেখান থেকেই তাকে অবিলম্বে দ্রুত রওনা হয়ে তার নিকট এসে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তাকে বলা হয়।

কুলিজ খাঁর হাজো উপস্থিতি: দীর্ঘ আলোচনার পর সে দিনই সন্ধ্যার ছ'ঘড়ি পূর্বে তাকে রওনা হতে বাধ্য করা হয়। সারারাত এবং পরদিন দু'প্রহর চলার পর তিনি হাজোর উপকণ্ঠে পৌছেন। শাহী কর্মচারী ছাড়া খাঁর আগমনের কথা মির্জাকে জানান হয়। তিনি কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে দুর্গের বাইরে শহরের উপকণ্ঠে খাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। তিনি তাকে তার গৃহে নিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর এক শুভ মুহূর্তে মির্জা কর্তৃক তাঁর জন্য নির্ধাররিত গৃহে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। খাঁ ঘরে প্রবেশ করেন। খাবারের যে অংশ খাঁর জন্য ট্রেতে প্রস্তুত রাখা হয়েছিলো তা খাঁর গৃহে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। খাঁ কুলিজউল্লাহ, মির্জা সঈফ উদ্দীন এবং তার সমস্ত ভাইদের নিয়ে মির্জা নাথানের গৃহে থাকার নির্দেশ দেন। তিনিও সন্ধ্যায় মির্জা নাথানের ওখানে আসবেন। ব্যবস্থা মত তা সম্পন্ন হয়। সুকণ্ঠ ও সুন্দরী গায়িকাবৃন্দ বিভিন্ন ধরনের গান বাজনা করে। সেসব গান ও বাজনা শুনে উড়ন্ত পাখী তার ডানা বন্ধ করে। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও জ্ঞান হারিয়ে

নাচতে শুরু করে। বিভিন্ন সুগন্ধী দ্রব্য তাদের মস্তিষ্কে মাদকতার সৃষ্টি করে। আনন্দের ঢেউ অন্দর থেকে বাইরে ছুটে আসে। সুস্বাদু খাদ্য ও বিভিন্ন প্রকারের মিষ্টি ফল খাওয়ার পর গোলাপের আতর ছিটান হয়। খাঁও আসেন এবং তাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এর পর তারা নিজ নিজ আবাসস্থলে গমন করেন।

প্রধান হিসেবে নাথানের কাজ চালু থাকে: পরদিন মির্জা কুলিজ খাঁর গৃহে যান। তিনি প্রধানের ভার পরিত্যাগ না করেই খাঁকে বললেন: 'আজ পর্যন্ত যা করবার ছিলো তা করা হয়ে গেছে। এর দোষত্রুটি বের করে কোনো লাভ নেই।* এবার আপনি যখন এখানে এসে গেছেন, তখন আমি আপনার একজন কর্মচারীতে পরিণত হয়েছি। জাহাঙ্গীরের আইন অনুযায়ী আপনার নির্দেশ মতই এখন থেকে প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা বাধ্যতামূলক হয়েছে। আজ থেকে আপনি যা ভালো এবং যুক্তিসঙ্গত মনে করেন তদনুযায়ী কাজ করবেন।' খাঁ জবাব দেন: 'শাহী দরবার কর্তৃক আমি এই পদে নিযুক্ত হয়েছি বটে, কিন্তু খাঁ ফতেজঙ্গ প্রধান পরিচালকের দায়িত্ব চিশতী খাঁ আর প্রধান সেনাপতির কাজ দিয়েছেন শেখ কামালকে। শাহী দরবারে এক আবেদন পাঠিয়ে তিনি তাদের এ অঞ্চলে প্রেরণ করেছেন। সে ক্ষেত্রে এখানকার কার্য পরিচলানার দায়িত্ব আমি কি করে নিতে পারি? আমাকে কে সমর্থন করবে?' মির্জা বলেন: 'আজকে এ অঞ্চলের প্রধান আমি। যতক্ষণ আমি আপনার সামনে করজোরে দাঁড়িয়ে প্রভু ও কিবলার মঙ্গলের জন্য কাজ করে যাব, ততক্ষণ এ অঞ্চলে এমন কে আছে যে, আপনার নির্দেশ অমান্য করার দুঃসাহস করতে পারে? অন্য কোনো কারণে যদি তারা তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করতে চান তা তারা সানন্দে করতেন পারেন। কিন্তু সে অবস্থায় কাজকর্ম চলবে কি করে? এতো দিন এখানকার কার্যকলাপ পরিচালনার ক্ষমতা ছিলো আমার হাতে। এখন আপনার আগমনের পর থেকে আমার সে ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে এবং সে সঙ্গে আমার কর্তৃত্বেও ছেদ পড়েছে।' খাঁ বললেন: 'আপনি যদি মনে করে থাকেন যে, আমার কোনো ভাই আপনার উপদেশ নির্দেশ মেনে চলবে না, তাহলে আপনি ভুল করছেন। আমি যখন আপনার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে আমার হাত বুকে রেখে আমাদের প্রভু ও কিবলার সেবায় দাঁড়িয়েছি, তখন শাহী কার্যে সমর্থন না করার মত দুঃসাহাস আমার ভ্রাতাদের মধ্যে কার থাকতে পারে?' মির্জা নাথান বিনীত

* বাক্যটি ত্রুটিপূর্ণ। নকলকারী সম্ভবত এখানে কয়েকটি শব্দ ছেড়ে দিয়েছেন। যা রয়ে গেছে তার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু অনুবাদে যা লিখা হয়েছে তাতে বক্তব্যের উদ্দেশ্যে বোঝা যায়।

ও সশ্রদ্ধভাবে জবাব দেন: 'মাননীয় খাঁর (খাঁ জিঙ্গউ)[৫] নির্দেশের বিরুদ্ধে আমি নিজেও কিছু করতে পারি না। আপনি যখন শাহী কিবলা ও কা'বার মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে আন্তরিকভাবে এই সৌজন্য প্রদর্শন করেছেন এবং আমার উপর এই কার্যের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তখন আমার কিবলার কাজ সম্পন্ন করার ব্যপারে আপনার অনুমোদন গ্রহণ করা আমার দায়িত্ব। আমি আপনার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে আপনার উপদেশ অনুযায়ী কাজ করে যাব। আমি তাতে কোনোরূপ আপত্তি করবো না।' উপরোক্ত চুক্তি অনুযায়ী দোওয়া-খায়ের আদায়ের পর তারা বিদায় হন। এমনি করে কুলিজ খাঁর আগমনের পরও এই প্রদেশের শাহী প্রশাসনিক ও সামরিক কার্যকলাপের দায়িত্ব মির্জা নাথানের হাতেই রয়ে যায়।

শেখ কামালের হাজো উপস্থিতি: কুলিজ খাঁর আগমনে শত্রুরা যখন শাহী কর্মচারীদের একত্রিত হওয়ার সংবাদ পায় তখন তারা সঠিক খবর জানার জন্য বুধাদুনগরে থামে। তারা তাদের রাজাকে এ খবর লিখে জানায়। তারা পালিয়ে যাচ্ছে—এরূপ গুজবও প্রচারিত হয়। মির্জা নাথান শাহী কর্মচারীদের সঙ্গে সতর্কতা ও তৎপরতার সঙ্গে সময় কাটান। মির্জা নাথান ও মির গিয়াসউদ্দীন মাহমুদের উপর্যুপরি চিঠি এবং কুলিজ খাঁর আগমনের পর আরও দুটি চিঠি পেয়ে এবং ইতিমধ্যে তার সৈন্য বাহিনী ও সমর সম্ভার এসে পৌঁছায়। তিনি হাজো চলে আসেন। শাহী কর্মচারীবৃন্দ তাকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে যায় এবং তাকে সম্মানের সঙ্গে হাজো নিয়ে আসেন। তার আগমনের দিন মির্জা নাথান তাদের প্রতি যথোপযুক্ত আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন। তাকে গালিচা দ্বারা সুসজ্জিত একটি প্রাসাদ দিতে চান। শেখ কামাল ইসলাম খাঁর শাসনামলের শুরু থেকেই মির্জার প্রতি ঈর্ষা-পরায়ন ছিলেন। তাই তার এতে আন্তরিকতার অভাব ছিলো। তাই তিনি তার আন্তরিকতাহীন বাণী পাঠিয়ে বলেন যে, তিনি যা লাভ করেছেন তা মির্জার প্রভাবের ফলেই পেয়েছেন। এবং এ ধরনের আরও মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাই তিনি সেই প্রস্তাবিত প্রাসাদে আসেন নি। তিনি হাজো দুর্গেও আসেন নি। তিনি শহরের বাইরে হাজোর হিন্দুদের শ্রেষ্ট দেবতা মহাদেবের মন্দিরের[৬] পাশে অবতরণ করেন। কামরূপের লোকদের নিকট উক্ত মন্দিরটি অত্যন্ত পবিত্র এবং তারা এর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। সেখানে একটি দুর্গ তৈরী করে তাদের বাসস্থান ঠিক করার জন্য জমিদার-দের এবং তার অন্যান্য লোকদেরে নির্দেশ দেন।

শাহী কর্মচারীদের তালিয়াতে দুর্গ নির্মাণ ঃ এক সপ্তাহ পর সমস্ত শাহী কর্মচারী-দের এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কুলিজ খাঁ নিজে না গিয়ে হাজোর পিছনে থেকে যান। কিন্তু তার ভ্রাতাদের তাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। অন্যান্য শাহী কর্মচারীগণ শেখ কামালের সঙ্গে এগিয়ে যান। তারা কামরূপের তালিয়া[৭] নামক গ্রামে পৌঁছলে এক হাজার গজ পরিধি বিশিষ্ট একটি দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করে জঙ্গল থেকে নলখাগড়া এনে দুর্গের প্রাচীরে রোপন করার জন্য তাদের মাঝি মাল্লাদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য জমিদারদের বলা হয়। এতে দুর্গের পার্শ্ব-বর্তী স্থান পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং দুর্গ নির্মাণের কাজও তরান্বিত হবে। দিনের শেষের দিকে দুর্গের অর্ধেক কাজ সমাপ্ত হয়। শাহী কর্মচারীদের নিয়ে শেখ হাজো ফিরে আসেন।

হাজো আক্রমণের জন্য আসামবাহিনীর প্রতি নির্দেশ ঃ শত্রুপক্ষের সরদারগণ কুলিজ খাঁর আগমন সম্বন্ধে তাদের রাজাকে লিখে জানায়। শেখ কামালের আগমন ও দিল্লীর সৈন্যবাহিনীর এগিয়ে আসার খবরও তারা লিখে জানায়। রাজাও এতে তাদের সম্বোধন করে নিম্নলিখিত চিঠি লিখেন : 'দিল্লীর সৈন্য বাহিনী এখনও আক্রমণ চালায় নি। তোমরাও বিরাট বাহিনী নিয়ে তাদের নিকট পৌঁছেছে। তাই আর বিলম্ব না করে তোমাদের যুদ্ধ আরম্ভ করা উচিত। 'প্রথম আঘাত যে করে সে কখনও হারে না'—এই প্রবাদ বাক্য স্মরণ করে কাজ শুরু কর এবং ফল কি দাঁড়ায় লক্ষ্য কর।'

আহমদের শুভাশুভ নির্ণয়ের পদ্ধতি ঃ আসামীদের মধ্যে একটা প্রথা প্রচলিত আছে যে, যখন কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ বাধে তখন যুদ্ধের আগের দিন নিম্নরূপ আকারে তারা কিছু ঐন্দ্রজালিক কার্যকলাপ সম্পন্ন করে থাকে : তারা যাদু করা কোনো জিনিস শত্রু পক্ষের দিকে লক্ষ্য করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। সেই ভাসমান জিনিসটি ভেসে শত্রু পক্ষের দিকে গেলে তারা তাকে শুভ লক্ষণ বলে মনে করে। আর তা স্রোতের উজান দিকে চললে তারা ভাবী অমঙ্গলের সূচনা বলে মনে করে। তা তাদের কাছে যুদ্ধে পরাজয়ের লক্ষণ। এরূপ ঘটলে তারা যুদ্ধ করতে যায় না। সেই প্রথা অনুযায়ী তারা কলাগাছ দিয় একটি ভেলা তৈরী করে। তারা-এর উপর পূজা করে। তারা একটি করে কালো মানুষ, কালো কুকুর, কালো বিড়াল, কালো শূকর, কালো গাধা, কালো বাঁদর, কালো পাঠা এবং কালো

কবুতর বলি দেয়। এই সব বলি দেওয়া জীবের মাথা অনেক পাকা কলা, পান, শুপারি, চুয়া, বিভিন্ন প্রকারের সুগন্ধি দ্রব্য, চালের লালরঙ্গের পিঠা, হলুদ ও সবুজ তুলাবীজ, সরিষা, সরিষার তৈল (রওগণে তল্‌খ্‌), ঘি (রওগণ-ই-জরদ) এবং সিন্দুরসহ সেই ভেলাতে রেখে ভেলাটি নদীতে ভাসিয়ে পানিতে ঠেলে দেয়। বারবার তারা ভেলাটিকে ভাটির দিকে ঠেলে দিলেও সেটি তাদের দিকেই ফিরে আসে। তা তাদের কাছে অশুভ প্রমাণিত হয়। তাই যুদ্ধের জন্য আসা তাদের পক্ষে অনভিপ্রেত। কিন্তু হাজার হাজার লোকের জীবন নাশ তাদের ভাগ্য লিপি ছিলো। তাদের যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হলো। এই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নে তা উল্লেখ করা হবে।

আসামী সৈন্য সমাবেশ ঃ সে রাত্রেই আসাম রাজ্যের সরদারগণ নিম্নরূপ নিয়মে যুদ্ধের জন্য আসে: একশো হাজার পদাতিকের নেতৃত্বে বুড়া গোহাইন ব্রহ্মপুত্র নদীর পাহাড়ী ও জঙ্গলপূর্ণ তীর ধরে সোলতান গিয়াস উদ্দান আওলিয়ার[৮] টিলাটি—যার বিবরণ পরে দেওয়া হবে—ডানে রেখে এবং কেদার মন্দির[৯] —যার বিবরণও পরে দেওয়া হবে—বামে রেখে কুলিজ খাঁ মির্জা নাথান ও হাজো দুর্গে অন্যান্য যারা ছিলেন তাদের আক্রমণ করে শেষ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। দুশো হাজার পদাতিক একশো আশিটি মস্ত এবং হুশিয়ার মস্ত* (যে সমস্ত হাতী পুরাপুরি মত্ত হয় নি) হাতীসহ হাতী বড়ুয়া, রাজা বলদেব ও সুমারুয়েদ কায়েত নদীর অপর তীর ধরে শেখ কামালেকে আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করে দেবার জন্য এগিয়ে যান। তিনি পশ্চাৎ দিক থেকে এমনভাবে আক্রমণ করবেন যে, সে বেষ্টনী ভেদ করে একটি পাখীও উড়ে যেতে না পারে। রাজ খাওয়া এবং খারখোকা (খার খরিয়া ফুকন) মান্দ, বাছারী, কোশো ও কুশ জাতীয় চার হাজার রণতরী নিয়ে বারো ভূঞাদের যারা শাহী পক্ষ সমর্থন করেছিলেন—নৌবহর আক্রমণ করে অধিকার করার জন্য এগিয়ে যাবেন যাতে একটি নৌবহরও নদী পথে পালিয়ে যেতে না পারে। আঠারোজন পাহাড়িয়া রাজা যারা শাহী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন—তারাও শত্রু পক্ষে যোগ দেন এবং তারা তাদের সমস্ত পাহাড়িয়া লোকজনসহ তাদের নৌ-বহরের দক্ষিণ পাশে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে অবস্থান করে তাদের সাহায্য করবে এবং একটি লোককেও দক্ষিণ কূলের দিকে পালিয়ে যেতে দিবে না। এক হাজার রণতরী শাহী বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে রাওরওয়া নদীর[১০] মোহনায় পাঠান হয়, যাতে এই অবরোধ সময়ে জাহাঙ্গীরনগর প্রকাশ ঢাকা থেকে কোনো রসদ তাদের নিকট

* আসামে সরফিল নামক এক প্রকার গুল্ম পাওয়া যায় তা হাতীকে খাওয়ালে আট পহরের মধ্যে তা মস্ত (মত্ত) হয়ে পড়ে।

পৌঁছতে না পারে বা যাতায়াতের কোনো পথ খোলা না থাকে। এক কথায় শাহী-বাহিনী শিকারের প্রাণির মতো কোণ-ঠাঁসা হয়ে পড়ে।

গিয়াস উদ্দীনের মাজারে হত্যাকাণ্ড ঃ মধ্য রাত্রে বুড়া গোহাইন পাহাড়ী ও জঙ্গলী পথ ধরে সোলতান গিয়াস উদ্দীন আওলিয়ার টিলায় আসে। সেখানে এসে তার প্রথম কাজই হলো সেখানকার পবিত্র মাজারের ভক্ত ও খাদেমদের হত্যা করা। একজন খাদেম বহু কষ্টে নিজেকে রক্ষা করে অর্ধমৃত অবস্থায় টিলার নীচে চলে আসে। টিলাটির নীচেই ছিলো কুলিজ খাঁর পুত্র মির্জা কুলিজউল্লা, কুলিচ খাঁ ওরফে বাল্টু কুলিজের চাচাতো ভাই, তার ভগ্নিপতি ও মির্জা সঙ্গফ উদ্দৌলার বাসস্থান। সে তাদের[১১] তা জানালো। শত্রুরা সংখ্যায় অল্প মনে করে এই দুই ভদ্র সন্তান কুলিজ খাঁকে না জানিয়েই তাদের দিকে ধাবিত হলো। এদের একদল ডাকাত মনে করে টিলার উপর গিয়ে তাদের অক্রমণ করে। অল্পক্ষণ লড়াই এর পর তারা দেখতে পেলো যে শত্রুরা অত্যন্ত শক্তিশালী। এইভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে খাঁর (কুলিজ) নিকট সংবাদ পাঠায়। তাদের সাহায্যে যাওয়ার জন্য খাঁ যখন তৈরী হচ্ছিলেন সেই সময় শত্রুর একটি বাহিনী সেখানে এসে খাঁর দুর্গ আক্রমণ করে। দুর্গটি ছিলো একটি ছোট টিলার উপর। এদিকটি ছিলো দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত। তার দেওয়ান রায় কাশী দাসকে একডিভিশন সৈন্যসহ উক্ত পরিখায় রেখে তিনি নিজে তার ভ্রাতাদের সাহায্যে যান। দোস্তবেগ খাঁর পৌঁছার চার দিন পর হাজো এসে পৌঁছেন। তিনি বিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে কেদার মন্দিরের পথে এক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি তার সঙ্গীদের নিয়ে খাঁ ও তার ভাইদের সাহায্যে যান এবং যুদ্ধে যোগ দেন। শত্রুরা চারদিক থেকে এসেছিলো। যেখানেই যাকে পাওয়া গেছে তাদের প্রত্যেককেই হত্যা করা হয়েছে। তাদের আর অগ্রসর হতে দেওয়া হয় নি। (মসনবীঃ বর্জ্জিত)।

স্থল ও জল পথে হাজো আক্রান্ত ঃ ভোরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শেখ কামাল কুলিজ খাঁর সাহায্যে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন সে সময় এক বিরাট সৈন্য বাহিনী ও অসংখ্য হাতী ও অশ্বারোহী নিয়ে হাতী বড়ুয়া, রাজা বলদেব ও সুমারুয়েদ কায়েত ভীতিপ্রদ গতিতে সামনে এগিয়ে আসে। শেখ কামাল তার ভাইদের, রাজা শত্রাজিত ও কয়েকজন শাহী মসনবদারদের সহযোগিতায় তার সৈন্য বাহিনী সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যান। তারা তীর ও বন্দুক ছুঁড়তে থাকে। মির্জা

নাথান কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত হাজোর প্রধান দুর্গে ছিলেন তিনি ওসমানের সমস্ত মসনবদার ও অন্যান্য মস্‌নবদার যারা পূর্ব থেকেই তার সঙ্গে অবস্থান করছিল—তাদের নিয়ে সম্পূর্ণরূপে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে কুলিজ খাঁর সাহায্যের জন্য যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। এই সময় বুড়া গোহাইনের ডানে এবং তাদের বাঁ দিকে অবস্থিত স্থল বাহিনীর সহযোগে আসামীদের নৌবহর জমিদারদের শাহী নৌবহর আক্রমণ করে। তাদের তাড়িয়ে শাহী দুর্গের পাদদেশে নিয়ে আসে, খবর আসে যে একটি বৃহৎ সৈন্যদল বহু হাতীসহ শেখ কামালকে আক্রমণ করে তাকে দুর্দশাগ্রস্থ করে তুলেছে। মির্জা নাথান তাই রিজার্ভ রূপে কাজ করার জন্য একটি সুবিধাজনক জায়গায় স্থান গ্রহণ করেন। কুলিজ খাঁর নিকট সংবাদ পাঠান হয়ঃ 'শত্রুরা চারদিক থেকে এসেছে এবং সকল স্থানেই যুদ্ধ করছে। শত্রুর নৌবহর জয়ী হয়েছে। জমিদারদের নৌবহরের উপর এমন আঘাত হেনেছে যে, তাদের অর্ধেকের চেয়েও বেশী নৌকা তীরে আশ্রয় নিয়েছে। আপনি যদি মনে করেন যে, আপনি নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মুখীন এবং আপনি যদি কোনো স্থানে আমার সাহায্য না চান তাহলে আমি আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা করি। আর আপনি যদি শেষ পর্যন্ত অন্য কোনো ডিভিশনের সাহায্যের জন্য আমাকে পাঠান প্রয়োজন মনে করেন তাহলে আমি রিজার্ভে (তারাহ) অবস্থান করব। তাহলে যাকেই শত্রুর আক্রমণে বিপদগ্রস্থ দেখতে পাব, তাদের সাহায্যেই দ্রুত এগিয়ে যেতে পারব।' কুলিজ খাঁ মির্জার এই মতটি অনুমোদন করলেন এবং বললেন যে, তা খুবই যুক্তিসঙ্গত। ইতিমধ্যে তিনি সরাইলের সোনাগাজী ও ইসলাম কুলির নিকট নিম্নলিখিত উৎসাহপূর্ণ বাণীসহ লোক প্রেরণ করেনঃ 'চিন্তা করবেন না। বিপদের সময় মনে করবেন যে, আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত আছি। আপনাদের নৌকা তীর ছেড়ে গভীর পানিতে নিয়ে যাবেন না। প্রয়োজন দেখা দিলে আমাদের স্থলবাহিনী শত্রুর নৌবহরের উপর আক্রমণ চালাতে পারবে এবং যুদ্ধ করবে।'

আসামী স্থলবাহিনী পরাজিত ঃ এই সংকটের সময় শেখ কামাল মির্জা নাথানকে আসার জন্য তার একজন সৈনিককে পাঠান। শেখের জবাবে মির্জা তার একজন লোক তার সঙ্গে দিয়ে শেখকে বলে পাঠানঃ 'যে সৈন্যদল শত্রু কর্তৃক কোণঠাঁসা হয়ে পড়বে তাকে সাহায্য করার জন্য কুলিজ খাঁ আমাকে রিজার্ভে নিযুক্ত করেছেন। আমি সব দিকেই লক্ষ্য রাখছি আমি কোনো সুযোগই বৃথা যেতে দেব না।' তারা বিদায় হলে মির্জা তার শিরস্ত্রাণ ও বক্ষবর্ম আনতে পাঠান। তিনি তা পরিধান করতে আরম্ভ করেন। তিনি তার বক্ষ বর্মের মধ্যে তার দ্বিতীয় হাতটি ঢুকাবার

পূর্বেই আকাস্মিকভাবে শেখের হিন্দু কর্মচারী রামদাস তার নিকট এসে চীৎকার করে বলে: 'সাহায্য পাঠাতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হলেই সব হারাতে হবে।' টিলা এবং উচচস্থানে আবস্থানরত অশ্বারোহী লোকেরা চীৎকার করে বলে উঠে: 'হায় হায়, শত্রুরা শেখের বাহিনীকে পরাভূত করে ফেলেছে।' মির্জা চীৎকার করে তার সঙ্গী যোদ্ধাদের বলেন এবং ঘোড়া ছুটিয়ে সিংহের মত ধাবিত হন। মাধবের মন্দিরের নিকট পৌঁছলে তিনি দেখতে পান যে বেত দন্তা নামক শাহী হাতীটি শেখের সৈন্য বাহিনী থেকে পালিয়ে আসছে। মির্জা ভাবলেন যে, আহত হওয়ায় তিনি তার বড় হাতীটি নিয়ে আসতে পারেন নি ভেবে শেখ হয়তো এ হাতীটি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন যাতে তিনি এটি সামনে রেখে যুদ্ধ করতে পারেন। কিন্তু হাতীটি সৈন্যদের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় তার গায়ে কয়েকটি তীরবিদ্ধ হয়। তা দেখে মির্জা স্থির নিশ্চিত হলেন যে শেখ পরাজিত হয়েছেন। 'আল্লাহু আকবর' ও 'ইয়া মুঈউন' (হে সাহায্যকারী) ধ্বনি উত্থিত হয় এবং তরবারি পতাকার মত উঠিয়ে তারা তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে। শত্রু বাহিনী তাদের সুবিধাজনক স্থান থেকে বেরিয়ে এসে শেখের সৈন্যদের উপর ঝড়ের মত পতিত হয়। তিনি তাদের পার্শ্ব দেশ আক্রমণ করেন। আল্লার সাহায্যে স্বল্প স্থায়ী সংঘর্ষের পর তারা প্রতিহত হয়। অতঃপর তিনি হাতী বড়ুয়া, রাজা বলদেব ও সুমারুয়েদ কায়েত পরিচালিত বাহিনীকে আক্রমণ করেন। তারা এমনভাবে যুদ্ধ করে যে, তা কেয়ামৎ দিনের আকার ধারণ করে। পাঁচশো তরুণ যোদ্ধা সিংহ বিক্রমে ও দৌত্যের গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে—পলাতক আসামীদের নিস্তব্ধ করে দেয়। সিংহ যেমন করে মেষপালের উপর পতিত হয়ে তাদের ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলে তেমনিভাবে তারা সিংহের মত শত্রুর উপর পতিত হয়। তাদের মৃত দেহের স্তূপ জমে উঠে। আসামী সেনাপতিরা এমন ভীষণভাবে যুদ্ধ করে যে, তাদের তূণ, তীর শূন্য হয়ে পড়ে এবং দূতদান (খাট বর্শা রাখার থলে), দূতা (অর্থাৎ এক প্রকার বর্শা যা তারা তাদের বাহুর শক্তিতে নিক্ষেপ করে এবং যা তারা সব সময়েই যুদ্ধে ব্যবহার করে) শূন্য হয়ে যায়। ব্যাপার এতোদূর গড়ায় যে, তারা তাদের হাতীর পিঠ থেকে খোলা হেঙ্গদান (এক প্রকার অর্ধ তরবারি যা তাদের কোমর বন্ধে ঝুলিয়ে রাখে) দ্রুত ফেলে দিতে থাকে। নিক্ষিপ্ত দূতা মানুষ বা ঘোড়াকে ভেদ করে ফেলে। (এখানে একটি মসনবী কবিতা লিপিবদ্ধ হয়েছে এতে এই যুদ্ধের বিবরণের বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, হাতী বড়ুয়া আসাম বাহিনী পরিচালনা করে। এতে কোনো নতুন কিছু নেই তাই পরিত্যাক্ত হয়েছে।)

শাহী কর্মচারীদের প্রতি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। মির্জার দৃঢ়তা দেখে শেখ কামালও ফিরে এসে যুদ্ধে যোগ দেন। এই যুদ্ধটি শ্রেষ্টতম সামরিক সাফল্য বলে বিবেচিত

হয়। হাতী বড়ুয়া, রাজা বলদেব ও সুমারুয়েদ কায়েত পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ছন্নছাড়ার মত জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। বীর যোদ্ধারা উঁচু-নীচু স্থানের পরওয়া না করে তাদের শক্তি ও হিংস্রতা নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন অরে। মির্জা নাথান চীৎকার করে তার অশ্বারোহীদের নির্দেশ দেন শত্রুদের যে কেউ উদ্ধত্য দেখিয়ে হাত উঠাবে তাকেই তরবারির আঘাতে শেষ করে দিতে। তারা তাদের হাতী বন্দী করার চেষ্টা করে নি। শত্রুদের পালিয়ে যেতে দেওয়া হয়। অন্যথায় একটি হাতীও তাদের হাত ছাড়া হতে পারত না।

মূল দুর্গ রক্ষার পরিকল্পনা ঃ তারা কিছুদূর অগ্রসর হলে পিছন দিক থেকে সংবাদ আসে যে, শত্রুর স্থল বাহিনী পরাজিত হলেও পাহাড়ে অবস্থিত শত্রুবাহিনী তাদের নৌবাহিনীর সহযোগিতায় কুলিজ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে। তারা শাহী বহরকে পরাজিত করে কুলিজ খাঁকে মহাদেবের মন্দিরে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। কুলিজ খাঁ মৃত্যু অবধারিত জেনেও পালিয়ে যান নি। তাকে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ সংবাদ শুনেই দেওয়ান ও বখশী মির গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ ও মির্জা নাথান কুলিজ খাঁর সাহায্যার্থে ছুটে যান। শেখ কামালও তাদের অনুসরণ করেন। মির্জা নাথানের লোক খবর নিয়ে এসেছিলো, তাই তিনিই কুলিজ খাঁর সাহায্যের জন্য সবার আগে ছুটে যান। কুলিজ খাঁর সৈন্যগণ একই প্রকারে যুদ্ধ করে চলেছে। মির্জা নাথান বললেন: 'মাননীয় খাঁ শত্রু বহু সংখ্যক হাতী নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসেছে। তাদের অশ্বারোহী বাহিনী পহাড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে তাদের নৌবহরের আক্রমণ পরিচালনায় সাহায্য করেছে। আমরা এখনও তাদের প্রতিহত করতে পরি নি। রাতও হয়ে আসছে। এ অবস্থায় আমাদের একটি পরিকল্পনা স্থির করা প্রয়োজন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত শত্রু যদি ছত্র ভঙ্গ হয়ে পালিয়ে না যায় তাহলে অত্যন্ত সতর্কতা ও তৎপরতার সঙ্গে আমাদের রাত কাটাতে হবে।' খাঁ জবাব দেন 'আমার বন্ধুগণ যখন তাদের কাজ সুসম্পন্ন করে আমার সাহায্যে এসে গেছেন তখন দুর্গ সুরক্ষিত করার অজুহাতে যুদ্ধ থেকে পিছু হটে যাওয়া অসম্ভব। তাতে আমাদের কর্তব্য সম্পাদনে বিশৃস্থতা প্রকাশ পাবে না। দ্বিতীয়ত সমস্ত কর্মচারী এবং কর্মীদের মনোযোগ এবার আপনাদের দুজনের উপর নিবদ্ধ হয়েছে। প্রভু ও কিবলার মঙ্গলের জন্য যা ভালো মনে করেন তাই করুন।' মির্জা নাথান শেখকে বলেন: 'আপনি যদি আমার কথা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন তাহলে ছোট বড় সকল শাহী কর্মচারীদের যাদের আপনি জমিদারদের নৌবহর প্রেরণের সময় মোতায়েন করেছিলেন, তাদের লিখে পাঠান নদীতে তীর ত্যাগ করে আপনার নির্মিত দুর্গে এসে অবস্থান করার

জন্য। একটি প্রশস্ত প্রাচীর তৈরী করে আপনার দুর্গটিকে আমরা শক্তিশালী করে তুলব। আর আপনি যদি এই দুর্গে আসতে চান তাহলে এটাকেই শক্তিশালী করব।' শেখ জবাব দেন: 'এই দুর্গে স্থলবাহিনী মোতায়েন না করলে নৌবহরকে সাহায্য করা বা দুর্গ রক্ষা করা কোনোটিই সম্ভব হবে না। কিন্তু আমি কার উপর আমার দুর্গের দায়িত্ব দিয়ে আপনার দুর্গে আসব?' কুলিজ খাঁ এই মর্মে তার নিজের শীল-মোহরযুক্ত একটি লিপি তাঁকে দেন: 'রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য ব্যবস্থা গৃহীত হয় যে, শেখ কামালকেও এই দুর্গে আসতে হবে'। খাঁর শীলমোহরাঙ্কিত লিপি পেয়ে শেখ জবাব দেন: 'মির্জা নাথান ও মির গিয়াসউদ্দীনের শীলমোহর না দেওয়া পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হতে পারি না, যাতে ভবিষ্যতে একথা কেউ বলতে না পারে যে, তার নিজের দুর্গ রক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে শেখকে আমাদের দুর্গে আসতে হয়েছিলো। মির্জা নাথান বলেন: 'এই বান্দাকে যদি এই দলিলে শীলমোহর দিতে হয় তাহালে তাঁকে এই মর্মে লিখে দিতে হবে যে 'নৌবহরকে রক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত ও বাধ্যতা-মূলক বলে বিবেচিত হয়েছে। নৌবহর শেখের দুর্গে এগিয়ে যেতে অসমর্থ। তাই সমস্ত শাহী কর্মচারীই একমত হয়েছেন যে, এ অবস্থায় পুরাতন হাজো দুর্গে শেখের আসা উচিত', যাতে আপনিও একথা বলতে না পারেন যে কুলিজ খাঁ মির্জা নাথান তাদের দুর্গ রক্ষা করতে অসমর্থ ছিলেন। তাই আমাদের প্রয়োজন পূর্বোক্ত দুর্গ রক্ষার জন্য যাওয়া।' প্রথমত শেখ এতে রাজি হন নি, কিন্তু পরে তিনি যখন দেখলেন যে, এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই তখন তিনি এতে সম্মত হন। তিনি নাথান ও মির গিয়াসউদ্দীনের স্বাক্ষর ও শীলমোহরযুক্ত ও কুলিজখাঁর লিখিত ও শীল-মোহর যুক্ত দালিলটি গ্রহণ করেন। এর পর স্থির হয় যে, এ দুজন মহান ব্যক্তি তাদের ও শাহী মসনবদারদের সৈন্যবাহিনী কুলিজ খাঁর নেতৃত্বাধীনে সেখানে গিয়ে দুর্গটি শক্তিশালী করবে। মির বখশীর কয়েজন ভৃত্য ও পাইক তার সঙ্গে যাবে।

আসাম নৌবাহিনী পরাজিত: তিনজন ওমরাহ্‌ই এক সঙ্গে রওনা হন। শেখ প্রস্তাব করলেন যে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ দুর্গটির চারদিকে তাদের যাওয়া উচিত। এবং তা বড় বা ছোট করার ব্যবস্থা করা উচিত। মির্জা নাথান জবাব দেন: 'দুর্গটির পরিধি নয় হাজার গজ। এর চারদিক ঘুরে আসতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তার চেয়ে পাহাড়ের উপর অবস্থিত খাঁর প্রাসাদে যাওয়াই ঠিক হবে। আমরা হাতীতে সওয়ার হয়ে সেখানে গেলে নিম্নস্থানে অবস্থিত সমস্ত দুর্গটিই দৃষ্টি-গোচর হবে। এরপর এর যে অংশ ছোট করতে হবে, তা করা যাবে আর যে অংশটুকু বাড়াতে হবে তা বাড়ান যাবে। অন্যথায় এর চারিদিকে ঘুরে আসতে গেলে

ফিরে আসার আগেই অন্ধকার হয়ে যাবে।' শেখ এবং মির বখশী এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন। মির্জা এবং শেখ হাতীর হাওদার সওয়ার হয়ে রওনা হন। হাওদার যথেষ্ট স্থান থাকা সত্ত্বেও মির গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ নিজের সুবিধার কথা বিবেচনা করে ঘোড়ায় চড়ে তাদের সঙ্গে যান। টিলার উপর উঠেই তারা চারদিকে নিরীক্ষণ করতে শুরু করেন। এই সময়ে-আল্লাহ শাহী কর্মচারীদের ভাগ্যে জয় লাভ নির্ধারিত করে রেখেছেন—শত্রুর নৌবহর সেই পহাড়ের নীচ দিয়ে যাচ্ছিল এ বিশ্বাসে যে জমিদারদের নৌবহর পর্যদস্ত হয়ে গেছে। পাহাড়ের এই টিলায় খাঁর প্রাসাদে কামান সাজিয়ে রাখা হয়েছিলো। মির্জা নাথান চীৎকার করে গোলন্দাজদের নির্দেশ দিলেন শত্রুর নৌকাগুলোর উপর কামান ছুড়তে। শাহী নৌবহরকে পরাজিত করে সেগুলো সেখান দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। তিনি যে দুটি নৌকাতে উদ্ধত ও দাম্ভিক সরদারেরা যাচ্ছিলো সেই দুটি নৌকার প্রতিই বিশেষভাবে গোলন্দাজদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আল্লাহর দয়ার উপর নির্ভর করে গোলান্দাজেরা যে দুটি কামানে গোলাভর্তি ছিলো তা-ই ছুড়লো। গুলি নৌকা বা কোন লোককে স্পর্শ না করে নৌকাগুলোর উপর দিয়ে চলে যায় এবং পানিতে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ মুসলমান-দের ভাগ্যে বিজয় নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। তাই নৌকার সৈনিক লোকজন ও মাঝি মাল্লারা আতঙ্কিত হয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যান্য নৌকার লোক-জন তাদের দলপতিদের নৌকার দুরবস্থা দেখে কে বা কারা আক্রমণ করেছে তা না জেনেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পানিতে লাফিয়ে পড়ে। নৌকার নিরাপত্তার চেয়ে পানিতে ডুবে মরাকেই তারা ভালো মনে করে। তাদের অনেক নৌকা তীরে লাগিয়ে লোকজন তা থেকে নেমে পালিয়ে যায় এবং ছন্নছাড়ার মত বনে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াতে থাকে। শাহী নৌবহরের প্রধানগণ এই আল্লাহ প্রদত্ত বিজয়কে তাদের শ্রেষ্ঠতম বিজয় মনে করে মনে প্রাণে তারা আল্লাহর কাছ শুক্‌রিয়া জানায়। তারা শত্রুর পরিত্যক্ত নৌবহরের উপর পতিত হয়ে অসংখ্য লুণ্ঠিত দ্রব্য দখল করে। ঔদ্ধত শত্রুরা তরবারির আঘাতে নিরগামী হয়। বিনীতভাবে যারা আশ্রয় ভিক্ষা করে তাদের বন্দী করা হয়।

বুড়া গোহাইনের মৃত্যু ঃ বুড়া গোহাইন তার একশো হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে পাহাড়ের উপর যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এই সৈন্য বাহিনীর উপর নির্ভর করেই শত্রুর নৌ-বাহিনী যুদ্ধ করছিলো। আর এই বাহিনীটিও নৌ বাহিনীর উপর নির্ভর করেছিলেন। তাদের নৌবাহিনীর পরাজয় লক্ষ্য করে তারা সাহস হারিয়ে ফেলে এবং তাদের মধ্যে ভীষণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। বুদ্ধিমান লোকদের কাছে তাদের দুর্বলতা ধরা পড়ে। এ

সময়ে শেখ কামাল এবং মির বখ্‌শী মির্জা নাথানকে বলেন : 'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আমরা কি করব? চলুন আমরা গিয়ে আমাদের কাজ আরম্ভ করি।' মির্জা নাথান জবাব দেন : 'এ সময়ে শত্রুর দুর্বলতার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাদের নৌবহর শাহী নৌবহর কর্তৃক প্রতিহত ও বিতাড়িত হয়েছে। কুলিজ খাঁ বাহিনী পাহাড়ে উঠে এসে এই আশায় যুদ্ধ করছে যে, যদি সাহায্যকারী সৈন্য এসে শত্রু সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে আক্রমণ করে তাহলে তারা শত্রুদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হবে। এই বাহিনীর সাহায্যের জন্য না গিয়ে এ সময়ে দুর্গ সুরক্ষিত করতে যাওয়ার প্রয়োজন কি? মির গিয়াসউদ্দীন মোহাম্মদ বখশী তার মত প্রকাশ করে বললেন যে, মির্জা যা বলছেন তা খুবই ঠিক। শেখও কোনোরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন নি। মির্জা মাহুতের পিঠে হাত রাখেন। মাদী হাতী কর্তৃক দুর্গের ভেঙ্গে ফেলা দেওয়ালের উপর উঠে তিনি দুর্গে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে তিনি তার সাথীদের এবং ভৃত্যদের একটি দল নিয়ে প্রাচীরের ভাঙ্গা দিয়ে বেরিয়ে আসেন। তিনি এদের নিয়ে যুদ্ধরত সৈনিকদের সাহায্যের জন্য শত্রুদের দিকে রওনা হন। 'আল্লাহু-আকবর' ধ্বনি উঠে। যুদ্ধ প্রিয় লোকজন সর্বশক্তি নিয়ে ভীষণ বেগে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। অল্পক্ষণ সংঘর্ষের পরই তারা বিতাড়িত হয়। এই সময়ে মসনবদারদের জনৈক কর্মচারী কর্তৃক বুড়া গোহাইন অজ্ঞাত অবস্থায় নিহত হন। হত্যাকারী লোকটির নাম বা পদবী জানা যায় নি। জয় লাভের খবর ও যুদ্ধ বিজয়ের সংবাদ রণভেরী ও রণ দামামা বাজিয়ে ঘোষণা করা হয়। কুলিজ খাঁ পাহাড়ে উঠে আসেন এবং তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি উঁচ্চ-নীচু সকল শাহী কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করেন। উৎফুল্ল চিত্তে ভেরী বাজিয়ে তারা তাদের বাসস্থানে ফিরে আসেন। সুবেদার খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট এই বিজয়ের রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়। তাঁরা রাতের মত বিশ্রাম নেন।

হতাহত ও লুণ্ঠিত দ্রব্য : পর দিন ভোরে উচ্চ-নীচ সকল শাহী কর্মচারী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যে স্থান থেকে শত্রুরা যুদ্ধ করতে এসেছিলো সেখানে যান। তারা শত্রুর দুর্গ পরিদর্শন করেন। তারা দেখতে পান যে, সেখানে শত্রুরা খুব নিকটে নয়টি দৃঢ় দুর্গ তৈরী করেছিলো। এগুলো এমনভাবে তৈরী যে মত্ত হাতী প্রতিরোধ বা বিপদের ভয় না থাকলেও আঘাতের পর আঘাত হেনে এই দুর্গগুলোর প্রাচীরের কোনোরূপ দাগ কাটতে সক্ষম হবে না। সেগুলো গাছের মোটা মোটা গোড়া দিয়ে এমনভাবে তৈরী যে দুর্গটি কোনো রূপ ক্ষতি বা ধ্বংস করা অসম্ভব। হিসাব নিয়ে দেখা যায় যে শত্রুর চার হাজার রনতরীর মধ্যে যা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলো —মাত্র দুশটি

পালাতে সমর্থ হয়েছে। কোশ বাছারী ও মান্দ শ্রেণীর তিন হাজার আটশো নৌকা অধিকৃত হয়। এ ছাড়া, সাতটি প্রকাণ্ড হাতী ও অসংখ্য লুণ্ঠিত দ্রব্যও তাদের হস্তগত হয়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুদের তিন হাজার সাতশো সৈন্য নিহত হয়। এর দ্বিগুণ সংখ্যক সৈন্য পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে মারা যায়। দশ হাজারেরও অধিক আহত সৈনিক অর্ধমৃত অবস্থায় পালিয়ে যায়। শাহী পক্ষে উচচ-চীন দুশো লোক শহীদ হয় এবং তার দ্বিগুণ সংখ্যক আহত হয়। সারা দেশে এ ব্যাপারে ধন্য ধন্য পড়ে যায়। হাজার হাজার লোক এতে খুশী হয়। মৃত সৈন্যদের মাথা কেটে মান্দ নৌকায় বোঝাই করে জাহাঙ্গীরনগরে খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট প্রেরণ করা হয়। শত্রুর নিকট থেকে অধিকৃত হাতী ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিও-এর সঙ্গে পাঠান হয়।

মোগল শিবিরে মতানৈক্যঃ শেখ কামাল খাঁ ফতে জঙ্গের নিকট এই মর্মে এক মিথ্যা রিপোর্ট করেন যে, এই যুদ্ধ তিনি জয় করেছেন। মির্জা নাথান এই যুদ্ধে কিছুই করেন নি। এই মিথ্যা কথা শুনে মির্জা নাথান ভিতরে ভিতরে জ্বলতে থাকেন। অথচ ব্যাপারটা সূর্যের মতোই স্বচ্ছ। তার কর্তব্যনিষ্ঠা এবং আন্তরিক কার্যকলাপ সত্ত্বেও খাঁ ফতেজঙ্গ কোচ রাজ্যের সেনাপতির পদে চিশতি খাঁকে নিযুক্ত করেন। তার ক্রোধ এতে আরো বৃদ্ধি পায়। তিনি খাঁ ফতে জঙ্গের নিকট যেতে চাইলেন। শেখ কামাল মনে মনে ভাবলেন যে, মির্জা নাথান খাঁ ফতে জঙ্গের নিকট গেলে তিনি প্রমাণ করতে সমর্থ হবেন যে, শেখ কামাল পরাজিত হয়েছিলেন। এর জবাবে তার বলবার কিছুই থাকবে না। তাই তিনি কুলিজ খাঁ, মির বখ্‌শী এবং অন্যান্য সকল কর্মচারীদের মির্জা নাথানের বিরুদ্ধে এই বলে প্ররোচিত করলেন যে যতদিন আমাদের রাজাকে শাস্তি প্রদানের প্রশ্ন তাদের সম্মুখে বিদ্যমান থাকবে, ততোদিন মির্জা নাথানকে তারা যেন যেতে না দেন। তিনি পছন্দ করুন আর নাই করুন তাকে আটকাতেই হবে। নিম্নলিখিত সংবাদসহ রাজা শত্রাজিত ও বখ্‌শীকে তার নিকট পাঠান হলো ঃ 'শাহী কার্যকলাপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় ফেলে আপনি চলে যাচ্ছেন। আমরা আপনাকে যেতে দেবে না। আমরা আপনাকে জোর করে আটকে রাখব।' এ কথাও ঘোষণা করা হলো যে মির্জা নাথান শাহী কাজকর্ম বিশৃঙ্খল অবস্থায় রেখে চলে যাচ্ছেন। তাই মির্জা নাথান ও তার লোকজনদের যদি কেউ হত্যা করে তা হলে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হবে না। মির্জা মির বখ্‌শীকে বললেন ঃ 'আপনি এ ব্যাপারে নিজকে কেন জড়িত করছেন এবং আপনার জীবন বিপন্ন করছেন কেন? আমার বিরোধিতা করার মতো ধৃষ্টতা আপনি দেখাতে পারেন কি?

শেখকে বলুন আমি সন্ধ্যার ছ'ঘড়ি পূর্বে বিদায় হবো। আমার বিরোধিতা করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমি শপথ করছি আসাম রাজের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করেছি আপনার সঙ্গেও তেমনি ব্যবহার করব। চিন্তাও করবেন না যে আপনার সৈন্য বাহিনী আপনার কোন কাজে আসবে। আপনি কি মনে করেন, যে সব শাহী কর্মচারী গতকাল আমার সাথী ছিলেন এবং যাদের সবাই আমার আশ্রিত, নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে? কুলিজ খাঁ এমন ধাতের লোকই নন যে, তিনি আপনাদের এই দাম্ভিকতায় যোগ দিবেন। তাই প্রশ্ন হচ্ছে আপনার আর আমার মধ্যে। আমি আপনাকে এমন শিক্ষা দেব যে এর পর থেকে আপনি আপনার জীবনে আর কখনো এমন অদ্ভুত খেয়ালের বশবর্তী হবেন না। মির বখ্‌শী, রাজা শত্রাজিত এবং তাদের সঙ্গী অন্যান্য নিম্নপদস্থ মনসবদারগণ ফিরে গিয়ে শেখের নিকট রিপোর্ট করেন। শেখ কামাল অন্যান্য শাহী কর্মচারীদের সঙ্গে নদীর একটি বালুময় সমতল ভূমিতে দাঁড়িয়েছিলেন। তারা বল্লেন: 'মির্জা নাথান তেমন শ্রেণীর শাহী কর্মচারী নন যিনি আপানার মাটিতে সদম্ভ পদাঘাতে বা আমাদের কথায় ভীত হয়ে স্বস্থান থেকে বিচ্যুৎ হবেন। আর চার ঘড়ি পর তিনি রওনা হবেন। আপনি যদি তার সঙ্গে লড়তেই চান তা হলে আপনি আপনার নিজের লোকজনদের নিয়ে লড়তে পারেন। কুলিজ খাঁ তার যাত্রা পথে বাধা দিবেন না। খাঁ নিজেই যখন এ ব্যাপার থেকে সরে পড়েছেন, তখন আমি বখ্‌শী হয়ে সে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবো না। আমি সরে দাঁড়ালে নিম্নপদস্থ মসনবদারদের কেউই তাকে বাধা দেবে না। এর পর আপনি এবং শাহী ভৃত্যগণ নিসঙ্গ হয়ে পড়বেন। যুদ্ধ যখন বাস্তবিকই বেঁধে যাবে তখন তারাও দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। এর সমস্ত বোঝা পড়বে আপনাদের দু'জনের (কামাল ও শত্রাজিত) উপর। এ অবস্থায় আপনি আপনার সম্মান বজায় রাখতে পারেন, অথবা তা হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারেন। আমাদের এ জন্য দায়ী করতে পারবেন না। এখন ভালোমন্দ আপনার হাতে।*

শেখ কামাল তার অবস্থার দৈনিন্দন বিবরণী-সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করে নিজকে অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তার বদমতলব পরিত্যাগ করেন। তিনি তার নিজ বাসভবনে ফিরে যান। কিন্তু তিনি তার শীলমোহরসহ জমিদারদের নৌবাহিনীর কর্মচারীদের নিকট এই মর্মে এক চিঠি লিখনে যে, তারা যেন মির্জা নাথানের কর্মচারীদের বাধা দেয় এবং মির্জার কর্মচারীদের হাতে শত্রুদের যে সমস্ত নৌকা পড়েছে তা যেন তাদের নিয়ে যেতে না দেয়া হয়। শুধু তাই নয় তারা যেন মির্জা নাথানের ব্যক্তিগত নৌকাগুলোও আক্রমণ করে এবং দখল করে নেয়।

* কবিতা বাদ দেওয়া হয়েছে।

সে সংঘর্ষে মির্জা নাথানের কোনো লোক যদি নিহত হয় তাহলে তার কৈফিয়ত সুবেদার এবং সম্রাটের নিকট তিনি দেবেন। শত্রাজিত ও তাঁর নৌকর্মচারিগণ এই প্রস্তাবে রাজি হন নি। শুধু সরাইলের জামিদার সোনাগাজী এবং মির্জা নাথানের অধীনস্থ কর্মচারী ইসলাম কুলি মির্জা নাথানের পথ আটকায়। ইসলাম কুলি মনে মনে মির্জার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করতো।

নাথানের জাহাঙ্গীরনগর যাত্রা : এক শুভ মুহূর্তে মির্জা জাহাঙ্গীরনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তার যাত্রার কথা ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করা হয়। নদীর তীর ঘেসে খুব সতর্কতার সঙ্গে চলার জন্য নির্দেশ দেন। পথে যদি কেউ বাধা দেয় বা বল প্রয়োগের চেষ্টা করে তাহলে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যও তাদের নির্দেশ দেন। মির্জা নাথানের লোকজন নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সতর্কতা ও তৎপরতার সঙ্গে চলে তিনটি অবস্থান স্থল নির্বিঘ্নে অতিক্রম করে যায়। শেখ কর্তৃক প্রেরিত নৌ সৈন্যেরা দূর এবং নিকট থেকে কামান ছুড়তে থাকে। মির্জা নাথানের লোকজন তাদের প্রভুর অনুমতি ছাড়া কোনো রূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করে নি। নৌ কর্মচারীদের বল প্রয়োগ লক্ষ্য করে মির্জা নাথান তাদের কাছে সংবাদ পাঠান : 'তিন দিন তিন রাত গোলা বৃষ্টির ভিতর দিয়ে চলে শাহী আইন কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে তার শেষ সীমায় পৌছেছি। এখন তোমরা যদি ফিরে যাও ভালো নচেৎ এর পরিণাম যে কি হবে তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।' তিনি তার নিজ লোকজন দের বললেন : 'এ সংবাদ পেয়ে তারা যদি ফিরে যায় খুব ভালো, অন্যথায় তোমারাও আক্রমণ চালাবে এবং নৌকাগুলো তীরে নিয়ে যাবে। তীরে এসে তাদের একবার আক্রমণ করতে দাও, তারা নিজেরাই তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবে।' তিনি সামরিক ব্যূহ রচনা করে দাঁড়ালেন এবং হাতীগুলোকে সামনে রেখে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হলেন। ইসলাম কুলি মির্জার চরিত্র ভালো করেই জানতো। সে মনে মনে চিন্তা করলো যে এখন ব্যাপারটি ভিন্ন মোড়গ্রহণ করবে। তাই সে আপোষমূলক মনোভাব অবলম্বন করে। সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে হাজো ফিরে যায়। তখন মির্জা তার বন্ধু হিসেবে আগত তার সাথী মস্‌নবদারদের অনেক অজুহাত দেখিয়ে ফেরৎ পাঠান। তিনি মঞ্জিলের পর মঞ্জিল পার হয়ে এগিয়ে চলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি রাঙ্গামাটি চৌকিতে পৌছেন। সেখানে তিনি তার সৈন্য বাহিনী ও হাতীগুলো রেখে যান। কয়েক দিনের মধ্যে তিনি জাহাঙ্গীরনগর পৌছেন।

সুবেদারের অসন্তুষ্টি : এক শুভ লগ্নে তিনি সুবেদার খাঁ ফতেজঙ্গ ও শাহী দেওয়ান মুখলিস খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রথম সাক্ষাতেই খাঁ রাগান্বিতভাবে জিজ্ঞেস করেন : 'শাহী কাজ বিশৃঙ্খলার মধ্যে রেখে আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্য কি? মির্জা জবাবে বলেন 'আমি যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে থাকি তাহলে ইব্রাহিমের বিদ্রোহের সময়েই আমি তা করতে পারতাম। তা ছাড়া আসামও তার অভিযান জোরদার করেছিলো। সত্য কথা বলতে গেলে আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সে দেশের কার্যে উজ্জ্বল্য প্রদান করেই আমি এখানে এসেছি।' কোনো কথা না বলেই খাঁ উঠে গেলেন। মির্জা তার নিজ গৃহে ফিরে বিশ্রাম নেন। পরদিন তিনি খাঁ ফতে জঙ্গের নিকট যান। সামান্য কথা বিনিময়ের পর খাঁ ফতে জঙ্গ মির্জা নাথানকে বলেন : 'আপনি পছন্দ করুন আর নাই করুন আপনাকে হাজো ফিরে যেতেই হবে।' মির্জা বললেন : 'কখনো না। এতোদিন সে সীমান্তের প্রধান ছিলাম আমি। এখন অন্যের অধীনে চাকরী করা আমার পক্ষে অসম্মানজনক হবে।' খাঁ ফতেজঙ্গ রাগত স্বরে বললেন : 'আপনি ইসলাম খাঁ ও কাসিম খাঁর আমলে শেখের অধীন কি করে চাকুরী করেছিলেন?' খাঁ আরও কিছু বললে বা সীমা ছাড়িয়ে গেলে মির্জা আত্মহত্যা করতেন এবং খাঁকেও হত্যা করতেন। ক্রোধে অভিভূত হয়ে তিনি কেঁদে ফেলেন এবং বলেন 'ঐ সময়ে ফিরিঙ্গীরা যেমন ক্রীতদাস রাখতো আমিও তেমনি ক্রীত দাসের মতো ছিলাম এবং নিরূপায় ছিলাম। প্রভু এবং কিবলার মঙ্গলের জন্যই আমাকে কাজ করতে হতো। এবার আমি আশা পোষণ করেছিলাম যে, আল্লাহ এবার একজন মুরুব্বী পাঠিয়েছেন, যিনি গুণের কদর করবেন, বাঙলাকে আবার তিনি ইসলামের রাজ্যে পরিণত করবেন। কিন্তু আপনিও সেই একই পন্থা অবলম্বন করেছেন। আমার মনে হচ্ছে মগ এবং ফিরিঙ্গিদের রাজত্ব যেন এখনও চলছে।' তিনি তার হাত খঞ্জরের উপর রেখে আত্মহত্যা করতে চাইলেন। তা লক্ষ্য করে মুখলিস খাঁ তার সাহায্যে আসেন এবং তাদের উভয়েরই ক্রোধ-বহ্নি নির্বাপিত করেন। তিনি বলেন : 'আমিও সোলতান পারভিজের উপর বিরক্ত হয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে শাহী দরবারে চলে আসি। মহামান্য শাহেনশাহ (হাজার জীবন তার জন্য উৎসর্গ হোক) জিদ ধরেন যে, আমাকে পারভিজের কাছে ফিরে যেতে হবে। সম্রাট প্রতিজ্ঞা করলে এবং আমাকে যেতেই হবে বলে নির্দেশ দিলেও আমি আমার যুক্তি সম্বন্ধে আশান্বিত ছিলাম। আমার নিরাশা ও হতাশভাব দেখে সম্রাটের দয়া হয়। তিনি হেসে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে, তিনি জানতেন না যে, আমি পারভিজের প্রতি এতোটুকু অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম। তখন তিনি আমাকে মুক্তি দেন। এখন দেখছি মির্জা নাথানের অবস্থাও আমার অবস্থার মতই।' খাঁ ফতে

জঙ্গ তখন মাফ চাইলেন, মির্জাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং মির্জাকে নিজ গৃহে যেতে দিলেন। মির্জা গৃহে ফিরে গিয়ে গভীর চিন্তায় রাত কাটালেন।

মুখলিস খাঁ কর্তৃক নাথানকে সান্ত্বনা প্রদান: পরদিন ভোরে মুখলিস খাঁ মির্জা নাথানকে সান্ত্বনা দিবার এবং মরহুম ইতিমাম খাঁর রুহের মাগ্‌ফেরাতের জন্য দোয়া করার জন্য আসেন। তিনি তার আত্মীয় ছিলেন। এর পূর্বে তার মৃত্যুর পর তিনি তার জন্য কোনো দোয়া খায়ের করেন নি। তাঁদের সাক্ষাৎ ও দোয়ার পর তিনি মির্জা নাথানকে সান্ত্বনা দেন। মির্জা নাথান তাকে ইরাকী, শঙ্কর, রঙিন, তাঙ্গান এবং কাচিচ জাতীয় নয়টি ঘোড়া, একশো থান দুষ্প্রাপ্য বাঙলায় তৈরী কাপড়, এক মন উৎকৃষ্ট আগর (চন্দন কাঠ), নগদ পাঁচ হাজার টাকা উহপার দেন। কাপড় দিয়েছেন গালিচা তৈরির জন্য, আগর পেশক্‌শ্‌ হিসেবে (নজর) এবং নগদ টাকা তার মেহমান-দারীর জন্য দিয়েছেন। এরপর খাঞ্চাপূর্ণ সুগন্ধী দ্রব্য এবং পান দেয়া হয়। মুখলিস খাঁ মির্জা নাথানকে খুশী করার জন্য আগর এবং একটি তাঙ্গন ঘোড়া গ্রহণ করেন। অন্যান্য জিনিস ও ঘোড়া তাকে ফেরৎ দেন। অতঃপর তিনি নিজ গৃহে ফিরে যান। এর পর থেকে তিনি নিয়মিত খাঁ ফতে জঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে থাকেন।

দক্ষিণকূল অধিকারের জন্য মির্জা নাথান প্রেরিত: নববর্ষের আবির্ভাবে বৃহৎ জ্যোতিষ্কসমূহ মেশ রাশিতে প্রবেশ করে। নিরুৎসাহী মানুষ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মতো সতেজ ও আনন্দমুখর হয়ে উঠে। সুবেদার মুখলিস খাঁর জন্য এক ভোজের আয়োজন করেন। প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের ফল এবং মিষ্টি প্রচুর পরিমাণে তৈরী হতে থাকে। অভাবী লোকদের দিনগুলো আনন্দমুখর হয়ে উঠে। একদিন খাঁ এবং মির্জা নাথানের মধ্যে আবার বিরোধ দেখা দেয়। অতপর স্থির হয় যে, কোচ রাজ্য বিজয়ের পর থেকে সরকার দক্ষিণকূল যাদের বেতনের বিনিময়ে দেয়া হয়েছিলো, তারা তার অধিকার গ্রহণ করেন নি। তার নিজ বাহিনী ছাড়াও সাতশোরও অধিক অশ্বারোহী ও বন্দুকধারী সৈন্য, পঞ্চাশটি রণতরী এবং সাতটি মত্ত শাহী হাতীসহ মির্জা নাথনকে সেখানে যেতে বলা হয়। সেখানে গিয়ে তাকে সেখানকার সমস্ত গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের শায়েস্তা করতে হবে। সেখানে নিরাপদ একটি স্থান অধিকার করে সে অঞ্চলটি তার জায়গীর স্বরূপ গ্রহণ করবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

[দক্ষিণ কূলকে দির্ঝঞ্ঝাট করার জন্য মির্জা নাথানের যাত্রা। জমিদার মুসা খাঁ ও বারো ভুমিয়া অর্থাৎ বাঙলা ও ভাটির বারজন জমিদারসহ কোচরাজ রাজা লক্ষ্মী নারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র, জিসকেতুর (বৃষ কেতু) পুত্র মধুসূদনের বিরুদ্ধে খাঁ ফতে খাঁর প্রধান কর্মচারী চাঁদ বাহাদুর প্রেরিত। মধুসূদন রাজার অনুমতি ছাড়াই রাজা পরীক্ষিতের আত্মীয় ডুমরিয়ার পুত্রদের মাতৃভূমি কড়ইবাড়ী আক্রমণ করে তাদের সকলকেই বন্দী করেন। তাকে দরবারে নিয়ে আসার জন্য এবং কড়ই বাড়ীতে একটি থানা স্থাপন করার জন্য তাদের বলে দেওয়া হয়।]

নাথানের পদোন্নতি : এই বিবরণের সারমর্ম হচ্ছে : মির্জা নাথানের নিয়োগের বিবরণ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। মির্জাকে তার পূর্ববর্তী মসনবসহ শাতশো পদাতিক ও সাড়ে তিনশো অশ্বারোহীর মসনব প্রদানের পর তাকে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। স্থির হয় যে, পাতলাদহে অনিয়মিত বাহিনী সজ্জিত করে মির্জা আহম্মদ বেগ তা তার পিছনে নিয়ে আসবেন। তা মির্জা নাথানের সঙ্গে প্রেরণ করে তিনি (আহম্মদ বেগ) তার নিজের গন্তব্যস্থলে রওনা হয়ে যাবেন।

মধুসূদনের বিরুদ্ধে অভিযান : এবার কোচ রাজ্যের লোকজনদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। খাঁ ফতে জঙ্গের নিকট সংবাদ আসে যে, রাজা লক্ষ্মী নারায়ণের আত্মীয় জিসকেতুর (বৃষ কেতুর) পুত্র মধুসূদন[১] তার নিজ রাজ্য থেকে দক্ষিণ কূলের দিকে অগ্রসর হয়ে কোচ রাজ্যের কেন্দ্রস্থল কড়ইবাড়ী অধিকার করে তাকে সুরক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করছে। তাকে সেখানে অবস্থান করতে দেয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। মির্জা আহম্মদকে উক্ত কার্যে নিযুক্ত করা হয়। খাঁ ফতে জঙ্গের প্রধান কর্মচারী চাঁদ বাহাদুরকে তার নেতৃত্ব দেয়া হয়। ইসা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ এবং ইসলাম খাঁ ও কাসিম খাঁর আমলে যেসমস্ত জমিদারকে নজর বন্ধ রাখা হয়েছিলো তাদের মুক্ত করে দিয়ে চাঁদ বাহাদুরের সঙ্গে মধুসূদনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। তাদের বুদ্ধি ও তরবারির শক্তিতে চাঁদ বাহাদুরের সহায়তায় মধুসূদনকে দরবারে নিয়ে আসার জন্য তাদের নির্দেশ দেয়া হয়। সে যদি আত্মসমর্পণে অস্বীকৃত হয় তা হলে তার

শান্তির জন্য তার নিজকেই ধন্যবাদ জানাতে হবে। তদনুযায়ী চাঁদ বাহাদুরকে কড়ইবাড়ী এবং মির্জা নাথানকে দক্ষিণকূল রওনা হওয়ার অনুমতি দানের সময় মুসা খাঁ তাদের (চাঁদ বাহাদুর ও মির্জা নাথানের) কড়ইবাড়ী পৌছার পূর্বে মধুসূদনকে সামন্ত হিসেবে খিজির পুরে খাঁ ফতে জঙ্গের নিকট নিয়ে আসেন।

নাথানের রাঙ্গামাটি উপস্থিতি : খাঁ মির্জা আদম বেগকে পাঠান নি। তিনি চাঁদ বাহাদুরকে চিঠি লিখেন যে তাকে কড়ইবাড়ী অবস্থান করতে হবে। মির্জা নাথানের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যকারী সৈন্যের ব্যবস্থা করে তাকে দক্ষিণকূল অধিকার করার জন্য পাঠাতে হবে। তদনুযায়ী অনিয়মিত বাহিনী নিয়ে আসার জন্য মির্জা নাথান চাঁদ বাহাদুরের নিকট তার দূত রেখে আসেন। তিনি অনিয়মিত বাহিনী থেকে চারটি হাতী নিয়ে রাঙ্গামাটি রওনা হয়ে যান। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে পৌঁছে সেখানে অবস্থান করেন।

মির্জার জাসীপুর যাত্রা : বর্ষাকাল শুরু হওয়ায় মির্জা নাথান ইব্রাহিম খাঁকে লিখে জানান যে বর্ষাকাল শুরু হয়ে গেছে, অনিয়মিত বাহিনী এখনও এসে পৌঁছে নি। তাই তিনি সেখানেই অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি তাকে অনুরোধ জানান বর্ষাকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই অনিয়মিত বাহিনী প্রেরণের জন্য চাঁদ বাহাদুরকে নির্দেশ দিতে। মুখলিস খাঁকে চন্দনকাঠ উপহার দেয়ায় এবং তাকে না দেয়ার জন্য খাঁ ফতে জঙ্গ মির্জা নাথানের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই খাঁ অনিয়মিত বাহিনী প্রেরণের উদাসীন থাকেন। তিনি মির্জা নাথানকে নিম্নলিখিত অপ্রিয় চিঠি লিখেন: 'অনিয়মিত বাহিনী সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে আপনি চলে গেলেন কেন? আপনি রাঙ্গামাটিতে অবস্থান করছেন। এই অজুহাতেই কি আপনি সেখানে স্থায়ী বাসস্থান স্থাপন করতে চান? এই চিঠি পেয়েই যদি আপনি দক্ষিণকূল আক্রমণের জন্য অগ্রসর না হন তাহলে শাহী দরবারে আপনাকে অপমানিত হতে হবে।' চিঠি পেয়েই খাঁর কথা খণ্ডন না করেই মির্জা নাথান তার নিজ বাহিনী নিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদী দিয়ে দক্ষিণকূল অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। তিনি দক্ষিণকূল ও পরগনা মেচপাড়ার মধ্যবর্তী জাসীপুর গ্রামে' পৌছেন। এবং সেখানে থামেন।

চন্দন কুটে অবস্থিত নৌবহর মির্জা নাথানের নিকট প্রেরিত: নাথান খাঁ ফতে জঙ্গকে চিঠি লিখেন: 'আমাকে অনুগ্রহ করে তেমন লোক মনে করবেন না যিনি বর্ষাকালে এই অভিযান চালাতে অক্ষম। আমি রওয়ানা হয়ে পড়েছি। অনিয়মিত বাহিনী পাঠান না পাঠান আপনার ইচ্ছা। এই অভিযান চালনার সাফল্য এবং অপমান একমাত্র আমারই প্রাপ্য। এই সময়ে আপনি যদি অন্য কোন সাহায্য প্রেরণ করতে না পারেন তাহলে অনুগ্রহ করে নৌবহরের সাহায্য পাঠিয়ে দিবেন। ব্যবস্থার বাকিটুকু ও পরিণাম নির্ভর করে আমাদের আনুগত্যের উপর। দেখি আল্লাহর ইচ্ছায় কি ফল লাভ হয়।' খাঁ কোচ রাজ্যের দেওয়ান ও বখশী মির গিয়াসউদ্দীন মাহমুদকে চিঠি লিখলেন ইসলাম কুলির সঙ্গে চন্দন কুঠ থানায় অবস্থানরত নৌবহরটি এই চিঠি পাওয়া মাত্র মির্জা নাথানের নিকট পাঠিয়ে দিতে। দক্ষিণকূল অধিকারের এবং বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য মির্জাকে সেখানকার প্রধান সেনাপতি করে পাঠান হয়েছে। নৌবহরসহ ইসলাম কুলিকে মির্জা নাথানের নিকট যাওয়ার জন্য এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার জন্য তাকে নির্দেশ দিতে মিরকে চিঠিতে আদেশ দেয়া হয়। কিন্তু মির দুষ্টবদ্ধি প্রণোদিত হয়ে এবং মির আবদুর রেজ্জাকের প্রতি বন্ধুত্বের জন্য বাজে অজুহাত দেখিয়ে ইসলাম কুলিকে আটকে রাখেন এবং অস্ত্রসস্ত্রহীন চৌদ্দটি নৌকা মির্জা নাথানকে পাঠিয়ে দেন।

নাথানের পরশুরামের বিরুদ্ধে যাত্রা: নৌকাগুলো এসে পৌঁছার এবং মির্জা নাথানের যাত্রার পূর্বেই পরশুরাম নামক দক্ষিণকূলের এক বিদ্রোহী সে অঞ্চলে লুট-তরাজ শুরু করে এবং কোচ এবং আসামে রসদ প্রেরণের পথ বন্ধ করে দেয়। এক কথায় কুলিজ খাঁ, শেখ কামাল ও হাজোর অধিবাসীরা সংকটে পতিত হন। লবণ প্রতিমণ ৪২৲ টাকা হয় এবং দেড় টাকা সেরেও মাখন পাওয়া যেত না। নিরূপায় হয়ে বহু কষ্টে তারা ইব্রাহিম খাঁর নিকট সংবাদ পাঠান। খাঁ মির্জা নাথানকে পূর্বোক্ত চিঠি লিখেন এবং তাকে নির্দেশ দেন পরশুরামের বিরুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার জন্য। কিন্তু তা খুব সহজ ছিলো না। মির্জা একশো অশ্বারোহী এবং পাঁচশো বন্দুকধারী সৈন্য সংগ্রহ করে পরশুরামকে দমন করার উদ্দেশ্যে পরশুরামের কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল সম্বুর পরগনা বিশেষ করে শোলমারী রওয়ানা হয়ে যান। সাতদিন চলার পর তিনি ভগওয়ান পরগনায়[৩] ফুলবাড়ি গ্রামে পৌঁছে সেখানে একটি শক্ত দুর্গ তৈরি করেন। স্থির হয় যে সেখানে তার পরিবার ও তার সহগামীদের

জিনিসপত্র রেখে আসেন পরে তার বাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে বাঁশবাড়ীও কাংঠাবাড়ীর পক্ষে শত্রুর বিরুদ্ধে এগিয়ে যাবেন।

পরশুরামের কাণ্ঠাবাড়ী উপস্থিতিঃ এরই মধ্যে ধিকৃত পরশুরাম তাদের এই পরিকল্পনার কথা জেনে ফেলে। চৌদ্দ হাজার সৈন্যসহ সে সেখানে আসে এবং কণ্ঠাবাড়ীর[৪] সঙ্কীর্ণ গিরিপথে পাহাড়ের উভয় পাশে দৃঢ় দর্গ তৈরি করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। মেচপাড়া ও মলুয়া পাড়া[৫] পরগনা কুলিজ খাঁর জায়গীরের অন্তর্ভুক্তি ছিলো। কুলিজ খাঁর দু'জন প্রধান কর্মচারী তাজ খাঁ ও তসলিন খাঁ তিন শো অশ্বারোহী ও পনেরশো পদাতিকের একটি বাহিনী নিয়ে সেখানে অবস্থান করতনে। তারা মির্জার নিকট আসেন এবং বিদ্রোহীদের প্রকৃত কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করেন। মির্জা তখন নিম্নলিখিত কর্মপন্থা অবলম্বন করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। তিনি পঞ্চাশজন নির্বাচিত, অশ্বারোহী, তিনশো পদাতিক এবং তিনটি হাতী যা নৌকায় করে নেয়া যাবে, তার সঙ্গে নিয়ে চন্দনকুট রওয়ানা হয়ে যান। বাকি সৈন্যবাহিনী, তসলিম খাঁ ও কুলিজ খাঁর অন্যান্য লোকজনদের সেখানে রেখে যান। তিনি তস্‌লিম খাঁর নিকট থেকে দুতিয়ারী ও বামুন নামক তার দু'জন কর্মচারী এবং মেচপাড়া পরগনা থেকে দু'শো কুশলী পদাতিক সঙ্গে নিয়ে সাম্ভুর পৌঁছেন।

পরশুরামের পরাজয় ও পলায়নঃ মির্জা নাথানের যাত্রার খবর পেয়ে পরশুরাম দশ হাজার সৈন্য সম্মুখভাগে মোতায়েন করে। নিজে চার হাজার পদাতিক নিয়ে নদী ও পাহাড়ের কিনারা ধরে অগ্রসর হয়ে মির্জার পৌঁছার পূর্বেই পরশুরাম সাম্ভুর উপস্থিতি হয়। নদীর তীরে একটি দুর্গ তৈরী করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। মির্জার নৌবহর নিরাপদে নদীর তীরে এসে পৌঁছে। তারা নৌকা থেকে অবতরণ করতে যাচ্ছে এমন সময় বিদ্রোহীরা উপর থেকে বন্দুক, কামান এবং তীর ছুঁড়তে শুরু করে। দেখা গেল যে, বিদ্রোহীরা নদীর তীর সুরক্ষিত করে রেখেছে। তাই মির্জাও তার সৈন্য বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। দুটি অশ্বারোহী এবং হাতী দ্বারা অন্যটি পদাতিক সৈন্য দ্বারা। দুর্গস্থ শত্রুরাও দ'দলে বিভক্ত হয়ে দুর্গের প্রকাণ্ড প্রাচীর ও গভীর অরণ্য দ্বারা নিজদের রক্ষা করছিলো। মির্জার জনৈক বীর যোদ্ধা আবদুস সামাদের নেতৃত্বে শত্রুর একটি বাহিনীকে যুদ্ধে বিব্রত রাখার উপদেশ দিয়ে একটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়; যাতে আল্লাহর দয়ায় অশ্বারোহী ও পদাতিকদের অন্য দুটি বাহিনী শত্রুর শক্তিশালী বাহিনীর কার্যক্ষমতা শেষ করে দিতে পারে।

দ্বিতীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হয় মস্ত আলিবেগ নামক মির্জার সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধাকে। শাহ ইনায়েত নামক একটি মস্ত হাতী তার বাহিনীতে দেয়া হয়। তাকে বলে দেয়া হয়ঃ 'আমি মোহাম্মদের অধীন এক দল পদাতিক আপনার পূর্বেই পাঠিয়ে দেব। তিনি যেয়ে শত্রুর দুর্গ আক্রমণ করবেন এবং তার উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করবেন। আপনি হাতীটিকে সামনে রেখে আপনার বাহিনীসহ টিলার নীচে আশ্রয় নেবেন। টিলার পিছনে অবস্থান করে সুবিধাজনক স্থান থেকে আল্লাহর উপর নির্ভর করে এমন আক্রমণ চালাবেন যে, শত্রু যেন দম ফেলবার সময় না পায়। এমনকি তারা যেন তাদের হাত পাও নাড়াতে না পারে। আল্লাহর দয়ায়, তাদের এমন শাস্তি দেবেন যে তাঁরা যাতে সেই সিংহ শাবকের মতো হয়ে পড়ে যে জন্মের দিনই মাত্র মায়ের দুধের স্বাদ গ্রহণ করেছে এবং পরে চির দিনের মতো সে মধুর স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আপনি এমনভাবে কাজটি করবেন যাতে তা কালের ইতিহাসে আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়।' অশ্বারোহী দুটি বাহিনীই এগিয়ে যায়। নিক মোহাম্মদ তার পদাতিক বাহিনী নিয়ে সবার আগে অগ্রসর হয়ে দুর্গ আক্রমণ করে সমান সমানভাবে যুদ্ধ করতে থাকেন। দুর্গ থেকে তীর, বন্দুক, কামান, ক্ষেপণী ইত্যাদি মুষলধারে বর্ষিত হতে থাকে। অবরোধকারী বাহিনী বাইরে থেকে কামান, আর ধনুক, হাউই ও এ ধরনের অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি ভারতীয় আক্রমণাত্মক আগ্নায়াস্ত্র ছুঁড়তে থাকে। এতে দুর্গাভ্যন্তরস্থ লোকজন ভীষণ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মুশ্‌কিল-আসান আল্লাহ জয় নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। অবরোধকারীদের দ্রুত অগ্রসর এবং চাপে শত্রুরা ভাবে যে সমগ্র বাহিনীটিই এই একটি দিক থেকেই আক্রমণ চালাচ্ছে। তাই তারা পশ্চাৎ দিক সম্বন্ধে অসাবধান ছিলো। প্রথম থেকেই দুর্গের পশ্চাৎ দিক অরক্ষিত ছিলো। যুদ্ধের উত্তেজনার জন্য তারা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে নি। মস্ত আলিবেগ হাতী দিয়ে বহু কষ্টে জঙ্গল পরিষ্কার করে আকস্মিকভাবে পশ্চাৎ দিক থেকে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। শত্রুসৈন্যরা তৎপরতার সঙ্গে যুদ্ধ করছিল, পশ্চাতে কি ঘটছে সে সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলো। শত্রুদের নড়তে দেয়া হয় নি। অল্পক্ষণ সংঘর্ষের পর তারা বিতাড়িত হয়। তাদের অনেকই নিহত হয়। শত্রুদের দ্বিতীয় বাহিনীটি যুদ্ধ না করেই পালিয়ে যায়। পরশুরাম শোচনীয় অবস্থায় অর্ধমৃত হয়ে বহু কষ্টে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। বিজয় দন্দুভি ও নাকাড়া বাজিয়ে মির্জা শাহী শিবির সেখানে স্থাপন করে অবস্থান করেন। তিনি শত্রুদের অবস্থা সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। দেখা গেল যে তিনশো পঁয়ত্রিশ-জন যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হয়েছে। তার দ্বিগুণ সংখ্যক মরেছে আশপাশের বিভিন্ন

জায়গায়। শাহী পক্ষে নিহত হয়েছে বারজন এবং কুড়িজন আহত হয়েছে। আনন্দ ও খুশীতে মির্জা রাত কাটান।

কান্দারায় পরশুরাম কর্তৃক নাথানকে বাধা প্রদান: পরদিন ভোরে মির্জা নাথান অনুগত পথ প্রদর্শকের সাহায্যে শোলমারী রওনা হন। শরাঘাতে আহত হরিণের মতো পালায়নপর শত্রুরা পালিয়ে যায়। মির্জা চিন্তা করলেন সেখানে থেকে তিনি সৈন্য বাহিনী পাঠাবেন, না তাকে ঘেরাও করবেন। পরে তিনি ভাবলেন যে, শত্রুকে দম ফেলবার সময় না দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ এবং এমনি করে তাকে বেশ ভালো করে পরাজিত করতে হবে। আল্লাহর মেহেরবাণীতে পরশুরাম যদি তার হাতে পড়ে, তাহলে অধিক লোক না লাগিয়েই তিনি প্রভু এবং কিবলার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারবেন। আল্লাহর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে তিনি আরো এগিয়ে যান এবং দুপুরে তিনি কান্দারা নামক স্থানে এসে পৌঁছেন। এখানে একটি দৃঢ় দুর্গ তৈরী করে শত্রুরা তার আগমনে বাধা দেয়। অগ্রবর্তী বাহিনীর একটি দল নিরলসভাবে এগিয়ে চলছিলো। তারা এ ব্যাপারটি জানতো না। আকস্মিকভাবে শত্রু কর্তৃক কামান, বন্দুক ও তীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ সময়ে বোঝা যায় যে, সেখানে তারা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে তাদের বাধা দিচ্ছে। মির্জা নাথান অশ্বারোহীদের নিয়ে একটি আলাদা দল গঠন করেন। মস্ত আলি বেগকে নির্দেশ দিলেন সমগ্র অশ্বারোহী বাহিনীটি কেন্দ্রে রেখে দুর্গ ভেঙ্গে ফেলবার জন্য চেষ্টা করতে। তিনি সমগ্র পদাতিক বাহিনী নিয়ে গভীর অরণ্য ভেদ করে তাদের আক্রমণ করবেন। মস্ত আলি বেগকে মত্ত হাতী ইনায়েতের পিছেনে মোতায়েন করেন। হাতী নিয়ে অশ্বারোহী বাহিনীর ডান দিক দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দুর্গটি ভেঙ্গে তাদের ভালো করে শিক্ষা দেয়ার উপদেশ দেন। তিন দিক থেকে আক্রমণ চালান হয়। অশ্বরোহী ও পদাতিক বাহিনী দুর্গের সমুখস্থ পরিখার নিকট আসার আগেই মাহুত দুর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়ে। শত্রুরা দুর্গ রক্ষার জন্য উপর থেকে গোলাগুলি বর্ষণ করা সত্ত্বেও হাতীটিকে বাধা দিতে পারে নি। অনেকেই হাতীর পদতলে পিষ্ঠ হয়ে মারা যায়। পরশুরাম এখানেও পরাজিত হয়ে শোলমারীতে পালিয়ে যায়।

পরশুরামের মাকড়ি পাহাড়ে পলায়ন: শাহী সৈন্য বাহিনী শোলমারী পর্যন্ত পরশুরামের পশ্চাৎধাবন করেন। তাদের প্রতিরোধ করতে না পেরে সে তার পদাতিকদের কাঁধে তার সমস্ত জিনিসপত্র চাপিয়ে মাকড়ি পর্বতে* পালিয়ে যায়।

অল্পক্ষণ পর মির্জা সেখানে আসেন এবং তার বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেন। দিনের শেষের দিকে তিনি তার তাঁবু ফেলেন এবং সেখানে অবস্থান করেন। যে সমস্ত লোককে পিছনে রেখে আসা হয়েছিলো তাদের নিকট বিজয় সংবাদ পাঠানো হয়। তাদের চিঠি লিখা হয়, 'খুব সম্ভব পালায়নপর শত্রুরা শোলমারীতে তাদের পরাজয়ের পর কাঁটাবেল দূর্গ পরিত্যাগ করেছে। তাই অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে তসলিম খাঁর বাঁশ বাড়ী হয়ে কাটাবেল চলে যাওয়াই ভালো। অন্যথায় তাদের সবাইকে বাঁশবাড়ী হয়ে শোলমারী আসতে হবে।'

হাজো এবং জাহাঙ্গীরনগরে রিপোর্ট প্রেরণ : বিজয় সংবাদ কুলিজ খাঁকে লিখে পাঠান হয়। হিন্দু কর্মচারী বলভদ্রদাসকে তাঁর নিকট পাঠান হয়। তাদের অন্য সৈন্য বাহিনীটি এসে না পৌঁছা পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী সময়ের জন্য সৈন্য সাহায্য প্রেরণের দাবি জানান হয়। খাঁ ফতেজঙ্গের নিকটও তিনি রিপোর্ট পাঠান। উক্ত রিপোর্ট খাঁর নিকট এমন সময় পোঁছে যখন তিনি মির্জা নাথানকে ফিরিয়ে নিয়ে কাওয়াইলাগড় অভিযানে প্রেরণের কথা চিন্তা করছিলেন। একজন জ্ঞানী কর্ম সচিব মির্জা নাথানের নিকট উৎকণ্ঠাপূর্ণ চিঠি লিখেন যে এ সময়ে শোলমারী বিজয়ের রিপোর্ট পাওয়ায় খাঁ ফতেজঙ্গ ও সভাসদগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। তাকে ফিরিয়ে আনার চিন্তা ত্যাগ করা হয়েছে। তিনি (খাঁ) এখন ভাবছেন যে বিদ্রোহী পরশুরাম যখন সেখানে থেকে বিতাড়িত হয়েছে, তখন এটা খুবই সম্ভব যে আল্লাহর অনুগ্রহে সে জীবিত ধরা পড়বেই। তাই তাকে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন নেই। সুবেদার তাকে অনেক উৎসাহ দিয়ে জবাবে লিখলেন: 'আপনার এই চমৎকার কার্যের জন্য শাহী দরবারে অত্যন্ত ভালো রিপোর্ট পাঠান হয়েছে। কোন চিন্তা করবেন না। এমনভাবে কাজ করে যান যাতে বিদ্রোহী হয় মরবে নয়তো জীবিত ধরা পড়বে।'

চতুর্থ অধ্যায়

[ত্রিপুরা রাজ্যের কাওয়াইলাগড় রাজ্য অধিকারের জন্য একটি শাহী বাহিনী প্রেরিত।]*

ত্রিপুরা অভিযান: এই বিবরণের সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে: উৎসাহপূর্ণ চিঠি দ্বারা মির্জা নাথানকে তার পূর্ববর্তী পদেই বহাল রাখা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের বিরুদ্ধে দুটি বড় স্থল-বাহিনী এবং একটি নৌ-বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দুই হাজার সাতশোরও অধিক অশ্বারোহী, চার হাজার বন্দুক ধারী এবং কুড়িটি নামজাদা হাতীর সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী হাসান খাঁ বেগ শেখ উমরীর পুত্র মির্জা ইস্পান্দিয়ারের নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয়। তিন হাজারের অধিক অশ্বারোহী, পাঁচ হাজার বন্দুকধারী ও পঞ্চাশটি হাতী দ্বারা গঠিত দ্বিতীয় বাহিনীটি মির্জা নূরুদ্দীন ও মসনদ-ই আলা মুসা খাঁর নেতৃত্বে প্রেরিত হয়। অসংখ্য রণ সম্ভারসহ তিন শো রণতরী খাঁ ফতে জঙ্গের কর্মচারী নৌসেনাধ্যক্ষ বাহাদুর খাঁর অধীন প্রেরণ করা হয়। এই বাহিনীগুলো এক শুভ লগ্নে যাত্রা করে। তারা ব্রহ্মপুত্র নদীতে পেঁৗছে তা পার হতে শুরু করে।

কাঁটাবেল দুর্গ অধিকার: এবার মির্জা নাথানের কার্যকলাপও তার পরিণতির বিবরণ দিচ্ছি। পরশুরাম ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের বন্দী করার জন্য মির্জা নাথান নিজকে অত্যন্ত ব্যস্ত রাখেন। তাই মির্জার অনুসারীরা তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। তাই তারা তসলিম খাঁ ও কুলিজ খাঁর অন্যান্য কর্মচারীদের অনুরোধ জানায় বাঁশবাড়ি হয়ে তাদের জায়গীরের ভিতর দিয়ে শোলমাড়ি যাওয়ার জন্য। তারা মির্জার যুদ্ধ এবং তার বিজয়ে অংশ গ্রহণে অক্ষমতার জন্য তারা কাঁটাবেল দুর্গে যুদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে এগিয়ে যায়। পার্বত্য গিরিপথে এক যুদ্ধে অনেক লোক আহত হয়। কিন্তু বীর যোদ্ধারা মনে মনে-ভাবে যে মির্জা তাদের নিষ্কর্মা মনে করে পিছনে ফেলে গেছেন। তাই তারা কোনো সুযোগই হাত ছাড়া হতে দেন নি এবং পাহাড় জঙ্গলের কোন তওয়াক্কা

* এই অধ্যায়ের শিরোনাম বিভ্রান্তিকর। এতে ত্রিপুরার চেয়ে আসামের যুদ্ধের বিবরণই অধিক।

না করে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে দুর্গটি অধিকার করে। তের দিন পর তারা তাদের সমস্ত অনুসারীদের নিয়ে মির্জার নিকট পৌঁছে। এই তের দিন মির্জা নাথান তার ক্ষুদ্র সৈন্যদল নিয়েও কোনো সুযোগকেই বৃথা যেতে দেন নি। তিনি দুর্গ শক্তিশালী করে লুণ্ঠন চালিয়ে যান। এক সপ্তাহে তিনি দু'বার অর্ধেক সৈন্যকে নৌবহরে পাঠিয়ে তার সমস্ত লোককে একত্রিত করেন। সামান্য সংখ্যক লোক নৌবহরে থেকে যায়।*

বিদ্রোহীদের দ্বারা একদল অসামরিক লোক আক্রান্ত ঃ এক সন্ধ্যায় একদল পাইক মির্জার অজ্ঞাতে এবং তাদের এই কাজের খবর মির্জা পাওয়ার পূর্বেই নৌবহর থেকে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসার জন্য সৈন্যদের সাহায্য ছাড়াই বেরিয়ে পড়ে। তারা মাকড়ি পর্বতের নিকট পৌঁছতেই, শত্রুরা সংখ্যায় তাদের কম দেখে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে এবং দ্রুত তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের সাতজন নিহত হয়। বাকি লোকজন জঙ্গলে আত্মগোপন করে। পরে তারা অর্ধমৃত অবস্থায় বেরিয়ে আসা শাহী হাতী শাহ ইনায়েতের ফৌজদার ফাতা এবং কালাওয়ান্তদের (গায়ক) প্রধান মারুফও সে দলে ছিলো। ফাতা নিহত হয়। মারুফের কোনো খোঁজই পাওয়া যায় নি। এ সংবাদে মির্জা অত্যন্ত মর্মাহত হন এর দুঃখে নিজের হাতে নিজেই আঘাত করতে থাকেন। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় নি। গোলযোগ শুরু হতেই একদল অশ্বারোহী পাঠান হয়েছিলো। শত্রুরা তাদের কাজ শেষ করার পর তারা সেখানে উপস্থিত হয়। তারা ফিরে আসে। তারা মৃতদের নিয়ে আসে কিন্তু মারুফের কোন সন্ধান পায় নি। ফাতাকে কবর দিয়ে মির্জা মারুফের সন্ধান করতে থাকেন।

মারুফের শোচনীয় অভিজ্ঞতা ঃ এবার মরুফের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। সে হামাগুড়ি দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে এবং তিন দিন তিন রাত্র সে সেখানে থাকে। পরে জঙ্গল ভেঙ্গে সে নদীর তীরে আসে। রাতে সে গাছের ডগায় থাকত। দেড় দিন ধরে সে বালুময় প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়। অতঃপর সে নৌবহরে এসে উপস্থিত হয়। নৌবহরের কর্মচারীরা তাদের খবর পাঠায়। সৈন্যদলের প্রহরাধীন মারুফকে সেখানে পাঠিয়ে দেয়। তার অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে সে বলে : 'এই চার পাঁচ

* এখানে এই বাক্যটি ভ্রান্তিপূর্ণ কিন্তু উপরে উল্লিখিত বিবরণই এ দ্বারা বোঝান হয়েছে।

দিন পানি আর কাজুর মূল ছাড়া আর কিছুই আমি খাই নি। রাতে আমি গাছের ডগায় থাকতাম। হাতী এবং গণ্ডারের ভয়ে আমার ঘুম হতো না। আল্লাহর মেহেরবানিতে আমি নিরাপদে আসতে পেরেছি।'

কাল্টাকারীর বীরুদ্ধে নাথানের যাত্রা: এ ঘটনার ছ'দিন পর শেখ খাজা আহম্মদ ও মির্জার অন্যান্য কর্মচারীরা তাদের দলবল নিয়ে কাঁটাবেল হয়ে মির্জার সঙ্গে মিলিত হয়। মির্জা শোলমাড়িতে থানা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান থেকে তিনি কাল্টাকারী এবং তার পুত্র তাহানার[১] বিরুদ্ধে এগিয়ে যান। এই দু জন দুর্দান্ত পাহাড়ী সরদার পরশুরামকে আশ্রয় দিয়েছিলো। ইতিমধ্যে কুলিজ খাঁর প্রধান কর্মচারী দোস্ত বেগ নাথানের হিন্দু কর্মচারী বলভদ্রকে নিয়ে হাজো থেকে আসেন। খাঁ কর্তৃক প্রেরিত দুশো অশ্বারোহী, এক হাজার কোচ পদাতিক এবং একশো বন্দুকধারী সাহায্যকারী সৈন্য বাহিনী তারা তাদের সঙ্গে নিয়ে আসেন। এই বাহিনীর আগমনকে মির্জা বিজয় এবং নির্দিধায় এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে শুভলক্ষণ বলে মনে করেন। প্রথমে তিনি জিজরাম নদীর[২] উজানে অবস্থিত রাঙ্গডান অঞ্চলের বালিজানা নামক স্থানে[৩] যান। তিনি সেখানে থামেন। সেখানে থেকে তিনি পরদিন ভোরে রওনা হয়ে তাশপুর[৪] গ্রামে এসে থামেন। স্থানটি কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং চতুর্দিকে গহীন জঙ্গল ও পাহাড়ী অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাই শত্রুদের নৈশ আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য পাঁচ শো গজ পরিধি নিয়ে সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণের নির্দেশ দেন। পাইকদের সরদারেরা সে নির্দেশ অনুযায়ী রাতের প্রথম পহরের মধ্যে পরিখাসহ একটি উচু দুর্গ তৈরি করতে সক্ষম হয়।

কাল্টাকারী কর্তৃক আত্মসমর্পণের জন্য আলোচনা: পরদিন সকালে যাত্রার জন্য দামামা বজান হলো। সে সময়ে তসলিম খাঁ ও কুলিজ খাঁর অন্যান্য কর্মচারীগণ তিনশো অশ্বারোহী এবং তিন হাজার পদাতিকসহ বাঁশবাড়ী হয়ে সেখানে এসে মির্জার সঙ্গে মিলিত হন। কুলিজ খাঁ রাঙ্গডান তসলিম খাঁ ও অন্যান্যদের জায়গীরস্বরূপ দান করেন। এর একদিন পূর্বে কাল্টাকারীর দূত তসলিম খাঁও দোস্ত বেগের নিকট আসে এবং বিনীতভাবে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রদান করে: 'ঘটনাচক্রেই পরশুরাম এখানে এসে পড়েছে। এতে আপনার জায়গীর ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই এই বিপদ ও মির্জার অশ্বারোহীদের হাত থেকে যে উপায়েই হোক আমাদের রক্ষা করুন এবং আমাদের নিকট থেকে আপনার সমস্ত প্রাপ্য নিয়ে নিন।' তসলিম খাঁ এবং দোস্ত বেগ এসে

এ অভিযান বন্ধ করেন এবং নিম্নলিখিত করারে মির্জাকে সেখানে থামান : 'কাল দুপুরের মধ্যে কন্টাকারী বা তাহানা যদি এসে আপনার নিকট আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে পরশুরামের সমর্থক ও আশ্রয়দানকারীকে আশ্রয়দানের অভিযোগে আমরা অভিযুক্ত হবো।' মির্জা তাদের কথায় তাই তাঁব ও সমস্ত জিনিস পত্র নামিয়ে ফেলে সেখানেই থেকে যান।

শত্রু কর্তৃক ভৃত্যদের উপর আক্রমণ : মির্জা ও কুলিজ খাঁর দু'টি সৈন্য বাহিনীর ভৃত্য ও বেসামরিক লোকজন দামামার প্রথম শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সোজা রওনা হয়ে যায়। তাদের পিছনে কি হচ্ছে না হচ্ছে বা সৈন্য বাহিনী রওনা হয়েছে কি না তা জানবার তোয়াক্কা না করেই তারা বিদ্রোহীদের চৌকির নিকট যেয়ে পৌঁছে। তাদের সেখানে পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই দু'দিক থেকেই তাদের উপর বন্দুক, তীর ও কামান বর্ষিত হতে থাকে। শত্রুরা এই সব পদাতিকদের সংখ্যা অল্প দেখে তাদের ঘের থেকে বেরিয়ে আসে এবং ভীষণভাবে যুদ্ধ করে তাদের কঠোর শাস্তি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। এই ভীরু মেষ পাল যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ও লুটতরাজ লক্ষ্য করে পরাজিত হয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। পলাতকদের দু'জন এসে এ খবর জানায়। রণ দামামা বাজাবার জন্য মির্জা হুকুম দেন। তাছাড়া তিনি ভৃত্যদের সাহায্যের জন্য তার অশ্বারোহীদের পাঁচজন ও দশজন করে এক একটি দলের একের পর এক করে এগিয়ে গিয়ে শত্রুদেরে আক্রমণ করে দুর্দ্দশা-গ্রস্ত লোকদের রক্ষা করার জন্যও নির্দেশ দেন। অভিজ্ঞ যোদ্ধারা তাদের ঘোড়ায় সওয়ার হতে মুহূর্ত বিলম্ব করেন নি। কেউ কেউ ঘোড়ার পিঠে জিন পরাতে সক্ষম হয় আর কেউ কেউ জিন ছাড়া ঘোড়ার খোলা পিঠেই চড়ে রওনা হয়। শত্রুরা যখন ভৃত্যদেরে হত্যা করতে ব্যস্ত ছিলো সেই সময়ে তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের অনেকেকেই রক্ষা করে। তারা শত্রুকে নিঃসহায় করে ফেলে এবং তাদেরে গিরি পথ থেকে এদিকে এগুতে দেয় নি। সেখানেই তারা তাদের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধে লিক্ষপ্ত হয়। ভীতিগ্রস্ত লোকদের শিবিরে ফিরিয়ে আনা হয়। মির্জা সারা রাত ক্রোধাগ্বিতভাবে কাটান।

নাথান কর্তৃক রাঙ্গডান অঞ্চলে অগ্নি সংযোগ : পরদিন ভোরে সৈনবাহিনীকে এগিয়ে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয়। নাথানের খোজা সা'দত খাঁকে অগ্রবর্তী বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হয়। তার অভিজ্ঞ যোদ্ধা দোস্ত বেগ অন্যান্যদের, কুলিজ খাঁর দুশো

অশ্বারোহী, পাঁচশো বন্দুকধারী এবং চার হাজার কোচ পদাতিক সৈন্য তার সঙ্গে দেওয়া হয়। তস্‌লিম খাঁকে নেতৃত্বের ভার দেওয়া হয় পশ্চাৎ ভাগের। তাকে দেওয়া হয় একশো অশ্বারোহী, বন্দুকধারীসহ এক হাজার পদাধিক ও কোচ সৈন্য। দিনের দেড় পহরের সময় তারা সেই বিপজ্জনক স্থানে উপস্থিত হয়, যেখানে শত্রুরা ভৃত্যদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। শত্রুরা পূর্ব দিনের যুদ্ধের ফলে দুঃসাহসী হয়ে অগ্রবর্তী বাহিনীর পদাতিকদের দেখামাত্র তাদের ঘের দেওয়া স্থান থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। শত্রুর একটি বাহিনী তসলিম খাঁর পিছন থেকে এসে তস্‌লিম খাঁকে আক্রমণ করে। অগ্রবর্তী ও পশ্চাদ্বর্তী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের খবর মির্জা নাথানের কাছে পেঁ ৗছে। মির্জা তাদের সাহায্যে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন এমন সময় শত্রুদের দুটি বাহিনী সেখানে এসে উপস্থিত হয়। একটি ডান দিক থেকে অন্যটি বাঁ দিক থেকে। তারা শাহী বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। প্রথম সংবাদ পেয়ে মির্জা খাজা সাদাত খাঁর সাহায্যের জন্য নির্বাচিত সৈন্যদের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। বিজয় ধ্বনি শুনার জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু শত্রুরা ডান ও বাম দিক থেকে ভীষণ বেগে ছুটে আসে। মির্জা যখন দেখতে পেলেন যে শত্রুরা বাঁ দিক থেকে অগ্রসর হওয়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছে তখন তিনি চল্লিশজন যোদ্ধা-সহ তাদের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য মুসাহিব খাঁ নামক তার জনৈক কর্মচারীকে পাঠান। মুসাহিব খাঁ অল্পদূর গিয়েই তীর এবং গুলি নিক্ষেপ শরু করেন। শত্রুর অগ্রবর্তী বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত হওয়ার তাদের ঘেরের নিকটবর্তী ডানপার্শ্বস্থ বাহিনী তাদের সরদারদের পলায়ন দেখে যুদ্ধ না করেই পালিয়ে যায়। এ দেখে মুসাহিব খাঁ ও তার দল সেই বাহিনীকে আক্রমণ করে তাড়িয়ে দেয়। পশ্চাৎ-ভাগে জয়ী হয়ে তস্‌লিম খাঁও কেন্দ্রে অবস্থিতি বাহিনীর সঙ্গে এসে মিলিত হন। চারটি বাহিনীই তখন একযোগে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যায় এবং রাঙ্গদানে অগ্নিসংযোগ করে। তাতে শত্রুর বহু লোকজন ভস্মীভূত হয়। বহু সংখ্যক অর্ধ-মৃত অবস্থায় পালিয়ে যায়। তারা পালিয়ে পাহাড়ে ও গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। ইতিমধ্যে বাতাস বইতে শুরু করে এবং যে আগুনে রাঙ্গডানের বাড়ী ঘর জ্বল-ছিলো তা সে অঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের গরম শাহী বাহিনীকেও ঝলসে দেয়। তাই তাদের অনেকেই চাল দিয়ে তাদের মুখ ঢেকে, কেউ কেউ চাটাই দিয়ে শরীর ঢেকে এবং অন্যেরা নিজদের শরীরে ও মুখে ঠাণ্ডা জিনিস নিক্ষেপ করে বহুকষ্টে পাহাড়ের নীচে নেমে আসে। একবার কিছু লোক ও ঘোড়া উত্তপ্ত মরুভূমির সাইমূমের মতো আগুনের উত্তাপে ঝলসে যায়। অবশিষ্ট সৈনগণ নিরাপদ ছিলো। কোনো প্রাণহানী হয় নি। সেখানে থেকে তারা তাদের অবস্থানস্থলে তাশপুর গ্রামে ফিরে আসে এবং সেখানে রাত্রি যাপন করে।

নাথান কর্তৃক তার কর্মচারীবৃন্দ পুরস্কৃত : শত্রুদের অবস্থা জানবার জন্য গুপ্তচর প্রেরণ করা হয়। যুদ্ধের পর দিন এক আনন্দ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে দোস্ত বেগকে একটি ঘোড়া ও সম্মান সূচক পোষাক এবং তসলিম খাঁকে সম্মান-সূচক পোষাক উপহার দেওয়া হয়। অতপর ত্রিশজনকে যুদ্ধে তাদের প্রশংসনীয় কাজের জন্য উপহার দেওয়া হয়। এদের মধ্যে সাদত খাঁ, মুসাহিব খাঁ, মস্ত আলিবেগ এবং নিক্ মোহাম্মদ বেগ এ চারজনকে ঘোড়াসহ সম্মানসূচক পোষাক দেওয়া হয়। অন্যান্যদের কাউকে এক এক জোড়া শাল, কাউকে সম্মানসূচক পোষাক দেওয়া হয়। তাদের কর্তব্য নিষ্ঠার জন্য প্রত্যেককে উৎসাহ দেওয়া হয়।

বালিজানায় থানা স্থাপন : মির্জা নাথান ভাবলেন যে তাকে যখন সেখানে (তাশপুর, আরো কিছু দিন অবস্থান করতে হবে তখন পিছনে বালিজানায় একদল সৈন্য মোতায়েন না করলে সৈন্য চলাচলের ও রসদ সবরবরাহ করার পথ খোলা রাখা সম্ভব হবে না। তস্‌লিম খাঁকে সেখানে পাঠিয়ে পথ নিরাপদ রাখার জন্য তিনি দোস্ত বেগের নিকট সংবাদ পাঠান। কিন্তু দোস্ত বেগ ভীত হয়ে জওয়াব দেয় : 'আমাকে কুলিজ খাঁর সমস্ত লোকজনদের সঙ্গে যে কোনো স্থানে প্রেরণ করলে আমি জীবন দিয়ে আমার কর্তব্য করে যাব। কিন্তু সমস্ত দল থেকে বিচ্ছিন্ন হলে আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব হবে না।' সুতরাং নিরুপায় হয়ে তিনি তার বখ্শী বদ্‌রী দাসের নেতৃত্বে চল্লিশজন অশ্বারোহী এবং দুশো পদাতিক প্রেরণ করেন। উক্ত দল সেখানে গিয়ে একদিন অবস্থান করে।

পরশুরামকে শাস্তি প্রদানের জন্য নাথানের দ্রুত গমন : পরদিন ভোরে কুলিজ খাঁর অশ্বারোহীদের একটি দলকে দোস্ত বেগের সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি পিছনে পড়ে যান এবং দোস্ত বেগের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন নি। তিনি পিছন দিক থেকে আসছিলেন। পলাতক পরশুরাম রাঙ্গডান আক্রমণের সংবাদ পেয়ে পুনরায় পিছন দিকে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়। সে মধ্য পথে অবস্থিত গিরি শঙ্কটে আসে। পথিকদের জন্য তা ছিলো একটি মারাত্মক স্থান এবং তা চারদিকে জলা দ্বারা বেষ্টিত ছিলো। লুণ্ঠনের জন্য সে সেখানে প্রস্তুত হয়ে থাকে। সে উক্ত দলটিকে সেই বিপদসঙ্কুল স্থানে আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করে দেয়। একটি পাইক অর্ধমৃত অবস্থায় বালিজানায় তহশীলদার বদরী দাসের নিকট যায় এবং তাকে সে খবর জানায়। বদরী দাস রাত্রে অনুগত জমিদারদের পথটি বন্ধ করে দেওয়ার

খবর মির্জা নাথানকে জানায়। মির্জা তার গভীর দূরদর্শিতার দরুন দোস্ত মোহাম্মদের নিকট নিম্নলিখিত সংবাদ পাঠান: 'বালিজানাতে একটি শক্তিশালী থানা থাকলে এই ঘটনা ঘটতে পারত না। এখন যদি আপনি আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে চান তাহলে এটাই যুক্তিসঙ্গত যে আপনি এদিক থেকে যান আর বদরী দাস তার সৈনসহ অপর দিক থেকে শত্রুর অধিকৃত স্থানে আসুন। তাদের উপর কঠোর আঘাত হেনে শত্রুদের বিতারিত করুন। যাতে আমাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায়। আপনি যদি এখনও অবহেলা করেন তাহলে এ পর্যন্ত যত বিপদের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞতা আপনি লাভ করবেন।' দোস্ত বেগ তার ভীরুতা ও মুর্খতার জন্য ঔদ্ধত্য দেখান এবং কোনো কথা বলেন নি। তিনি পূর্বে যে চালাকি দেখিয়েছেন সেরূপ চালাকি দ্বারা দিন রাতের এই যদ্ধে থেকে মুক্তি লাভ করাই ছিলো তার উদ্দেশ্য। তিনি নিম্নলিখিত জওয়াব প্রেরণ করেন:

'সামান্য সময়ের জন্যও আপনার সঙ্গ ত্যাগ না করার জন্য এবং কোন লোককে আমার নিকট থেকে পৃথক না করার জন্য কুলিজ খাঁ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।' এতে মির্জার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তিনি নিজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি বলেন: 'আমার মত হচ্ছে যে খাঁর জায়গীরটি সর্বপ্রথম বিদ্রোহী মুক্ত করতে হবে। এর পর আমার জায়গীরের বিদ্রোহীদের প্রতি মনযোগ দেওয়া যাবে। বর্তমানে ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে, তাতে আমি স্থির করেছি যে আপনি যখন আমার নির্দেশ পালন করতে অবজ্ঞা করেছেন এবং আপনি আত্ম-অহঙ্কারী হয়ে উঠেছেন, তখন আমি আপনার কোনো কাজেই আমি কখন মন দেব না। সারা বিশ্বে যদি মহাযদ্ধ বেধে যায় তবুও না। আমি পরগণা সাম্বুর, পাণ্ডু এবং আমার জায়গীর পরিষ্কার করায় আমার মনোযোগ নিবদ্ধ করবো।' এই সিদ্ধান্ত করে মির্জা এগিয়ে যান। তিনি নিজে কেন্দ্র স্থলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। একশো অশ্বারোহী, পাঁচশো পদাতিক ও বন্দুকধারী, রোহিলা এবং দিলাজাক তীরন্দাজদের একটি বাহিনীসহ সাদত খাঁকে অগ্রবর্তী বাহিনীর এবং একশো অশ্বারোহী এবং তিনশো বন্দুকধারী সৈন্যের একটি বাহিনীসহ মস্ত আলিবেগকে পশ্চাদ্ভাগের অধিনায়কত্ব প্রদান করেন। মস্ত আলিকে বহু মূল্যবান নির্দেশ দেন। তাকে বলে দেন যে দোস্তবেগ ও কুলিজ খাঁর অন্যান্য লোকজন যতক্ষণ তাদের দলে আছে ততক্ষণ তাকে সতর্কতা ও কৌশলের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। উচ্চ-নীচ সকলকেই তার সম্মুখ ভাগে রাখতে হবে। যতক্ষণ তারা ক্যাম্পে না পৌছে ততক্ষণ লক্ষ্য রাখতে হবে যে একটি পক্ষীও যেন পিছনে না থাকে এবং প্রত্যেকটি লোক গন্তব্যস্থলে পৌছে যায়। তিনি অতঃপর

কেন্দ্রস্থলে তার স্থান গ্রহণ করেন এবং তার ভৃত্যদের ও দোস্ত বেগের সঙ্গীদের তার সম্মুখে ও পিছনে রেখে এগিয়ে যান। কুলিজ খাঁর লোকজন যে গিরিশঙ্কটে নিহত হয়েছিলো অগ্রবর্তীবাহিনী সেখানে পৌঁছলে সমস্ত যোদ্ধারা তাদের ঘোড়া থেকে নামেন এবং লাগাম ধরে অতি সতর্কতার সঙ্গে পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে নামে। দশজন লোক পাহাড়ের নীচে নামতেই জঙ্গলে ও উপত্যকায় লুক্কায়িত শত্রুদের তিনটি বাহিনীই তিন দিক থেকে ঢাক বাজিয়ে এই দলের উপর আক্রামণ চালায়। খাজা সাদত খাঁ বোকামী করে সেনাবাহিনীকে নির্দেশ না দিয়ে সবার আগে নীচে নেমে যায় এবং মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। তার অনুমাগীদেরও মৃত্যুর মোকাবিলা করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিলো না। তাই যে শত্রুদের সঙ্গে ভীষণভাবে লড়তে থাকে এবং পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই নির্ভীকভাবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকে। যে সমস্ত লোক পিছনে ছিলো তারা ভাবলো যে যদি সাদত খাঁর কিছু হয় তহলে তাদের কেউই মির্জা নাথানের হাত থেকে রেহাই পাবে না। তারা স্থির করতে পারল না তারা তাদের ঘোড়া ছেড়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে নেমে অগ্রবর্তী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবে কি না। নাথানের হাত থে রেহাই পাব না। তারা স্থির করতে পারল না তারা তাদের ঘোড়া পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে নেমে অগ্রবর্তী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবে কিনা। এ সময়ে শত্রুর আক্রমণ ও ছোট একটি দল নিয়ে সাদত খাঁর নীচে নেয়ে যাওয়ার কথা জানতে পারেন। তার সঙ্গে অধিক না কম সৈন্য রয়েছে সে কথা চিন্তা না করে মির্জা নাথান জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সোজাসোজি তার ঘোড়া চালিয়ে দেন যেমন করে নির্ভীকভাবে তিনি একদিন শিকারের সময় একটি জঙ্গলের মধ্যে একটি গণ্ডার ও বুনো মোষের চলার পথ দেখে এগিয়ে গিয়েছিলেন। মির্জার তুর্যবাদক সোজা পথের প্রবেশ দ্বারে ঘোড়ার উপর ছিলো। তিনি তার ঘোড়াটিকে কশাঘাত করে লোকটিকে সামনে পাঠিয়ে দেন। তিনি তার পিছনে পিছনে চলেন। অগ্রবর্তী বাহিনী ফিরে দাঁড়াবার পূর্বেই মির্জার পিছনে রক্ষিত সৈন্যরা একের পর একজন করে মির্জার পিছনে পিছনে আসে। মির্জা যখন তার মাথা জঙ্গলের বাইরে বের করলেন এবং শত্রুর সব কটি বাহিনীর পশ্চাৎ দিকে এসে উপস্থিত হন শত্রুগণ তখন সাদত খাঁর সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলো। মৃত্যুর তাণ্ডব লীলা শুরু হয়ে যায়। শত্রুরা এই দলটিকে তাদের সংখ্যাধিক সৈন্য দ্বারা ভীষণভাবে চেপে ধরেছে। এই ক্ষুদ্র দলটি প্রাণপনে মরিয়া হয়ে লড়াই করে চলছে শুধু আল্লার উপর নির্ভর করে। ঠিক সে সময়েই মির্জা নাথান আকস্মিকভাবে বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন---যেমন করে বাজ পাখী হাসের দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিজয় দামামা বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এবং মির্জার রনাঙ্গণে পৌঁছার পূর্বেই শত্রুরা বিক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারা পুনরায় পাহাড়ের উপত্য-

কায় ও জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। তখন এদিক থেকে মির্জা এবং অপর দিক থেকে সাদত খাঁ তাদের সঙ্গীদেরসহ ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন। তারা জঙ্গলে ঢুকে শত্রুদেরে পাহাড়ে বিতাড়িত করেন। কুলিজ খাঁর সৈন্যদের যে পাঁচটি ঘোড়া শত্রুরা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তা উদ্ধার করা হয়।

বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ: শাহী কর্মচারীগণ তাদের বাহিনী পাহাড়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেন। সে সময়ে তারা খবর পান যে শত্রুগণ দোস্তবেগ ও তার ভৃত্যদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। সাদত খাঁর সমগ্র বাহিনীটি ইতিমধ্যেই এগিয়ে গেছে এবং মির্জাও তার নিজের একটি বাহিনী সাদত খাঁকে সাহায্যে করার জন্য পাঠিয়েছেন। তাই মির্জা একদল সাহসী ও কুশলী যোদ্ধা নিয়ে তাদের পিছন দিকে দ্রুত অগ্রসর হন এবং অতি শীঘ্র সেখানে পেঁৗছেন। শত্রুরা দোস্ত বেগ ও তার সঙ্গীদের নিকট থেকে প্রহরায় ঘোড়া এবং ভারবাহী বহুসংখ্যক বলদ ছিনিয়ে নিয়ে গহীন জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। দোস্ত বেগ ও তার দল তাদের ঘোড়া থেকে নামেন। তিনি ভয় পান যে তিনি যদি পাহাড়ে যান তাহলে শত্রুরা অন্য পথে এসে তার জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে তাকে নিস্বহায় করে ফেলতে পারে। যাবেন কি যাবেন না এ কথা যখন তিনি ভাবছিলেন তখন আল্লাহর অনুগ্রহে একদিক দিয়ে মির্জা ও অপর দিক দিয়ে মস্ত আলি এসে সেখানে পেঁৗছেন। মির্জা ঘোড়ার উপর থেকেই মস্ত আলিবেগ ও অন্যান্য যোদ্ধাদের ঘোড়া থেকে নামবার এবং আল্লার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের দিকে রওনা হওয়ার হুকুম দেন। সেখান থেকে শত্রু কর্তৃক লুণ্ঠিত ও তাদের সমস্ত জিনিসপত্র উদ্ধার করবেন এবং তাদেরে এমন শাস্তি দিবেন যে এর পর যেন তাদের এই দুরভিসন্ধি ত্যাগ করে তাদের বিদ্রোহী হওয়া এবং লুণ্ঠন কার্যের জন্য অনুতপ্ত হয়। সেই সব যুদ্ধ-প্রিয় বীরেরা আপ্রাণ চেষ্টায় লড়াই করে এবং অনেককে নিহত করে। তারা শত্রু কর্তৃক তাদের সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য উদ্ধার করেন। তাছাড়া কুলিজ খাঁর অশ্বারোহী বাহিনী থেকে আগেই ছিনিয়ে নেওয়া তিনটি ঘোড়াও উদ্ধার করেন।

শত্রু ঃ মির্জা সেখান থেকে দ্রুত এগিয়ে যান এবং বালিজানায় পেঁৗছে তাবু গাড়েন। পরদিন ভোরে দোস্ত বেগ ও তার সঙ্গীরা অনাহুতভাবে কুলিজ খাঁর নিকট ফিরে যায়। তস্‌লিম খাঁ ও অন্যান্যরা তাদের জায়গীর মেচ্‌পাড়া ও মালওয়াপাড়া

চলে যায়। মির্জা কিছুকাল সেখানে অবস্থান করেন। এক সপ্তাহ পর তিনি তার একজন প্রধান কর্মচারীর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন বিদ্রোহীদের দ্বারা অধিকৃত অঞ্চলে লুণ্ঠন অভিযান চালানোর জন্য।

সম্রাট কর্তৃক কোচ রাজাদের নিজ নিজ রাজ্যে পুনর্বহালের নির্দেশঃ এবার ইব্রাহিম খাঁ ফতে জঙ্গের কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। বাঙলায় আসার পরই তিনি শাহী দরবারে এক আবেদন প্রেরণ করেন। তাতে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ ও রাজা পরীক্ষিত নারায়ণ এবং যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের পুত্রদের যাদের ইসলাম খাঁ ও কাসিম খাঁ শাহী দরবারে পাঠিয়েছিলেন তাদের নিজ নিজ রাজ্যে পুনর্বহাল করে এই প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। এই মহানুভব কাজে কোচ এবং যশোহর এমনকি ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত উন্নত হবে। লক্ষ্মীনারায়ণ নিজকে জমিদারদের পর্যায়ভুক্ত করে যে আনুগত্য দেখিয়েছেন এবং দু'জন কোচেরই শাহী দরবারে হাজির হওয়ায় মহামান্য সম্রাট সে কথা বিবেচনা করে রাজা লক্ষ্মী নারায়ণকে সসম্মানে তার রাজ্যে পুনর্বহাল করেন। তাকে সম্মানজনক পোষাক, একটি ইরাকী ঘোড়া, একটি প্রকাণ্ড হাতী, একটি মনিমুক্তা খচিত তরবারী ও খঞ্জরের বেল্ট দিয়ে তাকে ইব্রাহিম খাঁর নিকট যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। রাজা পরীক্ষিত সাত লাখ টাকা পেশ্‌কশ্‌ দিতে সম্মত হলে তাকেও তার রাজ্যে পুনর্বহালের নির্দেশ দেওয়া হয়। তাকে তখন মির কাওয়াম ইমাদউদ্দৌলার সঙ্গে ইব্রাহিম খাঁর নিকট প্রেরণ করা হয়। সাত লাখ টাকা আদায়ের পর তাকে তার রাজ্যে পুনর্বহাল করার জন্য। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ অন্য সকলের পূর্বে শাহী দরবার থেকে রওনা হয়েছিলেন। তিনি এক শুভলগ্নে খাঁ ফতে জঙ্গের নিকট উপস্থিত হন। তিনি কয়েক দিন সুবেদারের নিকট অবস্থান করেন।

শেখ কামাল আসামের সরদার নিযুক্তঃ এবার হাজো-তে অবস্থানরত শেখ কামাল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। নাথানের চলে যাওয়ার পর তার নেতৃত্ব চলে যায়। চিশ্‌তী খাঁ এবং আসামে চাকুরীতেরত আমিরগণ হাজোতে আসেন। কিন্তু মির্জা নাথানের ফিরে আসাতে তারা তাদের কাজে আর অগ্রসর হতে পারেন নি। শেখ কামাল অনাহুতভাবেই তার সৈন্যবাহিনী হাজোতে রেখে নৌকা যোগে একাকীই খাঁ ফতে জঙ্গের নিকট যান। তাতে কিছুকাল খাঁ তার প্রতি

অসন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু পরে আশি হাজার টাকার পেশ্‌কশ্‌ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে খাঁ ফতে জঙ্গ তার মসনব দুশো বৃদ্ধি করেন এবং তাকে আসামের প্রধান প্রশাসক নিযুক্ত করেন। তিনি রাজা লক্ষ্মীনারায়ণকে তার সহকর্মী হিসাবে পাওয়ার অনুমতি লাভ করেন। তিনি খাঁর নিকট রাজার পক্ষে প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি রাজার নিকট থেকে নগদে ও জিনিসে এক লক্ষ টাকা পেশকশ আদায় করে তার নিকট পাঠিয়ে দেবেনে। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে খাঁর কোনো লেনদেন থাকবে না। এ ব্যবস্থা শেষ করে তিনি তার বর্ধিত বেতনের জন্য মির্জা নাথানের জায়গীর সম্বুর ও অন্যান্য পরগণা লাভ করেন। তিনি কুলিজ খাঁ, মির্জা নাথান ও উচচনীচ অন্যান্য শাহী কর্মচারীদের তাকে অনুসরণ করার জন্য ফরমাস আদায় করে নেন। অতঃপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাসহ মোস্তফা খাঁ, মুকাররম খাঁ, জাহাঙ্গীরনগরের প্রায় সমস্ত জমিদার, দু'হাজার বন্দুকধারী সৈন্য এবং বাঙলার সমস্ত জমিদারদের তার সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেন। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ও তার সঙ্গে জাহাঙ্গীরনগর থেকে রওনা হন। বহু মঞ্জিল পার হয়ে তিনি মেচপাড়া পরগণার বাগওয়ান গ্রামে উপস্থিত হন। মির্জা নাথান ও কোচ সীমান্তের শাহী কর্মচারীবৃন্দ শেখের আগমনের কথা জানতে পারেন। শেখ সকলকে সুবেদারের সীলমোহর করা ক্ষমতাপত্রের কথা জানান। বিশেষ করে তিনি মির্জা নাথানকে জানান যে তার বেতনের জন্য সম্বুর পরগণা তাকে দেওয়া হয়েছে এবং মির্জা নাথানকেও তার অধীনে দেওয়া হয়েছে।

নাথান কর্তৃক শেখের নেতৃত্বে অস্বীকৃতি: মির্জা নাথান বালিজানা থানায় অবস্থান করছিলেন। শেখের চিঠি পেয়ে তিনি তার অনুগত কর্মচারীদেরে ডেকে পাঠান। এ ব্যাপারে সর্বোৎকৃষ্ট কর্মপন্থা কি তা তাদের কাছ থেকে জানতে চান। একদল অনভিজ্ঞ লোক বলে যে শেখের নেতৃত্ব মেনে নিতে দোষ কি অন্যদল যাদের কিছুটা মর্যাদাবোধ ছিলো বললো: 'আমাদের সঙ্গে থাকা যদি শেখের উদ্দেশ্য হতো তাহলে আমাদের জায়গীর তিনি তার নিজের নামে করিয়ে নিতেন না। তিনি বরং আমাদের বেতনের জন্য আরো কয়েকটি মহাল বাড়িয়ে নিতে পারতেন। আমরা তার অনুসরণ করতে কখনো রাজি ছিলাম না। বর্তমানে তিনি যখন আমাদের জায়গীর কেড়ে নিয়েছেন, তখন আমরা কি করে তার সঙ্গে যোগ দিতে পারি? আল্লা না করুন, আমাদের যেন তার সঙ্গে যুদ্ধে যেতে না হয় বা আমাদের জীবনের ঝুকি নিয়ে যেন কাজ করতে সম্মত না হই।' মির্জাও এতে সম্মত হন। তারা শেখকে তাদের রাজ্য থেকে সরিয়ে রাখার নিম্নরূপ ওজহাত বের করলেন:

'শেখ যখন এ পথ দিয়ে আসবেন, বালিজানা দুর্গের মধ্য দিয়ে যাওয়া ছাড়া তার সৈন্যদের অন্য কোনো পথ নেই। আমাদের পরিবার দুর্গের ভিতর রয়েছে এই অজুহাতে আমরা তাকে দুর্গের ভিতর দিয়ে যেতে দেব না। একটা পথ তৈরি করে তাদের এগিয়ে যেতে হবে। প্রজারা যখন জানতে পারবে যে সোজা পথে যাওয়ার ক্ষমতা তাদের নাই, তখন কি তারা তাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতে পারবে? শেখের প্রতি রায়তদের কোনোরূপ সহানুভূতি থাকবে না। তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হবে আপনার প্রতি। তারা আপনাকেই খাজনা দিবে। শেখ এতে বিরক্ত হয়ে স্বেচ্ছায় দক্ষিণ কূল থেকে উত্তর কূল চলে যাবেন। (ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে অবস্থিত দেশের পথ)।' মির্জা পাহাড়ে ও জঙ্গলে পরশুরামকে খুঁজতে যাওয়ার অজুহাতে চলে যান। তিনি তার হিন্দু কর্মচারী বলভদ্র দাসকে একশো অশ্বারোহী, সাতশো পদাতিক, চারটি মত্ত হাতী এবং একটি বড় গোলন্দাজ বাহিনী-সহ বালিজানা দুর্গে রেখে যান। তাকে উপদেশ দেওয়া হয়: 'শেখের সম্মুখে ফটক বন্ধ করে দিবেন এবং তাকে বলবেন: 'দুর্গের ভিতর মির্জার পরিবার রয়েছেন। মির্জার স্বভাব আপনি জানেন। দুর্গের ফটক খোলে তাঁবু ও ফরাসসহ এর ভিতর দিয়ে যেতে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। মির্জার প্রশ্নের জওয়াব দেওয়ারও সামর্থ্য আমার নেই।' দুর্গের ভিতর পরিবার থাকার জন্য শেখ দুর্গ আক্রমণ করতে পারেন না। আপনি তাকে দুর্গের ভিতর দিয়ে যেতে দেবেন না। তাকে তখন পাথরে মাথা ঠুকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। এটা হবে তার খাজনা আদায়ের পথে প্রতিবন্ধক। প্রজারা যখন দেখতে পাবে যে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তার কোনো ক্ষমতা নেই তখন তারা তাকে গ্রাহ্যই করবে না।` মির্জা পরশুরামের বিরুদ্ধে কামড়ি পর্বতের অভিমুখে যাত্রা করেন। বালভদ্র দাস সে দুর্গে রয়ে যান। এক সপ্তাহ পর শেখ মালাওপাড়া হয়ে উক্ত দুর্গে আসেন। শত্রুর সন্ধানে মির্জার চলে যাওয়ার সংবাদ জেনে তিনি বালিজানায় তার তাঁবু ফেলেন। তিনি আদিল বেগ মস্‌নবদার, ওসমানী মস্‌নবদার, সাঈদ খাঁ ও শাহবাজ খাঁ, রাজা লক্ষ্মী-নারায়ণের জনৈক দূত এবং তার নিজস্ব কর্মচারী হাতিম খাঁ আফগানকে নিম্নলিখিত সংবাদসহ মির্জা নাথানের নিকট প্রেরণ করেন: 'প্রথমত এই রাজ্য আমার বেতনের জন্য আমাকে জায়গীর প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত আসামে কাজের জন্য সমস্ত কর্মচারীকে আমার অধীনে দেওয়া হয়েছে। কর্মচারীরা চালাকী এবং ধোকা দিয়ে আমাকে এড়িয়ে চলছে এবং আমাকে বাধা দেওয়ার জন্য তাদের হিন্দু কর্মচারী মোতায়েন করেছে। খাজানা আদায় থেকে বিরত না হয়ে তারা তাদের কৃষি কাজ ধ্বংস না হতে পারে এই অজুহাতে আমাকে বাধা দিচ্ছে। যদিও তেমন কিছু করা হয় নি। আপনি যদি আমার নেতৃত্ব মেনে নেন তাহলে আমি সত্বর পরগণা

আপনাকে ছেড়ে দেব। অন্যথায় আমার হাতে রাজ্যের শাসন ভার ছেড়ে দিয়ে এ দেশ ত্যাগ করে চলে যান যাতে এ অঞ্চলের সন্তোষজনক ব্যবস্থা করে আমি আসাম রওনা হয়ে যেতে পারি।'

পরশুরাম কর্তৃক গ্রেফতার এড়িয়ে যাওয়া : যে সময়ে দূত মির্জার আবাস স্থলে পৌঁছে মির্জা তখন পরশুরামের সন্ধানে বেড়িয়ে গেছেন। মাফড়ি পাহাড় অতিক্রম করে তিনি একটি জলায় আসেন। জলায় কোনো নৌকা ছিলো না। কয়েক-জন লোক একটি ছোট নৌকা কাঁধে করে সেখানে নিয়ে আসে। অবশেষে তিনি তার দূরদর্শীতার দরুন বুঝতে পারলেন যে তার লোকজনদেরে নিয়ে পালা করে জলা পার হওয়ার সময় শত্রু বহু লোকজন নিয়ে তাকে আক্রমণ করতে পারে। সে সময়ে কোনো দিক থেকেই সাহায্য পাওয়া যাবে না। তিনি ভীষণ মুস্কিলে পড়তে পারেন। তখন দুঃখ প্রকাশ ভিন্ন অন্য কোনো উপায় থাকবে না। তাই তার দূরদর্শী বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি জলার কিনারা ধরে চলে বহু কষ্টে জলার অপর তীরে অবস্থিত একটি টিলায় আসেন। তা পার হয়েই তার অজ্ঞাত-সারে এবং কোনো পথপ্রদর্শক ছাড়াই আকস্মিকভাবে শত্রুর আবাসস্থলে হাজির হন। তারাও সেখানে মির্জা নাথানের কোনো খবর জানত না। মির্জা নাথানের জলার তীরে আসার খবর পেয়ে পরশুরাম জলার পথ বন্ধ করে তাদের জলা পার হয়ে অপর তীরে আসায় বাধা প্রদানের জন্য তার সৈন্যদেরে জমায়েত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার সমস্ত লোকই এ কাজে লিপ্ত হয়। কিন্তু একদল অগ্রগামী প্রহরী জঙ্গলে একদল লোককে দেখতে পেয়ে হিন্দীতে 'মার মার' বলে চীৎকার করে উঠে এবং ভেরীবাদক শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে মনে করে ভেরী বাজায়। ব্যাপারটি তখন উভয় দলের কাছে স্পষ্ট, হয়ে উঠে। এতে পরশুরাম ও তার ছেলেরা রক্ষা পায়। তা নাহলে পরশুরাম তার স্ত্রীপুত্রসহ ধরা পড়তো। তাদের কেউই পালাতে পারতো না। তাদের দু'হাজার সাতশো মন আগর, একশো সত্তর মন ওজনের নয়শো সাতষট্টিটি পিতলের বাসন, পঁয়তাল্লিশটি নৌকা ও অন্যান্য দ্রব্য মির্জার হাতে পড়ে। তিনি হৃষ্ট চিত্তে তার তাঁবুতে ফিরে আসেন।

শেখের হাজো যাত্রা : মির্জা নাথান আদিল বেগ এবং সংবাদবাহীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শেখের প্রেরিত সংবাদটি তিনি গ্রহণ করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি তার জওয়াব দেন। 'আপনারা ও সুবেদার জানেন এবং দুনিয়ার সবাই জানে

আপনাদের সঙ্গে কি রকমের সম্পর্ক বিদ্যমান। এ সত্ত্বেও আপনারা এমন অদ্ভুত মনোভাব পোষণ করেন। মনে মনে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা এবং আমার জায়গার আপনাদের নামে করে নেওয়া আপনাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুচিত। অথচ এই জায়গীরটি কত কষ্টে শত্রুদের নিকট থেকে ছিনিয়ে এনেছি। শাহেন শাহের অন্য কোন রাজ্য লাভের চেয়ে আমি আমার বেতনের জন্য এই জায়গীর-টির অধিকার রক্ষা করাকেই অধিকতর কাম্য মনে করি। আপনারা হয়তো আমাকে অন্য কোনো অভিযানে প্রেরণের আদেশ সংগ্রহ করেছেন এবং হয়তো ভাবছেন মির্জা নাথানকে আপনাদের দলে নিবার কথা। আপনাদের এই দাম্ভিক মনোভাব এই মুহূর্তে ত্যাগ করা উচিত। আসাম আক্রমণের ভার আপনাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, সুতরাং এদিক থেকে সড়ে পড়ুন এবং আসামের পথ ধরুন— সেটি উত্তরকূলে অবস্থিত। হাজো ফিরে যান এবং আসাম অভিযান শুরু করুন। আমি যেখানে আছি সেখানেই থাকতে দিন। দক্ষিণ কূল পরিষ্কার করা, পরশুরাম, মামু গোবিন্দ,[৬] রাজা বলদেভ এবং অষ্টাদশ পাহাড়ী সরদারের গ্রেফতারের দায়িত্ব আমার। অন্যথায় এ কথা নিশ্চিত করে জেনে রাখুন যে আমি আপনাদের কর্মচারীকে বলদেব মনে করব এবং সে সব কর্মচারীকে আমি আক্রমণ করব। আপনাদের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে আমাকে উত্তক্ত না করে নিজের কাজে মন দেওয়া। এ দুটি পন্থার একটিকে বেছে নিন। হয় আমাকে এখানে থাকতে দিন নতুবা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে এ স্থানটি দখল করুন। আপনাদের সঙ্গে বিরাট সৈন্য-বাহিনী রয়েছে, আমার বিনয় আর আল্লার দয়া আমার সহায়।' সংবাদবাহীরা মির্জার মেজাজ লক্ষ্য করে ফিরে যান। শেখকে তা জানান। তারা বিপদের চিন্তা পরিত্যাগ করেন এবং স্থির করেন যে হাজো ফিরে গিয়ে সেখান থেকে ইব্রাহিম খাঁর নিকট রিপোর্ট প্রেরণ করবেন। শেখ হাজো রওয়ানা হয়ে যান এবং মির্জাকে নিম্নলিখিত চিঠি লিখেন: 'সুমারুয়েদ কায়েত দক্ষিণ কূলের আমজুঙ্গা এবং রাঙ্গজুলিতে[৭] দুটি শক্তিশালী দুর্গ তৈরি করেছে। সে দুটি দুর্গ আপনি অধিকার করতে পারলে তা আসাম বিজয়ের সামিল বলে গণ্য হবে।' মির্জা চিঠি পেলেন। শেখ বালিজানার ভিতর দিয়ে ফিরে যাওয়ার পথ না পেয়ে জঙ্গল কেটে পথ করে এগিয়ে যান। তিনি ব্রহ্মপুত্র নদী অতিক্রম করে হাজো পৌঁছেন।

নাথানের আমজুঙ্গা যাত্রা: মির্জা মাকড়ি পর্বত থেকে শোলমারী রওনা হয়ে যান। সমস্ত লোকজন নিয়ে সাম্বুর পরগণাস্থ মানিকপুর[৮] গ্রামে খাওয়ার জন্য বল-ভদ্র দাসকে নির্দেশ দেন। বলভদ্র দাস তার পৌঁছার একদিন আগেই সেখানে পৌঁছেন। চল্লিশজন অশ্বারোহী এবং একশো পদাতিক নিয়ে দোস্ত মোহাম্মদ বেগকে

শোলমারী থানার ভার দিয়ে তাকে সেখানে রেখে যান। রাত্রে তিনি মানিকপুর অভিমুখে রওনা হয়ে সেখানে গিয়ে পেঁাছেন। তিনি তার অনুগত কর্মচারীদের এক সময় পরিষদে আহ্বান করেন। আলোচনার পর স্থির হয়: 'শেখ এখনো নদী পার হন নি। তিনি ভয়ের সঙ্গে এ আঞ্চলের বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে কথা বলছেন। আমাদের উত্তম পন্থা হবে আল্লার দয়ার উপর নির্ভর করে আমজুঙ্গা দুর্গ আক্রমণ করে তা অধিকার করা। তাছাড়া শত্রুরা এখনও জানতে পারে নি যে সমগ্র সৈন্যবাহিনী সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালাবে না শুধুমাত্র শেখের বাহিনী তা পরিচালনা করবে।' এই সিদ্ধান্ত করে দোস্ত মোহাম্মদ বেগের ভারপ্রাপ্ত থানা শোলমারীতে মোতায়েন বাহিনীটি অর্থাৎ দেড়শো অশ্বারোহী এবং একশো পদাতিক এবং দুশো বন্দুকধারী ও আটশো কোচ পাইক নিয়ে গঠিত এক হাজার সৈন্যের পদাতিক বাহিনী সহ খাজা দেওয়ান বলভদ্র দাসকে সেখানে রেখে দেওয়া হয়—পলাতক পরশুরাম এবং সম্বুর পরগণার অন্যান্য বিদ্রোহীদের নির্মূল করার জন্য। দ্বিপ্রহরে মির্জা তার সমগ্র সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করেন এবং সন্ধ্যার চার ঘড়ি পূর্বে তার সৈন্য বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করে তিনি যাত্রা শুরু করেন। মাঝরাতে তিনি জাখ্‌লী গ্রামে[১] পেঁাছান।

পরশুরাম ও মামু গোবিন্দের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ: গুপ্তচরেরা সংবাদ নিয়ে আসে যে মামু গোবিন্দ ও পরশুরাম রাত্রে এক জায়গায় এসেছে যেখানে তাদের পরিবারবর্গ অবস্থান করছে। তারা তাদের জিনিসপত্র শাহী ফৌজের চলার পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে আমজুঙ্গা দুর্গে প্রবেশ করার কথা চিন্তা করছে। মির্জা নাথান দুটি বাহিনী একটি খাজা সাদত খাঁ ও অন্যটি মস্ত আলি বেগের অধীন এবং গুপ্তচরদের পরিচালনায় রওনা হয়ে যেখানে বিদ্রোহী দু'জন তাদের পরিবার পরিজনদের নিয়ে অবস্থান করছিলো সেখানে গিয়ে তাদের বন্দী করার জন্য এবং পরে সেখান থেকে দুর্গাভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার জন্য হুকুম দেন। ততক্ষণে মির্জাও দুর্গে গিয়ে পেঁাছবেন এবং আক্রমণ পরিচালনা করবেন। দুর্গ আক্রমণ করার এই-ই উপযুক্ত সময়। আশা করা যাচ্ছে যে দু'টি বাহিনীর আগমন সংবাদ পেয়ে তারা পালিয়ে যাবে। তদনুযায়ী, দুটি বাহিনী গুপ্তচরদের পরিচালনায় রাত ছ'ঘড়ি বাকি থাকতেই সেখানে যেয়ে পেঁাছে। মামু গোবিন্দ ও তার ছেলেরা সবাই জীবিত বন্দী হয়। কিন্তু মামু গোবিন্দ এক পদাতিকের হাতে পড়ে। সে তাকে চিনতে না পেরে ছেড়ে দেয়। পরশুরাম তার পরিবার পরিজনদের নিয়ে নিরাপদে পালিয়ে যায়।

নাথান কর্তৃক আমজুঙ্গা দুর্গ অধিকার ঃ পরদিন খুব ভোরে দুটি বাহিনীই সোজাপথে আমজুঙ্গা দুর্গে পৌঁছে। দুর্গাভ্যন্তরস্থ লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথম আঘাতে দু'টি বাহিনীরই বহু লোক হতাহত হয়। মির্জার অগ্রগামী বাহিনী সে সময়ে এসে উপস্থিত হয় এবং ভীষণভাবে যুদ্ধ করতে থাকে। কিন্তু দুর্গটিকে ভাঙ্গা যায় নি। মির্জা নাথান নামাজ পড়ার জন্য পিছনে পড়েছিলেন। তিনি এসে উপস্থিত হন। তিনি দেখতে পান যে তার অনেক কুশলী যোদ্ধা নিহত হয়েছে এবং অন্যান্য সবাই যুদ্ধ করে চলছে। তিনি ভাবলেন যে দু'টি বাহিনীকে এভাবেই যুদ্ধ করতে দিয়ে একটি তৃতীয় বাহিনীকে তাদের সাহায্যে যেয়ে শত্রুদেরে অস্থির করে তুলার নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন। তিনি প্রত্যেকটি বাহিনী থেকে পনর জন লোক নির্বাচিত করেন এবং এই পঁয়তাল্লিশজন লোককে তার সঙ্গে নেন। তখন তিনি দুর্গের পিছন দিকে অবস্থিত পাহাড়ে যেয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে ভাগ্যে কি আছে তা দেখবার কথা চিন্তা করেন। তিনি যখন ব্যাপারটা আলোচনা করছিলেন তখন মস্ত আলিবেগ তার সঙ্গী যোদ্ধারা নীচে থেকে পাহাড়ে উঠবার চেষ্টা করছিলেন। পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে তারা একটি সুবিধাজনক স্থান লাভ করে। শত্রুরা তাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে ভাবলো ঃ 'তারা আরও এগিয়ে এসে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আমাদের পালাবার পথ বন্ধ করে দেওয়ার পূর্বেই যদি আমরা দুর্গ ত্যাগ করি, তাহলে আমরা নিরাপদে পালিয়ে রাঙ্গজুলী দুর্গে গিয়ে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে পারি। অন্যথায় যে মুহূর্তে তারা আমাদের পথ বন্ধ করে দেবে সে মুহূর্তেই আমাদের অবস্থা দাঁড়াবে বন্দিনী হরিণীর মতো। সেখান থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। তাই তারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। মির্জা বিজয় ভেরী ও সানন্দের তুরী বাজান।

নাথান কর্তৃক চার হাজার গারো সৈন্য সংগ্রহ ও রাঙ্গজুলী দুর্গ আক্রমণ ঃ আমজুঙ্গা থেকে রওনা হয়ে মির্জা নাথান গারো পাহাড়ের (গারোয়াঁ)[১০] যান। গারোরা পাহাড়িয়া জাতি। তারা লোহা ছাড়া আর সব কিছুই খায়, কারণ লোহা হচ্ছে সব চেয়ে শক্ত এবং তা দাঁত দিয়ে চিবুন যায় না। তারা গাধা, শুকর সব খায়, কোনো কিছু বাদ দেয় না। নাথান সেখানে পৌঁছে তাবু গাড়েন। সমস্ত সরদার এসে আত্মসমর্পণ করলে তিনি তাদের তিনজনকে সম্মানসূচক পোষাক প্রদান করেন। তারা শান্ত হলে পরে বলে : 'আপনারা আরও এক দিন ও এক রাত এখানে থাকলে ভালো হয়। তাহলে আমরা আপনাকে চার হাজার পাইক সংগ্রহ করে দিতে পারি। মির্জা নাথান এ সুযোগ গ্রহণের জন্য আরও একদিন ও এক রাত সেখানে অবস্থান

করেন। এই চার হাজার পাহাড়ি লোক নিয়ে তিনি সেখান থেকে রওনা হন এবং বাহিনীকে চার ভাগে বিভক্ত করে রাঙ্গাজুলি দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গের প্রধান এবং সুমরুয়েদ কায়েত দুর্গে অবস্থান করছিলো। অবরোধকারীরা তাদের সর্বশক্তি দ্বারা দুর্গটি ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করছিলো। মৃতের স্তূপ জমে উঠে। কিন্তু ফল কিছুই হয় নি। সূর্য মাথার উপর এলে মির্জা প্রত্যেক দল থেকে পনের জন করে লোক বাছাই করে নেন। তিনি এই ষাট জন লোক নিয়ে আর হাতী শাহ-ইনায়েতকে সামনে রাখেন। তিনি চারটি বাহিনীকেই যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে পঞ্চম দিক থেকে নিজে আক্রমণ চালান। এমন ভীষণ যুদ্ধ চলে যে উভয় দিক থেকে মুষলধারে তীর বর্ষণের ফলে কোন পাখী আকাশে উড়তে পারে নি। মানুষতো দূরের কথা ফেরেস্তারাও এর প্রশংসা করতে থাকে এবং তা কিয়ামত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কোন পক্ষই জয়ী বা পরাজিত হচ্ছে না। সন্ধ্যা হয়ে আসায় মির্জা ভাবলেন যে সেখানে তাবু গাড়া ও একটি দুর্গ তৈরি করা যুক্তিসঙ্গত। তারপর সিবা বা কৃত্রিম আবরণের আড়ালে এগিয়ে গিয়ে শত্রুর দুর্গ অবরোধ করাই শ্রেয়। এভাবে এগিয়ে গিয়ে তাদের আশ্রয়স্থল ধ্বংস করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত করে তিনি বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধরত সবকটি বাহিনী নিয়ে খোলা ময়দানে আসেন। সমস্ত সৈন্যসহ মাঠে দাঁড়িয়ে শত্রু যাতে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে তা লক্ষ্য করার জন্য খাজা সাদত খাঁকে নির্দেশ দেন। তিনি নিজে এসে পাইকদের সরদারকে দুই হাজার গজ পরিধি নিয়ে একটি দুর্গ নির্মাণের হুকুম দেন। পরিশ্রমী কর্মীরা দুর্গ নির্মাণের কাজ উৎসাহের সঙ্গে শুরু করে। পূর্ব দিনের সন্ধ্যার শেষ প্রহরে কাজ শুরু করে পরদিন প্রথম পহরের মধ্যে চতুর্দিকে গভীর পরিখাসহ একটি উচচদুর্গ তৈরি করে ফেলে। সারা রাত একদল সশস্ত্র যোদ্ধা ঘোড়ার চড়ে বা দাঁড়িয়ে চৌকিতে পাহারা দেয়।

পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ লুণ্ঠিত : পরদিন খুব ভোরে একশো অশ্বারোহী এবং পাঁচশো পদাতিকসহ পাহাড়ের আশপাশের পাহাড়িয়াদের গ্রামগুলি লুণ্ঠন করার জন্য মোস্তফাকুলি বেগকে পাঠান হয়। দুশো হাত পরিধিবিশিষ্ট আরো একটি দূর্গ তৈরি করা হয়। যুদ্ধের কেন্দ্রকে বিদ্রোহীদের দুর্গের সন্নিকটে কামালের পাল্লার আওতার মধ্যে এগিয়ে নিয়ে যায়। লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত সৈনদলটি পাহাড়ের পাদদেশস্থ তিনটি পাহাড়িয়া গ্রাম আক্রমণ করে। গ্রামগুলিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং তা ধ্বংস করে দেওয়া হয়। পাঁচশো লোককে বন্দী করে আনা হয়। বন্দীদের মধ্যে জামাল খাঁ নামক একজন মুসলিম সরদারও ছিলেন।

এই লোকটিই পাহাড়িয়া লোকদের বন্দী করার নেতৃত্ব নেয়। উদানকারা নামক একজন বিদ্রোহী সরদার বশ্যতা স্বীকার করে নি। তাকে সৈন্য বাহিনী পাঠিয়ে এই লোকটির দ্বারাই জীবিত বন্দী করে আনা হয়। এই ঘটনা অন্যদের চোখ খোলে দেয়।

রাঙ্গজুলির উপর ব্যর্থ নৈশ আক্রমণ ঃ পঞ্চম দিন রাতে মির্জা নাথানের দলের যোদ্ধারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন এবং দুর্গটি আক্রমণের সিদ্ধান্ত করে। মির্জা এর পক্ষপাতি ছিলেন না। কিন্তু মস্ত আলিবেগ ও মোস্তাফা খাঁর মাধ্যমে অনেক লোককে আহত ও প্রাণ হারাতে হয়, অথচ দুর্গটিও অধিকৃত হয় নি। এই ঘটনায় সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে ঃ একরাত্রে তারা দুটি বাহিনী গঠন করে একের পর একটি দ্রুত ধাবিত হয়ে দুর্গ আক্রমণ করে। মির্জা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি শুধু দর্শক রূপে তা লক্ষ্য করে যান এবং তাদের চাহিদা মতো সমরোপকরণ সরবরাহ করেন। কিন্তু আল্লার অভিপ্রায় ছিলো একটি বিশেষ সময়ে দুর্গটি অধিকৃত হবে। তাদের অনেকেই আহত এবং বারোজন নিহত হয়। অবশেষে মির্জা এদের সকলকেই তিরস্কার ও নিন্দা করেন। যোদ্ধারা তিন চার দিন নির্বাক ছিলো।

আর একবার দুর্গ অধিকারের চেষ্টা ঃ সামরিক বিধি অনুযায়ী মির্জা নাথান তাদের কৃত্রিম প্রতিবন্ধক স্থষ্টির নৈপূর্ণ্য প্রদর্শন করেন। প্রতিদিন এই সব কৃত্রিম প্রতিবন্ধক এগিয়ে নেওয়া হতো। সেই নৈশ আক্রমণের চার দিন পর মির্জার সহকর্মীবৃন্দ তাদের সেই রাতের অপমান দূর করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তাদের নেতা উদাসীন না থেকে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন এই ধারণায় মির্জার অজ্ঞাতে তারা সামনে ধাবিত হয়। তারা দু'টি দল গঠন করে সামনের দিকে ধাবিত হয়ে দুর্গ আক্রমণ করে। ভীষণ যুদ্ধ চলে। এ সংবাদ পেয়ে মির্জা তার ঘোড়ায় চড়ে নিজেই তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সমানে সমানে যুদ্ধ চলে। ইতিমধ্যে খাজা বিহ্বুধ নামক জনৈক খোজা দুর্দাণ্ড সাহসে সামনে এগিয়ে যায় এবং নিহত হয়। মির্জা এতে মর্মাহত হন। এই সব কষ্টসহিষ্ণু যোদ্ধা যারা তাদের বাহিনীর ভালোর পরিবর্তে বিস্তর ক্ষতিসাধন করেছে তাঁদের যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আনেন। তাদের নিষ্টভাবে তিরস্কৃত করা হয় এবং স্থির হয় যে তাদেরে কৃত্রিম প্রতিবন্ধকের আড়ালে এগুতে হবে এবং পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে লুণ্ঠন চালাবে।

প্রতিবন্ধকের আড়ালে মির্জার অগ্রগমনঃ মির্জা প্রথম বারের মত তার পিঠ পূর্ব দিকে ফিরান এবং পশ্চিম দিকে মুখ করে একটি খুটির বেড়া তৈরি করেন। এমনিভাবে শত্রুর দুর্গে রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করেন। সূর্যাস্তের সময় তা সম্পূর্ণ হয়। সেই পথের উপর দৃষ্টি রাখার জন্য এবং যাতে একটি প্রাণীও দুর্গে ঢুকতে বা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে সেজন্য সেখানে একটি বাহিনী মোতায়েন করেন। তিনি নিজের লোকজনদের নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় হাতীগুলি সম্মুখে রেখে বড় দুর্গ ও ছোট দুর্গের মধ্যবর্তী স্থানে রাত কাটান। তিনি স্থানীয় পদাতিকদের তিন দিন দিন-রাতে সবুজ ঘাস কেটে বোঝা বেঁধে রাখার জন্য হুকুম দেন। চতুর্থ দিন তিনি দুর্গ থেকে এক তীরের দূরত্বে এগিয়ে যান। শত্রুর দুর্গ সেই পরিখার নিকটে ছিলো। তাই তিনি সেখানে আর একটি ছোট দুর্গ তৈরি করেন। শত্রুরা তীর, বন্দুক এবং কামান ছুড়তে থাকে। ধোয়ায় সূর্য অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। মৃতদেহের স্তূপ জমে উঠে। তথাপি আল্লার মর্জি এবং প্রভু ও কিব্‌লার ভাগ্যের উপর নির্ভর করে তিনি কোন সুযোগই বৃথা যেতে দেন নি। দিনের শেষে শত্রু দুর্গের উপর প্রভাব বিস্তারকারী একটি দুর্গ তৈরি করেন। তাতে কামান সাজান হয়। গোলন্দাজেরা কামান ছুড়ে দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিদ্রোহীদের উপর আঘাত হানতে থাকে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত যুদ্ধ সমানে সমানে চলে। রাত্রে সবাই বিশ্রাম করে। উভয় পক্ষই যুদ্ধ বন্ধ করে সবাই পানাহারে ব্যস্ত হয়। মির্জা সম্পূর্ণ-রূপে অস্ত্র-সজ্জিত সৈন্যবাহিনী সেখানে দাড় করিয়ে রাখেন। এবং নতুন পরিখার লোকজনদের নিকট আসেন। তিনি তাদের উৎসাহ দিয়ে নিজের বাহিনীতে ফিরে যান।

সানশো রাবাসের নাথানের পক্ষত্যাগঃ ইতিমধ্যে দুতিয়ারী. বামুন লস্কর এবং শ্যামদাস এসে বলেঃ 'একদল রাবাস[১১] তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং অবাধ্য হচ্ছে। তারা শত্রুর দুর্গে চলে গেছে এবং তাদের শ্রেণীর নিজস্ব সাতশো লোকসহ তারা তাদের দলে ভিড়ে গেছে। তাদের আগমনের সম্মানার্থে সন্ধ্যায় ভেরী এবং দামামা বাজান হয়। কি করা যায় মির্জা জিজ্ঞেস করেন। বুদ্ধি-হীন লোকেরা জবাব দেয়ঃ 'শত্রুর অগোচরে এ রাত্রেই তাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। তাদের পশ্চাৎ দিকে আমাদের স্থান নিতে হবে। পাশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণ করে প্রথমেই আমাদের এই রাবাসদের উৎপাত থেকে মুক্ত হতে হবে। তারপর আমরা শত্রুদের উপর আক্রমণ চালাবো। মির্জা বললেনঃ আমাদের সব পরিকল্পনা আল্লার দয়ার উপর নির্ভরশীল। বাইরের সাহায্যর উপর যদি আমি নির্ভরশীল

হতাম তাহলে ব্রহ্মপুত্রের এপারে শুধুমাত্র আমার সৈনাবাহিনীর উপর নির্ভর করে এই অভিযানে এগিয়ে আসতাম না এবং শাহী কর্মচারীদের সাহায্যে ছাড়া ব্রহ্মপুত্রের অপর তীরেও তা শুরু করতাম না। এখন আল্লার অনুগ্রহে আমি এই অঞ্চলে এসে পড়েছি। এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্যে বা শক্তির ভরসাতে-ও আমি এখানে আসি নি। আমি একান্তভাবে আল্লার দয়ার উপর নির্ভর করি। এ সমস্ত লোকদের মৃত বলে ধরে নিন এবং এদেরে জাহান্নামে যেতে দিন। তারা বলদেব ও সুমরোয়েদ কায়েতের তীরের সঙ্গে তাদের তীর মিলিয়েছে। তাদের অস্ত্রেই তাদের ঘায়েল করা হবে। এখন এখান থেকে এগিয়ে যাওয়া সামরিক নীতি ও কার্যদক্ষতার বিরোধী বলে বিবেচিত হবে। কারণ শত্রুরা আমাদের বিশ্রামের অবসর আর দেবে না। তারা এগিয়ে আসবে। আমাদের দুর্গ আক্রমণ করবে। এদেশে আমাদের এরা থাকতে দেবে না। তাই জয়ী হওয়া অথবা মৃত্যু বরণ করাই আমার ইচ্ছা।' অবশেষে সবাই তার এই পরিকল্পনায় সম্মত হয় এবং আরামে রাত কাটায়।

বলাই লস্কর ও যদু নায়ক কর্তৃক লুণ্ঠনকারী দল আক্রান্ত ঃ পরদিন তিনি এক শো অশ্বারোহী ও পাঁচশো পদাতিকের একটি বাহিনী নিক্ মোহাম্মদ বেগের নেতৃত্বে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি লুণ্ঠনের জন্য প্রেরণ করেন। বাহিনীটি পথে শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং যুদ্ধ বাধে। বীর যোদ্ধাগণ পাহাড় উপত্যকার পার্থক্য না করে শত্রুর প্রথম আক্রমন প্রতিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাশ্চাদ্ধাবন করে। যারাই বাধা দিয়েছে তারাই নিহত হয়েছে। কিন্তু তাদের ফিরে আসার পর সুমরুদয় কায়েত নিম্নলিখিত নিদের্শ দিয়ে তাদের অগ্রগমনে বাধা দেওয়ার জন্য এক হাজার সাহসী পদাতিকসহ বলাই লস্করকে পাঠায়ঃ 'ওদের সৈন্যবাহিনী যখন বন্দীদের এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে ফিরে যাবে, তোমরা তোমাদের বাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করবে। প্রথমেই একটি বাহিনী আক্রমণ চালাবে। পরে বাকি দু'টি বাহিনী তাদের বাঁ দিক থেকে ঘিরে ফেলে লুণ্ঠিত দ্রব্য বহনকারী লোকদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। সৈন্যদের মধ্যে নিশ্চয়ই বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এবং তাদের উপর ভীষণ আঘাত হানা যাবে।' যদু-নায়কের[১১] সহযোগিতায় বলাই লস্কর সৈন্য-বাহিনীর পথ রুদ্ধ করে দেয়। ভীষণ যুদ্ধ চলে। বন্দুক এবং দামামার শব্দ শুনে মির্জা নাথান এদিক থেকে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা সেখানে পৌঁছে যুদ্ধে যোগদান করে। উভয় পক্ষেই বহুলোক হতাহত হয়। কিন্তু যুদ্ধে শাহী বাহিনীর জয় হয়। সেখানে থেকে তারা বিজয়ী বেশে মির্জার নিকট ফিরে আসে।

একজন আফগান অসীম বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে নিহত হয়। মির্জা নাথান সেই আফগানের ভাইকে তার পদে নিযুক্ত করেন এবং তাকে একটি ঘোড়া উপহার দেন। তিনি অন্যান্যদেরও পুরস্কৃত করেন।

শত্রু কর্তৃক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আক্রান্ত ঃ মির্জা পাইকদের নির্দেশ দেন তিন দিন ঘাস কেটে, দিনের বেলা আটি বেঁধে এবং রাত্রে তা কাদা মাখিয়ে সবচেয়ে অগ্রবর্তী পরিখাকে দৃঢ় করার জন্য—যেখানে সাজিয়ে রাখতে। তদনুযায়ী কাজ করা হয়। চতুর্থ দিনে তৃতীয় খননের কাজ শুরু হয়। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত একটির উপর আর একটি রেখে তাকে অত্যন্ত উচু করা হয়। শত্রু দুর্গস্থ লোকজন উপর থেকে সাহসের সঙ্গে দুর্গ রক্ষা করছিলো। দুপুর পর্যন্ত কাজ চলে। সূর্যের উত্তাপ অসহনীয় হওয়ায় শ্রমিকদের তাদের কাজ পুনরায় শুরু করার জন্য খানিক্ষণের জন্য বিশ্রাম দেওয়া হয়। মির্জাও দ্বিতীয় পরিখায় কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেন। সর্বাগ্রবর্তী পরিখা দুটির খনন কার্য চলাকালে শত্রুরা তাদের দুগের ভিতর থেকে তাদের পরিখা পর্যন্ত একটি সুরঙ্গ তৈরি করে ফেলে। গারা সেই সুরঙ্গ পথে পরিখায় এসে হাজির হয়। কিছুক্ষণ তারা তাদের পরিখায় সঠিকভাবে দাঁড়ায়। তখন আকস্মিকভাবে তাদের কয়েকজন লম্বা বাঁশের খুঁটিতে জ্বলন্ত মশাল বেঁধে সামনে ধাবিত হয়। তাদের পিছনে আসে দুহাজার লোক। মির্জা যেখানে ঝিমুচ্ছিলেন সেখানে থেকে তার একজন বন্দুক ধারী তা দেখতে পায়। সে চীৎকার করে নব নির্মিত তৃতীয় পরিখায় অব স্থানরত লোকদের বলে 'হুশিয়ার হুশিয়ার। শত্রুরা যুদ্ধ করতে বেরিয়ে এসেছে।' সে তার বন্দুকের আওয়াজ করে। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় নি। সৈনিকেরা বেরিয়ে আসতে আসতে শত্রুরা ঘাসের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেয়। হতভম্ব পানি বাহকরা পানি আনার কথা চিন্তা করার পূবেই আগুন ধরে যায় এবং চক্ষের পলকে ঘাসের বোঝাগুলি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পরিখাস্থ লোকজন দ্বারা তৈরি প্রতিবন্ধকগুলি এমনিভাবে অপসারিত হয়। শত্রুরা জয়ী হয়। দ্বিতীয় পরিখায় অবস্থানরত মির্জা দেখতে পান তিনি শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত। তৃতীয় পরিখার লোকজন পিছু হটে এসেছে। খাজা সাদত খাঁ, মস্ত আলি বেগ, নিক্ মোহাম্মদ বেগ ও অন্যানদের রিজার্ভ হিসাবে প্রথম পরিখায় রেখে আসা হয়েছিলো। তাদের নির্দেশ দেওয়া ছিলো জরুরী অবস্থায় তারা হাতীগুলি সম্মুখের রেখে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য। তারা তাদের সেই সুবিধাজনক স্থান ত্যাগ করে এগিয়ে এসে শত্রুদের উপর আক্রমণ চালায়, যে শত্রুরা ধৃষ্টতা দেখিয়ে পরিখাস্থ লোকদের আক্রমণ করেছিলো তারা আল্লাহর অনুগ্রহে ঝড়ের মুখে উড়ন্ত বৃক্ষপত্রের মতো বিতাড়িত

হয়। তারা প্রাণ নিয়ে দ্রুত পালিয়ে তৎক্ষণাৎ পরিখায় পৌঁছে সুরঙ্গ পথে দুর্গে প্রবেশ করে। দক্ষ যোদ্ধারা পরিখার পাড় পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু দুর্গ থেকে মুষলধারে তীর ও বন্দুক ছুড়ার জন্য তাদের থামতে হয় এবং পিছিয়ে আসে। তারা জয়ী হয় বটে কিন্তু চার দিনে পরিশ্রম তাদের বৃথা যায়।

গরদূনের আড়ালে মির্জা নাথানের অগ্রগমণের প্রচেষ্টা: পশ্চিমমুখী তৈরী পরিখা সম্বন্ধে লোকজন অভিযোগ করতে শুরু করে। সিদ্ধান্ত হয় যে দক্ষিণ দিকে মুখ ও উত্তর দিকে পিঠ করে পরিখা খনন করা হবে। কৃত্রিম প্রতিবন্ধকগুলি সামনে নিয়ে যাওয়া হবে। পরিখার সাবাত (বুরুজ) গুলির প্রতিরক্ষার অবস্থান শত্রুর দুর্গের চেয়ে উচু করে তৈরি করতে হবে। যাতে দুর্গটিকে বিপদগ্রস্ত করে তোলা যায়। সারাদিন এবং পরবর্তী দু'দিন ঘাস কাটা এবং পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতিতে পরিখাকে উচচ করার কাজে কাটে। কিন্তু থাটারী অর্থাৎ চার চক্র বিশিষ্ট রথ (গরদুন-ই-কালানী) যার আড়ালে হাতীগুলি দুর্গ আক্রমণ করবে তা আনায় বিলম্ব ঘটে। প্রথমে তিনি (নাথান) তার বিশ্বস্ত ভৃত্য মুসাহিব খাঁকে পাঠান গরদূনগুলি তাড়াতাড়ি পরিখার তীরে নিয়ে আসার জন্য। তিনি নিজে ব্যস্ত হন। পরিখাগুলির কাজ শেষ করার জন্য। ভৃত্য গিয়ে গরদূনগুলিকে খানিক দূর নিয়ে আসে। কিন্তু দুর্গ থেকে মুষলধারে তীর ও কামান বন্দুকের গোলাগুলি এমনভাবে বর্ষিত হতে থাকে যে, দুনিয়া অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং গোলা ইত্যাদির ভীষণ শব্দে চারদিকে পড়তে থাকে। ভৃত্য তার কাজ করেই চলেছিলো কিন্তু যে সব লোক গরদূন ঠেলে আন-ছিলো তারা এক পাও অগ্রসর হতে পারে নি। দ্বিতীয়বার মির্জা তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু খাজা সাদত খাঁকে কঠোর নির্দেশ দিয়ে গরদূনগুলি নিয়ে আসার জন্য পাঠান। মির্জা পরে ভাবলেন যে সাদত খাঁ তীর এবং গোলাগুলির সম্মুখীন হবে আর তিনি নিরাপদ স্থানে অবস্থান করবেন তা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই তিনি নিজেই সেখানে যান। গরদূনের কাছে এসে তিনি গরদূনের নীচে তার কাঁধ রেখে তাকে চালাতে চেষ্টা করেন। গরদূন টানার জন্য নিযুক্ত লোকজন এবং সৈনিকগণ তাদের বংশ মর্যাদার অহঙ্কার পরিত্যাগ করে একসঙ্গে গরদূন ঠেলতে থাকে। তারা বহু অনুনয় বিনয় করে মির্জাকে গরদূনের নিচে থেকে বের করে আনে এবং তাকে কয়েকটি গাছের নিকট নিয়ে যায় এবং বলে: 'আপনি ওখানে না দাঁড়ান পর্যন্ত আমরা গরদূন চালাতে সমর্থ হব না। মির্জা জওয়াব দেন: 'এই শর্তে আমি যাচ্ছি যে খাজা সাদত খাঁ আমার সঙ্গে থাকবেন। অন্য সবাই গরদূনের পিছনে থাকবে। মির্জা এবং সাদত খাঁ একটি বড় গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ান। গরদূন চলতে থাকে। দুর্গ

থেকে কামানের একটি গোলা এসে গরদূনের উপর পড়ে তা ভেঙ্গে ফেলে। যে সমস্ত পাইক গরদূনটি টানছিলো তাদের একজনের মাথা উড়ে যায়। মুসাহার খাঁর কপালের চামড়া ছিড়ে যায়। অন্য একজন হাতে আঘাত পান। তার হাত ভেঙ্গে যায়। চতুর্থ লোকটির আঘাত লাগে তার পায়ের গাঁটে এবং তাকে ফেলে দেয়। পঞ্চম ব্যক্তির আঘাত লাগে তাঁর পাগরীতে এবং তা তার মাথা থেকে উড়ে যায়। কামানের গোলা তখন মাটিতে আঘাত করে। এবং তা মাটিতে এক হাত গর্ত সৃষ্টি করে। গরদূনকে আর এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় নি।

নাথান কর্তৃক একটি নতুন দুর্গ তৈরী : পূর্বোক্ত স্থানে একটি পরিখা তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। তারা সেখানে দুর্গ নির্মাণের কাজ শুরু করে। মির্জা গাছের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন জানতে পেরে শত্রুগণ দুর্গ থেকে কামানের তিনটি গোলা নিক্ষেপ করে। তা গাছে লাগে। তারা যখন দেখতে পেলো যে মির্জা গোলা এড়িয়ে গেছেন, তখন একটি সুবিধাজনক স্থান থেকে তার পা লক্ষ্য করে আরও একটি গোলা নিক্ষেপ করে। কিন্তু আল্লার রহমতে সে গোলা তার গায়ে লাগে নি, তিনি আহত হন নি। পরিশ্রমী কর্মীরা অল্প সময়ের মধ্যেই দুর্গ তৈরির কাজ শেষ করে। পশ্চিম মুখী সর্বাগ্রগামী পরিখাটি মির্জা নাথানের বহিনী কর্তৃক পরিত্যাক্ত হয়। তাই অন্য একটি বাহিনী সেখানে মোতায়েন করা হয়। তাদেরে নির্দেশ দেওয়া হয়—রাতের বেলা তাতে মাটির লেপ দেওয়ার জন্য এবং সতর্কতার সঙ্গে দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে রাত কাটাবার জন্য। এই ব্যবস্থার পর দুর্গের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি লুণ্ঠনের জন্য প্রতিদিন একটি করে লুণ্ঠনকারী দল প্রেরণ করা হয়। বাহিনীটি সন্ধ্যায় ফিরে এসে তৎপরতার সঙ্গে রাত কাটায়। চারদিন ধরে ঘাস কাটা হয়। পঞ্চম দিনে এই বেষ্টনীর সামনে আরও একটি বেষ্টনী তৈরি করা হয়। শত্রু দুর্গের উপর আধিপত্য লাভের উদ্দেশ্যে বেষ্টনীকে ক্রমে এগিয়ে দুর্গের সন্নিকটস্থ পরিখার পাড়ে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত দুর্গের পর দুর্গ তৈরি হয়।

নাথানের সাহায্যে শত্রাজিতের আগমন : এসব কার্যকলাপের রিপোর্ট প্রতি সপ্তাহে খাঁ ফতে জঙ্গের নিকট পাঠান হতো। তাই খাঁ ফতে জঙ্গ হাজো-তে অবস্থিত শাহী কর্মচারীদের লিখে পাঠান যে মির্জাকে সৈন্য সাহায্য পাঠাতে তারা যেন গাফলতি না করেন। তদনুযায়ী তার একশো অশ্বারোহী এবং তিনশো সাহসী পদাতিক দ্বারা গঠিত তার সৈন্য বাহিনীসহ রাজা শত্রাজিত মির্জা নাথানের

সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। সৈন্য বাহিনী মির্জার নিকট পৌঁছলে উক্ত রাজার সহানুভূতির কথা তিনি সুবেদারকে লিখে জানান।

ত্রিপুরা অভিযানের পরিণতি ঃ এবার ত্রিপুরা রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্য বাহিনীর কার্যকলাপ ও তার ফলাফল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। দু'টি স্থল-বাহিনী ও একটি নৌবাহিনী মঞ্জিলের পর মঞ্জিল পার হয়ে কাওয়াইলা গড়ে উপস্থিত হলে, ত্রিপুরার রাজা শাহী ফৌজের বিরুদ্ধে নৈশ অভিযান চালানর পরিকল্পনা করেন। তাই তিনি এক হাজার অশ্বারোহী, ষাট হাজার পদাতিক এবং দু'শো হাতী নিয়ে মাঝ রাত্রে মির্জা ইস্পান্দিয়ারকে আক্রমণ করেন। মির্জা ইস্পান্দিয়ার কাওয়াই-লাগড় অতিক্রম করে উদয়পুরের[১৩] সন্নিকটে এসে পৌঁছেন। তুমুল প্রতিদ্বন্দিতা—মূলক যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষেই বহু হতাহত হয়। কিন্তু সম্রাটের সর্বজয়ী ভাগ্য অনুগত কর্মচারীদের সহায় ছিলো তাই মুসলিমগণ বিজয়ী হয়। উচ্চস্বরে বিজয় দুন্দভী বাজান হয়। ত্রিপুরা রাজ যুদ্ধ ক্ষেত্রে অনেককেই মৃত্যুর মুখে ঠেলি দিয়ে ছন্নছাড়ার মতো পালিয়ে যান। শাহী বাহিনী তার সত্তরটি হাতী অধিকার করে। তাদের এ বিজয়কে তাদের অন্যতম শ্রেষ্ট বিজয় বলে বিবেচনা করা হয়।

পালাতক রাজা এই বাহিনী কর্তৃক এখানে পরাজিত হয়ে দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে পথ চলে দৈবক্রমে মির্জা নূরুদ্দীন ও মসনদে আসা মুসা খাঁর সঙ্গে দেখা হয়। তাদের সৈন্য বাহিনীকে অসতর্ক ও অমনোযোগী দেখে তাদেরে আক্রমণ করেন। তিনি সেখানে তিনঘড়ি যুদ্ধ করেন। এখানেও তিনি পুনরায় পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন।

ত্রিপুরার রাজা পলায়ন ঃ রাজা উদয়পুর পেঁছার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জল পথে তার নৌ বাহিনীর ও স্থলপথে একটি সৈন্য বাহিনী শাহী নৌবহরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তাদের বলে দেওয়া হয় নদীর এক তীর থেকে অপর তীর পর্যন্ত এক সেতু নির্মাণ করে এবং নদীর উভয় তীরে দুর্গ তৈরি করে শাহী নৌবহরের চলার পথ রুদ্ধ করার জন্য। ত্রিপুরা রাজ্যের হুকুম অনুযায়ী তার সরদারগণ কাজ করে এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু মানুষের চেষ্টায় কি হয়? আল্লার ইচ্ছায়ই সব কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। শাহী নৌবহরের লোকজনও উদপুর পেঁছে জয় লাভ করে। নৌবহর ও স্থল বাহিনীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা উদয়পুর অভিমুখে

রওনা হয়। শাহী কর্মচারী সংবাদ পান যে রাজা তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে পালিয়ে গেছেন। তারা তাকে তিন দিন তিন রাত ধরে অনুসরণ করে। তারা ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়ায় যতদূর যাওয়া যায় ততদূর এগিয়ে যায়। অতপর ঘোড়া থেকে নেমে উচচপদস্থ কর্মচারীগণ হাতীতে এবং সাধারণ সৈনিকগণ পদব্রজে এগিয়ে চলে। তারা রাজার সন্ধানে পাহাড়ে জঙ্গলে প্রবেশ করে।

রাঙ্গজুলী অবরোধ অপ্রতিহত : এবার মির্জা নাথান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। রাঙ্গজুলী দুর্গের অবরোধ দীর্ঘদিন চলতে থাকায় তারা পঞ্চম প্রতিবন্ধকে না পৌছা পর্যন্ত তারা এক ঘের থেকে অন্য ঘেরে এগিয়ে যায়। তিনটি ঘের কাদা দ্বারা লেপা না হলেও মির্জা নাথান আর বিলম্ব করার চেষ্টা করেন নি। মির্জা সারারাত জেগে পঞ্চম প্রতিবন্ধকটি সম্পূর্ণ করেন। রাত প্রভাতের দু'ঘড়ি পূর্ব পর্যন্ত তিনি সে ঘেরের মধ্যে থাকেন। অনেক সৈনিক আবেদন জানায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার জন্য। তারপর তারা কাজের জন্য প্রস্তুত হবে। মির্জা জওয়াব দেনঃ 'প্রতি-বন্ধক শত্রু দুর্গের পরিখায় পৌঁছে গেছে। তোমরা দেখেছ শত্রুগণ গতকাল কি করেছিলো। এটা আমার সুচিন্তিত অভিমত যে অনুরূপ ক্ষতির যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে।' উচচ নীচ সবাই এতে জিদ ধরে। শেষে মির্জা বিশ্রাম স্থলে ফিরে আসেন এই শর্তে যে বাহিনীর তিন চতুর্থাংশ ঘেরে থাকবে। দিনটি যদি নিরূপ-দ্রবে কাটে তাহলে ঘেরটিকে আজরাত্রে আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে না। প্রথমেই তিনটি ঘেরের মাটির প্রলেপ দেওয়ার কাজটি শেষ করতে হবে। তখন তিনি ঘেরগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করবেন। মির্জার চলে যাওয়ায় দু' তিন ঘণ্টা পর শত্রুরা পুনরায় অগ্রসর হতে শুরু করে। প্রথমেই শত্রুরা পশ্চিম মুখী ঘেরের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠিয়ে তারা সেখানে যুদ্ধ করে। সংবাদ মির্জার বিশ্রাম স্থলে পেঁছিলে, তার ভৃত্য তাকে জানায়। বিছানা থেকেই তিনি পূর্বোক্ত ঘেরে অবস্থানরত সৈন্যদের সাহায্যে যাওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তখন শত্রুরা দুর্গ থেকে একদল সৈন্য গোবিন্দ মামুনের জামাতা অর্থাৎ রাজা পরীক্ষিতের পিতৃব্যের অধীন একটি সুবিধাজনক স্থান থেকে মির্জার বিশ্রাম-স্থল আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করে। এই উষ্ণ মস্তিষ্ক লোকটি গর্বিতভাবে এগিয়ে আসে। সে বাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্য মির্জা মস্ত আলি রেজাকে পাঠান। তিনি শুয়েই থাকেন। ইতিমধ্যে শত্রুর একটি দল বড়দুর্গে এসে হাজির হয় যেখানে শিবির এবং ভৃত্যরা মির্জার বখ্শী দেওয়ান বদ্রিদাসের অধীনে অবস্থান করছিলো। এ খবরও মির্জাকে জানান হয়। মির্জা অবদুস সামাদের অধীন একটি বাহিনী বখ্শীর

ওদুর্গসহ লোকজনদের সাহায্যে প্রেরণ করেন। বাহিনীটি সেখানে গিয়ে যুদ্ধ শুরু করে। যখন লক্ষ্য করলো যে মির্জার সৈন্যরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়েছে, তখন তারা দুর্গের সেই সুরঙ্গ পথে একটি বাহিনী পাঠিয়ে দেয়। বাহিনীটি আগের মতোই ঘেরে অগ্নি সংযোগ করে সামনে ধাবিত হয়। ঘেরের সহকর্মীরা বাম ও অন্যান্য দিকের যুদ্ধ দেখছিলো। তারা পাশ্চাদ্ভাগ সম্বন্ধে অমনোযোগী এবং তাদের কর্তব্যে হেলা করছিলো। পশ্চাদ্ভাগ আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘেরের ঘাসে আগুন লেগে যায়। পানি সরবরাহকারীরা আগুনে পানি ঢালার জন্য দৌড়ে পানি আনতে যাওয়ার সময়েই চক্ষের নিমিষে তা জ্বলে যায় এবং ঘেরটি ধ্বংস হয়। যুদ্ধ ভীষণ আকার ধারণ করে। উচ্চনীচ সবাই একের উপর আর একজন ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং একে অন্যকে না চিনেই আঘাত করতে থাকে। মির্জা এই অদ্ভুত হট্টগোল শুনে একাকী তার তাঁবুর বাইরে আসেন। অশ্বারোহীদের মধ্যে খাজা সাদতের একজন আর তাহির মোহাম্মদের একজন ছাড়া আর কেউ তার কাছে ছিলো না। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত। তাকে বহু কষ্টে ঘোড়ায় চড়িয়ে দেওয়া হলো। পদাতিকদের মধ্যে তার চার পাঁচটি খোজা ও দু' তিনটি সহিস ছাড়া তার কাছে আর কেউ ছিলো না। মির্জার শাহ ইনায়েৎ নামক হাতীটি মত্ত অবস্থায় ছিলো। মাহুত তাকে যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ রূপে সজ্জিত করে মির্জার কাছে নিয়ে আসে। মির্জা স্থির সিদ্ধান্ত করেন যে প্রতিবন্ধকে অবস্থিত সৈনিকরা যদি পিছু হটে আসে তাহলে তিনি নিজেই হাতীটিকে সামনে রেখে অদূরদর্শী শত্রুদের উপর আক্রমণ চালাবেন। কিন্তু আল্লার অভিপ্রায় ছিলোনা যে এই বিপুল সংখ্যক লোক উৎসন্ন হোক। সেই মুহূর্তে মস্ত আলি বেগ ও তার সৈন্যরা গোবিন্দ মামুনের জামাতাকে হত্যা করে এবং ভীষণ আঘাত হেনে আক্রমণকারী সৈন্যদলকে প্রতিহত করে তখনই শত্রুরা তাদের স্থানচ্যুত হয়—একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। ভালো রকমেই জয় লাভ হয়। তাদের যশ ও খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সবাই খুশী হয়। বিজয় দুন্দভী ও সংবাদবাহী তূর্য বেজে উঠে। কিন্তু দুর্গ অবরোধই থেকে যায়।

নাথান কর্তৃক বাছাধারী আক্রমণের জন্য সৈন্য প্রেরণ : পরদিন সকালে মির্জা দুশোরও অধিক অশ্বারোহী, দু'হাজার পদাতিক ও তিনটি হাতীর একটি বাহিনী বিদ্রোহীদের দূরবর্তী গ্রামগুলি আক্রমণ ও ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেন। নিকটবর্তী সমস্ত গ্রামের প্রজারা তাদের ধন সম্পদ, গবাদি পশুসহ ঐ সব গ্রামে চলে গিয়েছিলো। তাদের সংখ্যাধিক্যের জন্য তারা বিভিন্ন স্থানে দলবদ্ধ হয়ে দৃষ্টতাপূর্ণ

মনোভাব অবলম্বন করে। তারা শত্রুর দুর্গে রসদ সরবরাহ করছিলো। এতো দিন লুণ্ঠনের জন্য যে বাহিনী প্রেরিত হতো তারা রাত্রে শিবিরে ফিরে আসতো। বর্তমানে তাদের আল্লার উপর নির্ভর করে ফলপ্রসূ কার্য করার জন্য দু'তিন রাত বাইরে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। তদ্নুযায়ী উক্ত বাহিনীকে দুদিন ও এক রাতের জন্য এগিয়ে যেতে বাধ্য করা হয় এবং তারা বাউহান্তী[১৪] পরগনার প্রধান গ্রাম বাছাধারী লুট করে। মির্জার নির্দেশ ছিলো কোনো বিদ্রোহী লোককে ছেড়ে না দিতে এবং তাদের প্রত্যেককেই জীবিত বন্দী করে আনতে। যে সমস্ত গবাদিপশু তাদের হাতে পড়বে, সেগুলি নিয়ে আসা কঠিন হলে সেগুলির হাটুর পিছনের রগ কেটে দেওয়ার নিদেশ দেওয়া হয়। তাই প্রায় তিন হাজার গরুর পিছনের রগ কেটে দেওয়া হয় এবং ছোট বড় সতর শো বিদ্রোহীকে বন্দী করে আনা হয়। পাঁচদিন পর তারা মির্জা নাথানের নিকট ফিরে আসে। তারা তাঁর নিকট থেকে অনেক অনুগ্রহ লাভ করে। যাকেই পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করা হয় তাকেই তার পূর্ণ ভাগ দেওয়া হয়। ঘোড়াগুলিকে চার দিন বিশ্রাম দেওয়ার পর খাজা সাদত খাঁ এবং অন্যান্যদেরে আগের মতোই পুনরায় প্রেরণ করা হয়। এবারে তারা প্রশংসনীয় কাজ করে তিন দিন পর ফিরে আসে। শত্রুরা তাদের রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করায় খাজার লোক জন ও পশুদের খাদ্যরূপে হাটুর পিছনের রগ কাটা গবাদি পশুর মাংস ব্যবহৃত হতো।

নাথান কর্তৃক কাঠের প্রতিবন্ধক তৈরি ঃ শত্রুর দুর্গের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিবন্ধকগুলিকে দুর্গ প্রাচীরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। এরূপ করা সব সময়েই তাদের অভিপ্রায় ছিলো কিন্তু যখন কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসতো, শত্রুরা দু'বার পূর্বোল্লিখিত উপায়ে তাদের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেয়। যে সব স্থানীয় পাইক প্রতিবন্ধক তৈরির কাজে নিয়োজিত ছিলো, তাদের নির্দেশ দেন ঘাসের পরিবর্তে বান্ধ দেওয়ার জন্য সবুজ লতাসহ কাঠের ছোট বড় গোড়া নিয়ে আসার জন্য। এসব দিয়ে মির্জা ঠিক মতো প্রতিবন্ধক তৈরির ব্যবস্থা করেন। এভাবে প্রতিবন্ধকের পর প্রতিবন্ধক তৈরি করে তারা এগিয়ে যায়।

বলদেব কর্তৃক সুমারুয়েদের নিকট শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ ঃ তাই শত্রুদের সৈন্যবাহিনীর প্রধান সুমারুয়েদ কায়েত মুসলমানদের সৈন্য সমাবেশের কথা সামন্ত

রাজা বলদেবের নিকট চিঠি লিখেন। তদনীযায়ী তার রাজা আসামীদের সাহায্যে সুমারুয়েদের নিকট অষ্টাদশ পাহাড়িয়া রাজা আসামী ও তার নিজের লোকদের মধ্য থেকে সংগৃহীত প্রায় দশ হাজার সহাসী লোকের দ্বারা গঠিত একটি সাহায্যকারী বাহিনী রাজ খাওয়ার নেতৃত্বে তার নিকট পাঠায়। রাজ খাওয়া রাজা বলদেবের নিকট থেকে রাঙ্গজুলি দুর্গে সুমারুয়েদের নিকট আসে।

নাথান কর্তৃক হাজো থেকে এক হাজার সৈন্য সংগৃহীত: রাজ খাওয়ার আগমনে সৈন্য বাহিনীর মধ্যে গোলমাল সৃষ্টির হয় যে সুমারুয়েদ কায়েতের সাহায্যে আসামী সৈন্য এসেছে। মির্জা নাথান খাজা আজমত নামক তার এক খোজা ও তার হিন্দু কর্মচারী বনওয়ারী দাসকে হাজো থেকে অনেক অভিজাত অশ্বারোহী, পদাতিক বন্দুকধারী এবং তীরন্দাজ সৈন্য সংগ্রহের জন্য দশ হাজার টাকা দিয়ে পাঠান। তারা হাজো পেঁৗছে এবং অল্প সময়ের মধ্য এক হাজার লোক সংগ্রহ করেন এবং এই সমস্ত নির্বাচিত যোদ্ধাদের নিয়ে মির্জার নিকট আসেন। এদের মধ্যে সাদিক বাহাদুর নামে এক অদ্বীতিয় বন্দুকধারী ছিলো। সে তার বেতন নির্ধারিত না করে সেখানে আসে এই উদ্দেশ্যে যে সে মির্জার সম্মুখে তার নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে তার বেতন ঠিক করবে। যেদিন সে আসে সেদিনই সে বলে: 'মেহেরবাণী করে আমার জন্য একটি গারগজ (আচ্ছাদিত ঘাটি) তৈরি করান যা শত্রুর দুর্গের মতো দেখাবে।' মির্জা তৎক্ষণাৎ রাত্রের মধ্যেই একটি গারগজ তৈরি করান। লোকটি তাতে আশ্রয় নেয়। তার আসার দ্বিতীয় দিন রাত্রের শেষ ভাগে সাদিক বাহাদুর তার গারগজের উপর উঠে এক জন বন্দুকধারীকে হুকুম দেয় দুর্গের ভিতরের শত্রুদের বন্দুক থেকে গুলি ছুড়ে একজন একজন করে বিদ্ধ করার জন্য। এই দৈব অনুগ্রহ ও সাহাস প্রাপ্তযোগ্য ব্যক্তির নির্দেশ অনুযায়ী বন্দুকের কয়েকটি গুলি এমন ভাবে ছুড়া হয় যে, উভয় দিক থেকেই সোরগোল উঠে এবং বিশেষ করে দুর্গের লোকজনদের সকলকেই তার গুলি ছুড়ার চমৎকার নৈপুণ্য স্বীকার করতে এবং কৌশলের প্রশংসা করতে হয়। সেদিন তার বন্দুকের গুলিতে সাতটি লোক নিহত হয়। শত্রুরাও কাটের গোড়া সংগ্রহ শুরু করে। তারা দিনের বেলা ভয়ার্ত থাক লেও রাত্রে তারা গারগজ থেকে নিক্ষিপ্ত বন্দুকের গুলি থেকে নিজদের রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতো। পাইকদের দ্বারা দিনের বেলা অনিত কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা রাত্রে মির্জা গারগজের ডানে বামে নতুন নতুন ছোট ছোট প্রতিবন্ধক তৈরি করাতেন। শেষভাগে উক্ত বাহাদুর গারগজে আরোহন করে শত্রু কর্তৃক পূববর্তী দিনে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করে যে প্রতিবন্ধকগুলি তৈরি করতো তা ভেঙ্গে দিতো। অন্য

স্থান থেকেও শত্রুর উপর গুলিবর্ষিত হতো। দিনের বেলা তাদের চলাফেরা করার সুযোগ ছিলো না। তাদের প্রাচীরের নীচে আশ্রয় নিতে হতো। এসব সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও এমন কোনো দিন কাটে নি যেদিন বন্দুকের গুলিতে তাদের চার বা পাঁচ জন নিহত না হতো। এভাবে ক্রমান্বয়ে পনের দিন ধরে দুর্গের ভিতরের লোকজনদের মধ্যে কিয়ামতের দিন বিরাজ করতো।

সাদত খাঁ পুনরায় গ্রাম লুণ্ঠনের জন্য প্রেরিত ঃ মির্জা নাথান নতুন করে লুণ্ঠন চালাবার জন্য সাদত খাঁ ও অন্যান্যদের নিকট প্রস্তাব করেন। সাদত খাঁ ও তার সহচরগণ বলেন : 'দুর্গের চারদিকের বারকোশ পর্যন্ত কোন গ্রাম লুণ্ঠনের বাকি নেই। এখন লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে দূর থেকে দূরে ক্রমাগত এগিয়ে না গেলে লুণ্ঠনে কোন লাভ হবে না। মির্জা বললেন : 'এবার বাছাধারী চলে যাও, এবং আল্লার উপর নির্ভর করে সেখানে একটি দুর্গ তৈরি করে অবস্থান কর। সেখান থেকে লুণ্ঠন কার্য চালিয়ে যাবে।' এই সিদ্ধান্তের পর দু'শো অশ্বারোহী, কুশলী বন্দুকধারী, তীরন্দাজ ও তিনটি হাতী ও অস্ত্র সস্ত্রসহ সাদত খাঁকে এই অভিযানে প্রেরণ করা হয়।

সাদিক বাহাদুর কর্তৃক বন্দুকের গুলী ছুড়ার কৌশল প্রদর্শন ঃ মির্জা নাথান আগের মতোই সকল প্রতিবন্ধকগুলির অবস্থান পরিবর্তনের কাজে ব্যস্ত থাকেন। গারগজে আরোহন করে গুলি ছুড়ার জন্য সাদিক বাহাদুরকে নির্দেশ দেওয়া হয়। বন্দুক ছুড়ার কাজে সাদিক বাহাদুর অদ্ভুত কর্মদক্ষতার পরিচয় দেয়। সে দুর্গের ভিতরে সৈন্যদের মধ্যে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এক রাত্রে ভোর হওয়ার চার ঘড়ি পূর্বে মির্জা নতুন প্রতিবন্ধক ও নতুন গারগজ তৈরির কাজে সারা রাত কাটিয়ে বাহাদুরকে গারগজে চড়িয়ে ও তার বন্দুক ছুড়া লক্ষ্য করার জন্য খাজা আজমতকে সেখানে রেখে বিশ্রামের জন্য তার শয়নকক্ষে যান। দৈবক্রমে সাদিক সুযোগ পায়। বাহাদুর তাদেরে ডেকে দাবী করে 'তোমরা যে কোনো লক্ষ্যের কথা বলবে আমি তাতেই আঘাত করতে পারি। প্রথমবারেই বিদ্রোহীরা একটি বর্শা এনে তা দুর্গের দু'টি চূড়ার মাঝখানে রাখে এবং তাকে তাতে আঘাত করতে বলে। বাহাদুর প্রথম গুলিতেই তা খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে। তখন দুর্গের একটি লোক বাহাদুরকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে কথা বলতে থাকে এবং তাদের বন্দুকধারীকে তার প্রতি গুলি ছুড়তে বলে। বাহাদুর যখন তার সঙ্গে কথা বলছিলো তখন সেই বন্দুক ধারী একটি ছোট খিড়কী দিয়ে তার বন্দুক উচয়ে তার ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখছিলো।

বাহাদুরের দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ তার উপর পড়। সে বলে 'বীরের মতো বেরিয়ে এসো তুমি আমাকে প্রথম আঘাত করতে পার না আমাকে আঘাত করার আগেই তোমার বন্দুকটিতে আমি আঘাত করিতে পারি।' এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে-ই তার বন্দুকে ঘোড়া টেনে লোকটির হাতে বন্দুকের নলের মুখের উপর সোজাসোজি গুলি ছুড়ে এবং তাকে বন্দুকটিসহ নয় ইঞ্চি দূরে উড়িয়ে ফেলে। দুর্গের দুটি চূড়ার মধ্যে রক্ষিত একটি জাম্বুরাক (ছোট কামান Swivel gun) দেখতে পায়। সে চীৎকার করে বলে, 'আমার তৃতীয় কৌশল দেখো' বলে সঙ্গে সঙ্গে জাম্বুরকের নাল লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে। তার বন্দুকের গুলিটি আকারে প্রায় জাম্বুরকটির গুলির সমান ছিলো। তার গুলিটি সোজা জাম্বুরকের মুখে মুখ দিয়ে নলীর ভিতর ঢুকে জম্বর-কটিকে সম্পূর্ণ রূপে চূণ বিচূর্ণ করে দেয়। এ দৃশ্য দেখে অবরোধকারী ও অব-রুদ্ধ সবাই তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। কোনরূপ ইতস্তত না করে সাবাস সাবাস বলে তারা চীৎকার করতে থাকে। বাহাদুর তখন সহাস্য বদনে তার নিজের লোকজন-দের দিকে মুখ করে এবং শত্রুদের প্রতি পিছন ফিরে বসে তার বন্দুক ঠিক করছিলো। বন্দুক ঠিক করার সময় সে খাজা আজমতের সঙ্গে আলাপ করেছিলো। ইতিমধ্যে এক অদৃশ্যগুলি তার জীবনের অবসান ঘটায়। এই দুঃখজনক ও শিক্ষামূলক ঘটনার বিবরণ হচ্ছেঃ শত্রুদের একটি বন্দুকধারী লক্ষ্যহীন ভাবেই গুলি ছুড়ে। এই অশুভ গুলিটি গারগজের সামনে অবস্থিত প্রতিবন্ধকের দুটি কাঠের খুটির ফাঁক দিয়ে এসে তার মাথার নিচে লাগে। তাতেই তার জীবনের অবসান ঘটে। খাজা আজমত দুবার মির্জার নিকট এসে বাহাদুরের বন্দুকের নিশানা সম্বন্ধে বলে। আজমত তৃতীয়বার আসে এবং ঘুমন্ত মির্জার পা ধরে সাকি দেয়। মির্জা ভাবে যে সে হয়তো বাহাদুর কর্তৃক কোনো গুলি করার সংবাদ নিয়ে আবার এসেছে। তাই তিনি চোখ বন্ধ রেখেই উদাসিনভাবে বলেনঃ 'তার লক্ষ্য ভেদ সন্দেহাতীত। আমি ঘুম থেকে জাগলে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বলবে 'খাজা ধীরে ধীরে মির্জার কানে কানে পূর্বোক্ত ঘটনার কথা বলে। মির্জা শুনে হতভম্ব হয়ে পড়ে না অন্য কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করে তিনি সেই প্রতিবন্ধকে আসেন এবং ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ দেখতে পান।*

সাদিক বাহাদুরের মৃত্যু সংবাদ গোপন ঃ মির্জা হুকুম দেন যে প্রতিবন্ধক থেকে কেউ বাইরে যেতে বা বাইরে থেকে কেউ প্রতিবন্ধকের ভিতরে আসতে পারবে না।

* এখানে মওলানা মুবারক রচিত বাহাদুরের মৃত্যুতে মসিয়া (লোকগীতি) অনুবাদে বাদ দেওয়া হয়েছে।

বাহাদুরের মৃতদেহ গারগজে লুকিয়ে রাখতে হবে। যাতে শত্রুরা এ ব্যাপারেটি জানতে না পারে। বাহাদুরের এক ভৃত্য ছিলো যাকে সে পুত্রের মতো পালন করত তাকেও কখন কখন তার (বাহাদুরের) বড় বন্দুক ছুড়তে দিতো। সেও প্রশংসনীয় গুলিছুড়া আয়ত্ব করেছিলো। মির্জা তাকে তখন বাহাদুর যেমন করে গুলি ছুড়ত তেমনিভাবে গুলি ছুড়ার জন্য বললেন। রাতের অন্ধকারে বাহাদুরের মৃতদেহ শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়ে নীচে নামানর হুকুম দেন। তারপর তাকে সেই ঘেরের ভিতর কবর দেওয়া হলো। বাহাদুরের ওয়ারিশের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হলো :

তার শ্যালকের জন্য বছরে ২৫০ টাকা, তার স্ত্রীর জন্য ১৫০ টাকা ভাতা মঞ্জুর করা হলো। আর শ্বাশুড়ীকে ১০০ টাকা ও তার ভৃত্য যাকে সে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলো তাকে ১২০ টাকা দান করেন। এই বদান্যতা অন্যদের জন্য উৎসাহের কারণ হয়। বাহাদুরের ছেলেদের তার ফাতেহাখানীর জন্য ৩০০ টাকা দেওয়া হয়। বাহাদুরের সম্মানার্থে তার সমুখে এক ভোজের আয়োজন করা হয়। এমনি ভাবে তিনি সন্তোষের সঙ্গে ব্যাপারটি সম্পন্ন করেন। চতুর্থ দিনে শত্রুর দুর্গের লোকজন ব্যাপারটি জানতে পারলো এবং চীৎকার করে বললো আমরা হয়তো তোমাদের পালোয়ানকে মেরে ফেলেছি আর নয়তো সে তোমাদের চাকুরী ছেড়ে দিয়েছে।' এদিক থেকে লোকেরা বললো : 'বন্দুক সহ পলোয়ান তোমাদের সামনে উপস্থিত। তোমরা কি করে এ ধারণা করতে পারো?' তারা জওয়াব দেয়' 'তার বন্দুক যদি শক্রিয় না হতো তাহলে আমরা নিশ্চিতরূপেই জানতে পারতাম সে চাকুরী ছেড়ে দিয়েছে। বর্তমানে তার বন্দুক থেকে গুলি ছুটছে বটে; কিন্তু পূর্বে তার একটি গুলি ব্যর্থ হলে আর চারটি গুলি মারাত্মক হতো। বর্তমানে চারটির মধ্যে দুটি বা তিনটি গুলি ব্যর্থ হচ্ছে এবং একটি বা দুটি কার্যকরী হচ্ছে। এ দ্বারাই আমরা বুঝতে পারছি সে চলে গেছে।' বিষয়টি গোপন রাখা প্রয়োজন ছিলো। তাই এদিকের লোকেরা তা স্বীকার করে নি। বাহিনীর সৈনিকরা পূর্বের চেয়েও অধিক সন্ত্রস্থ হলো। মির্জা তাদের প্রত্যেকের নিকট গিয়ে বলেন; 'তোমরা মনে করো যে তোমরা সাদেক বাহাদুরকে যুদ্ধক্ষেত্রে স্বপ্নে দেখেছিলে। তোমাদের এ বিপদে সাহায্য করার জন্য রসুলের দোওয়া প্রার্থনা কর। তোমরা নিরুৎসাহ হবে কেন?' এমনি করে ক্রমে সৈনিকদের মন থেকে অস্থিরতা দূর হয়।

সাদত খাঁ কর্তৃক বলদেবের সৈন্যবাহিনী পর্যদস্ত : এবার সাদত খাঁ ও লুণ্ঠন চালনাকারী দলের অন্যান্যদের কার্যাবলী ও তাদের বিদায়ের পরবর্তী ঘটনাসমূহের

সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। সাদত খাঁ এখান থেকে রওনা হয়ে বাছাধারী পেঁাছে একটি দুর্গ তৈরি করে। দ্বিতীয় দিন লুণ্ঠন কার্য চালনার সিদ্ধান্ত করে। বাছা-ধারী গ্রামের সরদার গোবিন্দ তার কাছে এসে বলে: 'আপনি কাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছেন?' রাজা বলদেব তার নিজের দুহাজার নির্বাচিত সৈন্য ও রাঙ্গজুলী দুর্গ থেকে আরো দু'হাজার নির্বাচিত সৈন্য সহ গোবিন্দ লস্কর এবং সোনাবারিয়াকে আপনার বিরুদ্ধে পাঠিয়েছেন। তারা সারা রাত চলে পাঁচগিরিতে[১৫] থামবে এবং আগামী কাল সারাদিন তারা সেখানে অবস্থান করবে। দিনের শেষ পহরে তারা সেখান থেকে রওনা হবে এবং সন্ধ্যায় এখান পৌঁছে আপনার দুর্গ আক্রমণ করবে। তারা সারারাত গুলি ছুড়বে। এই হবে তাদের জন্য ভালো। পরদিন তারা ঠাটারী ও গরদূন এনে সেগুলি তাদের সম্মুখে রেখে তারা আপনার দুর্গ অধিকার করার চেষ্টা করবে।' তাই তারা স্থির করে যে শত্রু এসে তাদের আক্রমণ করার পূর্বেই তারা তাদের বিরুদ্ধে রওয়ানা হয়ে যাবে। তারা দুর্গে একটি বাহিনী রেখে রাতের শেষ পহরে রওনা হয়ে পড়ে। দিনের প্রথম পহরে তারা সেখান পেঁাছে শত্রুর সম্মুখীন হয়। শত্রুরা নদীকে তাদের আত্মরক্ষার প্রতিবন্ধক হিসাবে ঠিক করে তা রক্ষায় জন্য দুশো লোক মোতায়েন করে। অন্যেরা আহারে ব্যস্ত হয়। নদীতে পেঁাছার সঙ্গে সঙ্গে সেই দু'শো লোক এগিয়ে যায় এবং তাদেরে আক্রমণ করে। সোলতানখাঁপনী এবং একদল সহাসী যোদ্ধা (বাহাদুরান) অন্যান্য সমস্ত সৈন্য পিছনে ফেলে একটি হাতী তাদের সম্মুখে রেখে একটি সুবিধাজনক স্থান থেকে তাদেরে আক্রমণ করে যুদ্ধ আরম্ভ করে। এক উপায়ে তারা নদী পার হয় এবং যুদ্ধরত সৈনিকদেরে হঠাৎ আক্রমণ করে বসে। শত্রুরা সে আক্রমণ অধিকক্ষণ সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যায়। উচচ নীচ সমস্ত সৈনিক নদী পার হয়ে শত্রুর সমগ্র বাহিনীকে আক্রমণ করে। শত্রুরা এর জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলো। তারা পরাজিত হয়ে পালাতে শুরু করে এবং জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। যারাই প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছে তারাই নিহত হয়েছে। যুদ্ধে নিহতদের বিয়াল্লিশটি মাথা তাদের সঙ্গে আনে এবং বিয়াল্লিশটি লোককে জীবিত বন্দী করে। বিজয় ভেরী বজিয়ে তারা হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে সেখান থেকে তাদের দুর্গে ফিরে আসে।

গোবিন্দ সরদারের শাহী পক্ষে যোগদান: প্রথমে তারা দুর্গের চূড়ায় শত্রুদের মাথাগুলি লটকিয়ে দেয়। গোবিন্দ সরদারের সম্মুখে চল্লিশটি বন্দীর মাথা কেটে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। পনর জনের মাথা কাটার পর গোবিন্দ তার নিজের প্রাণের ভয়ে বলে: 'আপনারা যদি আমার নিজের এবং আমার জামাতার জীবনের

নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেন তাহলে আমি শপথ করছি যে নিম্নলিখিত দুটি বিষয়ের যেটিই করতে বলবেন সেটিই করব। প্রথমত আমি আপনাদের রাজা বলদেবের নিকট নিয়ে যেতে পারি। তিনি পাঁচশো পদাতিক এবং একশো অশ্বারোহী তার পরিবার পরিজন ও হাতীসহ বাওহাস্তি দুর্গে আছেন। এখান থেকে তা ছ'দিনের পথ। কিন্তু আমি আপনাদের এমন একটি পথ দিয়ে নিয়ে যাবো যে সেখানে পেঁৗছতে আমাদের মাত্র ছ' প্রহর সময় লাগবে। আপনারা তাকে তার সম্পত্তি, পরিবার ও হাতীসহ বন্দী করতে পারেন। দ্বিতীয়ত আপনারা আমাকে মির্জার নিকট নিয়ে যেতে পারেন যাতে আপনারা এক পহরের মধ্যে রাঙ্গজুলী দুর্গ অধিকার করতে পারেন। আমি আপনাদের বাহিনীকে এমন একটি দুর্বল স্থানে নিয়ে যাব যে সেখানে পেঁৗছার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গটি আপনাদের অধিকারে এসে যাবে।' বলদেবের বিরুদ্ধে না গিয়ে খাজা সাদত খাঁ সকলকে নিয়ে ফিরে যাওয়ার কথাই চিন্তা করলেন। তিনি মির্জা নাথানকে বিজয়ের বিস্তারিত বিবরণ এবং গোবিন্দের শপথের কথা লিখে জানান। মির্জা রাত্রে বখশী বদ্রিদাসের নেতৃত্বাধীন পঞ্চাশ-জন অশ্বারোহী, তিনশো পদাতিক এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করেন। তিনি খাজা সাদত খাঁ ও তার সহকর্মীদের নিকট নিম্নলিখিত চিঠি লিখেনঃ 'রাজা বলদেবের বিরুদ্ধে আপনার অগ্রসর হওয়ার অন্তরায়ের কারণ নাকাড়া হাতীর (যে হাতীর পিঠে নাকাড়া বহন করা হয়) অভাব। সমগ্র অশ্বারোহী বাহিনী থেকে দেড়শো নির্বাচিত অশ্বারোহী, আপনার বাহিনী থেকে বার শো পদাতিক আপনার সঙ্গে নিবেন। যেদিন আপনি এই চিঠি পাবেন এবং যে দুটি হাতী যা আপনার সঙ্গে যাবে তার মধ্যে মাদী নাকাড়া হাতীটি দুর্গস্থ অবশিষ্ট অশ্বা-রোহী ও পদাতিকদের নিকট রেখে সেদিনই রাজা বলদেরে বিরুদ্ধে রওনা হয়ে যাবেন। এই বাহিনীটি আমাদের নিকট থেকে আপনাদের নিকট রসদ সরবারাহের মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে। আমরা তাদের নিকট রসদ পাঠাব। তারা তা আপনাদের নিকট পেঁৗছাবে।' রাত্রের শেষ পহরে বদ্রিদাস ও তার দল রওনা হয়ে যান। দিনের প্রথম পহরের সময় সাদত খাঁর দুর্গের এদিকে দু'দল লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়। তারা মির্জা নাথানের নিকট ফিরে যাচ্ছিলো। বদ্রিদাস সাদত খাঁর চিঠি তাকে দেখান এবং বলেন যে রসদ পাওয়াই যদি তার উদ্দেশ্য হয় তা তাদেরে যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয় নি। তারা তাদের মূল ঘাটি অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। নেতা অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর উপর তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন। তারা তাদের পথে এগিয়ে চলে। একের পর এক মির্জা নাথানের নিকট যেয়ে পেঁৗছে।

নাথান কর্তৃক শত্রুর রসদ সরবরাহের পথ রুদ্ধ: এদের এ কাজে মির্জা অসন্তুষ্ট হন। তিনি তাদের নিকট এসে বলেন 'তোমাদের ফিরে আসার উদ্দেশ্য কি?' সরদারেরা জওয়াব দেয়:' আমরা গোবিন্দকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এক পহরের মধ্যে আমরা রাঙ্গজুলি দুর্গ অধিকার করব। এর পর অন্যদের চিন্তা করব।' মির্জা এতে খুব খুশী হলেন। ওজয়াবে তিনি বললেন:' এখনও দেড় পহর বেলা রয়েছে। চলো দেখি কি করে তোমরা দুর্গটি অধিকার কর? লোকগুলি লজ্জায় এগিয়ে গিয়ে দুর্গ আক্রমণ করতে চাইলো। কিন্তু সঠিকভাবে করতে হবে। তাই তিনি শেষ পর্যন্ত তাদের উৎসাহপূর্ণ কথা বলে এবং খুশী করে পরিখায় নিয়ে আসেন এবং নিরস্ত করেন। রাত্রে অনুগত শাহী কর্মচারীদের ডেকে পাঠান হয়। গোবিন্দকে সভাস্থলে আনা হয়। এবং তাকে এ কাজের সঠিক পন্থাসম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। গোবিন্দ বলে: 'রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য আমি সব কথাই আপনাদের বলেছি। এখন আপনাদের যা অভিরুচি। আপনার নির্দেশ আমি আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আপনারা যখন আমার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তখন যতক্ষণ আমি আপনাদের এ ঋণ পরিশোধ করতে না পারি ততক্ষণ পূর্ণ আহার্য গ্রহণ আমার জন্য নিষিদ্ধ (হারাম)'। মির্জা তাকে উৎসাহিত করার জন্য আল্লার নামে শপথ গ্রহণ করে বলেন: 'তুমি এমন একটি কাজ করলে, আমি যদি তোমাকে হিজদা রাজাদের (অষ্টাদশ রাজা) উপর এবং বলদেবের স্থলে রাজা রূপে প্রতিষ্ঠিত না করি তা হলে আমি আমার পিতার সন্তান নই।' তাকে উপযুক্ত সম্মান সূচক পোষাক দেওয়া হয়। পরদিন খুব ভোরে পরিখাসমূহের রক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আশ্বস্থ হয়ে মির্জা একটি ঘোড়ায় সোয়ার হন। গোবিন্দের নির্দেশিত পথে তিনি শত্রুর দুর্গে পশ্চাদ্ভাগে গমন করেন। তিনি যে পথে দুর্গে রসদ সরবরাহ করা হয় সেই পথের মাথায় এসে উপস্থিত হন। সেখানে একটি দুর্গ মির্মাণের জন্য গোবিন্দ তাকে উপদেশ দেয়। সেখানে একটি বাহিনী মোতায়েন করে দুর্গে যাওয়া আসার পথ রুদ্ধ করার কথা বলে। মির্জা সেখানে একটি দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং কর্মীদের তা নির্মাণের এবং সুরক্ষিত করার জন্য হুকুম দেন। তিনি একশো অশ্বারোহীকে এক কোশ দূরে গিয়ে পথের দুধারে অবস্থান করার জন্য হুকুম দেন। রসদ সেখানে পেঁাছার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য দ্রব্য দখল করে নিতে এবং খাদ্য সরবরাহ কারীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। উক্ত বাহিনী সেখানে গিয়ে স্থান গ্রহণ করে। মাঝ রাতে রসদ সরবরাহকারীরা সেখানে আসে। সৈনিকেরা তাদের গোপন অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে তাদের উপর ভীষণভাবে আঘাত হানে। অনেকেই নিহত হয় এবং প্রচুর দ্রব্য তাদের হাতে আসে। এদিক থেকে রসদ সরবাহ বন্ধ হয়। সময়টি

বর্ষাকাল না হলেও সন্ধ্যার দিকে এমনভাবে বৃষ্টি শুরু হয় যে দুর্গের যেটুকু তৈরি হয়েছিলো তা নষ্ট হয়ে যায় এবং তাকে রক্ষা করার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। যেখানে দুর্গের প্রাচীর তৈরি হবে সেই স্থানটির চারদিকে এমনভাবে খুটির বেড়া দিতে হুকুম দেন যাতে এই আবরণের নীচে দেওয়ালের কাজ চালানো যায়। দরকার হলে বন্দুকধারীরাও যাতে এই বেড়ার নীচে থেকে কাজ করে যেতে পারে। এই ব্যবস্থা করা হলে তিন দিনের মধ্যে দুর্গের রক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়। মির্জা সোলতান খাঁ পনীর নেতৃত্বে একশো অশ্বারোহী এবং তিনশো কুশলী বন্দুকধারী সে দুর্গে নিয়োজিত করেন। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের পিতৃব্য সর্ব্ব গোষাইর পুত্র রতিকাণ্ডকে সাদত খাঁর সাহাযের জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি তখন গোবিন্দকে বলেন: 'এবার কি করা যাবে?' সে বলে 'ওদের রসদ সরবরাহের একটি পথ ছিলো—যেখানে প্রথমে আপনারা পশ্চিম দিকে পিছন করে দুর্গ তৈরি করেছিলেন সেদিক দিয়ে অপর এবং উল্লেখযোগ্য পথ ছিলো এখান দিয়ে যা বর্তমানে বন্ধ করা হয়েছে। এরপর এই দুটি দুর্গের মাঝখান দিয়ে একটি সোজা পথ রয়েছে, সেখান দিয়ে রসদ সরবরাহ হতে পারে। সে পথটিও বন্ধ করতে হবে। তখন ধুলি ছাড়া দুর্গাভ্যন্তরস্থ লোকদের বেঁচে থাকার মতো কোনো খাদ্য দ্রব্য থাকবে না।' মির্জা তখনই সেখানে যান এবং সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণের নির্দেশ দেন। এখানেও দিনরাত তিনদিন ধরে বৃষ্টি পড়তে থাকে। তাই বেড়া তৈরি করে পূর্বের মতোই দুর্গ তৈরি করা হয়। আশিটি অশ্বারোহী ও আড়াইশো পদাতিক গোস্তফা কুলি বেগের অধীন সেখান মোতায়েন করা হয়। তাকে সাহায্য করার জন্য একটি অনিয়মিত বাহিনীসহ রাজা শত্রুাজিতের কর্মচারী ভবানীরায়কে মোস্তফার সঙ্গে দেওয়া হয়। এ স্থানটির নিরাপত্তা সম্বন্ধেও আশ্বস্থ হয়ে মির্জা গোবিন্দকে আবার জিজ্ঞেস করেন আর কি কি করতে হবে। সে বলে 'আমার বিশ্বাস যে, যে মুহূর্তে আমরা সর্ব অগ্রবর্তী ফাড়ি অধিকার করব সে মুহূর্তেই কাল বিলম্ব না করে শত্রুরা দুর্গ ত্যাগ করে পালিয়ে যাবে।' কিন্তু আশ্চর্য যে সে স্থানটি অধিকার করার পরও শত্রুরা দুর্গ ত্যাগ না করে চরম দুর্দ্দশার মধ্যেও দুর্গেই থেকে যায়। এতে প্রতীয়মাণ হয় যে এদের জীবিত বন্দী হওয়াই আল্লার অভিপ্রায়। তাই তারা স্বেচ্ছায় সেই 'কামারগাহে' (শিকারের ঘোরের মধ্যে) রয়ে যায়।

নাথান কর্তৃক প্রভুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার: অবস্থা এ পর্যায়ে পেঁছলে মির্জা তার দুজন বুদ্ধিমান ও কুশলী যোদ্ধা মস্ত আলিবেগ ও সইফ খাঁকে গোবিন্দের সঙ্গে সেখানে অবস্থিত একটি খুব উঁচু স্থান দেখে আসার জন্য প্রেরণ করেন। সেখানে

একটি দুর্গ তৈরি করতে পারলে শত্রুদের জীবিত বন্দী করা যাবে। তারা গিয়ে স্থানটি দেখে আসে। যায়গাটি এতো উচু যে সেখান থেকে দুর্গের সমস্ত কিছুই দেখা যায় এমন কি এর ভিতরে অবস্থানরত লোক জন ও পশুগুলির পা পর্যন্ত দৃষ্টি গোচর হয়। তারা তা দেখে ফিরে আসলে দুর্গস্থ লোকজন ভীত হয়ে পড়ে। তারা মনে মনে ভাবলো যে মির্জা যদি সেখানে দুর্গ তৈরি করে তাহলে তাদের পালাবার আর কোনো পথই থাকবে না। তাই তারা তৎক্ষণাৎ গভীর খাদের দিকের প্রাচীর ভেঙ্গে খাদের জল স্রোতের উপর সেতুনির্মাণ করে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। লোক দুটি ফিরে এসে মির্জার কাছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়। তিনি প্রথমে সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করার জন্য একদল লোক নিযুক্ত করেন। তিনি নিজে সেখানে যান। কিন্তু পরে মস্ত আলি বেগ ও সঈফ খাঁর উপদেশ মতো দুর্গ নির্মাণের কাজ পরের দিন পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। কারণ উক্ত উচচমানের চার দিকে বৃষ্টির পানিতে ভর্তি এবং সেই উচচস্থানটি ছাড়া সেখানে এমন কোনো জায়গা ছিলো না যেখানে দিয়ে সৈনিকরা উপরে উঠতে পাড়ে। এ ছাড়া সে স্থানটির পানি ভর্তি অবস্থা এবং দিনরাত তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য কর্মীরা রাত্রে তাদের কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করতে পারে। এও সম্ভব যে শত্রুরা রাত্রে দুর্গ পরিত্যাগ করতে পারে। তা যদি হয় খুবই ভোলো অন্যাথায় মির্জা পরদিন খুব ভোরে সেখানে যাবেন। স্থানটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে সন্ধ্যার দিকে অন্য কোনো কর্মচারীর উপর তার নেতৃত্ব দিয়ে তিনি সে স্থান ত্যাগ করে ফিরে আসবেন।

রাঙ্গজুলি অধিকৃত : যে পরিখা থেকে পূর্বে তিনি কৃত্রিম প্রতিবন্ধকগুলি শত্রুর দুর্গের দিকে চালিত করতেন ততেই তিনি সে রাতে বিশ্রাম করেন। সমস্ত পরিখার লোকজনদের তিনি কঠোর নির্দেশ দেন। রাতটি খুব তৎপরতার সঙ্গে কাটাতে এবং কোনো লোককেই তার কর্তব্যে অবহেলা করতে না দেওয়ার জন্য। তদনুযায়ী সব কিছুই সঠিক অবস্থায় থাকায় মির্জা মাঝরাত্রে নিজের বিছানায় বসে আল্লার এবাদতে কাটান এবং তার কান খাড়া রাখেন। হঠাৎ তিনি গোলমাল শুনতে পান। তিনি ভাবেন যে এগোলমালের দুটি কারণ থাকতে পারে, অর্থাৎ হয় শত্রুরা আমাদের কোনো একটি পরিখা আক্রমণ করেছে, আর নয়তো তারা পালিয়ে যাচ্ছে। তাই তার পাশে ঘুমন্ত খাজা সাদত খাঁকে জাগিয়ে তার সঙ্গে নিলেন। যে মশালচী তার দ্বার প্রান্তে পাহাড়ায় নিযুক্ত ছিলো নীরবে তার শয্যাপার্শ্বে আসে। মির্জা তাকেও তার সঙ্গে নেন। তিনি তার কক্ষ থেকে রের হয়ে প্রতিবন্ধকের নিকট আসেন। সেখানে তিনি খানিক্ষণ দাঁড়ান। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে তিনি খাজা

সাদাত খাঁকে বলেন : 'ওরা আমাদের কোনো পরিখা আক্রমণ করলে নিশ্চিতভাবে আগুন জ্বালাতে হতো। আমার মনে হচ্ছে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে শত্রুরা তাদের দুর্গ পরিত্যাগ করছে।' সেখান থেকে তিনি তার নিজের ঘেরের : নিকট যান এবং প্রহরীদের ব্যাপারটি জানান। সে দলটি অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই খাজা সাদত খাঁ ও তার নিজের মশালচীকে সঙ্গে নিয়ে মির্জা শত্রু দুর্গের খাদের পাড়ে উপস্থিত হন। কোনরূপ ইতস্তত না করেই তিনি খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়েন। তিনি মশালচীর হাত থেকে মশালটি নিজ হাতে নেওয়ার জন্য খাজা সাদত খাঁকে নির্দেশ দেন। মশালচীকে হুকুম দেন তার খঞ্জর দিয়ে দেওয়ালে সিড়ি তৈরি করে দুর্গের চূড়ায় আরোহন করার জন্য এবং দেখতে যে শত্রুরা দুর্গের মধ্যে আছে না তা ছেড়ে চলে গেছে। মাশলাচী তৎক্ষণাৎ দেওয়ালে সিড়ি কেটে চূড়ায় আরোহণ করে। ইতিমধ্যে প্রতিবন্ধকগুলি থেকে সৈনিকেরা দ্রুত অগ্রসর হয়। কিন্তু অন্য সবার আগেই মশালচী প্রাচীরের উপর উঠে পড়ে। অতপর খাজা সাদত খাঁর নিকট থেকে মশালটি নিয়ে দেখেন যে দুর্গের মধ্যে একটি পাখীও নেই। দুর্গ সম্পূর্ণ শূন্য। তেমনিভাবে বা হাতে মশালটি ধরে ডান হাত দিয়ে খাজা ও মির্জাকে টেনে প্রাচীরের উপর উঠিয়ে নেয়। গোলমাল শুরু হলে সমস্ত পরিখা থেকে সৈনিকেরা দুর্গে প্রবেশ করে। বিজয়ভেরী ও সুসংবাদ ঘোষক তুর্য্য বাজান হয়। রাত্রেই মির্জা সমস্ত দুর্গটি পরিদর্শন করেন। রাতের শেষভাগে ষষ্ট ঘড়ি সময় তিনি তার বিশ্রাম স্থলে ফিরে আসেন।

নাথান কর্তৃক সুমারুয়েদের পশ্চাদ্ধাবন : সৈনিকেরা ভেবে ছিলো যে বিয়াল্লিশ দিন অবরোধের পর তেতাল্লিশ দিনের রাত্রে দুর্গটি অধিকৃত হয়েছে। তাই তারা এ স্থান ত্যাগ করে কোনো লোকবসতি পূর্ণ স্থানে গিয়ে কয়েক মাস কাটাবে। এই অবরোধের সময় সপ্তম দিনের পর থেকে বস্তুত পক্ষে কোনোরূপ খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ছিলো না। কারও কাছে কিছু থাকলে নিজে কম খেয়ে দয়া বশতঃ অন্যদের দিত। যার কিছুই থাকতো না তাকে দুতিন দিন পৃথকভাবে থাকতে হতো। কোন কোন ঘোড়া সাত আট দিন পর্যন্ত খাদ্য ছাড়া ছিলো। এমনকি মির্জার শাহী ঘোরাগুলিকেও দানা না খেয়ে থাকতে হয়। কিন্তু মির্জা নাথান বিয়াল্লিশ দিন অবরোধে আটক থেকে কঠোর শাস্তি ভোগের পর শরবিদ্ধ হরিণের মতো তার হাত থেকে পলাতক শত্রুদেরে নিশ্বাস ফেলবার ও সময় দিতে রাজি নন। তিনি ভাবলেন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও পলাতক সৈন্যদেরে একত্রিত করার পূর্বেই তাদেরে বিতাড়িত করতে হবে আর নয় তো বন্দী করে আনতে হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি তার

বখ্‌শীকে নির্দেশ দেন দুশো অশ্বারোহী, দু'হাজার পদাতিক ও পাঁচটি হাতীর একটি বাহিনী খাজা সাদত খাঁর নেতৃত্বে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে প্রেরণের জন্য। তিনি তিন দিন সেখানে অবস্থান করে তাদের অনুসরণ করেবেন। এখানে তিনি পরশু-রামের পশ্চাদ্ধাবণরত বলভদ্রদাস ও অন্যান্যদের যারা পিছনে রয়ে গেছে, তাদের নিরাপত্তার সন্তোষজনক ব্যবস্থাও তাকে করতে হবে। পরদিন সূর্যোদয়ের পর মির্জা নিজে সাদত খাঁর সাহায্যার্থে অগ্রবর্তীবাহিনী প্রেরণের জন্য যান। প্রথমেই সোলতান খাঁ ও তার ভাইয়েরা অগ্রসর না হওয়ার জন্য কিছু অজুহাত বের করলেন। তাছাড়া মস্ত আলিবেগ এবং অন্যান্যরাও আর অগ্রসর হতে রাজি হয় নি। এতে মির্জা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তিনি তার ক্যাম্পে ফিরে আসেন। মধ্য রাত্রের পর তিনি তার অন্যতম অনুগত ভৃত্য শেখ আমানুল্লার ভ্রাতা খাজা আহাম্মদকে সত্তরজন অশ্বারোহী, পাঁচশো পদাতিক ও মত্ত হাতী শাহ ইনায়েৎসহ খাজা বলভদ্রের সাহায্যে প্রেরণ করেন। তিনি অভিশপ্ত পরশুরামকে ধ্বংস করার জন্য শোলমারীতে অবস্থান-রত বাহিনীর অধিনায়কত্ব করছিলেন। পরদিন ভোরে যাত্রাকালীন দামামা বাজান হয়। ইতিমধ্যে রাজা লক্ষ্মী নারায়ণের পিতৃব্য সর্ব গোষাইর পুত্র রতিকান্ত অগ্রসর হতে দৃঢ়ভাবে অসম্মতি জানায়। কয়েকজন গোপনীয় কর্মচারী তাকে উপদেশ দিতে পাঠান হয়। এমনি করে এক পহর সময় নষ্ট হয়। ব্যাপারটি যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন রতিকাও তার পুটলাপুটলী নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য ঘোড়ায় সোয়ার হন। নিম্নলিখিত নির্দেশ দিয়ে একশো অশ্বারোহী নিয়ে খাজা সাদত খাঁকে প্রেরণ করা হয়; 'সঠিক পথে যদি সে ফিরে আসে ভালো। অন্যাথায় তার মাথা নিয়ে আসবে। শাহী ব্যাপারে সে যখন আজ অবাঞ্ছিত কাজ করছে, তখন আমি তাকে আর একটি বলদেব মনে করব এবং তাকে মৃত্যু দণ্ড দেবো; শাহী প্রশ্নের জওয়াব দেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত আছি।' সাদত খাঁ ও তার দল তার নিকট যায়। তারা যখন তার সন্ধানে অগ্রসর হয় তখন গত্যন্তর না দেখে তাদের সঙ্গে আসতে রাজি হয়। দিনের দেড় প্রহর বেলা মাত্র বাকি থাকা সত্ত্বেও তিনি রঙ্গজুলি দুর্গের আশে-পাশের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেন। তিনি একটি মাঠে এসে তাবু ফেলেন। দুর্গ বিজয়ের পূর্ণ বিবরণ খাঁ ফতে জঙ্গের নিকট রিপোর্ট করা হয়। খাঁ এই সমস্যার দুঃশ্চিন্তা থেকে স্বস্থির নিশ্বাস ফেলেন।

ত্রিপুরা রাজ বন্দী: এবার মির্জা নূরুদ্দীন ও অন্যান্য শাহী কর্মচারী যারা ত্রিপু-রার রাজার পশ্চাদ্ধাবন করেছিলো এবং কি করে তা শেষ হয়েছিলো তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। তিনদিন তিনরাত তারা ঘোড়ায় চড়ে যতদূর চলার ছিলো ততদুর

পর্যন্ত তারা তার পিছনে ধাওয়া করে। অতপর তারা হাতীতে চড়ে যায়। রাজা পাহাড়ের নিকট এলে তিনি হাতী ত্যাগ করেন, কারণ হাতীতে চড়ে পাহাড় অতিক্রম করা সম্ভব ছিলো না। তাছাড়া তার অনুসরণকারী শাহী বাহিনীকে বিভ্রান্ত করাও এর উদ্দেশ্য ছিলো। শাহী কর্মচারীগণও হাতী পরিত্যাগ করে পায়ে চলে পাহাড় জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তার অনুসরণ করে। আকস্মিকভাবে মির্জা নূরউদ্দীনের এক ভৃত্য মির্জা ইস্পান্দিয়ারের এক মোগল ভৃত্যসহ একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আসে। তারা দেখতে পায় কয়েকটি স্ত্রীলোক এক জনের পর একজন হেটে চলেছে। ভৃত্যটি একটি স্ত্রী লোকের পিছনে ছুটে গিয়ে তাকে ধরতে চায়। স্ত্রী লোকটি কেঁপে উঠে। রাজা গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন। তিনি তাদের দু'জনকেই দেখতে পান। তিনি বেরিয়ে এসে তাকে আক্রমণ করেন। তিনি তার তরবারি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করেন। আঘাতটি কার্যকরী হলেও ভৃত্যও তার তরবারি দিয়ে রাজাকেও আঘাত করে। ভৃত্য রাজাকে পুনরায় আঘাত করতে হাত উঠালে রাজা চীৎকার করে উঠেন: 'আমি ত্রিপুরার রাজা।' ভৃত্য তরবারি সংযত করে এবং রাজার কোমর ধরে ফেলে। রাজা ছিলেন অধিক শক্তিশালী আর ভৃত্যের শরীর থেকে খুব রক্ত বের হচ্ছিলো তাই রাজা পালিয়ে যান এবং ভৃত্য মোগল টিকে চীৎকার করে বলে: 'আমি ওকে শেষ করে দিয়েছি, ও কে যেতে দিও না।' মোঘল দৌড়ে রাজার নিকট যায়, তার কোমড় ধরে ফেলে এবং তাকে মাটিতে আছড়ে ফেলে। সে যখন রাজাকে বাধতে যাবে, তখন মিজা নূরুদ্দীন, মির্জা ইস্পান্দিয়ার এবং মুসা খাঁ একে একে সেখানে আসেন এবং রাজাকে বন্দী করেন। রাজার স্ত্রীগণ জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলেন তাদের মওহেরাতসহ তারাও মনিমুক্তা খচিত অস্ত্র এবং বহু ধন রত্নসহ ধরা পড়েন। তারা পাঁচ দিন সেখানে ছিলেন এবং রাজার সমস্ত ছেড়ে দেওয়া হাতী দখল করেন। সেখানে থেকে তারা বিজয়ীর বেশে হৃষ্ট চিত্তে উদয়পুর ফিরে আসেন এবং এর বিস্তারিত বিবরণ খাঁ ফতে জঙ্গের নিকট রিপোর্ট করেন। খাঁ লোক মারফত কড়া নির্দেশ পাঠান মির্জা নূরুদ্দীন, মির্জা ইস্পান্দিয়ার ও মসুনদে আলা মুসা খাঁর নিকট এই বলে যে তারা যেন সমগ্র বাহিনী সেখানে রেখে রাজা, তার পরিবার ও ধনরত্ন নিয়ে জাহাঙ্গীরনগর চলে আসেন। তারা খাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন এবং রাজাকে নিয়ে তার হাতী, পরিবার ও ধনরত্নসহ ফিরে আসেন। তাদের প্রশংসনীয় কাজের জন্য তাদের প্রত্যেককেই বিশেষ অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানিত করা হয়। খাঁ ফতেজঙ্গ এই বিজয় সংবাদ শাহী দরবারে প্রেরণ করেন।

নাথান ও তার বাহিনীর দুর্ভোগ : এবার পূর্ববর্তী বিষয়ে ফিরে মির্জা নাথানের রাঙ্গজুলী দুর্গ ও তার শিবির যেখানে ছিলো সেখান থেকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে রাত্রে এই নতুন স্থানে তাবু ফেলার পর সংঘটিত ঘটনার বিষয়ের বর্ণনা দিচ্ছি। পরদিন ভোরে মির্জা সেখান থেকে রওনা হয়ে দিনের এক চতুর্থাংশ বেলা বাকি থাকতেই বাকু নদীর তীরে অবস্থিত বাকু[১৬] নামক স্থানে থামেন। সৈনিকেরা অনাহারে ছিলো। কেউ কেউ চারদিন কেউ বা তিন দিন এবং অনেকেই একদিন ধরে উপবাস করে আছে। তাদের এই অনশনের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে মির্জা নাথানও দু'দিন কিছুই খান নি। এদের অনেকেরই বমি বমি ভাব দেখা দেয়। কারো খবর নেওয়ার প্রবৃত্তি কারো ছিলো না। মির্জা নাথানও বমি করতে শুরু করেন। পরদিন সকাল থেকেই তিনি পাকস্থলীতে বেদনা অনুভব করতে থাকেন। যে সব ঔষধ তিনি সেবন করেন তা রাত চার ঘড়ি পর্যন্ত হজম হয় নি। পরে মির্জার ভালো ঘুম হয়।

সুমারুয়েদের সঙ্গে মোকাবিলা : ইতিমধ্যে চাতসা রাজা[১৭] এবং আক্রা রাজার ভাই রূপবরকে মির্জা সেখানে থামার পর শত্রুর সংবাদ নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করা হয়। তারা ফিরে এসে জানায় যে সুমারুয়েদ কায়েত রাত্রে দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি সংকীর্ণ পথে উপস্থিত হয়েছে এবং সেই পার্বত্য পথে একটি দুর্গ তৈরির কাজ শুরু করেছে। সে দিনই যদি সৈন্য বাহিনী দ্রুত গিয়ে সেখানে পৌঁছতে পারে তাহলে সেপথ অতিক্রম করা সম্ভব। সেই ধৃষ্ট শত্রু যদি দুর্গ তৈরির কাজ শেষ করে ফেলে তা হলে সৈন্য বাহিনী বহু পথ ঘুরে ছ'দিনে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না। খাজা সাদত খাঁ, মস্ত আলিবেগ এবং সোলতান এসে তার পা ধরে টেনে ঘুম থেকে উঠান এবং বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন। মির্জা বললেন: 'এখান থেকে রওনা হয়ে সেখানে পৌঁছতে কত সময় লাগবে তা তাদের জিজ্ঞেস করুন।' তারা বলেন: 'একদিন ও আধ পহর সময়ের মধ্যে সহজেই সেখানে পৌঁছা যাবে।' মির্জা বলেন: 'আমাকে একটি সুকপালে করে নিয়ে এখুনি এগিয়ে চলুন। সেখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে আমি আমার শক্তি ফিরে পাব। তখন আমি ঘোড়ায় সোয়ার হতে সক্ষম হবো।' সেভাবেই কাজ করা হয়। মির্জার মির সামান ইয়াকুব খাঁর অধীন একটি দলকে সেখানে রেখে আসা হয়—ভৃতদের এবং সমস্ত আসবাবপত্র নিয়ে পরে আসার জন্য। তারা দ্রুত অগ্রসর হয়ে দিনের দেড় পহর পর গিরিপথে পৌঁছেন। তারা তখন মির্জা নাথানকে জানায়। মির্জাও সম্পূর্ণভাবে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হন।

বাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করে তিনি এগিয়ে চলেন। অগ্রবর্তী বাহিনী নিয়ে সাদত খাঁর পহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুমারুয়েদ ও তার দল কামান বন্দুক ছুড়তে শুরু করে। তারা ঘোড়া থেকে নেমে ঢাল দিয়ে মুখ আবৃত করে গিরি পথের দুর্গ আক্রমণ করে। শত্রুরা নির্ভয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। উত্তেজিত বীরেরা তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। তাদের লোকদের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখা দিতে দেয় নি। তারা একমন এক ব্যক্তি হয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভীষণ যুদ্ধ চলা সত্ত্বেও মাহুতেরা দুর্গের প্রাচীর পর্যন্ত তাদের হাতীগুলি নিয়ে এগিয়ে যায়। সুমারুয়েদ অধিক্ষণ প্রতিরোধ করতে না পেরে তার বাঁ পাশের গুপ্ত পথ দিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। অগ্রবর্তী বাহিনীর বীর যোদ্ধারা বনজঙ্গল পাহাড় পর্বতের পরওয়া না করে দু' দলে বিভক্ত হয়ে পলায়নপর শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করে।

বলদেবের পাহাড়ে পলায়ন ঃ মির্জার বাহিনী গিরিপথের নিকট পেঁাছুতেই সুমারুয়েদ নিম্নলিখিত সংবাদ দিয়ে রাজা বলদেবের নিকট দূত প্রেরণ করেন 'দুর্গ অসমাপ্ত। মির্জা তার সমগ্র বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছেন। মির্জার করী-বাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী। আপনার মত্ত হাতীটি পাঠিয়ে দিলে খুবই ভালো হয়। আমাদের দুর্গের ভিতর থেকে এই হাতী দিয়ে তাদের হাতীগুলিকে বাধা দেওয়া যাবে।' তদনুযায়ী রাজা বলদেব তার চণ্ডীপ্রসাদ নামক হাতীটি কিছু অশ্বারোহীর সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। এই অশ্বারোহীগণ হাতী নিয়ে যখন সেখানে আসে তখন মস্ত আলিবেগ ও অন্যান্য কতিপয় যোদ্ধা অগ্রবর্তী বাহিনীর আগমনের পূর্বেই সেখানে পেঁাছে প্রহরীর মতো সেখানে ছড়িয়ে থাকে। তারা সামনা সামনি হয় এবং যুদ্ধ বেধে যায়। তারা আক্রমণ চলাবার সঙ্গে সঙ্গে বলদেবের লোকেরা স্বল্পস্থায়ী সংঘর্ষের পর পরাজিত হয়ে হাতী নিয়ে পালিয়ে যায়। এরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। পিছন থেকে সাদত খাঁ যেখানে এসে উপস্থিত হন। তিনি লোকজনদের সম্বন্ধে কিছুই জানতে চান নি। তিনি বাঁ দিক দিয়ে চলে যান। আকস্মিকভাবে তিনি বলদেবের দুর্গের সামনে এসে উপস্থিত হন। রাজা দুর্গ ভালো করে সুরক্ষীত করতে পারে নি। প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাদের ছিলো না। সৈন্য বাহিনী সেখানে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে রাজা পালিয়ে যান। তিনি তার পরিবার বর্গকে হাতীতে করে এবং তার নগদ টাকা পয়সা ও হীরা জওহেরাত তার সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ী রাজাদের নিকট আশ্রয় নেওয়ার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের দিকে রওনা হন। সাদত খাঁ শত্রুর দুর্গে প্রবেশ করেন এবং বিজয় ভেরী বাজান। মির্জা তার পরে আসেন। তিনি শত্রুর অশ্বারোহী বাহিনী, হাতীর সংবাদ ও মস্তআলি বেগের শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনের খবর শুনে তাদের

অনুসরণ করেন। তিনি বলদেবের দুর্গের পাশ দিয়ে প্রবাহিত একটি নদীর তীর ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। মির্জা এগিয়ে গিয়ে একটি পথে এসে উপস্থিত হন। সেপথ দিয়েই তার বাহিনী শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন। সেখানেই তিনি জানতে পারেন যে সাদত খাঁ বাঁদিকের একটি পথ দিয়ে শত্রুর দর্গের বিরুদ্ধে এগিয়ে গেছেন। তাই তিনি মনে মনে ভাবলেন: 'শত্রুরা পালিয়েছে। তার সৈন্য বাহিনী তাদের অনুসরণ করছে। কিন্তু, সাদত খাঁ সরদারের দুর্গে গেছেন। সে খানে সমানে সমানে যুদ্ধ হবে। পিছন দিক থেকে সাহায্য না গেলে তিনি হয় তো মুস্কিলে পড়তে পারেন। তাই তিনি তার ব্যক্তিগত পার্শ্বচর মুমাহিব খাঁর অধীন সত্তরজন অশ্বারোহী প্রেরণ করেন এবং বলেন 'দেখা যাক যুদ্ধে তোমরা মস্ত আলি বেগ ও অন্যান্য দেরে কি সাহায্য করতে পার।' তিনি তখন নিজে তার সমস্ত সৈন্য নিয়ে শত্রুর দুর্গাভিমুখে রওনা হন। কিন্তু সে স্থানটি ততক্ষণে বিজিত হয়ে গেছে। তিনি যখন দেখলেন যে তার তিনটি আকাঙ্ক্ষার একটিও পূর্ণ হয় নি অর্থাৎ বলদেব, তার পরিবার বা তার হাতীগুলি ধরা পড়ে নি, তখন তিনি খুবই দুঃখিত হন। তিনি সে স্থান ত্যাগ করেন। নদী পার হয়ে অপর পারে চলে যান এবং জঙ্গলে হাতীগুলির অনুসন্ধান করতে শুরু করেন। মাঠের মাঝখানে তাবু ফেলার নির্দেশ দেন।

আক্রা রাজার আত্মসমর্পণ: ইতিমধ্যে আক্রারাজা এসে তার আনুগত্য প্রকাশ করে, এবং একজন অনুগত জমিদার হয়ে যায়। মির্জার তোষাখানা তখনো এসে পেঁছায় নি তাই আক্রা রাজাকে সম্মতি করার উদ্দেশ্যে তিনি তার মাথা থেকে তার বিশেষ পাগড়ীটি খুলে আক্রা রাজাকে উপহার দেন এবং তাকে নিম্নলিখিত উপদেশ দেন 'আপনি যদি আপনার আনুগত্যে অটল থাকেন, এবং এর আওতা থেকে বেরিয়ে যান, তাহলে অন্য কোনো রাজার পূর্বেই আপনার আত্মসমর্পণের কথা বিবেচনা করে আমি আপনাকে অষ্টাদশ (পার্বত্য) রাজাদের সরদার নিযুক্ত করব এবং বলদেবের ধরা পড়ার পর তার স্থলে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করব। তবে আপনার প্রথম কর্তব্য হবে বলদেবের সম্পত্তি দখল করা। আর তা করতে হবে তার সৈন্য বাহিনীর পেঁছার পূর্বেই। কারণ সেই বাহিনীর মারফত তিনি তার সমস্ত সম্পদ নৌকাযোগে আপনাদের উপরীয় রাজা (অর্থাৎ উপরে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চলের রাজা) উমেদ রাজার রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। আক্রা রাজা বল্লে; 'বর্তমানে উমেদ রাজা রাজা বলবেদের সহায়তায় শক্তি সঞ্চয় করেছেন। তিনি তাই আমার বন্ধুত্ব পরিহার করেছেন। আপনার নিকট থেকে সাহায্য পেলে আমি আমার দায়িত্ব

পালন করতে সক্ষম হব।' মির্জা তাকে পান দেন এবং তার নিজ গৃহে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন।

নাথানের বড় দোয়ার যাত্রা : মির্জা গোবিন্দকে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞেস করেন এরপর কি করা যাবে। গোবিন্দ বলে; 'সৈন্য বাহিনী যখন ছত্রভঙ্গ ছিলো তখন আমি কোনো রূপ পরামর্শ দিই নি। বর্তমানে যখন সমস্ত বাহিনী বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে গেছে এবং একত্রিত হয়েছে তখন আমরা এখান থেকে বড়দোয়ারীর রাজার[১৮] (১৬) রাজ্যে যেতে পারি। তা এখান থেকে চার ঘরি সময়ের পথ। বলদেব পাহাড়ে প্রবেশ করেছেন। তাকে সেই দোয়ার দিয়েই যেতে হবে। তাই আমরা যদি আগেই সেখানে চলে যাই এবং সেখানে তৈরী হয়ে থাকি তাহলে সে দোয়ার দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় তিনি নিজে তার পরিবার হাতীসহ আসমর্পণ করে বন্দীত্ব গ্রহণ করবেন।' তদনুযায়ী মির্জা সৈন্য বাহিনীর বখ্শীকে ডেকে বললেন : 'মানুষ এবং পশুগুলি চারপাচঁ দিন যাবত অনাহাড়ে আছে, ঘোড়াগুলি দশদিন ধরে দানাহীন, তাই উচ্চনীচ সকল কর্মচারীকেই জিজ্ঞেস করুন কারা আমার সঙ্গে যেতে সাহস করেন এবং স্বেচ্ছায় তালিকাভুক্ত হতে তৈরি আছেন। তাদের নাম লিখে নিবেন এবং আমাকে জানাবেন কতোজন অশ্বারোহী আর কতোজন পদাতিক সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত। তখন অগ্রসর হওয়ার কথা চিন্তা করা যাবে।' সমস্ত বাহিনীতে গিয়ে দেখা গেলো যে মাত্র কুড়িজন অশ্বারোহী যাদের নাম নীচে উল্লেখ করা হবে, তার সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক। মির্জার পাঁচজন লোক যাদের নিকট শাহী অশ্বছিলো, তাদেরে যেতে বাধ্য করা হলো। মির্জাকে নিয়ে সর্ব্বমোট সাতশজন অশ্বারোহী পাওয়া গেলো। এছাড়া মির্জার সরকারের ছ'জন বন্দুকধারী, দুজন আফগান পদাতিক সৈনিক, দুজন সহিস, একজন পতাকাবাহী, ছ'জন কাহার (পাল্কী বাহক) এবং নয়জন প্রহরী সহ ছাব্বিশজন পদাতিক তার সঙ্গে যেতে সম্মত হয়। মির্জার সমস্ত হাতীর মধ্যে, শাহী হাতি গুলশানের মাহুত আবদুর রহিম তার সঙ্গে যাওয়ার সহাস দেখায় তাকেও সঙ্গে নেন। মির্জা জ্বরে ভুগছিলেন, তাই কাহারোরা তাকে সুকপালে (পাল্কী) করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। মির্জা তার সাথীদের উৎসাহিত করে বলেন : 'চার ঘড়ির পথ মাত্র। এরপর আমি ঘোড়ার চড়ে যুদ্ধ করতে যাবো।' তদনুযায়ী তারা তার সঙ্গে যায়। সন্ধ্যার এক ঘড়ি পূর্বে তিনি রওনা হন। তিনি সৈন্যবাহিনীর বখশীকে বলেন বাহিনীর অর্ধেককে তাদের ঘোড়ায় জিন চড়িয়ে প্রস্তুত থাকতে এবং বাকি অর্ধেক প্রহরার জন্য বাকি রাতের জন্য তৈরি থাকতে। বখশীকে আরো নির্দেশ দেওয়া হয় সম্পূর্ণরূপে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সারারাত তৎপরতার সঙ্গে কাটাতে।

মির্জা সেখান থেকে যুদ্ধের সংকল্প নিয়ে রওনা হয়ে যান। তার সহগামী সৈনিক-গণ যারা পাঁচ দিন অনাহারে থেকেও দশদিনের অনাহারী ঘোড়া নিয়ে সে অভিযানে সহাসের সঙ্গে তার সঙ্গে যোগ দেয় তাদের নাম নিম্নে দেওয়া হলো: খাজা সাদত খাঁ, মস্ত আলি বেগ বদখ্শানী, পাচ ভাই সহ সোলতান খাঁ পনী, মিরান সৈয়দ আবদুস সামাদ শের খাঁ করিগর, শেখ রুকনউদ্দীন, নিজামউদ্দীন, মোস্তফা কুলি বেগ, সায়েফ খাঁ লুদী, শেখ আমানুল্লাহ, শেখ ইসমাইল, মিরণ শাহ, শেখ মিদা, বন্দুকধারী বুলাকী, খাজা ইকবাল, জানকাড়া খাঁ, ভবানী রায় ও রাজা শত্রাজিতের অন্য পাঁচজন লোক, দরিয়া কাড়ালায়চী (দামামা বাদক) এবং মারূফ কালাওস্ত। এই ছাব্বিশজন অশ্বারোহী রওনা হয়ে যায় এবং সন্ধ্যার ছ'ঘড়ি পর পূর্বোক্ত দোয়ারে পৌঁছে।

গোবিন্দ লস্করের নিপুন পরিকল্পনা: গোবিন্দলস্কর তাদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হয় 'আমরা তো এখানে এসে গেছি; এখন আর কি করতে হবে?' সে জওয়াব দেয়: 'একটা সূত্র বের করতে এবং আমার উদ্দেশ্য সাধন করতে আমাকে কিছু অশোভন উক্তি করতে হবে। অনুগ্রহ করে আমায় তার জন্য ক্ষমা করবেন।' মির্জা বললেনঃ 'তোমার যা খুশী তাই বলতে পারো, কোনো বাধা নেই।' গোবিন্দ কোচদের ভাষায় চীৎকার উঠে: এখানে কেউ আছে কি?' কোনো জওয়াব নেই। আবার সে চীৎকার করে। তখন দু'জন লোক চুপি চুপি কথা বলতে থাকে, 'আতা (পিতা) গোবিন্দ বাঙালরা শাহী বাহিনীর সৈনিকদেরে কোচরা বাঙাল বলতো) যাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো—তিনিই যেন চীৎকার করছেন।' অন্য লোকটি বলেঃ 'চুপ করে শুনে যাও।' গোবিন্দ আবার চীৎকার করে বলেঃ 'জওয়াব দিচ্ছনা কেন?' ওদের একজন তখন জওয়াব দেয়: 'আতা, বাঙালরা তো আপনাকে বন্দী করেছিলো; আপনি পালালেন কি করে?' গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে মির্জার সৈন্য বাহিনীকে গালি দিতে থাকে এবং বলে: 'আমাকে বন্দী করে ছিলো। কিন্তু আমার কোমড় বন্ধে চারটি টাকা ছিলো সেই চারটি টাকা পাহড়াদারকে ঘুষ দিয়ে আমি পালিয়ে এসেছি। আমি যখন মহারাজা বলদেবের নিকট এসে তার সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন হঠাৎ বাঙালরা আবার এসে দুর্গ আক্রমণ করে। মহারাজ তার স্ত্রীদের নিয়ে হাতীতে চড়ে পাহাড়ে পালিয়ে এসেছেন। তিনি আমাকে অশ্বারোহীদের নিয়ে তার পিছনে পিছনে যাওয়ার জন্য বলে গেছেন। তাই আমি ঘোড়সোওয়ারদের নিয়ে এখানে এসেছি। আমার এখন জানতে হবে মহারাজ কোন পথ দিয়ে গেছেন। ঘোড়সোয়ারদের নিয়ে সেখানে যেতে হবে।' এই

কথাবার্তার পর লোকটি বেরিয়ে আসে। যেই মুহূর্তে সে মির্জার সৈন্যদলকে দেখতে পায়, তখনই সে আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞেস করে' আতা, এরা কারা?' গোবিন্দ বলে উঠেঃ 'চুপ কর বেটা, আর একটা কথা বললে মির্জা নাথান তোর মাথা কেটে ফেলবেন। সত্যি করে বল মহারাজ কোন পথে গেছে?' ভীত সন্ত্রস্থ লোকটি সত্য কথা বলে যে সন্ধ্যা হওয়ার চার ঘড়ি আগে তিনি (বলদেব) বামুন রাজার রাজ্যে চলে গেছেন।' মির্জা তাকে জিজ্ঞেস করেন:' বামুন রাজার রাজ্য কতো দূর?' গোবিন্দ বলে: 'এ পর্যন্ত আপনারা যতটুকু পথ এসেছেন, সেখানকার দূরত্ব প্রায় ততোটুকুই হবে।'

বামন রাজার রাজ্য অভিমুখে নাথানের যাত্রা ঃ মির্জা খাজা সাদত খাঁ, মস্ত আলিবেগ ও সোলতান খাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেন। তিনজনই মির্জার সঙ্গে একমত হন। সিদ্ধান্ত হয় যে তারা তাদের শিবির থেকে যখন এতোদূর এসে পড়েছেন, তখন তাদের এগিয়ে যাওয়াই উচিত। যে লোকটি তাদের সংবাদ দিয়েছিলো তাকেও তারা সঙ্গে নেন এবং দ্রুতগতিতে চলতে থাকেন। মির্জা শাহী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলেন। জানকাড়া খাঁ নামক জনৈক অশ্বারোহীকে কাহারদের তদারকের জন্য নিযুক্ত করেন। তাকে বলা হয় সুকপালটি নিয়ে তাদেরে ঠিকমত এগিয়ে নিয়ে যেতে। মির্জা উৎসাহের সঙ্গে চলে সন্ধ্যার দু'ঘড়ি পরে বামুন রাজার রাজ্যে উপস্থিত হন। বামুন রাজার কোন দুর্গ ছিলনা। তিনি খোলা মাঠে বাস করতেন। তার নিকট এই সংবাদ পাঠান হয়ঃ 'যদি নিজের মঙ্গল চান, সম্রাট কর্তৃক চোর বলে (দুজদ-ই-বাদশাহ) ঘোষিত এবং যাকে আমি তার স্ত্রী ও সন্তানসহ আপনার রাজ্যে বিতারিত করেছি, সেই রাজা বলদেবকে আমার হাতে অর্পণ করুন।' রাজা উত্তর পাঠান: 'আমার বন বা জঙ্গল কিছুই নেই যেখানে হাতী লুকিয়ে রাখা যায়। তিনি আমার আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও আমি আপনাকে বলছি যে অমি তাকে এখানে রাখার জন্য খুবই চেষ্টা করি। কিন্তু তিনি থাকেন নি। তিনি কানওয়ালের (কমল) রাজার রাজ্যে এবং তার বাড়ী চলে গেছেন। তিনি ও তার আত্মীয়।'[১৯]

কানওয়ালের রাজার কটপতা ঃ তার কথা সত্য মনে করে মির্জা সেস্থান ত্যাগ করেন। তিনি গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'কানওয়াল রাজ্য কত দূরে?' সে জওয়াব দেয় যে মধ্যরাত্রেই সেখানে পৌঁছা যাবে। মির্জা তার সহযাত্রীদেরে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। সেখান থেকে তারা দ্রুত এগিয়ে যান। খানিক দূরে এগিয়ে মির্জা

এক জঙ্গলে পৌঁছান। সেখানে একটি পথের সন্ধান পান যে পথটি কান-ওয়ালের রাজার দুর্গের খাদের তীর পর্যন্ত চলে গেছে। ক্রমাগত চলে তারা দুর্গের এবং রাজার বাসগৃহ থেকে এক কোণ দূরে যেয়ে পৌঁছেন। সেখানে মির্জা তার লোকজনদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান নেওয়ার হুকুম দেন, যাতে কেউই পিছনে পড়ে না থাকে। পরিদর্শনের পর দেখা যায় যে জানকাড়া খাঁ কাহারদের ও সুকপালসহ পিছনে পড়েছে। তাই তাদের সেখানেই থামতে হয়। তাদের সন্ধান নিতে একজন অশ্বারোহী পাঠান হয় এবং পরে আরও একজন পাঠান হয়। তৃতীয় বারের সময় মির্জা মস্ত আলিবেগকে বললেন: 'আপিন নিজে গিয়ে বিষয়টি অনুসন্ধান না করা পর্যন্ত আমি মনে শান্তি পাব না। মস্ত আলিবেগ দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে সেখানে যান। মস্ত আলিবেগের যাওয়ার পরও যখন সুকপাল সম্বন্ধে কোন সংবাদ আসে নি তখন মির্জা মনে মনে চিন্তা করলেন: 'আমি হাতীগুলি দখল করা ও খ্যাতি অর্জনের জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। খোদা না করুন, যদি হাতীগুলি অধিকার করিতে না পারি এবং সুকপাল হারিয়ে যদি আমাকে ফিরে যেতে হয়, তাহলে কোথাও আমি আমার মুখ দেখতে পারব না। এই ভেবে তিনি সকলকে নিয়ে যে পথে এসেছিলেন সে পথেই ফিরে চলেন। তিনি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সমতল মাঠে ঢুকতেই মস্ত আলিবেগ বিপরীত দিক থেকে আসেন এবং বলেন:' এখান থেকে ঐ যে গ্রামটি দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে দু' কি তিন কোশ দূরে গিয়েছিলাম এবং সেখানে সুকপালসহ কাড়াকে পাই। বহু কষ্টে আতাদেরে আমি ঐ গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে এসেছি। কিন্তু সে গ্রামে পৌঁছেই কাহারের মাটিতে পড়ে যায়। এদের দু'জন গ্রামে লুকিয়ে পড়ে। বাকি চারজন উঠে নি। তারা বলে তাদের মাথা কেটে ফেললেও তারা চলতে পারবে না।' মির্জা পুনরায় সাদত খাঁকে পাঠালেন সাম্ভব্য সকল রকম চেষ্টার এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের নিয়ে আসার জন্য। খাজা সাদত খাঁ বহু 'আল্লা-বিল্লা' করে (আল্লার নামে শপথ করে) সুকপালসহ পাঁচটি কাহারকে নিয়ে আসেন। মির্জা খানিক্ষণ সেখানে ঘুমান। গোবিন্দ লস্করের উপদেশমত নিম্নলিখিত সংবাদসহ দু'জন লোক রাজা কানওয়ালের নিকট পাঠান: 'বাদশাহের ঘোষিত চোরকে তার পরিবার ও হাতীসহ আপনার দুর্গে বিতাড়িত করেছি এবং তাকে অনুসরণ করে এসেছি. বিদ্রোহীকে বন্দী করে আমাদের কাছে অর্পণ করুন, যদি আপনি আপনার নিজের মঙ্গল চান। নচেৎ আপনার কাজের জন্য আপনাকে অনুশোচনা করতে হবে।' সংবাদবাহী উক্ত সংবাদ প্রদান করলে কানওয়াল রাজা বিনীতভাবে এসে বলেন: 'আপনি জানেন যে রাজা বলদেব অশ্বা-রোহী, হাতী এবং পদাতিকদের এক বিরাট বাহিনী ও সর্বশক্তি নিয়ে আমার দুর্গে প্রবেশ করেছেন। এ অবস্থায় তাকে বন্দী করে আপনার কাছে অর্পণ করা সম্ভব

নয়। আপনি যদি তার যাওয়ার পথে আপনার সৈন্য বাহিনী মোতায়েন করেন তাহলে আমি তাকে আমার দুর্গ থেকে বের করে দেবে। তাহলে ওদিক থেকে আপনি তাকে ঘিরে ফেলতে পারেন আর আমি এদিক থেকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করব।' মির্জা এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তিনি রওনা হলেন। কিন্তু কানওয়াল-রাজার মধ্যে বিশ্বস্থতা ছিল না। উত্তর প্রদান করে সেংবাদবাহী ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজা বলদেবকে তা জানান এবং তাকে তার পরিবারসহ দুর্গের বাইরে প্রেরণ করেন। এরপর তিনি (কানওয়াল) মির্জার বাহিনীকে তার (বলদেব) পলায়নের রাস্তায় মোতায়েন করেন। ভোর হলে চারজন অশ্বারোহী ও দু'জন পদাতিককে কানওয়াল রাজার দুর্গের পাশে দেখা যায়। মির্জার অশ্বারোহীরা ছুটে গিয়ে তাদের ঘিরে ফেলে। পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে বলদেবের দুজন স্ত্রী — একজন কানওয়াল ও আর একজন বামুন রাজার কন্যা — বলদেব এ দু'জনকে ফেলে গেছেন। তাদের বন্দী করার পর জানা যায় যে ভোর হওয়ার ছ' ঘড়ি পূর্বেই রাজা বলদেব পালিয়ে গেছেন।

বলদেবের পরিবার বন্দী : মির্জা ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। সমস্ত অনুগত কর্মচারীদের নিয়ে তিনি সমর পরিষদ ডাকেন। কোন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন : 'চলুন রাজা কানওয়ালের দুর্গ আক্রমণ করে তাকে শাস্তি দেই। কেউ কেউ বললেন ; 'চলুন ফিরে গিয়ে সৈন্য বাহিনী নিয়ে রাজা কানওয়ালের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাকে এমনভাবে আঘাত হানি যে এই চাকলায় (জিলায়) আর কেউ কখনও বলদেবকে আশ্রয় না দেয়।' কেউ কেউ প্রস্তাব করেন : 'চলুন আমরা এখানেই অবস্থান করি এবং সৈন্যবাহিনীকে তলব করে এখানে এনে এই বিদ্রোহীকে শাস্তি দেওয়ার উপায় নির্ধারণ করি।' মস্ত আলিবেগের বুদ্ধি এবং সাহস দুটোই ছিলো। তিনি বললেন, যে পথ আমরা রাত্রে এক পহরে অতিক্রম করেছি সে পথই দিনের বেলা আমরা দু'ঘড়ির মধ্যে অতিক্রম করতে পারব। দিনটি উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার। হাতী ও সৈন্যবাহিনী কেন চার কোশ দূরে উড়ন্ত পাখীও দেখা যাবে। চলুন আরও এক পহরে আমরা অনুসন্ধান চালাই। বিদ্রোহী যদি আমাদের হাতে ধরা পড়ে ভালো অন্যাথায় আমরা আমাদের শিবিরে ফিরে যাবো। এবং যা ভালো মনে করব তাই করা যাবে।' তদনুযায়ী মির্জা এই মত সমর্থন করেন। তিনি তাকে (মস্ত আলিকে) ধন্যবাদ জানান এবং নেকড়ের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যান। এক কোশ পথ না যেতেই হাতী ও অশ্বারোহীদের এক বাহিনী নিয়ে বলদেব সম্মুখে উপস্থিত হন। মির্জা খুব দ্রুত ঘোড়া ছুটালেও তার সাতজন যোদ্ধা

যারা তার সামনে ছিলো এবং যাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হবে, মির্জার চেয়েও দ্রুততর গতিতে রাজা বলদেবকে আক্রমণ করে। মির্জা চীৎকার করে কাড়া-নায়েচীকে (ভেরীবাদক) শত্রুদেরে শঙ্কিত করার জন্য ভেরী বাজাতে নির্দেশ দেন। শত্রুরা দুরভিসন্ধি নিয়ে এগিয়ে আসছিলো। কাড়ানায়েচী ভীষণ শব্দে ভেরী বাজায়। মির্জা সম্মুখস্থ সাতজন যোদ্ধাকে ছ'জন অশ্বারোহীসহ অনুসরণ করেন। তিনি কোথাও না থেমে আল্লাহু আকবর ধ্বনি করে তার তরবারি নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের বিশ্ব-জয়ী সৌভাগ্যের দরুন তারা তাদের উপর জয়লাভ করে।* ইতিমধ্যে অগ্রবর্তী সাতজনের মধ্যে সাদত খাঁ, সোলতান খাঁ ও মুস্তফা কুলি বেগ তাদের তীর ছুরে প্রশংসনীয়ভাবে যুদ্ধ করেন। মির্জার সেখানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে, এবং সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষের পর, রাজা বলদেব সে আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে তার সৈন্য বাহিনীর পশ্চাৎদিকে হাতী থেকে অবতরণ করেন। তিনি দৌড়ে একটি উচচ পাহাড়ের নিকট গিয়ে তাতে উঠতে থাকেন। তার সৈনিকরা তাকে পালাতে দেখে একে অন্যের নিকট থেকে পৃথক হয়ে যায়। অভিপ্সিত বিজয় লাভ হয়। বিজয় পতাকা উত্তোলিত হয়। সে বিজয়ে নয়টি বড় হাতী ও চৌরাশীটি ঘোড়া অধিকৃত হয়। রাজা বলদেবের স্ত্রীগণ ও সন্তানদেরসহ তার সমস্ত আসবাবপত্র অধিকৃত হয়। মির্জার অনুসারীরা সংখ্যায় কম থাকায় সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে আসা সম্ভব হয় নি। তারা তাদের সঙ্গে তিনটি হাতী এবং প্রায় পঞ্চাশটি ঘোড়া নিয়ে আসে। মাঠে স্থাপিত এক হাজারের অধিক কামান বন্দুকের মধ্যে যে কটি বড় কামান হাতীর পিঠে করে নেওয়া সম্ভব হয় তাই নিয়ে যায়। সেখান থেকে তারা সুশৃঙ্খলভাবে রওনা হয়ে বাওহাস্তিস্থ তাদের শিবিরে ফিরে আসে।

সুমারুয়েদের সঙ্গে দ্বিতীয় সংঘর্ষঃ কিছুদূর অগ্রসর হলে, এক হাজার সাহসী পদাতিক নিয়ে ধূর্ত সুমারুয়েদ তাদের সামনে এসে হাজির হয়। তার (সুমারুয়েদ) ধারণা ছিলো যে রাজা বলদেব তার স্ত্রী ও তার সন্তানদের নিয়ে হাতী চড়ে আসছেন। মির্জা ঠিক ধারণাই করেছিলেন যে এ নিশ্চয়ই কোচ বিদ্রোহীদের প্রধান এবং রাজা বলদেবের প্রধান কর্মচারী সুমারুয়েদ। তাই তিনি মন্থর গতিতে এগিয়ে যান। যে মুহূর্তে মির্জা দেখলেন যে শত্রু এমন দূরত্বে এসে গেছে যেখান থেকে শত্রু ও মিত্রকে চিনা যাবে, সে মুহূর্তেই তিনি খোলা তরবারি নিয়ে সুমারু-য়েদ কায়েতের উপর ধাবিত হন এবং ধূর্ত সুমারুয়েদ কায়েত ভীষণভাবে পরাজিত

* কবিতা বর্জিত।

হয়ে পালিয়ে যায়। এমনি একটির পর একটি বিজয় লাভ হয়। দিনের শেষের দিকে তারা তাদের গন্তব্য স্থলে পৌঁছে। শিবিরে অবস্থানরত লোকজন তাদের অভিনন্দন জানাতে আসে। তারা খুবই আনন্দিত হয়। শিবিরে পৌঁছার পরই মির্জা জ্বরে আক্রান্ত হন ও বমি করতে থাকেন। তা বন্ধ করতে যত ঔষধই খান তা তিনি হজম করতে পারেন নি।

বামুন ও কানওয়াল রাজার আত্মসমর্পণ ঃ পরদিন মির্জা সেই শিবির থেকে রওনা হন। তিনি পাহাড়ী রাজাদের চিঠি লিখেন ঃ 'যদি নিজেদের মঙ্গল চান, তাহলে বিনীতভাবে আনুগত্য সহকারে আত্মসমর্পণ করুন। অন্যথায় রাজা বলদেবের মতো আপনাদেরও অনুতপ্ত হতে হবে।' বামুন রাজা এবং কানওয়াল রাজা ইতিমধ্যেই অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাই তারা সেদিনই মির্জা অর্ধেক পথ অতিক্রম করার সময় মির্জার নিকট আসেন। প্রত্যেককেই একটি ঘোড়া ও একটি করে সম্মানসূচক পোষাক উপহার দেওয়া হয়। তারা যথাসম্ভব শীঘ্র নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান যাতে অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতি ভীত না হয়ে উঠে এবং প্রথম সুযোগেই এসে আত্মসমর্পণ করতে পারে। সেখান থেকে তিনি দ্রুত অগ্রসর হন এবং একটি মধ্যবর্তী স্থানে শিবির স্থাপন করেন।

নাথান অভিনন্দিত ঃ পরদিন তিনি রওনা হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে আসেন। কোচ সুবাতে অবস্থানরত মির গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ, বখ্‌শী, রাজা শত্রাজিত এবং বাঙলার সমস্ত জমিদারগণ মির্জা নাথানের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তারা তাঁর প্রশংসা করেন। যুদ্ধে অধিকৃত হাতীগুলি প্রদর্শনের পর তাঁরা হাজো ফিরে যান।

রাজা ভূসিংহ ও মানসিংহের আত্মসমর্পণ ঃ মির্জা দেখলেন যে রাজা ভূসিংহের মা রাণী, রাজা ভূসিংহ নিজে এবং তার ভাই মানসিংহ নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে আনুগত্য জানাতে না এসে রাজা ভূসিংহের খুল্লতাত গোপাল দালাইকে তাদের পক্ষে আনুগত্য জ্ঞাপনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাকে দম ফেলার সময় না দিয়েই মির্জা রাজা ভূসিংহের রাজ্য অধিকার করার জন্য অগ্রসর হন। রাজা ভূসিংহ সে আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে

তার বাসস্থান থেকে চার কোশ দূরে চলে আসেন এবং বিনীতভাবে আনুগত্য স্বীকার করে মির্জার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তাকে একটি ঘোড়া ও সম্মানজনক পোষাক উপহার দেওয়া হয়। মির্জা সেখানে থামেন এবং গোবিন্দ লস্করকে সেখানে দেড় হাজার গজ পরিধি বিশিষ্ট একটি দূর্গ নির্মাণের নির্দেশ দেন। গোবিন্দ লস্কর এ কাজের অর্ধেকের ভার দেন স্থানীয় লামদানীদেরে[৫০] যারা তার সঙ্গে এসেছিলো এবং বাকি অর্ধেক কাজের ভার দেন অষ্টাদশ রাজাদের (হিজ্‌দাহ্‌ রাজা) অনুচরদের উপর। এই পরিশ্রমী কর্মীরা দু'দিন দু'রাতের মধ্যেই চতুর্দিকে গভীর পরিখা বিশিষ্ট একটি উচচ দূর্গ নির্মাণ করে। মির্জা হৃষ্টচিত্তে সেখানে অবস্থান করেন। আল্লা তাকে বিজয়মণ্ডিত অভিযান এবং স্বাস্থ্য প্রদান করেন।

নাথান কর্তৃক তার কর্মচারীবৃন্দ পুরস্কৃত ঃ মির্জা নাথান তার বখ্‌শী খাজা বদ্রি দাসকে নিম্নলিখিত সাত জন কর্মচারীকে তার নিকট উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ দেন ঃ খাজা সাদত খাঁ, মস্ত আলীবেগ, সোলতান খাঁ, সৈয়দ আবদুস সামাদ, মোস্তফা কুলি বেগ, সঈফ খাঁ লোদী এবং জালাল খাঁ কাকর। তারা রাজা বল-দেবের বিরুদ্ধে অগ্রবর্তী বাহিনীতে নিযুক্ত হয়েছিলেন। মির্জা তাদের সম্মান-সূচক পোষাকসহ সাতটি ঘোড়া এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য বিখচিত সাতটি তরবারি ইত্যাদি উপহার দেন। তদনুযায়ী বখ্‌শী এবং মির সামান এ সমস্ত জিনিসপত্র এনে হাজির করেন এবং তাদ্বারা তাদের সম্মানিত করা হয়। অন্যান্য সকল কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারীদের মনেও উৎসাহের সঞ্চার করে।

হাস্তা রাজা কর্তৃক মামুন গোবিন্দ বন্দী ঃ হাস্তা রাজা সংবাদ আনে 'আমার সৈনিকদের দ্বারা মামুন গোবিন্দ ও তার পুত্র বন্দী হয়েছে। এখন আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।' তার নিজের বিশ্বস্ত কর্মচারী পাঠিয়ে মামুন গোবিন্দকে হাস্তা রাজার লোকজনদের নিকট থেকে আনিয়ে নেওয়া মির্জার উচিত ছিলো। হাস্তারাজা মির্জা কর্তৃক সযত্নে পালিত হচ্ছিলো এবং মির্জার সর্ব্বাধিক বিশ্বাসভাজন ছিলো। মামুন গোবিন্দকে আনার জন্য তাকেই নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু হাস্তারাজার অন্তরে আন্তরিকতা ছিলো না মোটেই। তাই সে তার উপর ন্যস্ত কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হয়। তার কন্যাকে তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গে হাস্তারাজা মামুন গোবিন্দের বন্ধন মুক্ত করে দেয় এবং তাকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়। পরে সে এই খবর নিয়ে আসে 'আমার সেখানে পৌঁছার

পূর্বেই মামুন গোবিন্দ কৌশলে আমার লোকজনদের হাত থেকে পালিয়ে যায়।' উপযুক্ত শাস্তিই হাস্তারাজার প্রাপ্য ছিলো। কিন্তু মির্জা তার প্রতি তার স্নেহ-প্রবণতার কথা মনে করে তাকে ক্ষমা করেন। তিনি ধৈর্যসহ আল্লার উপর নির্ভর করে থাকেন।

পরশুরাম ধৃতঃ কয়েকদিন পর বলভদ্র দাসের নিকট থেকে সংবাদ আসে যে পালাতক পরশুরাম তার পরিবার শুদ্ধ তার কাছে ধরা পড়েছে। এই ব্যাপারের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ—পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে মির্জা আমজুঙ্গা ও রাঙ্গ-জুলি রওনা হওয়ার সময় ধিকৃত পরশুরামের কার্যকলাপ শেষ করার জন্য বলভদ্র দাসকে সম্বুর পরগণায় রেখে আসেন। আমজুঙ্গা ও রাঙ্গজুলি অধিকারের পর বলভদ্র দাসকে সাহায্য করার জন্য শাহ্ এনায়েৎ হাতীটিসহ একটি অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী আমানুল্লা ও খাজা আহম্মদের অধীন প্রেরিত হয়। সাহায্য-কারী সৈন্যবাহিনী প্রেরণের পাঁচ দিন পর বলভদ্র পরশুরামের বিরুদ্ধে রওনা হন। পরশুরাম সেদিন ধরা না পড়লেও দুটি কনিষ্ঠ পুত্র ও তার স্ত্রীগণসহ তার জ্যেষ্ঠ পুত্র বন্দী হয়। কিন্তু বলভদ্র সেদিনের কোন রিপোর্ট পাঠান নি। এতে বিদ্রোহী নিরূপায় হয়ে পড়ে। পরশুরাম কয়েকজন মধ্যস্থ প্রেরণ করে এবং বিনীতভাবে প্রস্তাব করে অর্থের বিনিময়ে তার স্ত্রী ও পুত্রগণকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য। পরশুরাম আত্মসমর্পণ করবে কি করবে না এ কথা যখন ভাবছিলো তখন বলভদ্র একটি আফগান বাহিনীসহ হবিব খাঁকে পাহাড়ে প্রেরণ করেন। হবিব খাঁ তার সমগ্র বাহিনী নিয়ে পাহাড়ের পাশ দিয়ে তার অনুসরণ করেন। আল্লা তার প্রতি সদয় ছিলেন এবং তাকে যশস্বী করবেন তাই হবিব খাঁ আফগানদের সহায়তায় পরশুরামকে বন্দী করতে সমর্থ হন। পরশুরামের বন্দী হওয়ার রিপোর্ট তিনি মির্জার নিকট প্রেরণ করেন। সাদত খাঁর প্রতি মির্জার বিশ্বাস ছিলো। তাই তিনি পরশুরামকে নিয়ে আসার জন্য নৌকাযোগে তাকে প্রেরণ করেন। দ্রুত চলে সাদত খাঁ সেখানে পেঁাছেন। বিদ্রোহীকে নিয়ে তিনি ফিরে আসেন। পরশুরামের বন্দী হওয়ার খবর কুলিজ খাঁর নিকট পেঁাছলে তিনি নিজে তাকে বন্দী করতে না পারার অপমানের জ্বালায় মির্জার লোকদের নিকট থেকে যে কোনো মূল্যে পরশুরামকে ছিনিয়ে আনার জন্য একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কুলিজ খাঁ এক বিরাট বাহিনী পাঠান। সাদত খাঁ সেই সৈন্য বাহিনীর চোখে ধূলি নিক্ষেপ করে তার আগেই পরশুরামকে মির্জার নিকট পাঠিয়ে দেন এবং তিনি নিজে হাজো রওনা হয়ে যান। কুলিজ খাঁ তার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইলেন

কিন্তু মির গিয়াসউদ্দীন তাকে উদ্ধার করতে আসেন এবং সাদত খাঁকে মির্জা নাথানের নিকট পাঠিয়ে দেন। এমনি করে তিনি মতবিরোধের অগ্নি নির্ব্বাপিত করেন। কিছুকাল পর পরশুরাম ও তার পরিবারকে নিয়ে হবিব খাঁ ও অন্যরা এসে যান। সাদত খাঁ পরদিন হৃষ্টচিত্তে এসে পৌছেন এবং মির্জার নিকট হাজির হন। বলভদ্র দাস ও তার লোকজনদের সম্মানিত করার জন্য এবং অন্যদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বলভদ্র দাসকে একটি ঘোড়া ও সম্মানসূচক পোষাক প্রেরণ করেন। তার বেতনও দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেন। হবিব খাঁ ও অন্যান্যদেরও তাদের কর্মনৈপুণ্যের জন্য তাদের বেতন দশ থেকে পনর টাকা বৃদ্ধি করেন। এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মানসূচক পোষাক প্রদান করা হয়।

রাজা কুক্ ও রাজা সঞ্জয়ের আত্মসমর্পণঃ একদিন হাঙ্গড়াবাড়ী রাজ্য[৫১] এবং কুক্‌রাজার বিরুদ্ধে সাদত খাঁর অধীন তিনশো অশ্বারোহী, তিনশো পদাতিক এবং দশটি হাতীর একটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়। তাদের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে রাজা কুক্ ও রাজা সঞ্জয় এগিয়ে আসেন এবং আত্মসমর্পণ করেন। অতপর হাঙ্গড়াবাড়ী আক্রমণের সিদ্ধান্ত করা হয়।

রাজা উমেদ ও আক্রার বিরুদ্ধে অভিযানঃ পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মির্জা নাথান উমেদ রাজার নিকট গচ্ছিত রাজা বলদেবের ধনসম্পদ অধিকার করার জন্য আক্রারাজাকে পাঠিয়ে ছিলেন। আক্রারাজা নিজকে অভিযোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য উমেদ রাজার নিকট থেকে সংগৃহীত অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দ্বারা ভর্তি পেটারাগুলি (বাক্স) তার ছোট ভাই রূপবরের সঙ্গে প্রেরণ করেন। মির্জা এতে অত্যন্ত ক্রোদ্ধ হন। তাই তিনি তাঁর বখ্‌শী বদ্রিদাসের অধীন দুশো অশ্বারোহী, পাঁচশো বন্দুকধারী এবং তিনশো স্থানীয় পাইকের একটি বাহিনী নিম্নলিখিত উপদেশসহ আক্রারাজা ও রাজা উমেদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেনঃ 'আপনাদের পৌছার সঙ্গে সঙ্গে যদি রাজা বলদেবের ধনসম্পদ আপনাদের নিকট অর্পণ করা হয়, খুব ভালো; অন্যথায় রাজাদের লামদানী (সমতল ভূমিতে অবস্থিত পাহাড়) এবং উপরা (উচচভূমিতে অবস্থিত পাহাড়) রাজ্যগুলি আক্রমণ করবেন। তাদের দুজনকেই বন্দী করে শৃঙ্খলিত অবস্থায় আমার নিকট পাঠিয়ে দিবেন।' গোবিন্দ লস্করকেও এই বাহিনীর সঙ্গে পাঠান হয়। উভয় রাজার প্রতি ভাগ্য অপ্রসন্ন ছিলো। উমেদ রাজা পালিয়ে যান। আক্রারাজা ও তার ভাইকে শৃঙ্খলিত

অবস্থায় আনা হয়। এই ঘটনা সমস্ত পার্ব্বত্য রাজাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করে। দলপতি, তাকরি, লস্কর এবং ডাকু[২২] প্রভৃতি ছোট্ট বড় সমস্ত রাজাই আত্মসমর্পণ করেন।

পাহাড়ী সরদারদের দলত্যাগঃ একদিন বিকেলে মির্জা নাথান তাঁবুর বাইরে বসেছিলেন। উচচনীচ সকল কর্মচারীও সেখানে আসেন। সোলতান খাঁ, মস্ত আলিবেগ, সৈয়দ আবদুস সামাদ, সঈফ খাঁ এবং মিরণ খাজা আহম্মদ খাজা সাদত খাঁর সঙ্গে পরামর্শক্রমে মির্জাকে বললেনঃ 'জানা গেছে যে পার্ব্বত্য রাজারা হারাম-খোরী (বিশ্বাসঘাতকতা) করার ষড়যন্ত্র করছে। এই সুযোগে এখানে অবস্থানরত ছোটবড় সকল সরদারকেই বন্দী করা উচিত। অতপর চলুন গারাল গিয়ে এ অঞ্চলের গোলযোগ থেকে মুক্ত হয়ে সেখানে অবস্থান করি।' মির্জা জওয়াব দেনঃ 'আমি আল্লার নামে কসম করেছি, কোন অবস্থাতেই আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গতে পারি না। আমার এই অক্ষমতার জন্য আমায় ক্ষমা করবেন।' সাদত খাঁ যখন বলছিলেন, তখন অন্যান্য সবাই মির্জাকে তা করার জন্য অনুরোধ করছিলো। মির্জা দেখলেন যে তিনি এদের এই অনুরোধ কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারবেন না। তারাও এর উপর খুবই জোর দিচ্ছেন। তাই তিনি সেখানে উপবিষ্ট ছোট বড় সমস্ত জমিদারকেই তাদের নিজ নিজ বাড়ী ফিরে যেতে অনুমতি দিলেন। তিনি নিজের গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি আল্লার উপর নির্ভর করে সভাকে মতানৈক্যের মধ্যে রেখেই তিনি চলে গেলেন। এর সপ্তাহ পরে রাত এক প্রহর পর অকস্যাৎ এক গোলমালের সৃষ্টি হয়। সকল রাজাও জমিদারগণ পালিয়ে যান। মির্জা নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে আসেন। ব্যাপারটি জানার জন্য লোক পাঠালেন। তারা এসে খবর দেয় যে বড় দুয়ারের রাজা এবং বামুন রাজার ছেলে ছাড়া আর সবাই পালিয়েছে। তাদের দুজনকেই মির্জার সামনে আনা হলো। মির্জা নাথান বললেনঃ 'এইসব দুর্ভাগা লোকগুলি পালাল কেন?' তাদের দু'জনই জওয়াব দেনঃ 'তাদের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আমরা জড়িত থাকলে তাদের আগেই আমরা পালিয়ে যেতাম। আমরা তাদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না'। মির্জা নাথান বলেনঃ 'আপনারাও যদি হারামখোর হয়ে থাকেন, আমি আপনাদের পান দিচ্ছি, আপনারাও ইচ্ছা করলে চলে যেতে পারেন। আর যদি থাকতে চান তাও পারেন।' তারা বলেনঃ 'প্রথমে আমরাও যেতে চেয়ে-ছিলাম, পরে আমরা আজীবন অনুগত থাকার সিদ্ধান্ত করি। এইসব হতভাগ্য লোকগুলি ভবিষ্যতে যদি কোনো স্থানে যুদ্ধ করতে আসে এবং চীৎকার করে

বলে, 'এ লোকগুলিকে বিশ্বাস করছেন কেন? তারা কি আমাদের সঙ্গী নয়? তখন আমাদের কি হবে?' মির্জা তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পান দেন এবং বলেন: 'আপনারা যদি যান, এই পান দিয়ে আমি আপনাদেরে বিদায় দিচ্ছি। আর যদি আপনারা থেকে যান তাহলে এই পান দিয়েই আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে অন্যরা আপনাদের বিরুদ্ধে যাই বলুক না কেন আমি তা বিশ্বাস করব না।' তাদের বিদায় দেওয়া হলো। তিনিও বিশ্রাম নিতে চলে যান। দু'তিন দিন পর তারাও পালিয়ে যায়।

পার্ব্বত্য রাজাদের বিদ্রোহ: তাদের পলায়নের পর বড় এবং ছোট পার্ব্বত্য রাজারা একত্রে মিলিত হন এবং রানীহাটে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। মির্জা একদল অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। তারা সেখানে পেঁছেই দুর্গ আক্রমণ করে তাকে ধূলিস্মাৎ করে দেয়। কিন্তু তারা তিনবার সেখানে এরূপে দুর্গ তৈরি করেন। তিন বারই তা বিধ্বস্ত করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বার যুদ্ধের সময় জমিদারদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক অনুগত হাস্তারাজা শত্রু পক্ষে চলে যান। মির্জা নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। সন্ধ্যায় তিনি নিজ দুর্গে ফিরে আসেন। পরদিন সকালে মির্জা তার মেয়ে লোকদের দুর্গে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠান। চাঁদকোটে অবস্থানরত মির্জার পরিবারকে দ্রুত সেখানে নিয়ে আসা হয়। সমস্ত কর্মচারীদের পরিবার ও চাকরানীদেরও নিয়ে আসা হয়।

রানীহাট অবরুদ্ধ: শত্রুগণ অর্থাৎ পার্ব্বত্য রাজাগণ নিম্নরূপভাবে আসামের রাজার নিকট আবেদন জানান: 'আপনি আমাদের সাহায্য করলে আমরা মির্জা নাথানের আসাম অভিমুখে অগ্রগতি রূদ্ধ করে দেব। অন্যথায় এবার তিনি আমাদের উপর জয়লাভ করলে, পরবর্তী সময়ে আসামকে বিধ্বস্ত করা থেকে কেউ তাকে বাধা দিতে সমর্থ হবে না'। আসামের রাজা পার্ব্বত্য রাজাদের সাহায্যের জন্য তার প্রধান সরদার হাতী বড়ুয়ার অধীন আশি হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। রাজখাওয়া এবং খারঘুকা (খার ঘরিয়া ফুকন) কেও তার দলভুক্ত করা হয়। রাজা বলদেব ও সুমারুয়েদ কায়েত মির্জার নিকট পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করে, এই ঘটনার পূর্বেই, তাদের সমস্ত হাতী এবং কামান হারিয়ে এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের বন্দী অবস্থায় ফেলে আসামরাজের নিকট থেকে সাহায্য লাভের জন্য গিয়েছিলেন। তাদেরও এই বাহিনীর সঙ্গে প্রেরণ করা

হয়। আসামরাজ এদের প্রতি কড়া নির্দেশ দেন যে তারা এমনভাবে যুদ্ধ করবে যাতে তাদের সমস্ত বাহিনী বিশেষ করে মির্জা নাথান ও তার কর্মচারীগণ যারা সহস্র সহস্র সৈন্যের বাহিনীকে আক্রমণ করার দু:সাহ দেখায় এবং কিছুতেই পিছু হঠে না, তাদের জীবিত অবস্থায় বন্দী করতে পারে। মির্জা নাথানকে তার পরিবারসহ নৌকাযোগে তার (আসাম রাজ) নিকট প্রেরণ করতে হবে। হাতী বড়ুয়া সকলকে নিয়ে রানীহাট পেঁ ৗছেন। তিনি সেখানে কোন দুর্গ তৈরি করেন নি। তিনি মির্জার দুর্গের ডান দিকে অবস্থিত একটি পাহাড়ে গিয়ে পাহাড়ের নিকট একটি দুর্গ তৈরি করেন। রাত্রের মধ্যেই দুর্গটি শক্তিশালী করে তুলেন। সেখান থেকে তিনি কয়েকটি দুর্গ পাশাপাশি তৈরি করেন যাতে মির্জা ও তার বাহিনীকে হরিণের মতো কামারগাহে (শিকারের বেষ্টনী) বদ্ধ করতে পারে। মির্জা তার দূরদর্শিতার জন্যই সারাদিন ঘোড়ায় আরোহন করে থাকেন। পার্শ্ববর্তী জঙ্গল এবং দুর্গের চার পাশ পরিষ্কার করার জন্য এক হাজার পাইক তার খোজা খাজা লাল বেগের অধীন প্রেরণ করেন।

গোবিন্দ লস্করের মৃত্যু: মির্জার প্রিয়পাত্র গোবিন্দ লস্কর এসে বলে: শত্রুরা আমার বাসভূমি কামারগাঁও আক্রমণ[২৩] করে তা ধ্বংস করার মতলব করেছে। সমস্ত পাইকদের নিয়ে সেখানে গিয়ে একটি দুর্গ তৈরি করার হুকুম দিন। আমাকেই শুধু নিরাপত্তা দান করবে না, লামদানী অঞ্চল থেকে পাহাড়ী লোকদের নিচে নামার পথ বন্ধ হবে তাতে'। তদনুযায়ী কামারগাঁয়ে দুর্গ নির্মাণের জন্য সমস্ত পাইক ও সরদারদের তার সঙ্গে দিলেন। গোবিন্দ বিদায় হলো। তার স্থলে নরহরি জুন্নারদারকে (পৈতাধারী—ব্রাহ্মণ) বড় কায়েত অর্থাৎ মুশ্‌রিক বা পাইকদের সরদার হিসাবে মির্জার নিকট রেখে যায়। সেখানে পৌঁছে সে স্থানটিকে সুরক্ষিত করে তুলে। শত্রুরা তার উপর দু'বার নৈশ আক্রমণ চালায় কিন্তু দু'বারই তারা পরাজিত হয়। তৃতীয় আক্রমণের সময় শত্রুরা সংখ্যা অত্যন্ত বেশি থাকায় মির্জা স্বয়ং গোবিন্দের সাহায্যে এগিয়ে যান। যাওয়ার সময় বড় দুর্গের সন্তোষজনক ব্যবস্থা করে রেখে যান। কামরগাঁয়ের এক কোশ দূরে গিয়ে পেঁ ৗছলে তিনি দেখতে পান যে দুর্গটিতে আগুন ধরেছে। তাই তিনি অতি দ্রুত এগিয়ে যান। শত্রুরা ততক্ষণে পাহাড়ে উঠে গেছে। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এইরূপ:

শত্রুরা আসলে গোবিন্দ তার দুর্গ থেকে তিনবার বেরিয়ে আসে এবং শত্রুকে পর্যদস্ত করে দেয়। তারপর সে দুর্গে প্রবেশ করে। ইতিমধ্যে তার পাইকদের সরদার যদুনায়েক এদিক থেকে দর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে দেয় এবং শত্রুর সঙ্গে যোগ

দেয়। যদুনায়েক তার পিতার মৃত্যুর জন্য গোবিন্দের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলো। সেই ভাঙ্গা প্রাচীরের ফাঁক দিয়ে শত্রুরা দুর্গে ঢুকে পড়ে। গোবিন্দ পালিয়ে নিরাপদ হতে সচেষ্ট হয়। এ সময়ে সনাতন নামক একটি মেচ (মেছুয়া) যার পিতাকে গোবিন্দ হত্যা করেছিলো, একটি ছুড়া দিয়ে গোবিন্দকে আঘাত করে। শত্রুরা যদু নায়েকের সঙ্গে তাকে অনুসরণ করছিলো। তারাও সেখানে এসে পেঁাছে। তারা গোবিন্দ লস্করের মাথা কেটে ফেলে তা নিয়ে পাহাড়ে পালিয়ে যায়। মির্জা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। তিনি দুর্গে ফিরে এসে পাইকদেরে সান্ত্বনা দেন এবং তাদের কাজে ব্যস্ত রাখেন।

শত্রু কর্তৃক জঙ্গল পরিষ্কারকারী দল আক্রান্তঃ প্রতিদিনই নিয়মিতভাবে জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজ এগিয়ে যায়। শত্রুর দুর্গ পর্যন্ত জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজ শেষ হওয়ার পরদিন সকালে মির্জা স্বয়ং ঘোড়ায় সোয়ার হয়ে তার সমস্ত সৈন্য বাহিনীসহ খোলা ময়দানে এসে সৈন্য সমাবেশ করেন। জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি নির্দেশ দেন। দিনের দু'পহর অতীত হলে জাহাঙ্গীরনগর থেকে খাঁ ফতেজঙ্গের কয়েকটি চিঠি আসে। সে সব চিঠির জওয়াব লিখার জন্য মির্জা দুর্গে ফিরে যান। জঙ্গল পরিষ্কারের কাজে সাহায্য করার জন্য সমগ্র বাহিনীটি সাদত খাঁর অধীন রেখে যান। শত্রুর গুপ্তচরেরা এ খবর তাদের দেয়। তারা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আকস্মিকভাবে সৈন্যবাহিনীর সামনে এসে হাজির হয় এবং তীর ছুড়ে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। শিলাবৃষ্টির মতো তীর বর্ষিত হতে থাকে। মির্জাকে এ সংবাদ জানান হয়। এ সময়ে সৈন্যবাহিনী পরিচালনারত সাদত খাঁ তার দ্বারা হাটুতে আঘাত পান। পদাতিকরা তার ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে আসে। মির্জা সেখানে এসে ভীষণভাবে যুদ্ধ করতে থাকেন। তিনি কুশলী বন্দুকধারীদের বলেনঃ 'যাঁরা আজ প্রত্যেকেই একটি করে শত্রুকে হত্যা করে সাদত খাঁর আঘাতের প্রতিশোধ নিতে সমর্থ হবে তাদের প্রত্যেককেই একজোড়া করে স্বর্ণ-বলয় উপহার দেওয়া হবে।' শক্তিধর বন্দুকধরীগণ বিশেষ করে বুলাকী নামক এক বন্দুকধারী বলেঃ 'বন্দুকের গুলিতে আমি কতটি শত্রুকে নিহত করি তার হিসাব করার জন্য একজন লোক আমার সঙ্গে দিন।' তদনুযায়ী ইব্রাহিম নামক একটি লোককে মির্জা তার সঙ্গে দেন। লোকটি তিন ঘড়ির মধ্যে সাতটি লোককে নিহত করে। মির্জার সঙ্গে কুড়ি তোলা ওজনের একটি স্বর্ণ-বলয় ছিলো। সেটি তিনি বুলাকীকে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রদান করেন। অদ্ভুত ধরনের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। দিনের শেষে উভয় পক্ষই নিজ নিজ দুর্গে ফিরে যায়।

শত্রু কর্তৃক তাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন ঃ পরদিন ভোরে মির্জা শত্রুর পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কাঠের গোড়া দিয়ে একটি শক্ত বেড়া তৈরি করেন। ভূষণার[৫৪] রাজা শত্রাজিত মির্জার সাহায্যার্থে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাকে সেখানে নিয়োজিত করা হয়। তার নিজ বাহিনী ছাড়া অনিয়মিত বাহিনীরূপে কাজ করার জন্য তাকে নিপুন বন্দুকধারীদের একটি বাহিনীও দেওয়া হয়। এই-ভাবে শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ হয়ে তিনি (মির্জা) নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছিলেন। আসামীরা যখন দেখতে পেলো যে এই কাঠের বেড়া তাদের অগ্রগমনের বাধাস্বরূপ তখন তারা তাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করে। তারা ডানদিকে ঘুরে একই পন্থা অবলম্বন করে। মির্জার দুর্গের খাদ পর্যন্ত একসার দুর্গ তৈরি করার সিদ্ধান্ত করে। উদ্দেশ্য এই যে সুবিধাজনক স্থান থেকে তারা মির্জার দুর্গের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হবে। এমনিভাবে দুর্গ রক্ষীদের ব্যতিব্যস্ত করে দুর্গাভ্যন্তরস্থ লোকদের অবরোধ করে শঙ্কটাপন্ন করে তুলবে। মির্জা তার মূল দুর্গের সম্মুখে কাষ্ঠ ও কাদা দিয়ে একটি প্রতিবন্ধক তৈরি করেন। সেখানেই তার এবং তার কর্মচারীদের পরিবারবর্গ অবস্থান করে। তাতে মেয়েছেলেরা তীর ও কামান থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। এ সত্ত্বেও শত্রুরা দুর্গ শ্রেণীর আড়ালে এগিয়ে এসে মির্জার প্রতিবন্ধক থেকে এক তীর দূরে এসে পৌঁছে। এতো-দিন তারা রাতের বেলা দুর্গ তৈরি করতো। এখন তারা মির্জার দুর্গের নিকট এসে যাওয়াতে তারা দিনের বেলাতেই একটি দুর্গ তৈরির চেষ্টা করে। শত্রুরা যে দিনের বেলাতেই দুর্গ তৈরির ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে তা মির্জাকে জানান হয়। মির্জা পদাতিক বাহিনীর সরদারদের নির্দেশ দেন একশো লোক নিয়ে কাঠের প্রতি-বন্ধকে যাওয়ার জন্য এবং সেখানে গিয়ে কামান ছুড়ে শত্রুদের দুর্গ তৈরির কাজ বন্ধ করার জন্য। তারা সেখানে গিয়ে তাদের লক্ষ্যভেদের কৌশল প্রদর্শন করে। এতে বহু শত্রু হতাহত হয়। এই প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করতে না পেরে শত্রুরা কাজ ফেলে রেখে চলে যায়। রাত এক পহর গত হলে তারা পুনরায় এসে দুর্গ তৈরির কাজ শুরু করে। দিনের বেলা তারা এই দুর্গের ডানদিক থেকে তাদের দুর্গ নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলো। কিন্তু রাত্রে তারা বাঁদিক থেকে কাজ শুরু করে। দিনে যে কাজ অসমাপ্ত ছিলো তা রাতে দ্রুত শেষ করে ফেলে। বন্দুক-ধারীরা সারারাত শত্রুর ডান দিকে গুলি বর্ষণে রত থাকে। সে স্থানটি শাহীদুর্গের বাঁদিকে। শত্রুরা বাঁ দিকে ঝুকে পড়ে এবং রাতের শেষের দিকে কাজ প্রায় শেষ করে আনে। বাকি ছিলো শুধু যে স্থানটি বন্দুক ও কামানের গুলির আও-তার মধ্যে অবস্থিত ছিলো। এই দুর্গের প্রাচীর মূল দুর্গের প্রাচীরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। চার ঘড়ি রাত বাকি থাকতেই যেখান থেকে বন্দুকধারীরা শত্রুর উপর

গুলি ছুড়ছিলো। মির্জা নাথান সেখানে এসে উপস্থিত হন। কিছুক্ষণ পর পর কেউ কেউ ঝিমুচ্ছিলো, কেউ কেউ গুলি ছুড়া বন্ধ করে এবং খোলা ময়দানে ঘুরাফেরা করে। তিনি সব পরিদর্শন করেন এবং দেখতে পান যে রাত্রে যে গোলাবারুদ ব্যবহৃত হয়েছে তাতে কোনো ফল হয় নি। শত্রুরা দুর্গের প্রাচীর তৈরি করে তাদের মূল দুর্গের সঙ্গে যোগ করে দিয়েছে। শুধুমাত্র তাদের কামানের আওতার মধ্যকার স্থানটুকু বাকি রয়েছে। সূর্যোদয়ের পূর্বেই তারা তাদের দুর্গ নির্মাণের কাজ শেষ করে ফেলবে।

শত্রুর সাতটি দুর্গ বিধ্বস্ত: মির্জা তাই চীৎকার করে বললেন: 'আজ আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে রানীর দুর্গ এবং গৃহ অধিকার করা।' তিনি অস্ত্র সজ্জিত হয়ে প্রস্তুত হওয়ার জন্য শাহী সৈনিকদের হুকুম দেন। যুদ্ধের জন্য ব্যূহ রচিত হলে তিনি বলেন যে পশ্চিমের ফটক দিয়ে তাদের বেরিয়ে আসতে হবে। তিনি স্বয়ং সে ফটকে স্থান গ্রহণ করেন। উচচ-নীচ সবাই সে ফটকে সমবেত হলে হঠাৎ করে দরজা খোলে দেওয়া হয়। তখন মির্জা তাদের নিজ নিজ মুখ ঢাল দিয়ে আড়াল করে শত্রুর নতুন দুর্গের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। শত্রুর দুর্গ অসমাপ্ত ছিলো। তাই আশা করা হয়েছিলো যে আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এবং একবার গুলি ছুড়লেই শত্রুরা আশ্রয়ের জন্য পালিয়ে যাবে। তাদের একত্রিত হওয়ার সুযোগ না দিয়েই যে কোনো প্রকারে তিনি দ্বিতীয় দুর্গে প্রবেশ করবেন এবং তার তড়িৎকর্মা যোদ্ধারা তার অনুসরণ করবে। আল্লা তার এ পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করেন। প্রথম আঘাতেই শত্রুর দৃঢ় দুর্গের পতন হয়। কিন্তু শত্রু কর্তৃক সেতুর আকারে নির্মিত কাঠের পথটি যা দুর্গের প্রাচীর থেকে চলে গেছে, তা এই সংঘর্ষকালে মির্জার যোদ্ধাদের ভারে ভেঙ্গে পড়ে। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধরত তেরজন সৈনিক তাদের দৃঢ় দুর্গে প্রবেশ করে। সেতুটি ভেঙ্গে যাওয়ায় তা এই দুঃসাহসী বীরদের পথে এক বুরুজের মতো হয়ে দাঁড়ায়। পলায়নরত শত্রু সৈন্য দুর্গে প্রবেশকারী শাহী সৈন্যদের সংখ্যাল্পতা দেখে ফিরে এসে যুদ্ধ শুরু করে। বিলদারদের সাহায্যে দুর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে তারা হাতী ও ঘোড়া নিয়ে দুর্গে প্রবেশ করার সময়ের মধ্যে শত্রুরা দুর্গে প্রবেশকারী ঐসব শাহী সৈন্যদের তিন তিনবার তাদের দ্বারা অধিকৃত দুর্গের প্রাচীর পর্যন্ত হটিয়ে দেয়। এই তিন বারই সেই বীরেরা তাদের অদম্য প্রচেষ্টায় ও বীরত্বের উন্মাদনায় বিচ্ছিন্ন শত্রুদের প্রতি আক্রমণ করে শত্রুদের দুর্গের প্রাচীর পর্যন্ত হটিয়ে দেয়। নয়নসুখ নামক হাতীর মাহুত হাতীটি নিয়ে প্রথম দুর্গে ঢুকতেই যুদ্ধরত মস্ত আলিবেগ ও

নিক্ মোহাম্মদ হাতীটিকে তাদের সম্মুখে এগিয়ে যান। এবার শত্রুরা এমনভাবে প্রতিহত হয় যে তাদের পিছন ফিরতে না দিয়েই তাদের তৃতীয় দুর্গে বিতাড়িত করে। বিভ্রান্ত অবস্থায় শত্রুগণ সে দুর্গে প্রবেশ করে। ব্যাঘ্র সদৃশ বীরেরাও দুর্গে ঢুকে পড়ে। দ্বিপ্রহরের মধ্যেই এমনিভাবে যুদ্ধ করে শত্রুর সাতটি দুর্গ তারা অধিকার করে। যুদ্ধকে এমনিভাবে তারা অষ্টম দুর্গে এগিয়ে নেয়। এখানে উভয় পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হয়। এই দুর্গটি ছিলো একটি পাহাড়ের পাশে ঘন বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে। যুদ্ধ সমানে সমানে চলছিলো। উভয় পক্ষের যুদ্ধ প্রিয় বীরেরা যুদ্ধ থেকে সড়ে দাঁড়িয়েছিলো। হবিব খাঁ নামক একটি দলের নায়ক এক আফগান মির্জা নাথানের নিকট খবর পাঠায়: 'আপনি স্বয়ং এ যুদ্ধে না এলে আমাদের পক্ষে জয়লাভ সম্ভব নয়।' অন্যান্য সরদারগণ তাকে যেতে বারণ করে বলে যে তারা নিজেরাই এ কাজ শেষ করতে পারবে। তাই মির্জাকে ঘোড়ায় সোওয়ার হয়ে প্রধান সেনাপতির কর্তব্য করে যাওয়া উচিত। মির্জা তার আত্মসম্মানের প্রতি অতি সচেতন থাকা সত্ত্বেও তার সামনে ঢাল রেখে নিক্ মোহাম্মদের বাহিনীতে যোগ দেন। তিনি সেখানে পৌঁছেই এগিয়ে যান। যে আফগানরা যুদ্ধে সর-দারের অংশগ্রহণের কথা বলছিলো, তারা যুদ্ধে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে পারে নি। মাত্র দুটি বাহিনী—একটি যাতে মির্জা নিজে যোগ দেন ও বামপার্শে অবস্থিত আর একটি বাহিনীই যুদ্ধ করে খাদের পাড়ে এগিয়ে যায়। নিক্ মোহাম্মদ বেগ আহত হয়ে দুর্গের ফটকের ফাঁকে পড়ে যায়। শত্রুরা সাহস করে বেরিয়ে এসে তার মাথা কেটে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তখন এমন তুমুল লড়াই শুরু হয় যে তা কিয়ামত দিনের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়। অনেক কষ্টে নিক্ মোহাম্মদকে রক্ষা করা হয়। বিজয় ভেরী বেজে ওঠে। মির্জা তখন বলেন যে এই বিজিত সাতটি দুর্গ কাঠ দ্বারা তৈরি। এর প্রতিটি কাঠের খুঁটি তার দুর্গে বয়ে নিয়ে গেলে প্রত্যেকটি খুটির জন্য তার আকার অনুযায়ী এক থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত ২০,000 কাষ্ঠখণ্ড বহন করে নিয়ে আসা হয়। হাতী দিয়ে দেওয়ালগুলি ধূলিস্মাত করে দেওয়া হয়। এমনি করে ত্রিশ চল্লিশ দিন ধরে শত্রু কর্তৃক পরিশ্রমের পর যে কাজ সম্পন্ন করা হয় তা মাত্র দেড় পহরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। সেখান থেকে তিনি (মির্জা) নিজ শিবিরে ফিরে আসেন এবং এই বিরাট বিজয়বার্তা সম্বন্ধে খা ফতেজঙ্গের নিকট রিপোর্ট প্রেরণ করেন।

শত্রু কর্তৃক পানি সরবরাহ বন্ধের চেষ্টা: পনর দিন পর্যন্ত শত্রুগণ দুর্গ তৈরির চিন্তা ত্যাগ করেন। তারা মাঠে ঘাস খেতে গেলে হাতী ও গরুগুলিকে উৎপাৎ

করতে শুরু করে। কিন্তু তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারে নি। শত্রুর দুর্গ একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত ছিলো। তাদের দুর্গের ফটকের পাশ দিয়ে পানি খেতে যাওয়ার সময় দুর্গের উপর থেকে হাতী ও ঘোড়াগুলির উপর কামান ছোড়া হতো। মানুষ এবং পশু তাদের ইচ্ছানুযায়ী পানি খেতে পারতো না। পানি আনতে গিয়ে অনেককেই প্রাণ হারাতে হয়। মির্জা তাই নির্দেশ দেন নদীর ঠিক মাঝখানে কাঠের বেড়া নির্মাণের জন্য যাতে নদীর স্রোত এর দু' পাশ দিয়েই প্রবাহিত হতে পারে। মির্জা দুর্গের উভয় প্রান্তে পানির উপর দুটি সেতু নির্মাণ করার এবং তাতে শক্ত খুঁটি লাগাবার নির্দেশ দেন। তার অভিপ্রায় অনুযায়ী মেহনতী লোকেরা গভীর খাতসহ একটি সুদৃঢ় দুর্গ তৈরি করে। শিবিরের লোক-জন সব সময় মূল দুর্গ থেকে এসে পানি নিতে পারতো এবং হাতী, ঘোড়া, গরু এবং গাধাও নির্বিঘ্নে পানি খেতে পারতো। ধোপারা এতে কাপড় ধুতে এবং লোকজন এতে গোসল করতে পারতো। শত্রুরা এটিকে তাদের দুর্গের কামানের পাল্লার মধ্যে আনতে চেষ্টা করেও তাতে সফল হয় নি। তারা বন্দুক ছুড়ে দুর্গের নীচের স্থানেই শুধু আঘাত করতে পারতো। দুর্গের চূড়া লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে তা কোন মানুষ বা পশুকে আঘাত না করে দুর্গের উপর দিয়ে চলে যেতো।

শত্রু কর্তৃক রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করার চেষ্টা: হাতী বড়ুয়া রাজা বল-দেবের পিতৃব্য মামুন গোবিন্দকে শাহী ফৌজের রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করার জন্য চার হাজার লোকসহ প্রেরণ করে। গোবিন্দ তার কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য সেখানে লুণ্ঠন কার্য চলাতে শুরু করে। মির্জা নাথানও পাণ্ডু পরগণায় অবস্থিত হালি গাঁয়ে[২৫] গোবিন্দের পথের উপর একটি দুর্গ তৈরি করেন এবং সেখানে দর-বেশ বাহাদুরের নেতৃত্বে একশো অশ্বারোহী এবং তিনশো বন্দুকধারী ও তীরন্দাজের একটি বাহিনী মোতায়েন করেন। এমনি করে রসদ সরবরাহের পথ নির্বিঘ্ন করে তিনি ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে গড়ালে আর একটি দুর্গ তৈরি করেন। সেখানে তার মির বহরদের তাদের নৌবহর এবং চল্লিশজন অশ্বারোহী ও একশো বন্দুক-ধারীসহ মোতায়েন করেন। ব্যবস্থা হয় যে নৌবহর স্থল সৈন্যদের সহযোগিতায় হালিগাঁয়ে রসদ পাঠাবে এবং সেখানকার লোকজন তা রানীহাটে মির্জার নিকট পাঠাবে। দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই রসদ সরবরাহ করা হয়। মামুন গোবিন্দের রসদ সরবরাহকারীদের উপর ইতঃস্তত আক্রমণ কোনো কাজেই আসত না। প্রবল বৃষ্টিপাত সে স্থানটি প্লাবিত করলে, নদী তীরস্থ গরাল দুর্গ বন্যার স্রোতে ভেসে যায়। তাই নৌবহরের নৌকাগুলি ঝিলের মধ্যে নিয়ে আসা হয় এবং

কাছারীদের একটি গ্রামে একটি দুর্গ তৈরি করা হয়। সেখান থেকেই হালিগাঁও দুর্গে রসদ পৌঁছান হত এবং তৎপর সেখান থেকে তা রানীহাটে মির্জার নিকট প্রেরিত হতো। বন্যায় গরু দিয়ে জিনিসপত্র প্রেরণের পথ বন্দ হয়ে গেলে মির্জা রসদ আনার জন্য দশটি হাতীর একটি দল পাঠাতে বাধ্য হলেন। এমনি করেই নৌবহর থেকে মূল দুর্গে রসদ প্রেরিত হতো।

পাঁচকালা ঝুলিয়া বন্দী : গুপ্তচরেরা খবর দেয় যে রাজা পরীক্ষিতের পাঁচ-কালা ঝুলিয়া চুমরিয়া[২৬] পরগণার এক গ্রামে অবস্থান করছে। খবর শুনে মির্জা নাথান খাজা লালবেগের অধীন পাঁচটি পরিপূর্ণরূপে অস্ত্র সুসজ্জিত রণ-তরী প্রেরণ করেন তাকে বন্দী করার জন্য। খাজা লালবেগ উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে সেখানে পৌঁছে এবং সপরিবারে ঝুলিয়াকে বন্দী করে মির্জার নিকট নিয়ে আসে। লালবেগকে পুনরায় সে থানায় মোতায়েন আফগানদের সরদার নিযুক্ত করে প্রেরণ করা হয়। মির্জা আনন্দের সঙ্গে দিন কাটাতে থাকেন।

শত্রু কর্তৃক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা ব্যর্থ : আসামীগণ যখন দেখলো যে বর্ষাকাল এসে গেছে অথচ ফলপ্রদ কোন কাজই তারা করতে পারে নি। তাই তারা নিম্নলিখিত নির্দেশসহ দশ হাজার লোক দিয়ে মামুন গোবিন্দকে প্রেরণ করে : 'হালিগাঁও দুর্গ অধিকার করতে পার ভালো তা যদি না পার তাহলে তাদের দুর্গ থেকে আধ কোশ দূরে একটি দুর্গ তৈরি করে তাদের রসদ ও নৌবহর চলাচলের পথ বন্ধ করে দিতে হবে যাতে হালিগাঁও দুর্গ এমন সঙ্কট-জনক অবস্থায় পতিত হয় যে তারা যেন তাদের মূল দুর্গে রসদ পাঠাতে না পারে। আমরা যদি এই অভিযানে যোগ দিই তাহলে শাহী পক্ষ বুঝতে পারবে যে আমাদের দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং আমাদের দুর্গ তারা আক্রমণ করবে।' তদনুযায়ী সৈন্য বাহিনী নিয়ে মামুন গোবিন্দ হালিগাঁও অভিমুখে রওনা হয়ে যায়। ভোর হওয়ার চার ঘড়ি পর গোবিন্দ সেখানে পৌঁছে এবং একটি দুর্গ তৈরির কাজ শুরু করে। দুপুর বেলা তার আগমন সংবাদ মির্জার নিকট পৌঁছে। মির্জা সাদত খাঁ, মিরণ খাজা আহম্মদ এবং মস্ত আলিবেগকে ডেকে তাদের বলেন : 'একশো অশ্বারোহী, পাঁচশো পদাতিক এবং আটটি হাতী নিয়ে যোগাযোগের পথ রুদ্ধকারী বিদ্রোহীদের শাস্তি দিতে যাচ্ছি। আমি আপনাদের এই উপদেশ দিয়ে এখানে রেখে যাচ্ছি যে যদি আমার অনুপস্থিতির সংবাদ পেয়ে

শত্রুরা দুর্গ আক্রমণ করে তাহলে আপনারা তিনটি বাহিনীতে বিভক্ত হবেন। মিরণ খাজা আহাম্মদ তার অধীনস্থ বাহিনী নিয়ে তিনটি দুর্গের সামনেই স্থান গ্রহণ করবেন এবং সতর্ক ও তৎপর থাকবেন যাতে শত্রুরা কোনো রূপেই আপনাদের কোনো দুর্গেই প্রবেশ করতে না পারে। যদিও তারা আসে তাহলে মিরণ খাজা আহম্মদ তার সুবিধামত স্থান থেকে শত্রু বাহিনীকে আক্রমণ করবেন। অন্য দুটি বাহিনী একটি সাদত খাঁর ও অন্যটি মস্ত আলি বেগের অধীন বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করবেন। শত্রু একাধিক বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলেও আল্লার উপর নির্ভর করে যুদ্ধ করবেন'। সহকর্মীরা প্রস্তুত হয়ে রইলেন। মির্জা পূর্ব্বোক্ত বাহিনী নিয়ে সম্পূর্ণরূপে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে রওনা হয়ে সন্ধ্যা হওয়ার এক পহর পূর্ব্বে শত্রুর দুর্গের নিকট পৌঁছেন। হালিগাঁও দুর্গে অবস্থানরত সৈনিকরাও এসে মির্জার সঙ্গে যোগ দেয়। মির্জার নির্দেশে বাহিনীকে দু'দলে ভাগ করা হয় এবং বিদ্রোহীদের দুর্গ দু'দিক থেকে আক্রমণ করে। মির্জার সৈন্যবাহিনী প্রথম সেখানে পৌঁছলে কয়েকটি অশ্বারোহী ও পদাতিক নয়না নামক হাতীটিকে তাদের সম্মুখে রেখে তাদের দুর্গের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদের মধ্যে খুরশিদ নামক এক তুর্কী ভৃত্য এবং রুবরা নামক অশ্বারোহী বাহিনীর একজন কর্মচারী এতে অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করে। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে মহান আল্লা নাথানের প্রতি অত্যন্ত দয়া প্রদর্শন করেন—যা পূর্বে আর কোনো লোকের প্রতি দেখান হয় নি। শত্রু পক্ষ থেকে একটি তীর ছুড়া হয়। তা মির্জার দশ কদম দূর থেকেই বিপরীত দিকে ঘুরে শত্রুদের দিকেই ফিরে যায়। তীরের খাঁজকাটা অংশটি মির্জার বক্ষবর্মে (বাঘতার) পতিত হয়। এই দৈব অনুগ্রহ মুর্খদের মনে কোনো দাগ কাটতে পারে নি। জ্ঞানীরা এর জন্য আল্লার কাছে হাজার শুক্‌রিয়া আদায় করে। ইতি-মধ্যে দ্বিতীয় বাহিনীটি পঞ্চমী সম্ভাত নামক হাতীটিকে তাদের সামনে রেখে শত্রুর দুর্গের ফটকে আক্রমণ চালায়। দুর্গের ভিতর থেকে শিলা বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। পঞ্চাশটিরও বেশি তীর হাতীর গায়ে বিদ্ধ হয় এবং বহু যোদ্ধা আহত হয়। অন্যদিক থেকে মির্জা তার ঘোড়ার জিনের রেকাবে পা রেখে বাঁ দিকে চেয়ে দেখেন যে শত্রুর দুর্গ সেদিক দিয়ে সুরক্ষিত নয়। তিনি চিৎকার করে নিক মোহাম্মদ বেগ, শের খাঁ কাকর এবং অন্যান্য বীরদের বলেন: 'বন্ধুগণ, শত্রুগণ আপনাদের বাঁ দিক সুরক্ষিত করে নি। সৈনিক এবং ঘোড়াগুলিকে ওখানে আহত হতে দিচ্ছেন কেন? ওদিক থেকে আক্রমণ করছেন না কেন? তিনি নিজের ঘোড়ার লাগাম সেদিকে ঘুরিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দিলেন। শত্রুরা মির্জাকে চীৎকার করে তার সাথীদের সেদিক দিয়ে (দুর্গের অরক্ষিত স্থান) দুর্গ আক্রমণ করছে না কেন বলতে শুনে পালাতে শুরু করে এবং বনে জঙ্গলে গিয়ে

আশ্রয় নেয়। দুর্ধর্ষ বীরেরা ঘোড়ার উপর থেকেই শত্রুদের একশো বিশটি সৈনিকের মস্তক দেহচ্যুৎ করে। শত্রুদের বহু সৈন্য অর্ধমৃত অবস্থায় পালিয়ে যায়। সবাই আনন্দিত হয়। বিজয় ভেরী এবং সুসংবাদ ঘোষক তুর্য বাজান হয়। মির্জা হাতীগুলি নিয়ে আসার জন্য হুকুম দেন এবং বলেনঃ 'আহত শত্রু-গণ বিভ্রান্ত অবস্থায় জঙ্গলে লুকিয়ে আছে গরু দিয়ে ধান মাড়াইয়ের মতো হাতী দিয়ে এদের পিষে ফেলতে হবে।

নাথানের হালিগাঁও থেকে রানীহাট প্রত্যাবর্তনঃ এ সময়ে মূল দুর্গ একটি পদাতিক হঠাৎ করে এসে বলেঃ 'দিন শেষ হওয়ার দেড় পহর পূর্বে শত্রুরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে তাদের দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারের লোকেরাও তিনটি বাহিনী গঠন করেছে। নির্দেশ অনুযায়ী মির খাজা আহম্মদ এবং অন্যান্যরা নিজ নিজ অবস্থান স্থল থেকে দুর্গ তিনটির কেন্দ্র স্থলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। সাদত খাঁ এবং মস্ত আলিবেগ দুটি বাহিনী গঠন করে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে গেছেন। আপনাকে এ খবর জানাতে তারা আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন।' তাই মির্জা জঙ্গলে পলাতকদের অনুসন্ধানের কাজ ত্যাগ করে আহত সৈনিকদের হাতীতে করে ধীরে ধীরে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী, দরবেশ বাহাদুর ও অন্যান্যদের হালিগাঁও দুর্গে রেখে আসা হয়। তিনি নিজে অতি দ্রুত মূল দুর্গাভিমুখে ছুটে চলেন। দু'পহরের পথ ছ'ঘড়িতে অতিক্রম করে সন্ধ্যার চার ঘড়ি পর তিনি সেখানে পৌঁছেন। এই সময়ের মধ্যে শাহী পক্ষ শত্রুদের পরাভূত করে তাদের দুর্গে বিতাড়িত করে। শত্রু সৈন্যরা তাদের পরাজয় সত্ত্বেও চীৎকার করে মির্জার অনুসারীদের জিজ্ঞেস করতে থাকেঃ 'তোমরা যাচ্ছ কোথায়? মামুন গোবিন্দের সঙ্গে তোমাদের লড়াই কেমন হলো?' কয়েকজন জওয়াব দেয়ঃ 'আমরা তোমা-দের দুর্গ আক্রমণ করেছিলাম। তাকে ধূলিস্মাৎ করে ফিরে যাচ্ছি।' তারা আবার জিজ্ঞেস করে 'আমাদের কতজনকে তোমরা হত্যা করেছ?' একদল চতুর লোক শত্রুদের সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যে করে বলেঃ 'তোমাদের পাঁচশো লোক আমাদের তরবারির আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে'। তাদের একজন হেসে বলেঃ 'আশা করি আমাদের আসামরাজ আজ দুবার আহার করবেন।' মির্জার জনৈক সৈনিক জিজ্ঞেস করেঃ 'এর মানে কি?' সে জওয়াব দেয়ঃ 'ন্যায় ভাবেই হোক বা অন্যায়ভাবেই হোক আমাদের রাজার নিয়ম হচ্ছে দু বা তিনশো লোক হত্যা না করে আহার করেন না।' মির্জা নাথান হাসি চেপে রাখতে

পারলেন না। বললেনঃ 'বন্ধুগণ, তোমরা এমন শত্রুর সঙ্গে কথা বলছো যারা আমরা যখন তাদের পাঁচশো লোককে হত্যা করেছি তখন তারা তাদের রাজার দুবার আহারের কথা চিন্তা করছে।' ক্রমে এদের কথাবার্তা রূঢ় হয়ে উঠে তখন মির্জা তাদের উৎসাহিত করার জন্য বলেনঃ 'আমাদের কল্পনার অতীত হলেও, সর্বশক্তিমান আল্লা একটি ক্ষুদ্র মশা দিয়ে নমরুদকে নাজেহাল ও বে-ইজ্জত করে ছাড়েন। আমরাও অতি নগণ্য হলেও আমাদের সদয় আল্লা অত্যন্ত শক্তিশালী। প্রবাদ আছে যে 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ কর। কারণ আল্লাও মানুষের নিকট তোমাদের মর্যাদা তোমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনুপাতে হয়ে থাকে।' সর্বদাই তার কথা সমর্থন করে। পরে তারা তাদের শিবিরে ফিরে যায়, বিশ্রাম করে এবং আল্লার নিকট অশেষ শুক্রিয়া জানায়। বিগত চার মাসের যুদ্ধে প্রতিদিন প্রতি রাত্রে মির্জা নাথানের বহু লোক হতাহত হওয়ায় তিনি হাজো-তে অবস্থানরত শাহী কর্মচারীদের নিকট সাহায্য ও অস্ত্র সস্ত্র পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানিয়ে সংবাদবাহী প্রেরণ করেন।

পরশুরামের পুনরায় মুক্তি লাভের চেষ্টা ঃ পরশুরামকে কিছুকাল বন্দী থাকতে হয়। তিনি বুঝতে পারলেন যে প্রচুর অর্থ প্রদান ছাড়া তার মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। তিনি মির্জা নাথানকে জানানঃ 'আমি ১০,০০০ হাজার টাকা দিতে রাজি আছি এই শর্তে যে আমাকে ও আমার পরিবারকে মুক্তি দিতে হবে। আমার সঙ্গে কিছুই নেই। আমি আমার নগদ টাকা পয়সা সব জঙ্গলের ভিতর পুতে রেখেছি। আপনি আপনার লোকজনসহ আমাকে যেতে দিলে, আমি আমার প্রতিশ্রুত টাকা দিয়ে দিব।' মির্জা সাদত খাঁকে কিছুতেই তার সঙ্গ ছাড়া করতে রাজি নন। টাকা পয়সার ব্যাপারে বিশ্বস্ততার প্রয়োজন। তাই প্রবল বন্যা থাকা সত্ত্বেও তিনি হবিব খাঁ লোদী এবং সঈফ খাঁ লোদী ও তার অন্যান্য ভাইদের এবং নিপুণ বন্দুকধারী সৈনিক সহ চৌদ্দটি নৌকায় পরশুরামের সঙ্গে পাঠালেন। বলভদ্র দাস ও তার অনুচরদের চিঠি লিখে নির্দেশ দেওয়া হয় উপরোক্ত খাঁর সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে মিলেমিশে থাকার জন্য। খাজা সাদত খাঁ পরশুরামের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেনঃ 'আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে আমি আপনার জীবনের নিরাপত্তা ও আপনার মুক্তির জন্য দায়ী থাকব।' পরশুরাম এ ব্যাপারে আন্তরিক ছিলেন না। তাই তিনি মতলব করলেন যে তাদের বৃহত্তম জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ওরা রাত্রে যখন পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে তখন তিনি তাদের আক্রমণ করবেন অথবা অন্য কোনো ছলে এদের কাছ থেকে সড়ে পড়বেন।

তদনুযায়ী তিনি শোলমারি পৌঁছলেন। কিন্তু সেখানে কোনোরূপ সুযোগ না পেয়ে তিনি তার পরিত্যক্ত গৃহের মাটি খুঁড়ে ১৫০ তোলা স্বর্ণ নিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসেন। মির্জা তার এরূপ আচরণে বিরক্ত হন এবং তাকে শাস্তি দেন। এই হারামজাদা দ্বিতীয়বার সাদত খাঁকে তার সঙ্গে নিয়ে যায়। তার মধ্যে কোনোরূপ দূরভিসন্ধি প্রকাশ পায় নি। কিন্তু পুনরায় কারারুদ্ধ হওয়াই ছিলো তার ভাগ্য-লিপি। এবার সে ৫০ তোলা স্বর্ণ ও ৩০০ তোলা রূপা নিয়ে ফিরে আসে। এতে প্রতীয়মান হয় যে প্রথমবারে তার চেষ্টা ছিলো পালানোর ; আর দ্বিতীয়বার তার মনে আশঙ্কা জাগে যে এভাবে হয়তো তার লুক্কায়িত সমস্ত নগদ ধন রত্নের গোপন স্থানের সন্ধান ওরা পেয়ে যাবে এবং তার সমস্ত ধন রত্ন তারা ছিনিয়ে নেবে। প্রতিবারই সে এমনিভাবে লোক নিয়ে যাবে আর টাকা না নিয়েই ফিরে আসবে। এরপর থেকে তাকে আর বিশ্বাস করা হয় নি। তাকে কঠোরভাবে কয়েদ করা হয়।

শেখ কামালের কপটতা ঃ এবার শেখ কামাল ও হাজোতে অবস্থিত শাহী কর্মচারীদের নিকট সৈন্য সাহায্য চেয়ে নাথান কর্তৃক দূত প্রেরণ এবং শেখ কামাল কর্তৃক তার আবেদনের প্রতি ঔদাসিন্য প্রদর্শন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। সে সময়ে শেখ কামাল সে অঞ্চলের প্রশাসনিক প্রধানের পদে অধিষ্ঠ ছিলেন। কুলিজ খাঁ ওরফে বালাই কুলিজকে কোচ রাজ্য এবং বিশেষ করে কামরূপে তার পদ থেকে অপসারণ করা হয়। শেখ কামাল মির্জা নাথানের প্রতি ঈর্ষা পরায়ণ ছিলেন। তাই তিনি তার (মির্জার) আবেদনে ঔদাসিন্য প্রদর্শন করেন। তিনি কোনো সাহায্য এমনকি তার পত্রের পরিষ্কার কোনো জওয়াবও দেন নি যাতে মির্জা নিজ দায়িত্বে এবং নিজ খরচে সৈন্যবাহিনী গঠন করতে পারেন। মাদারী নামক মির্জার এক কর্মচারী তীর ধনুক, বারুদ এ শিসা ক্রয়ের জন্য টাণ্ডা গিয়ে ছিলো। ঐসব জিনিসপত্র বোঝাই একটি নৌকা করে সে হাজো পেঁাছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে নৌকাটি হাজো থেকে রওনা হওয়ার দিনই কিছুদূর যেতেই নিমজ্জিত হয়। সামান্যতম কোনো জিনিসও রক্ষা পায় নি। এ খবর শত্রুদের নিকট পেঁাছে।

শত্রু কর্তৃক পুনরায় আক্রমণ আরম্ভ ঃ হাতী বড়ুয়া ও অন্যান্য সকল সরদার-দের তিরস্কার করে আসামরাজ কর্তৃক প্রেরিত এক চিঠি আসে। নিম্নলিখিত নির্দেশসহ তিনি তিনশো হাঙ্গ দান ধারা (অহম তরবারি ধারী) সৈন্য প্রেরণ করেন : 'যুদ্ধ থেকে এবার যে কেউ পিছু হটে আসবে তাদের হাঙ্গদানধারাগণ কেটে

দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে।' হাতী বড়ুয়া, রাজ খাওয়া, খারকুকা (খার ঘরিয়া ফুকন), রাজা বলদেব, সুমারুয়েদ কায়েত, অষ্টাদশ পার্ব্বত্য রাজা, ডুমরিয়া রাজার পুত্র ডাঙ্গরদেব এবং গোপাল দলপতি সমস্ত দল ও দলপতিগণ একত্রে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে এবার মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন পথ নেই। তদনুযায়ী তারা ছোট ছোট প্রহরী দলের উপর দুর্গের ভার দিয়ে এক শুভলগ্নে সমস্ত সরদার তাদের নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে রানীহাটের দক্ষিণ পশ্চিমে গঙ্গ বাইরের পাশে এক স্থানে এসে উপস্থিত হয়। স্থানটি শাহী দুর্গ থেকে একটি বড় কামানের পাল্লার দূরে অবস্থিত। এক রাত্রের মধ্যেই তারা গভীর খাদ পরিবেষ্টিত একটি উচ্চ দুর্গ তৈরি করে ফেলে। তারা প্রাচীর ও ছাদের উপর বড় কামান সজ্জিত করে। পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক লোক এতো নিকটে এই দুর্গ তৈরির কাজে ব্যস্ত অথচ দুজন লোক কোনো কাজে বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত শাহী পক্ষ এর কিছুই জানতে পারে নি। রাত্রের শেষ দিকে একদল সৈন্য যুদ্ধের জন্য ময়দানে বেরিয়ে আসলেই তাদের নিকট সংবাদ পেঁৗছে যে তাদের দুর্গ থেকে মাত্র বড় এক কামানের পাল্লার বাইরে শত্রুগণ একটি বড় দুর্গ তৈরি করেছে। তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

সাহায্যকারী সৈন্যের উপস্থিতি ঃ সেদিন মির্জা নাথান নীরব ছিলেন এবং একটি দুর্গ তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকেন। সেদিনই রাজা মধুসূদনের পুত্র লম্বোদের একশো অশ্বারোহী ও চারশো পদাতিকের একটি বাহিনী নিয়ে মির্জার সাহায্যে এসে উপস্থিত হয়। মির্জা তাকে তার নিজ গৃহে স-সম্মানে অভ্যর্থনা জানান এবং আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন। স্থির হয় যে নতুন দুর্গটি তৈরি হলে লম্বোদরকে তার বাহিনীসহ তা রক্ষার জন্য নিয়োজিত করা হবে। তদনুযায়ী মির্জা নিজেও পর-দিন সকালে দুর্গ তৈরির কাজের সাহায্য করার জন্য গমন করেন। তাদের মূল দুর্গ ও শত্রু দুর্গের মাঝখানে এই ছোট দুর্গটি তৈরি হয়। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের স্থান সে দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। মূল দুর্গ যাতে মেয়েরা অবস্থান করেছে তাকে শত্রুর কামান ও তীরের পাল্লার বাইরে রাখা হয়। শত্রুরা কামান ও বন্দুক ছুড়তে থাকে। তারা শাহী কর্মীদের দম ফেলার সুযোগ দিচ্ছে না। হত ও আহতের স্তূপ জমে উঠছে, এ সত্ত্বেও নাথান দ্বিপ্রহরের মধ্যেই চূড়াসহ দুর্গ নির্মাণের কাজ শেষ করেন। অতপর সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দুর্গের তিন দিকে তিনটি খাদ খননের কাজও শেষ হয়। যে দিকটি শত্রুর কামানের পাল্লার আওতার মধ্যে ছিলো সেখানকার কাজ রাত্রের জন্য বন্ধ রাখেন। সেখানে নিয়োজিত পাঁচশো স্থানীয় পাইক ছাড়াও নাথান পঞ্চাশজন মোগল ও আফগান পদাতিক মোতায়েন করেন। রাত্রে উভয়

পক্ষই নিজ নিজ কাজ শিথিল করে। মির্জা নাথান তার মূল দুর্গে ফিরে আসেন। কিন্তু তীর বন্দুক ও কামান ছোড়া উভয় পক্ষেই চালু ছিলো।

কামরূপে প্রশাসনিক পরিবর্তন : এবার হাজো-তে অবস্থানরত কর্মচারীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। সুবেদার খাঁ ফতে জঙ্গ ও কুলিজ খাঁ ওরফে বাল্টু কুলিজের মধ্যে সম্পর্ক প্রীতিকর ছিলো না। তাই কুলিজ খাঁর মাত্রাধিক সুরাপানের অভ্যাসের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ শাহী দরবারে আবেদনসহ রিপোর্ট প্রেরণ করেন : 'অত্যধিক সুরাপানে অভ্যস্ত কুলিজ খাঁ কার্যক্ষম হয়ে পড়েছেন। তাই তাকে হাজো থানার কার্যের দায়িত্ব থেকে অপসারিত করা হয়েছে এবং তার স্থলে শেখ কামালকে নিযুক্ত করেছি।' সুতরাং কুলিজ খাঁ হাজো থেকে জাহাঙ্গীরনগর প্রকাশ ঢাকায় খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট গমন করেন। এবং তার নিকট থেকে শাহী দরবারে ফিরে যাওয়ার অনুমতি গ্রহণ করেন। শেখ কামালকে উক্ত থানার সরদারী পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়।

শেখ কামালের বিশ্বাসঘাতক মনোবৃত্তি : মির্জা নাথানের প্রেরিত লোক সাহায্য কারী সৈন্য প্রেরণের জন্য দাবী জানিয়ে শেখ কামালের সঙ্গে আলোচনা করছিলো। এ সময়ে অভিযান পরিচালনাকারী আসামী ফৌজের উপস্থিতি সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয়। শেখ কামাল তাই সমস্ত নিম্নপদস্থ মস্‌নবদার এবং তিনশো বন্দুকধারী সৈন্যসহ মির্জা সালেহ আরগুণ এবং মির্জা ইউসুফ বারলাসকে মির্জা নাথানের সাহায্যের জন্য নিযুক্ত করেন। বাহ্যিকভাবে তিনি এ সমস্ত লোকদের মির্জার সাহায্যে যাওয়ার অনুমতি দেন কিন্তু মির্জার প্রতি তিনি মনে প্রাণে বিদ্বেষ পোষণ করতেন। তাই তিনি গোপনে এ সমস্ত লোকজনদের বলে পাঠান : 'শত্রুরা ভীষণভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে, তোমাদের সেখানে পেঁছা পর্যন্ত মির্জা নাথান টিকে থাকতে পারবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। তাই অবস্থা ভালো রকমে বুঝে শুনে তোমাদের রওনা হওয়া উচিত।' তদনুযায়ী একদল নিরিহ প্রকৃতির লোক শেখ কামালের কথামত কাজ করে। কিন্তু নাসির খাঁ পনী, বাহাদুর খাঁ কাকর, এতিম খাঁ শিরওয়ানী, বাজু-ই-ঝিলাম, এবং শের খাঁ লোদী প্রমুখ ওস্‌মানী মস্‌নবদারগণ মির্জার সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বমূলক মনোভাবের জন্য, এবং শাহী কাজে তারা মির্জা নাথানের সঙ্গে একত্রে থাকার জন্য, তাদের তেরজন নিজস্ব যোদ্ধাসহ মির্জা নাথানের অবস্থানস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। এবার আমার মূল বিষয়ে ফিরে মির্জার অবস্থা বর্ণনা করছি।

পঞ্চম অধ্যায়

[মির্জা নাথানের সঙ্গে আসামীদের যুদ্ধ। মুসলিম বাহিনীর ভাগ্য বিপর্যয়। আসামিদের সঙ্গে মির্জা নাথানের দ্বিতীয় যুদ্ধ। সমগ্র দক্ষিণকূল অঞ্চল পুনর্দখল অষ্টাদশ পার্বত্য রাজাসহ সুমারুয়েদ কায়েত বন্দী। আসাম রাজার বহু সরদারের মৃত্যু]

মিনারীতে সৈন্যবাহিনী প্রেরিত: আসামীদের বড় দুর্গের সম্মুখে মির্জা নাথান কর্তৃক দুর্গ তৈরি করার তিনদিন পর আসাম রাজার সরদারদের কথামতো এই যুদ্ধের নেতা সুমারুয়েদ কায়েত নিম্নরূপ গুজব রটনা করে: 'আমি দশ হাজার পাইকের একটি বাহিনীসহ রাজা পরীক্ষিতের খুল্লতাত মানু গোবিন্দকে হালিগাঁয়ে পাঠিয়েছি। মানু গোবিন্দ পূর্বে সেখানে চার হাজার সৈন্যসহ মির্জার নিকট পরাজিত হয়েছিলো। তাকে মির্জার দুর্গের পাঁচ কোশ দূরে একটি দুর্গ তৈরি করে তাদের রসদ ও চলাচল বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' তাই মির্জা সাদত খাঁর অধীন গোবিন্দের বিরুদ্ধে একশো অশ্বারোহী, পাঁচশো পদাতিক ও আটটি শিক্ষিত হাতীর একটি বাহিনী সেখানে পাঠান। তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়: 'শত্রু যখন এরূপ মতলব করেছে, তখন আমারই সেখানে যেয়ে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু আজ আমাকে গোসল করতে হবে এবং এই নতুন দুর্গটিকে সুরক্ষিত করার কাজ দেখার জন্য আমাকে এখানে থাকতে হচ্ছে। আপনার বাহিনীসহ হালিগাঁও চলে যান এবং তাদের ভীষণ আঘাত হানুন।' সাদত খাঁ তার বাহিনী নিয়ে অতি দ্রুত হালিগাঁও অভিমুখে রওনা হয়ে যান। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়েই বুঝতে পারেন যে শত্রু চালাকি করেছে। এখানে তাদের কোনো সৈন্য পাঠান হয় নি। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য তিনি মিনারীর থানাদার দরবেশ বাহাদুরের সাহা-য্যের জন্য তার অর্ধেক সৈন্য সেখানে রেখে আসেন। সে অঞ্চলের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়ে তিনি রানীহাট প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে রাজা লক্ষ্মীনারা-য়ণের চল্লিশজন অশ্বারোহী এবং তিনশো পদাতিক সৈন্য যা রাজা মধুসূদনের পুত্র লম্বোদরের বিদায়ের পর মির্জা নাথানের অনিয়মিত বাহিনীরূপে প্রেরিত হয়েছিলো, মিনারীতে এসে পেঁৗছে। সাদত খাঁ মনে করলেন যে এ বাহিনীটি এই স্থানের জন্য প্রেরিত হয়েছে। তাই তিনি মির্জার অনুমতি ছাড়াই তাদের দরবেশ বাহাদুরের নিকট পাঠিয়ে দেন। এরপর বার বার মূল দুর্গ থেকে মিনারীতে সৈন্য সাহায্য

প্রেরণের প্রয়োজন হবে না এই ভেবে তিনি মির্জার নিকট ফিরে আসেন। এই সময় শত্রুরা নির্দেশ দেয় যে, মির্জার শিবিরের মাদী হাতী এবং বলদ যা তাদের দুর্গের কিছু দূরে চরে বেড়ায় সেগুলিকে পাহাড়ে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য। তারা তদনুযায়ী মাদী হাতী ও বলদগুলিকে পাহাড়ে তাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। এ সংবাদ পেয়ে মির্জা তার মির সামান ইয়াকুব খাঁকে নির্দেশ দেন চৌকিতে সুসজ্জিত অবস্থায় অবস্থানরত অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে পাহাড়ের পাশে যেয়ে তাদের বিতাড়িত করতে এবং এরূপ কার্য থেকে তাদের বিরত রাখার জন্য। দুর্গ থেকে বেরিয়ে এই বাহিনীটি শত্রুদের পিছনে ধাওয়া করে।

রাজ খাওয়া কর্তৃক নতুন দুর্গ আক্রান্ত : গুপ্তচরেরা সুমারুয়েদকে জানায় : 'মির্জার দুর্গে যে অশ্বারোহী বাহিনী প্রস্তুত হয়েছিলো, তা দু'ভাগে ভাগ হয়ে একটির পর একটি বেরিয়ে গেছে। বর্তমানে মির্জার আর কোনো অশ্বারোহী বাহিনী সুসজ্জিত নেই। মির্জা নিজে স্নান করছেন।' তাই সুমারুয়েদ কুড়ি হাজার আসামী পদাতিকের একটি বাহিনীসহ রাজ খাওয়াকে প্রেরণ করেন সম্মুখ দিকস্থ মির্জার দুর্গটি তাদের সৈন্যদের তৈরী হওয়ার আগেই ধ্বংস করে ফেলতে। রাজ খাওয়া তার বাহিনী নিয়ে তাদের দুর্গ থেকে সামান্য দূরে নির্মিত নতুন দুর্গে এসে তা আক্রমণ করে। শত্রু দুর্গ আক্রমণ করলে গোলমাল সৃষ্টি হয়। তার সৈন্যদের তলব করার পূর্ব্বেই শত্রুরা তাদের কাজ শেষ করে ফেলবে, এই ভেবে মির্জা তার মাথায় পানি না ঢেলেই তার আত্মসম্মানের প্রতি সচেতনতা ও আল্লা প্রদত্ত স্বাভাবিক সাহসের উপর নির্ভর করে বিনা অস্ত্রে নগ্নদেহে ভিজা লুঙ্গিটি মাল কাছা মেরে এবং মাথায় পাগড়ী বেঁধে দৌড়ে যান। সেখানে প্রস্তুত একটি প্রহরার ঘোড়ায় সোয়ার হয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসেন। দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দুর্গের ফটকে অবস্থানরত তার এক হিন্দু কর্মচারীর হাত থেকে একটি নেজা কেড়ে নেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে এগিয়ে যান। ইতিমধ্যে মির্জার তিনজন অশ্বারোহী সঈফ খাঁ লোদী, শাহ্ মীর জওয়ান সৈয়দজাদা এবং শেখ ইসমাইল মির্জার সাহায্যে নিজ নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে আসে। তারা তাদের বর্ম পরিধান করার অপেক্ষাও করে নি। রণাঙ্গনে এসেই মির্জা দেখতে পান যে, শত্রুরা পিপড়া ও পঙ্গপালের মতো তার মূল দুর্গের অতি সন্নিকটে অবস্থিত দুর্গের খাদগুলি ঘিরে ফেলছে। তিনি সঈফ খাঁ লোদীকে সম্বোধন করে বলেন : 'আমরা যদি এখানে থেমে যাই, তাহলে দুর্গাভ্যন্তরস্থ আমাদের লোকজন শত্রুর বড় দুর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত কামানের গোলার আক্রমণ সহ্য করতে পারবে না। দুর্গটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এরপর আর কোনো

৯—

প্রতিকারের উপায় থাকবে না, বলে তিনি 'আল্লাহু আকবর' ও 'ইয়া মুঈ উন' ধ্বনি করে আক্রমণ পরিচালনা করেন। সে তিনজনও তার অনুসরণ করে। তাদের সামনে একদল শত্রু সৈনিক দুর্গের পরিখার পাড়ে দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়ায় এবং তারা খাদ থেকে দুর্গে লাফিয়ে পড়তে চায়। তারা তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করে। কিন্তু আল্লার দয়ায় শাহ্ মিরের ঘোড়া ছাড়া কারো কোনো ক্ষতি হয় নি। ঘোড়াটির বুকে আঘাত লাগে। ঘোড়াটি সেখান থেকে নড়তে পারে নি। মির্জা নির্ভীকভাবে শত্রুদের কেন্দ্রস্থলে আক্রমণ করেন এবং খাদের পাড়ে দণ্ডায়মান সৈন্য-দের সেখান থেকে বিতাড়িত করেন। এদের কয়েকজন নিহত হয়। রাজ-খাওয়া তার পলায়নপর সৈন্যদের নিয়ে তাকে বাধা দেয় এবং তাকে এবং তার সাথীদের পাশ ও কোণ থেকে আক্রমণ করে। শত্রু দুর্গের আশেপাশে যেখানে বর্ষার পানি জমেছিলো তাদের ঘোড়াগুলি সেই ডোবার পানিতে নেমে পড়ে। ঘোড়ার বুক পর্যন্ত পানিতে ডুবে গেলে মির্জা নাথান বাধ্য হয়ে ফিরে আসেন। চারদিক থেকে শত্রুরা ফিরে আসে এবং দুর্গের খাদের পাড় পর্যন্ত ধাবিত হয়। মির্জার আত্মসম্মানবোধ তাকে অধিক পিছু হটতে দেয় নি। আবার তিনি 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি করে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। শত্রুরা দ্বিতীয় বারের মতো প্রতিহত হয়। এমনিভাবে শত্রুরা তিনবার আক্রমণ চালায় এবং তিনবারই পানির ডোবা পর্যন্ত বিতাড়িত হয় এবং আগের বারের মতো এবারও তিনি ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে মুসলিম বাহিনীর সমস্ত যোদ্ধাগণ সবাই অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তাদের সামনে হাতী রেখে এগিয়ে এসে মির্জার সঙ্গে যোগ দেয়। রাজা মধুসূদনের পুত্র লম্বোদর ও তার বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে মির্জাকে বললেন : 'আপনারা তিনজনে শত্রুকে এমনভাবে শাস্তি দিয়েছেন যে, তারা আমাদের দুর্গ অধিকার করতে ব্যর্থ হয়। এখন আমরা সবাই যখন প্রস্তুত হয়ে এসে গেছি তখন আমাদের পরাজিত করার শক্তি তাদের নেই। আপনি ফিরে গিয়ে আপনার গোসল শেষ করুন। এবার যুদ্ধ পরিচালনার ভার আমার উপর। দেখবেন আমি শত্রুকে কেমন শিক্ষা দিই।' মির্জা তার বড় বড় কথায় প্রতারিত হন। এরূপ বিজয় লাভের জন্য এবং বহু শত্রু নিপাত করার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তিনি নিজে কয়েকজন অনুচরসহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তার দুর্গে ফিরে আসেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি গোসল শেষ করতে চাইলেন। প্রতি মুহূর্তে তিনি লম্বোদর ও তার নিজের লোকদের নিকট বলে পাঠান : 'আল্লা এ পর্যন্ত আমাদের মান রক্ষা করেছেন, কিন্তু আজ দৈবশক্তি আমাদের বিরুদ্ধে। তোমরা আজ আক্রমণাত্মক কাজ চালাবে না কিন্তু মাঠের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রক্ষা করবে এবং সকলকে ভিতরে ডেকে নিয়ে এসো।

সুমারুয়েদ কায়েত কর্তৃক চৌকি আক্রান্ত : ইতিমধ্যে সুমারুয়েদ কায়েত চার হাজার আসামী পদাতিক নিয়ে সেখানে আসে এবং নদীর পানি নিয়ন্ত্রণের জন্য নদীর উভয় তীরে এবং মির্জার মূল দুর্গের সম্মুখে নির্মিত কেল্লাগুলির উপর আক্রমণ চালায়। এ সময়ে মির্জার ফৌজ চৌকি রক্ষার কাজে ব্যস্ত ছিলো। তাই তারা কিল্লার সাহায্যে আসতে পারে নি। অন্যান্য বাহিনীও বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিলো। সেগুলি তখনও এসে পৌঁছে নি। তাই সুমারুয়েদ দৃঢ়ভাবে আক্রমণ চালায়। মির্জা আবার গোসল না করেই তার নিজস্ব কিছুসংখ্যক লোক নিয়ে মূল দুর্গের ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং নদীর দিকে মুখ করে সুবিধাজনক স্থান থেকে শত্রুদের উপর বন্দুক এবং তীর ছুড়তে থাকেন। শত্রু সৈন্য কেল্লার দেয়ালে আক্রমণরত ছিলো। এই সংকট সময়ে ইয়াকুব খাঁ এবং তার লোকজন যারা শত্রুর কাছ থেকে মাদী হাতীগুলি ছাড়িয়ে আনতে গিয়েছিলো, সেগুলি নিয়ে ফিরে এসে মির্জার সঙ্গে যোগ দেয়। মির্জা তার বাহিনীকে সেখানে মোতায়েন করে গোসল করার জন্য দুর্গে ফিরে যান। এক ঘণ্টা পর তিনি গোসল শেষ করে পোশাক পরেন এবং জাহাঙ্গীরনগর থেকে প্রাপ্ত ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ, তার প্রতিনিধি ও বন্ধুবান্ধবদের চিঠি পড়তে থাকেন।

শাহী পক্ষীয়দের দুরবস্থা : এমন সময় মির্জা দামামার আওয়াজ শুনতে পান। জানতে পারেন যে, মামুন গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরিত সাদত খাঁ তার বাহিনীসহ ফিরে এসেছেন। দূরদর্শী মির্জা তৎক্ষণাৎ এই বলে তার নিকট খবর পাঠান : 'সাবধান। ও পথে শত্রুর বিরুদ্ধে এগিয়ে যাবেন না। দুর্গে চলে আসুন। আজকের যুদ্ধে আমাদের কোনরূপ শুভ সংকেত নেই।' সাদত খাঁ তার অভিপ্রায় জানিয়ে বলে পাঠান : 'আমাদের সাথীরা তাদের বীরত্ব দেখিয়েছেন, আমাদের মুনিব একাকী যুদ্ধ করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এবার শত্রুকে আমাদেরও শক্তি দেখাতে দিন। অতপর আমরা দুর্গে ফিরে আসব।' মির্জার সংবাদবাহীর পৌঁছার পূর্বেই সাদত খাঁ তার সঙ্গীদের বলেন : 'এখানে অপেক্ষা কর। আমাদের মনিবের কাছে আমায় যেতে দাও এবং শত্রুদের পরাজিত করে দুর্গে ফেরার অনুমতি নিয়ে আসি।' এ কথা বলে তিনি মির্জার নিকট যান। মস্ত আলিবেগ এবং নিক্ মোহাম্মদ বেগ সে বাহিনীর দুজন বীর যোদ্ধা মিরণ আবদুস সামাদ ও অন্যান্য সাথীদের বলেন : 'এটা নিশ্চিত যে মনিব অনুমতি দেবেন। তাই চলুন সাদত খাঁর ফিরে আসার পূর্বেই শত্রুদের আক্রমণ করি।' উচচ নীচ তার সকল সাথীই এতে অস্বীকৃতি জানাল। তখন সেই দুইবীর যোদ্ধা তাদের ঘোড়া ছুটিয়ে দেন। লম্বোদর ও মির্জার অন্যান্য

বাহিনী যেখানে শত্রুদের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ছিলো, তারা সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তারা তাদের মোবারকবাদ জানায়। লোকজন সবকিছু উপেক্ষা করে বলতে শুরু করে : 'সব সময়ই আমরা যুদ্ধ করি কিন্তু সবাই তার কৃতিত্ব আরোপ করে আপনার উপর। যতদূর সম্ভব আপনাদের নিজেদেরই যুদ্ধ করা ভালো। আমরা দর্শকরূপে দাঁড়িয়ে দেখি।' দুজন বীরই তাদের অহঙ্কার ও গোয়ার্তুমীর জন্য এবং সৈনিকসুলভ মনোবৃত্তির দরুন এ সমস্ত লোকই যে শুধুমাত্র দর্শক এবং কৌতুক উপভোগ করছে এবং তাদের মনিব যে তাদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেন নি সে কথা বিবেচনা করেন নি। হঠাৎ করে তারা দুজনই এমনকি কোনো মাহুতের সাহায্য ছাড়াই শত্রু বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে আক্রমণ করে বসেন। শত্রুগণ তাদের হাতে বরাবর লাঞ্ছিত হয়েছিলো। তাই এদের পিছনে মির্জার ছোট বড় সকলই ছুটে আসবে এই ভেবে তারা এই দুই বীরকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে থাকে। কিন্তু শেষে তারা যখন বুঝতে পারে যে, কোন লোকই এদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে না তখন তারা এই দুজনকে চারদিকে থেকে ঘিরে ফেলে এবং তীর দিয়ে আক্রমণ করে। চক্ষের পলকে ঘোড়াসহ দুজনই ক্ষত বিক্ষত হয়। বীরদ্বয় তাদের ঘোড়া ঘুরিয়ে নেন। সৈন্য বাহিনীর বিখ্যাত হাতী শাহ্ ইনায়েতের মাহুত হাতী নিয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে গিয়েছিলো। সেও ফিরে আসে। শত্রুরা চীৎকার করে বলতে থাকে : 'আমরা শাহ্ ইনায়েত হাতীসহ মস্ত আলীবেগ ও নিক্ মোহাম্মদ বেগকে প্রতিহত করেছি।' শত্রু সৈন্যগণ সবাই দুর্গে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণের উদ্যোগ করছিলো তারা সবাই ছুটে আসে এবং শাহী বাহিনীকে দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলে। সাদত খাঁ মির্জার সঙ্গে দেখা করে তাদের কাছে ফিরে এসে তাদের যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ফিরে আসার পূর্ব্বেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত মোড় নেয়। মির্জার দুর্গের লোকজন যারা তাদের নিজ নিজ ঘরের ছাদ থেকে অবস্থা লক্ষ্য করছিলো, তারা গোলমাল শুরু করে বলে যে, সৈন্যবাহিনীর ও কিল্লার লোকজনদের পশ্চাদপসরণের পর শত্রুরা দুর্গে ঢুকে তার অভ্যন্তরস্থ গৃহসমূহে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

শাহী বাহিনীর মনোবল বিনষ্ট : মির্জা তার হস্তস্থিত কাগজ পত্রের বিষয়বস্তু না পড়েই উত্তেজিতভাবে ছুটে যান। একটি নেজা হাতে নিয়ে তিনি পুর-ই-হীরা নামক সেই আহত ঘোড়াতে সোয়ার হন। প্রথম লড়াইয়ে ঘোড়াটির শরীরে বন্দুকের একটি ও তীরের সাতটি আঘাত লেগেছিলো। ঘোড়াটি আহত কিনা মির্জা সে কথা সম্পর্ণ ভলে যান। মির্জার গৃহের ফটকের বাইরে অবস্থিত চৌকিতে ঘোড়ার সঙ্গে

চারটি সজ্জিত হাতী প্রস্তুত রাখা হয়েছিলো। সেগুলি তার সামনে রাখা হয়। তিনি পশ্চিমের ফটকের একটি পথ দিয়ে বেরিয়ে আসেন। ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন পদাতিক তাকে অনুসরণ করে। তিনি দেখতে পান যে, তার সমগ্র বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পিছনে হটে আসছে। দুর্গটিও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। তিনি আল্লার দয়ার উপর নির্ভর করে পশ্চাৎ দিক দিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার কথা মনে মনে পোষণ করেন। এভাবে তিনি তার লোকদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করে ঐক্যবদ্ধভাবে সেদিক থেকে আক্রমণ চালাবেন এবং শত্রুদের বিতাড়িত করবেন। এ সময়ে শত্রুর দুর্গ থেকে একটি কামান ছোড়া হয়। সে গোলা তার সম্মুখস্থ একটি হাতীকে আঘাত করে। হাতীটি চীৎকার করে ছুটে পালায়। অন্য তিনটি হাতী যুদ্ধে অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও আহত-হাতীর চীৎকারে সেগুলিও আতঙ্ক-গ্রস্ত হয়ে ছুটে পালায়। এতে পদাতিক সৈনিকরাও সাহস হারিয়ে ফেলে এবং হত-ভম্ব হয়ে পড়ে। মির্জা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে সেদিক থেকে তার ঘোড়া ঘুরিয়ে সৈন্যবাহিনীর দিকে ফিরান এবং চক্ষের পলকে তাতে যোগ দেন। তিনি উৎসাহ দিয়ে তাদের পশ্চাৎ অপসরণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে ফল কিছুই হয় নি।

সাদত খাঁ আহত ঃ ইতিমধ্যে সাদত খাঁ তার আহত ঘোড়াটি দুর্গ থেকে বদলিয়ে সৈন্যবাহিনীতে এসে যোগ দেন। সেখানে পেঁছার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিষাক্ত তীর দ্বারা আহত হন। তীরটি তার ডান পায়ে বিদ্ধ হয়। তার এ পা'টি প্রথম যুদ্ধেও আহত হয়েছিলো। তীরটি এমন গভীরভাবে বিদ্ধ হয় যে, তা বের করা যায় নি। মির্জা তার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত বিধায় তাকে বয়ে দুর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তীরটি তার পা থেকে বের করার জন্য কয়েকজন লোককে হুকুম দেন। কিন্তু সাদত খাঁ তাকে ছেড়ে যেতে অসম্মত হন। মির্জা তাকে নিম্নলিখিত নির্দেশ দেন ঃ 'আপনাকে যেতে হবে এবং মহলের (হারেম) ফটকে অবস্থান করতে হবে। যখনই শুনতে পাবেন যে, আমি শহীদ হয়েছি তখনই আপনি মহলে অবস্থানরত ছোট বড় সকল স্ত্রীলোকদের নিয়ে জওহর ব্রত পালন করবেন। এবং নিজেও সসম্মানে বেহেশ্‌তের পথে পা বাড়াবেন।' তদনুযায়ী খাজাকে বহন করে দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয়।

শেষ সংগ্রাম: ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়। বস্তুতঃপক্ষে কেউই এগিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছে না। মির্জা মুখে যা বলেছেন তাতে তিনি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রইলেন। তাই তিনি ফিরে যেতে পারেন না। মস্ত আলিবেগ ও নিক্ মোহাম্মদ বেগ প্রত্যেকেই চার পাঁচটি করে আঘাত পান। তাদের রক্তাপ্লুত ঘোড়া দুটিকে দুর্গে রেখে অন্য-দুটি ঘোড়ায় চড়ে ফিরে আসে। তাদের শৈথিল্যপূর্ণ কাজের জন্য লজ্জিত হয়ে তারা বল্লে: 'যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বলো কে কে আমাদের সঙ্গে যাবে?' মির্জা কসম খেয়ে বললেন: 'মানুষ যে, এবং এক মানুষের পয়দা যে, সে কখনো পিছু হটবে না।' তারা আক্রমণ পরিচালনা করে। একমাত্র মির্জাই তার কথা রক্ষা করে তাদের সঙ্গে যোগ দেন। শত্রুরা আক্রান্ত হয় এবং এমন ভীষণ-ভাবে তাদের প্রতিহত করা হয় যে, তাদের সৈন্যদের একটি দল যারা দুর্গ লুটে ব্যস্ত ছিলো, পরিণামের কথা চিন্তা না করে দুর্গ থেকে লাফিয়ে খাদের তলায় পড়তে থাকে এবং পালাতে শুরু করে। ভীষণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আল্লার অভিপ্রায় ছিলো সেদিন বে-দীনদের বিজয়ী করার। তাই শাহী পক্ষের একটি লোকও তাদের মনিব এবং দুজন যোদ্ধাদের অনুসরণ করে নি। সমস্ত শাহী সৈনিক নিরাপদ স্থানে অবস্থান করে। সকল দিক থেকে শত্রুরা যখন দেখলো যে মাত্র তিনজন লোক বীরত্বের সঙ্গে লড়ে চলছে তখন তারা সকল দিক থেকে তাদের চেপে ধরে। বীরত্রয় ভীষণভাবে আহত হয়। নিক্ মোহাম্মদ ও মস্ত আলিবেগের ঘোড়া দুটির পা কেটে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রতিবারই মির্জা নাথান 'হুই' ধ্বনি করে তার হাতস্থিত বর্শা নিয়ে সেই দুই বীরের সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং শত্রুদের তাদের ঘোড়ার পা কাটতে দেন নি। অতঃপর মির্জা এবং দুই বীর তাদের বাহিনীতে এসে যোগ দেন। বাহিনী এতো পিছনে হটে এসেছে যে সূর্যাস্তের সময় তা ভীষণ বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট নালা পার হয়ে যায়। নালাটি তাদের দুর্গের সামনেই অবস্থিত। তাই মির্জা তার মৃত্যু অবধারিত মনে করে তার কয়েকটি হাতী তার সামনে স্থাপন করলেন। এদের মাহুতগণ অত্যন্ত সাহসী। তারা তার সঙ্গে রইল। তিনি নালাটিকে সম্মুখে রেখে দাঁড়ালেন। শত্রুরা ভাবলো মির্জা তার স্ত্রীও সন্তানদের সঙ্গে দুর্গে আছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তার মৃত দেহ দুর্গের সম্মুখে দেখতে না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ফিরে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত করে। সমস্ত লোক ছোট বড় সবাই জওহর ব্রত পালনের সিদ্ধান্ত করে। তাদের স্ত্রীদের হত্যা করে তারা নিজেরা মৃত্যুবরণ করবে। এই সমস্ত লোকও নালার পাশে দোদুল্যমান চিত্তে দাঁড়ায়। এবং তাদের রীতি অনুযায়ী একটি বেড়া তৈরীর কাজ শুরু করে। রাত হয়ে আসে। মির্জা তার কয়েকজন সাথী যারা তার সঙ্গে শহীদ হতে ইচ্ছুক, তাদের বললেন, 'যদি তোমরা এখানে

দৃঢ়ভাবে দাঁড়াও তাহলে আমি ঐ চারটি দুর্গের লোকজনদের উৎসাহিত করতে যাবো এবং এক দুর্গ থেকে অন্য দুর্গে যাতায়াতের জন্য সন্তোষজনক যোগাযোগ ব্যবস্থা করে আমি ফিরে আসব।' তারা সেখানে অবস্থান করে। তাদের সম্মুখে হাতীগুলি রেখে তারা দৃঢ় হয়ে দাঁড়ায়। মির্জা অবরুদ্ধ লোকদের উৎসাহ দিতে চলে যান। মূল দুর্গে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নদী-তীরে অবস্থিত চৌকির পাশের দুর্গের লোকজন দুর্গ ত্যাগ করে মূল দুর্গে চলে আসে। বিনা যুদ্ধেই সে দুর্গের পতন হয়। তিনি তখন অন্য তিনটি দুর্গের লোকজনদের সান্ত্বনা দেন, অর্থাৎ মূল দুর্গ, নদীর উভয় তীরে অবস্থিত দুর্গ দুটি, অন্য যেটি শত্রুর প্রান্তবর্তী দুর্গের পথের উপর অবস্থিত। পরে তিনি স্বস্থানে ফিরে আসেন। সারারাত তিনি সতর্কতা ও তৎপরতার সঙ্গে কাটান।

শত্রু দ্বারা শাহী পক্ষ অবরুদ্ধ : রাত্রির শেষ দিকে দেখা গেলো যে শত্রুগণ চার দিকে গভীর খাদ পরিবেষ্টিত ও একটি উচ্চ দুর্গ তৈরী করেছে। পাহাড়ের এক প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে মির্জা নাথানের তিনটি দুর্গকেই তাঁরা কামারগাহের (শিকার বেড়) মতো ঘিরে ফেলেছে। শত্রুরা চীৎকার করে বলে: 'শাহী পক্ষীয় সৈনিক-গণ, চেয়ে দেখ কেমনভাবে আমরা তোমাদের ঘেরাও করে ফেলেছি। যদি তোমরা বাঁচতে চাও তাহলে আসামের রাজার কাছে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়। তা-না হলে তোমাদের একটি পাখীকেও আমরা বেরিয়ে যেতে দেবো না। তোমাদের পাইকারীভাবে হত্যা করা হবে। মির্জা এবং তার সঙ্গীরা শহীদ হওয়ার ইচ্ছায় মাথায় কাফনের কাপড় জড়িয়ে ছিলো। গতকাল এরা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পশ্চাদ-পসরণ করে। তারা জওয়াব দেয় 'আমরা জাহাঙ্গীরের নিমক খেয়েছি। শহীদই হওয়াকে আমরা উভয় দুনিয়ার জন্যই আমাদের আশির্বাদ বলে মনে করি। দেখতেই পাবে মরার আগ পর্যন্ত আমরা কত অসম সাহসিক কৌশল তোমাদের দেখাব। শত্রুরা সংখ্যা অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও তাই শাহী বাহিনীর উপর তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের শেষ করে দেয়ার সাহস পায় নি। মির্জা তার মহল থেকে স্বর্ণপাত্র পূর্ণ খাঞ্চা নিয়ে আসেন এবং তা একত্র রাখেন। তিনি ফৌজের বখশীদের ডেকে পাঠান এবং অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর লোকদের বেতন দেয়ার নির্দেশ দেন। তিনি মুসলমানদের কোরআন স্পর্শ করে এবং হিন্দুদের হিন্দু প্রথায় শপথ করান এই বলে যে, তারা কখনও কাকেও ছেড়ে যাবে না। এবং একজন অন্য জনের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবে। জোহ্‌রের নামাজের সময়ে রসদ সরবরাহের পথের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত দুর্গের অবস্থান বড় দরবেশ বাহাদুর ও অন্যান্য লোকজন তাদের

মির্জা শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়েছেন শুনে সেখান থেকে রওনা হয়ে নিমক হালালী প্রদর্শনের জন্য মির্জার নিকট আসে। মির্জার দুর্গ থেকে গোলাগুলি বর্ষণের জন্য শত্রুরা দুর্গ নির্মাণে ব্যর্থ হয়ে তারা পাঁচপান্ন হাত পরিধি বিশিষ্ট একটি বেড়া তৈরী করে মির্জার প্রহরী দুর্গকে কোণঠাঁসা করে ফেলে। ওদিক থেকে আগত দরবেশ বাহাদুর ও তার লোকজন এবং এদিক থেকে ওদের সাহায্যের জন্য প্রেরিত মির্জার সৈন্যদল দুর্গের মধ্যে কামারগাহে আবদ্ধ শিকারের মতো অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শত্রুদের আক্রমণ জোরদার হতে থাকে। এ দিকে মির্জার বারুদ, গুলি ও কামানের গোলা শেষ হয়ে আসে। শত্রুর গুপ্তচরেরা এ খবর শত্রুদের নিকট পৌঁছায়।

নাথান কর্তৃক দুর্গ পরিত্যক্ত : শাহাদত বরণ করা ভিন্ন মির্জা ও তার লোকজনদের গত্যন্তর ছিলো না। দ্বিতীয় রাত্রে পূর্বোলিখিত হাজো থেকে মির্জার সাহায্যে আগত তেরজন আফগান মস্‌নবদার তাদের মাথায় কাপনের কাপড় বেঁধে সন্ধ্যার সময় মির্জার নিকট এসে পৌঁছে। অনেক পদাতিক ও ভৃত্য হতাশ হয়ে দুর্গ ছেড়ে চলে যায়। এইসব দলত্যাগী লোকেরা পথে আফগান মস্‌নবদারদের দেখতে পেয়ে তাদের সে দুসংবাদ জানায়। কিন্তু তাতে তারা যায় নি। প্রহরী বাহিনীরা এই মস্‌নবদারদের দুর্গে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। মির্জা তাদের বলে' বন্ধুগণ, শাহী ফৌজের মর্যাদা রক্ষার জন্যই শিকারের বেষ্টনীতে আবদ্ধ স-সন্তান হরিণের মতো মৃত্যুবরণ করাকেই অভিপ্রেত বলে মনে করা হচ্ছে। বিগত উনিশটি মাস কোন যুদ্ধেই আমরা শৈথিল্য প্রদর্শন করি নি। বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের কার্যকলাপ সুবিধিত। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, এই ফটকে আমি বীরের মতো যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। এ স্থানটি এখনও শত্রু দ্বারা অবরুদ্ধ হয় নি। সরদারগণ যদি দু' তিনশো অশ্বারোহী ও এক হাজার পদাতিকসহ বেরিয়ে গিয়ে রণ দামামা বাজাতে থাকে যাতে শত্রুগণ মনে করবে যে শাহী বাহিনীর জন্য সাহায্যকারী সৈন্য এসে পৌঁছেছে। তাহলে আল্লার অনুগ্রহে আমরা বীরের মতো দুর্গের ভিতর থেকে যুদ্ধ করতে পারি এবং শত্রুর এই দৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে তাদের শেষ করে দিতে পারি। আমরা যদি এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে পারি তাহলে আপনারা তা অনুমোদন করবেন। অন্যথায় সমস্ত পরিস্থিতিই আপনাদের জানা, আমি আমার ভাগ্য আল্লার উপর সমর্পণ করে আপনাদের উপদেশ মেনে নেব অবশ্য আপনারা যদি অন্য কোন উপায় নির্ধারণ করতে পারেন।' আফগানগণ তাকে সবিস্তারে বর্ণনা করে বলেন কিভাবে মির্জা সালেহ আরগুন এবং মির্জা ইউসুফ নাথানের সাহায্যের

জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন এবং শেখ কামাল কর্তৃক তাদের নিকট প্রেরিত গোপন সংবাদও মির্জার নিকট প্রকাশ করেন। অতপর তারা বলেন: 'আমরা সাহায্যকারী সৈনিক মাত্র। আমরা আনুগত্য ও বিশ্বস্থতার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে এসেছি। আমরা ছাড়া কোনো পাখীও আপনাদের সাহায্যে আসতো না। এ ধরনের মৃত্যু শাহী কার্যকলাপের জন্য বিপজ্জনক এবং শাহী হস্তীযূত ও কামান শ্রেণীর জন্য ধ্বংসকারী বলে বিবেচিত হবে। আর এতে আপনারও কোনোরূপ মর্যাদা লাভ হবে না। আপনার এমন কোনো ছেলে বা ভাই নেই যে, আপনার আভ্যন্তরীণ ও বাইরের শত্রুর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। সামরিক বৃত্তির রীতি অনুযায়ী উপযুক্ত পন্থা হচ্ছে এখান থেকে চলে যাওয়া এবং পরে কাফনের কাপড় মাথায় বেঁধে নিজের উপযুক্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে এখানে এসে শত্রুদের শাস্তি প্রদান করা এবং আপনার আভ্যন্তরীণ ও বাইরের শত্রুদের মুখে মষিলিপ্ত করা। অন্যথায় আপনাকে ঐহিক ও পরত্রিক উভয়বিধ ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। নিরূপায় মির্জা এদের কথামতো দুর্গ ত্যাগ করতে সম্মত হলেন। তিনি সতর্কতা ও তৎপরতার সঙ্গে রাত কাটান। দু ঘড়ি রাত বাকি থাকতেই দুর্গ ত্যাগ করা শুরু হয়। কিছু সংখ্যক নীরিহ প্রকৃতির লোক রাতেই দুর্গচূড়া ও দেয়াল ত্যাগ করে তাদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। শত্রুরা রাত প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে থেকে মির্জার দুর্গের উপর আক্রমণ চালায় এবং দুর্গের ভিতরে ঢুকে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। মির্জা তার দুজন কর্মচারীর সঙ্গে একটি হাতীতে করে তার কিছু সংখ্যক মেয়ে লোক পাঠিয়ে দেন। অন্যান্য সকল হাতীর পিঠে শাহী কামানগুলি বোঝাই করা হয়েছিলো, তাই মহলের ভৃত্যদের (খেদমতগারান) নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো হাতী পাওয়া যায় নি। তিনি তাদের জওহর ব্রত অবলম্বন করতে হুকুম দেন। তদনুযায়ী মির্জার পঞ্চাশ থেকে আশিটি ভৃত্য জওহর ব্রত অবলম্বন করে। সৈন্য বাহিনীর কোনো কোনো লোক তাদের সম্মান হারাবার আশঙ্কায় জওহর ব্রত পালন করে। মির্জামির মোহাম্মদ বেগ যার ঊর্ধ্বতন চার পুরুষ ধরে পরিবারের সঙ্গে জড়িত ছিলো এবং তাদের পূর্বপুরুষদের খানাজাদ বলে স্বীকৃত সে নিক্‌মর্দানকে নিম্নলিখিত বাণীসহ মহলের মহিলাদের সঙ্গে প্রেরণ করেন 'যখন জানবে যে, আমি শহীদ হয়েছি তখন তোমার সঙ্গী তিনজনকেই শেষ করে দেবে। এরপর তুমি তোমার চরম বীরত্ব দেখিয়ে অনন্ত সুখ লাভ করবে।

শত্রু কর্তৃক মোগলদের পশ্চাদ্ধাবন: সকল দিক থেকে শত্রুরা এসে দুর্গে অগ্নিসংযোগ করে। তীর ও গুলির ঝড় মির্জাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে।

শত্রুর পদাতিক সৈন্যরা মানুষ ও ঘোড়ার পা কেটে ফেলতে শুরু করে। মির্জা তার নিজের এবং অনিয়মিত বাহিনীর লোকদের চীৎকার করে উৎসাহিত করতে থাকেন এবং নির্দেশ দেন ফিরে শত্রুদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে। কিন্তু লোক জন সাহস পায় নি। কেউই পিছন দিকে ফিরে দাঁড়াবার সাহস পায় নি। এক অদ্ভুত রকমের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এরপর মির্জা ওসমানী আফগানদের লক্ষ্য করে বলেন: 'আপনারা ও আমরা শাহী কর্মচারী। এই ভীরুর দল শান্ত গোলামের মতো আচরণ করছে। আমাদের নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়। অন্তত একবারের জন্য হলেও আমাদের পুনরায় সমবেত হওয়া উচিত। কিন্তু মনে হয় আপনাদের সাহস ওসমানের সময় পর্যন্তই যেন সীমিতি ছিলো।' অনেকেই জওয়াব দেয় নি। কিন্তু মির্জার বহুদিনের বন্ধু বাজু-ই-ঝিলাম উচচ কণ্ঠে মির্জাকে বললেন: পিছনে তাকিয়ে দেখুন একবার। শত্রুদের এই জনতা যা আমাদের দিকে ছুটে আসছে তাকে আমাদের এই মুষ্টিমেয় লোক দ্বারা প্রতিহত করা সম্ভব কিনা। যদি শাহাদত বরণ করতে এবং নাম করতে ইচ্ছা থাকে তাহলে ফিরে দাঁড়িয়ে লড়াই করুন। যাদের সাহস আছে তারা আপনার অনুসরণ করে শাশ্বত গৌরব লাভ করতে পারেন। অন্যথায় এই রণাঙ্গন থেকে একটি পাখিও পালিয়ে যাওয়ার আশা নেই। এরপর আপনি শহীদ হলে আপনার লোকজনদের কুকুরের মতো হত্যা করবে অথবা বন্দী করবে।' মির্জা চীৎকার করে বাজু-ই-ঝিলামকে বলেন: 'হে আফগান। আমার শহীদ হওয়াই আপনি দেখতে চান। এরই জন্য আপনি আমাকে এভাবে ব্যঙ্গ করছেন। যদি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব হয়ে থাকেন তাহলে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখুন আমি কি করছি।' এক কথা বলে তিনি তার হীরা নামক ঘোড়ার লাগাম ঘুরান এবং আল্লাহু আকবর ধ্বনি করে সামনে ধাবিত হন। তা দেখে বাহাদুর খাঁ কাকর, ইয়াতিম খাঁ শিরওয়ানী এবং বাজু-ই-ঝিলাম নামক শাহী তিনজন মনসবদার এবং মির্জার জনৈক কর্মচারী সঈফ খাঁ লোদী সাহস করে তার অনুসরণ করে। তারা ঘুরে সামনে ধাবিত হন। যে সব শত্রু মানুষ ও ঘোড়ার পা কাটছিলো তারা তাদের ধনুকে যে তীরটি ছিলো তাই হঠাৎ করে ছুড়তে থাকে। শস্য ক্ষেতের মাঝখান থেকে হঠাৎ করে উড়ন্ত এক ঝাঁক চড়ুই পাখীর ন্যায় চল্লিশ হাজার তীর তাদের মাথার উপর দিয়ে ছুটে যায় এবং শিলার মতো তাদের উপর পড়তে থাকে। দুটি তীর ইয়াসিন খাঁ শিরওয়ানী ও বাহাদুর খাঁ কাকরের ঘোড়াকে আহত করে। ইতিমধ্যে এদের মধ্যে পাঁচজন শত্রুর মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং ক্ষণস্থায়ী সংঘর্ষের পর শত্রুরা পিছনে বিতাড়িত হয়। কিছুদূর পশ্চাদপসরণ করে গিয়ে শত্রুরা যখন দেখতে পায় যে, মাত্র পাঁচজন লোক যুদ্ধ করছে আর অন্যরা তাদের সঙ্গে আসে নি, তখন সাত আট হাজার আসামী সৈন্য ফিরে দাঁড়ায় এবং একটি সুবিধা-

জনক স্থল থেকে মির্জার ডান পাশ থেকে তীর ছুড়তে থাকে। মির্জা তার কর্মচারী সঈফ খাঁ লোদীকে বলেন: 'সামনের কাতারের সৈন্যদেরে হটিয়ে দিয়েছি, তেমনিভাবে আল্লার মেহেরবাণীতে ডানপাশের সৈনিকদেরেও ছত্রভঙ্গ করতে পারব। মির্জার ঘোড়াটি পূর্বের আঘাতসহ পঞ্চাশটির অধিক আঘাত প্রাপ্ত হয়। এটি ছিলো সব চেয়ে সাহসী এবং দ্রুতগামী। মির্জা তার লাগাম ঘুরিয়ে এগিয়ে যান এবং শত্রুর সৈন্য দলের ডান পাশে আক্রমণ করেন। তার চার জন সঙ্গীই শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে শাহী মসনবদার নাসির খাঁ পাটানী এবং সৈয়দ আবদুস সামাদ ওয়ালবেগ শের খাঁ কাকর এবং শেখ ইউসুফ মির্জা নাথানের এই চারজন কর্মচারী এই বিভ্রান্তিকর অবস্থা দেখে ঘুরে শত্রুর দিকে ধাবিত হয় এবং সেই সংকট মুহূর্তে যুদ্ধে যোগ দেয়। দুদিক থেকে শত্রুরা ভীষণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পালিয়ে যায়। তাদের ত্রিশ থেকে চল্লিশটি সৈনিক নিহত হয়। তারা মালিককুটী গ্রামে[১] পৌঁছলে শত্রুদের দশ হাজার লোকের একটি দল সেখানকার ঘন ও বিস্তৃত বাঁশবনে আশ্রয় নেয় এবং সেখান থেকে তীর ছুঁড়তে থাকে। কিছুক্ষণের জন্য তারা দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়, কিন্তু মির্জা এদিক থেকে তার নয়জন অশ্বারোহীসহ সেখানে পৌঁছাল এবং পিছন দিক দিয়ে রাজা মধুসূদনের পুত্র লম্বোদর, তার ভাই ও একটি অশ্বারোহীসহ এবং মির্জার দুটি অশ্বারোহী সেখানে উপস্থিত হলে, আল্লার ইচ্ছায় শত্রুরা সেস্থান ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। মির্জা পনর জন অশ্বারোহীসহ শত্রুদের পশ্চাধাবন করেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে মির্জা মস্ত আলি বেগকে নিক্ মোহাম্মদ মালিকের নিকট পাঠিয়ে দিলেন তাকে বলতে যে, সে যেন স্ত্রীলোকদের ও শাহী কামানবাহী হাতীগুলিকে গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে না নিয়ে মাঠের পথে নিয়ে যায়। সেখান থেকে মস্ত আলি বেগ ফিরে এসে মির্জাকে অনুসরণ করে এবং চীৎকার করে বলে 'হে মোঘল, পিছনে চেয়ে দেখুন আপনার অবধারিত বিজয় সত্ত্বেও আপনার সমস্তলোক এদিকে না ফিরে দৌড়ে পালাচ্ছে। আপনার এই সমস্ত লোক দিয়ে আপনার বিজিত দুর্গ রক্ষা করতে পারবেন না। এ অবস্থায় ঘোড়াগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়ার আগেই নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়াই কি আমাদের উচিত নয়?' সামরিক ব্যক্তির মেজাজে বললেও এ উক্তির মধ্যে সত্যের আলো ছিলো। সহকর্মীরা তা অনুমোদন করেন। মির্জা তখন তার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে তার আপন পলায়ন পর সৈন্যদের অনুসরণ করেন। কিছুদূর গিয়েই দেখতে পান যে, বহু সংখ্যক শত্রুসৈন্য পিপিলিকা ও পঙ্গপালের মতো আবার তার পিছনে ছুটে আসছে। তাই তিনি মন্থর গতিতে চলতে থাকেন। কিছু লোক যারা আহত হয়ে পথে পড়েছিলো অথচ চলার শক্তি ছিলো, তাদের তুলে নেয়া হলো। তার পর তিনি তার চলার পথে অবস্থিত নালার নিকট আসেন। যারা তার পূর্বেই

সেখানে এসেছিলো তারা তা পার হওয়ার জন্য ভিড় করছে। শত্রুরাও সেখানে এসে উপস্থিত হয় এবং তীর ও বন্দুক ছুড়তে শুরু করে। শত্রুর অগ্রগমন প্রতিরোধ করার জন্য এবং তার লোকদের নালা পার হওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য মির্জা তার বন্দুকধারীদের গুলি ছুঁড়তে বলেন। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় নি। বন্দুকধারীরা শঠতা ও চালাকী অবলম্বন করে এবং সেখান দিয়ে নালা পার হয়ে যায়। মির্জা একটি বন্দুকধারীকে তার নিজের আঙ্গুল থেকে খুলে একটি সোনার আংটি দিতে চাইলেন। বললেনঃ 'দেখি শত্রুর ভিড়ের মধ্যে তুমি কেমন করে গুলি ছুড়'। স্বর্ণের লোভে বন্দুকধারী গুলি ছুঁড়তে রাজি হয় কিন্তু আগে আংটিটি পাওয়ার জন্য সে দেরি করে। মির্জা আংটিটি তার দিকে ছুঁড়ে মারেন। বন্দুকধারী আংটিটি তার মুখে রেখে শত্রুর দিকে একটি খালি বন্দুক আওয়াজ করে। বন্দুকে কোনো গুলি ছিলো না। সে ওজুহাত দেখায় যে বন্দুকটি খালি না গুলি ভর্তি তা সে জানত না। মির্জা তাকে পুনরায় একটি তাজা বন্দুক ছুঁড়তে বলেন। স্বর্ণের লোভ তাকে চালাকি করে দেরি করার প্রবৃত্তি জোগায়। মির্জা আর একটি আংটি তার দিকে ছুঁড়ে দেন। লোকটি আগের মতো আংটিটি মুখে রাখে। এবার মির্জা তার পিছনে দাঁড়িয়ে বলেনঃ' ভয় পেয়োনা। আমি তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছি।' সে সহাস সঞ্চয় করে শত্রুদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। শত্রুদের মধ্যে উত্থিত চেঁচামেচি থেকে বোঝা যায় যে, একই সময়ে শত্রুদের চার পাঁচ জন আহত হয়েছে। কিন্তু এতে শত্রুরা পিছু হটে নি। কয়েক জন লোক বিশেষ করে মির্জার মির সামান ইয়াকুব খাঁ, রাজা শত্রাজিতের বাহিনীর প্রধান তার খোজা খাজা সান্দাল এবং মির্জার আফগান কর্মচারী দরিয়া খাঁ ভীরুতা প্রদর্শন করে। ইয়াকুব খাঁ তার শরীরের গরমে কাবু হয়ে পড়ে। তার হাত সরিয়ে কিভাবে সে গরম থেকে রেহাই পেতে পারে তা তার জানা ছিল না। মির্জা তার পিছনে দাঁড়িয়ে সহানুভূতি স্বরূপ তার বেল্ট খুলে দেন এবং তাকে নালা পার হতে দেন। খাজা সান্দাল ও দরিয়া খাঁ আফগান দুর্বল ঘাবড়ে যায়। এ দুজন ছাড়া আর সবাই নালা পার হয়ে যায়। এর পর মির্জা তার সাথীদের নালা পার হওয়ার চেষ্টা করতে বলেন। এদের একজন নালার তীরের বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে একটি পথ দেখতে পায়। তারা সকলেই নালা পার হতে শুরু করে। এ সময়ে শেখ খাজা আহম্মদ নামক মির্জায় একজন পীরজাদা তার ঘোড়াসহ মাটিতে পড়ে যায়। বুলাকী নামক এক বন্দুকধারী তার ঘোড়া থেকে নেমে শেখ খাজা আহমদকে ঘোড়ার নীচে থেকে টেনে তোলে। ঘোড়াটিও উঠে দাঁড়ায়। শেখ খাজা আহম্মদ তার ঘোড়ায় চড়েন। বুলাকী তাদের নিয়ে বাঁশ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে পার হয়ে যায়। সে পথ দিয়ে খুব সাবধানে একজন একজন করে পার হয়। মির্জা এবং বাজ্-ই-ঝিলাম সবার শেষে পার হন।

তারা একে অন্যকে বলতে শুরু করে: 'আপনি আগে পার হোন। বাজ বলে: 'আপনি আগে পার হোন।' এই ভদ্রতা দ্বারা মির্জা যখন বোকার মতো কাজ করছিলেন তখন বাজু দেখেন যে, তাদের দুজনই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছেন। তাই সে তার ঘোড়া আগে বাড়িয়ে দেয়। বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে ভিতর দিয়ে প্রবাহিত নালাটি সেখানে শুষ্ক থাকায় অশ্বারোহীগণকে ঘোড়া থেকে নেমে বাঁশ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে নালা পার হতে হয়। বাজু ঘোড়া থেকে নেমে নালায় আসে, মির্জা নাথান তাকে অনুসরণ করেন। এমন সময় মির্জার ঘোড়ার পাট্টা বা কক্কী তার সারি বা ইস্পাতের কাশ্কা (ঘোড়ার মাথায় এক প্রকার বর্ম) নালা পার হওয়ার সময় ঘোড়ার চোখের উপর পড়ে ভীষণ বাধার সৃষ্টি করে। এ দৃশ্য দেখেও শত্রুরা এগিয়ে আসতে সাহস পায় নি। তাদের ভয় যে এদের কোনো কোনো লোক সব সময় মাথায় কাফনের কাপড় জড়িয়ে মৃত্যুর জন্য তৈরী থাকে; এদের কেউ কেউ হয়তো লুকিয়ে থাকতে পারে। এ ছাড়া খাজা এবং আফগান তাদের ঘোড়ার এবং কয়েকজন অশ্বারোহী সেখানে উপস্থিত দেখা যাচ্ছিল। তারা ঘোড়া থেকে নেমে নালার তীরে বসেছিলো। শত্রুরা তাদের তীর বর্ষণ করে চলে। মির্জা তৎক্ষণাৎ ছুরি দিয়ে ঘোড়ার সারি বা কার্শকা কেটে ফেলেন এবং তা তার কাঁধে নেন। পাট্টা বা কক্কীটি ঘোড়ার উপর স্থাপন করে বাজু-ই-ঝিলামকে অনুসরণ করেন। বাজু এসব কিছুই জানতে পারেন নি। মির্জার স্কন্ধস্থিত ঘোড়ার কাশকাটি সে সব ঘটনার নিদর্শন। সঙ্গীফ খাঁ লোদী ও বাহাদুর খাঁ কাকর ওপর পাশ থেকে তা দেখতে পায়। শত্রুরা তীর ছুঁড়তে থাকলেও আল্লা মির্জাকে রক্ষা করে নালার অপর তীরে নিয়ে যান। খোজা খাজা সান্দাল ও আফগান দরিয়া খাঁ আত্মহত্যা করে। শত্রুরা সেখানে ধনসম্পদ ও ঘোড়া লুট করায় ব্যস্ত থাকে। মির্জা তার সঙ্গীদের নিয়ে ব্রহ্মপুত্রের একটি খালের তীরে আসেন। সেখানে তিনি দেখতে পান যে, নিক মোহাম্মদ বেগ স্ত্রী লোকদের এবং শাহী কামানবাহী হাতীগুলিকে নিয়ে খালের কটি অগভীর স্থান দিয়ে খালটি পার হয়ে গেছে এবং তাদের নিয়ে সোয়াল কুচি[২] নামক মির্জা একটি গ্রামে উপস্থিত হয়েছে। গ্রামের রায়তগণ তার অনুগত ছিলো। অন্য লোকজন যখন তা পার হচ্ছিলো তখন মির্জাও সেখানে আসেন এবং একটি নৌকা করে তার সঙ্গীদের নিয়ে খাল পার হয়ে ওপর তীরে পেঁীছেন। ওপারে পেঁীছে তিনি ঘোড়ায় সোয়ার হতে যাবেন এমন সময় শত্রুরা খালের অপর তীরে এসে হাজির হয় এবং তীর ও বন্দুক ছুঁড়তে শুরু করে। মির্জা নৌকাটি ডুবিয়ে দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের দিকে রওয়ানা হন। সন্ধ্যার পাঁচ ঘড়ি পূর্বে তিনি ব্রহ্মপুত্রের তীরে পৌঁছেন। শাহীবাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ শুনে জমিদারদের বাহিনীর সঙ্গে অবস্থানরত রাজা শত্রাজিত তার নৌবহর থেকে

পাঁচটি নৌকা সেখানে পাঠান। সেখানে পৌঁছেই মির্জা ব্রহ্মপুত্র পার হতে শুরু করেন। পলায়নপর লোকদের ভিড়ের চাপে তাদের নৌকা ভেঙ্গে যেতে পারে এই আশঙ্কায় মাঝিরা নদীর তীর থেকে নৌকাগুলি কিছু দূরে রাখে। লোক-জন গোদাড়া নৌকা করে এসে কোশাতে আরোহণ করে। এতে অনেক বিলম্ব হয়ে যায়। ততক্ষণে শত্রুরা সে খালটি পার হয়ে সন্ধ্যার দু ঘড়ি পর সেই পার ঘাটায় এসে হাজির হয় এবং ঐসব লোকদের উপর তীর ছুড়তে শুরু করে। ঠেলা-ঠেলি করে এই সব বিভ্রান্ত লোকদের অনেকেই নদীতে পড়ে যায়। তারা শত্রুদের প্রতিহত করার চেয়ে ডুবে মরাকেই শ্রেয় মনে করে। মির্জা একদল লোক নিয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় নি। ভীরু লোকদের এই ভীড় এবং তার লোকজনসহ মির্জাকে শত্রুর কামানের প্রতিটি গোলায় (জরব-ই-ডেগ) বিতা-ড়িত হয়ে পানির দিকে হটতে হয়। মির্জা তরবারি হাতে নিয়ে কয়েকজনকে আহত করে তার দিক থেকে ভিড় সরিয়ে দেন। তিনি তীরের কাছে এসে তীর ছুড়তে থাকেন। কয়েকজন বন্দুকধারী সাহস সঞ্চয় করে তাদের বন্দুক ছুড়তে শুরু করে। এই গুলিবর্ষণের ফলে শত্রুরা এই সব ভীতিগ্রস্ত লোকদের সকলকে ধরতে পারে নি। এমনিভাবে রাত তিন-প্রহরের শেষ দিকে মির্জা তার সমস্ত সাথীদের নিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদী পার হন।

নাথানের সোয়াল কুচী উপস্থিতিঃ নদীর এ তীর পৌঁছে দেখা গেলো যে রাজা লক্ষ্মী নারায়ণের লোকেরা তাদের পঁয়ত্রিশটি ঘোড়া নদীর ওপর তীরে কোকড়াজার জঙ্গলে রেখে পায়ে হেটে এসে নদী পার হয়েছে। কিন্তু তীর হাত থেকে ছুটে গেছে — এখন আর এর কোনো প্রতিকার নেই। মির্জা এদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন কিন্তু নীরব রইলেন। পরদিন ভোরে তিনি সোয়াল কুচি পৌঁছেন।

মির্জা কর্তৃক হারান মর্যাদা পুনরুদ্ধারের সঙ্কল্পঃ শেখ কামাল, রাজা মধুসূদন, রাজা শত্রাজিত, মির্জা সালেহ আরগুন, মির্জা ইউসুফ এবং উচচ নীচু সকল মসনবদার মির্জা নাথানের সঙ্গে দেখা করে তাদের ওজর জানায়। তাদের আসার পূর্বে মির্জা হাতীর পতাকাসমূহের কালো আবরণ সরিয়ে ফেলেন এবং তার মাথা থেকে পাগড়ী খুলে তার এক খণ্ড তার মাথায় জড়ান এবং আর এক খণ্ড তার গলায় বাঁধেন। শেখ, রাজা ও মসনবদারগণ মির্জাকে হাজো নিয়ে যেতে চান। কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হন নি। অবশেষে শেখ কসম খেয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিন

দিনের মধ্যে শত্রুর বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি প্রভূত পরিমাণে সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণ করবেন, 'তখন মির্জা রামদিয়া গ্রামে'[৩] যেতে সম্মত হন। তিনি শপথ করেন: 'আমি আপনার সঙ্গে রামদিয়া যাব। কিন্তু ধৈর্য ধরে বসে থাকার মতো লোক আমি নই। চারদিন পর আল্লার ইচ্ছায় রাম দিয়া থেকে আমি শত্রুর বিরুদ্ধে রওনা হব। আপনি সাহায্যকারী সৈন্য পাঠান আর নাই পাঠান। হয় আমি আমার শির দেব নয়তো এ দেশ জয় করব। প্রবাদ আছে মাথা দেব নয়, মাথায় তাজ পরব।' এই বলে তার মহল এবং সৈনিকদের স্ত্রীলোকদের চন্দনকোট নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। সকল পরিবারই সেখানে অবস্থান করছে। তিনি নিজেও নৌকা যোগে রামদিয়া গমন করেন।

নাথান কর্তৃক নতুন সৈন্য সংগ্রহ: পরদিন সকালে জানা যায় যে, শেখ কামাল কোনো সাহায্যকারী সৈন্য বাহিনী না পাঠিয়ে নিম্নলিখিত সুরে বলেন: 'দক্ষিণ কূল নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এখন তাদের ইচ্ছা যে, আমিও উত্তরকূল হারাই। মির্জা তার নিজের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন। তার নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী চতুর্থ দিনে তিনি রাম দিয়া থেকে রওনা হয়ে যান। পঞ্চম দিনে তিনি তার সেনা বাহিনী পরিদর্শন করেন এবং দেখেন যে, তার বাহিনীতে সম্পূর্ণ রূপে অস্ত্রসজ্জিত পাঁচ শো অশ্বারোহী ও এক হাজার সাহসী পদাতিক বিদ্যমান। তিনি মঞ্জিলের পর মঞ্জিল পেরিয়ে এগিয়ে যান।

কুলিজ খাঁর পুনর্নিয়োগ: ঘটনার রিপোর্ট শুনে সুবেদার খাঁ ফতেজঙ্গ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। কুলিজ খাঁকে তার পদ থেকে অপসরণই কোচ রাজ্যের এই বিপর্যয়ের কারণ বলে শাহী দরবারের ধারণা জন্মিতে পারে এই আশঙ্কায় কুলিজ খাঁর নিকট আপোষমূলক এক চিঠি দিয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীদের প্রধান মির শাম্‌সকে প্রেরণ করেন। শামস্ মূলত ছিলো একটি নিঃস্ব ব্যক্তি। পরে ইব্রাহিম খাঁর অনুগ্রহে তাকে সৈন্য বাহিনীতে নিযুক্ত করা হয়। বর্তমানে সে তাঁর সাথী রূপে পরিগণিত। কুলিজ খাঁর মসনব পাঁচশো পদাতিক ও পাঁচশো অশ্বারোহী দ্বারা উন্নতী করা হয় এবং তাকে ডেকে পাঠান হয়। মির শামস কুলিজকে যাত্রাপুর থেকে জাহাঙ্গীরনগর নিয়ে আসে। খাঁ কুলিজকে অনেক সান্ত্বনা দেন এবং তাকে নিম্নলিখিত নির্দেশসহ কোচ রাজ্যের জায়গীরদার ও সরদার নিযুক্ত করে এই বলে তাকে আবার হাজো থামাতে প্রেরণ করেন: 'বীর মির্জা নাথান মর্যাদা হানীর জন্য লজ্জিত। বর্তমানে শাহী কর্মচারীদের সঙ্গে তাই তার সদ্ভাব নেই। এই

অসম্মান ও মর্যাদাহানীর জন্য তিনি আত্মহত্যা করার কথা চিন্তা করছেন। তাই শাহান শাহের মঙ্গলের জন্য মির্জা যেখানেই থাকুন না কেন আপনাকে তার কাছে যেতে হবে। লজ্জায় তিনি কোথাও বের হচ্ছেন না। বিজয়ী শত্রুকে পরাজিত করাকে যদি আপনি যুক্তিসঙ্গত মনে করেন তাহলে মির্জাকে সাহায্য করবেন। উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে শত্রুদের যে প্রকারেই হোক বিতাড়িত করতে হবে। এবং এমনিভাবে মির্জাকে কর্তব্য সচেতন করে তুলুন। এতেও যদি ব্যর্থ হন তাহলে যে করেই হোক তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ভ্রাতৃসুলভ উপদেশ দিয়ে তাকে তার প্রতিজ্ঞা থেকে ফিরিয়ে আনবেন'। তিনি নিজেও মির্জাকে সান্ত্বনা দিয়ে একটি চিঠি দেন : 'আমাদের সহকর্মীদের অন্য কেউ এ সময়ে যুদ্ধে পরাজয়ের অনুশোচনায় ম্রিয়মান হয়েছে কিনা তা বিচার করে দেখার সামর্থ্য আপনার আছে। যুদ্ধের ব্যাপারে কখনও জয় আবার কখনও পরাজয় আছেই। তাই সম্রাটের মঙ্গলের চিন্তা করে আপনি কুলিজ খাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করবেন যাতে সেই সীমান্তের কার্যকলাপ বিশৃ-ঙ্খলার সৃষ্টি না হয়।' তদনুযায়ী কুলিজ খাঁ রওনা হয়ে দ্রুত এগিয়ে যান। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যোগীগোপার (যোগীখোপা) [৪] মোহনায় যেয়ে পৌঁছেন।

নাথান কর্তৃক গিলানায়ে ঋণ গ্রহণ : মির্জা তার সৈন্যদের চন্দন কোটের বিপরীত দিকে ব্রহ্মপুত্র নদী পার হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি তাদের বাধ্য করলেন গিলানায়ে যাওয়ার জন্য। কারণ সেখানে তিনি ঋণ গ্রহণ করবেন। তিনি সাত মাসের করারে চুবি চিন্তামনের আত্মীয়দের নিকট থেকে ৩০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তিনি তার শিবির ও বাহিনী নিয়ে নাগর বেড়ায় [৫] ফিরে আসেন। সেখানে তিনি কুলিজ খাঁর আগমনের অপেক্ষা করেন। কুলিজ খাঁ নিকটেই কোনো এক স্থানে এসে পৌঁছেছেন। ইব্রাহিম খাঁ ফতে জঙ্গের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি মির্জার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

নাথানের সাহায্যকারী সৈন্য বাহিনীর জন্য জুমুরিয়ায় অবস্থান : কিন্তু কুলিজ খাঁ মির্জার সঙ্গে দেখা করেন নি। কারণ তার পদচ্যুতির পর তার বেতন বাবৎ তার জায়গীর সান্ধুর ও পাণ্ডুপরগণা তার নিজের জায়গীরভুক্ত করে নিয়েছেন। তাই তার সঙ্গে দেখা না করেই তিনি জলার জল পথে হাজো চলে যান। তিনি তার দোষ এড়ানোর জন্য মির্জা নাথানকে এই বলে চিঠি লিখেন : 'জলস্রোত অত্যন্ত প্রবল ও বিপজ্জনক থাকায় তিনি তা এড়িয়ে এসেছেন। সম্রাটের মঙ্গলের জন্য আমি আপনাকে একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করব। আমার সঙ্গে একবার

দেখা করা আপনার উচিত।' তদনুযায়ী কুলিজ খাঁ কর্তৃক সৈন্য সাহায্য প্রেরণ করবেন এই আশায় মির্জা তৎক্ষণাৎ তার নিকট গমন করেন। তার আরও উদ্দেশ্য ছিলো যে কুলিজ খাঁ যাতে ভবিষ্যতে এ কথা বলতে না পারেন যে তিনি মির্জাকে সাহায্য করতে সব সময় ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু মির্জা তার কাছে কখনও না এসে সাহায্য না নিয়েই সরাসরি শত্রুর বিরুদ্ধে চলে যান; ফলে এর জন্য মির্জাই সম্পূর্ণ দায়ী। কুলিজ খাঁ জলা থেকে যখন বেরিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীতে ঢুকছিলেন তখন মির্জা তার নিকট পেঁৗছান। কুলিজ খাঁ মির্জাকে হাজো নিয়ে যেতে চান, কিন্তু তিনি রাজি হন নি এবং বলেন: 'হাজো থেকে যদি আপনি আমার নিকট সাহায্যকারী বাহিনী পাঠাতে চান তাহলে আমি ধীরে ধীরে জুমুরিয়া[৬] গ্রাম অভিমুখে এগিয়ে যাব এবং সাহায্যকারী বাহিনীর জন্য সেখানে অপেক্ষা করব। এর পর, এ সময়ের মধ্যে যদি সাহায্য এসে না পেঁৗছে তাহলে আল্লার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে আমি শত্রুদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাব এবং দক্ষিণকূল রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করব। যাতে আপনি বলতে না পারেন যে আপনার সাহায্যের জন্য অপেক্ষা না করে মির্জা নাথান চলে যান।' সেখানেই তারা একে অন্যের নিকট থেকে বিদায় নেন। তারা নিজ নিজ থানায় ফিরে যান। ছ' দিন পর কুলিজ খাঁ হাজো পেঁৗছেন এবং মির্জা তার অবস্থান স্থলে তিন পহরের মধ্যে যেয়ে পেঁৗছেন।

সুবেদারের নিকট লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রেরণ: মির্জা জুমুরিয়াতে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করেন। রাজা পরীক্ষিতের ভ্রাতা রাজা বলদেবের নিকট থেকে অধিকৃত চারটি হাতীসহ বহু উপহার খাঁ ফতেজঙ্গের জন্য প্রেরণ করেন। এ সঙ্গে তার বিশ্বস্ত কর্মচারীদের জিম্মায় তা পাঠিয়ে দেন। অতঃপর তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে যান। মির্জার কর্মচারীগণ হাতীগুলি নিয়ে ফতেজঙ্গের নিকট উপস্থিত হয়। খাঁ ফতেজঙ্গ সেগুলি পেয়ে হাতী ও অন্যান্য দ্রব্যাদি শাহী দরবারে প্রেরণ করেন।

যদুনায়ক কর্তৃক নাথানকে বাধা প্রদান: মির্জা চাক্‌নাবুই[৭] নামক স্থানে পেঁৗছলে গুপ্তচরেরা তাকে জানায় যে চার হাজার পাইকের একটি ফৌজ নিয়ে যদুনায়ক চাক্‌নাবুইয়ে এসে একটি দুর্গ তৈরি করছে। তিনি তখন তার সঙ্গীদের নিয়ে সমরসভা ডাকেন। সকলেই একমত হয় যে শত্রুরা যখন এখনও পর্যন্ত তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে পারে নি তখন তারা এগিয়ে গিয়ে

দুর্গ আক্রমণ করবে। তদনুযায়ী ঘোড়া থেকে না নেমেই উক্ত দুর্গ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়েন। গুপ্তচরেরা তাকে বলে যে শত্রুর দুর্গ পর্যন্ত সমস্ত পথটিই সমভূমি। তিনি সে পথেই এগিয়ে যান। তিনি একটি গভীর জঙ্গলে এসে পেঁাছেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তিনি অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক তার দেওয়ান খাজা বদ্রিদাসের নিকট সংবাদসহ লোক পাঠান: 'আজকের যুদ্ধের কোনোরূপ শুভ চিহ্ন দেখছি না। সৈন্যদের মনে এখনও শত্রুদের ভয় কিছুটা রয়ে গেছে। আল্লার অনুগ্রহে প্রথম আক্রমণেই যদি জয় লাভ হয় তো খুবই ভালো। তাই আমাদের ফিরে গিয়ে আজকের মতো থামা যাক। কাজটি হচ্ছে একটি দুর্গ অধিকার। কে জানে রাত্রে কি ঘটতে পারে। আগামীকাল আল্লার দয়ায় যেভাবে ভালো মনে হয় সেভাবেই দুর্গ আক্রমণ করা যাবে। আল্লার মর্জি দুর্গটি নির্মূল করে দেওয়া হবে।' বলভদ্র দাস সংবাদবাহী মারফৎ সংবাদ পেয়েই তার ঘোড়া থামান এবং যারা তাকে ছেড়ে এগিয়ে চলে গেছে তাদের ফিরিয়ে আনতে লোক পাঠান। কিন্তু ততক্ষণে নিকমোহাম্মদ বেগ ও ইসা খাঁ অস্ত্রানী অন্যান্য সকলের সঙ্গে বাজি রেখে দুর্গের দিকে দ্রুত ছুটে যায়। দুর্গটি দেখতে পেয়েই তারা আক্রমণ করে বসে। ইসা খাঁ তীর দ্বারা আহত হন এবং নেক্‌মোহাম্মদের ঘোড়াটিও আহত হয়। এ সত্ত্বেও দুজনকেই* দুর্গের নীচে থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। সূর্যাস্তের সময় তারা কুকড়াঝার (নল বন) থেকে বেরিয়ে আসে। সমস্ত অঞ্চলটিই• জঙ্গল ও জলায় পূর্ণ ছিলো। একদিকে একটি পরিষ্কার জায়গায় তারা তাদের শিবির স্থাপন করে। রাত্রি প্রথম পহর থেকেই শত্রুরা চারদিক থেকে শিবিরটি ঘিরে তীর ছুড়তে থাকে। কিন্তু মির্জা নাথান তৎপরতা ও সতর্কতার সঙ্গে রাত কাটান। যেদিক থেকেই শত্রুরা আক্রমণ চালায় তাদের বিতাড়িত করার জন্য সেদিকেই সাহসী ও অভিজ্ঞ বাহিনী মোতায়েন করেন। পরদিন সকালে যাত্রার জন্য রণদামামা বাজান হলে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। নরহরি বড় কায়েত (পুর কায়েত?) নামক এক ব্রাহ্মণ যিনি শাহী বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন, বাহিনী ও ঘোড়াগুলি ঢাক্‌নাবুই (কুলসী?) নদী পার করার জন্য নদীর পানি যেখানে এক হাটু সেখানে নিয়ে আসে। শত্রুরা বিনা যুদ্ধে ঢাকনাবুই দুর্গ পরিত্যাগ করে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। সেখানে কোনো রাস্তা ছিলো না। তাই নরহরি একটি হাতীতে চড়ে তার হাতীটিকে সামনে রেখে অন্যান্য হাতীগুলিকে দশটি করে এক একটি দলে ভাগ করে কুকুড়া ঝাড়ের জঙ্গল হাতী দিয়ে তিন তিন বার করে মাড়িয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করতে থাকে। নরহরি এমনিভাবে জঙ্গল ভেঙ্গে

* পাণ্ডুলিপিতে অনুমান দশটি অক্ষর এখানে মুছে গেছে।
• এখানে আটটি অক্ষর মুছে গেছে।

পথ তৈরি করে তাদের চালিয়ে যমুনা ৮ গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে আসে। গ্রামের লোকেরা স্বল্প স্থায়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, কিন্তু শেষটায় তা সহ্য করতে না পেরে তারা পালিয়ে যায়। সে গ্রামের সমস্ত শস্য, সম্পত্তি ও গবাদি পশু তাদের অধিকারে আসে। তারা সেখানে রাত কাটায়। বিগত কয়েকদিন সৈনিকরা খাদ্যাভাবে কষ্ট পাচ্ছিলো। তাই তারা যে যতটুকু খাদ্যদ্রব্য সম্ভব সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

ঢাকনাবুইয়ে নাথানের অবস্থান: পরদিন সকালে পূর্ব দিনের মতোই হাতীগুলি সামনে রেখে জঙ্গল পারিস্কার করে তারা ঢাকনাবুই অভিমুখে রওয়ানা হয়। বাহিনীকে তিনটি দলে ভাগ করা হয় এবং ভৃত্যদের মধ্যস্থলে রাখা হয়। তারা অর্ধেক পথ অগ্রসর হতেই শত্রুরাও জঙ্গল পরিষ্কার করে এগিয়ে এসে তাদের পথ রুদ্ধ করে। অগ্রবর্তী বাহিনী এগিয়ে যায় এবং পশ্চাদ্বর্তী বাহিনী দূরে ছিলো। এ অবস্থায় তারা ভৃত্যদের উপর আক্রমণ চালায়। ভৃত্যরা মাঝখানে থাকাতে তারা সম্মুখ বা পশ্চাৎ কোন দিকে থেকেই সাহায্য পায় নি। শত্রুরা মির্জার তামার সমস্ত বাসন পত্র কেড়ে নেয় এবং অনেক কাহার ও ভৃত্যকে আহত করে। সন্ধ্যা হওয়ার এক পহর পূর্বে তারা ঢাকনাবুই এ শিবির স্থাপন করে। মির্জা সেখানে কলাগাছ দিয়ে একটি বেড়া তৈরি করতে নির্দেশ দেন। তিনচার দিন পর এই বেড়া কোন কাজেই লাগে নি। তথাপি এ তিন চার দিন তা খুবই মজবুত ছিলো। এই বেড়া ভেদ করে তীর বা বন্দুকের গুলি চলতে পারত না। বেড়াটি দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত ছিলো। যুমনা থেকে দেওয়ান বদ্রিদাসকে সৈন্য সাহায্যের জন্য কুলিজ খাঁর নিকট প্রেরণ করা হয়। মির্জা সেখানে বার দিন অবস্থান করেন। প্রতিদিনই পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি লুট করার জন্য একটি করে বাহিনী পাঠান হতো। গবাদি পশুসহ বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য তাদের হস্তগত হয়।

নাথানের মিনারী যাত্রা: বলভদ্র দাসের প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হয়। মির্জা সেখানে থেকে মিনারী * রওয়ানা হন। পথে শত্রুরা তাকে দু'তিনবার আক্রমণ করে কিন্তু তাতে তাদের কোনো ক্ষতি হয় নি। মিনারীর সমভূমিতে পৌঁছে তিনি শিবির স্থাপন করেন। এ স্থানটি সুরক্ষিত করার পক্ষে সুবিধাজনক হওয়ায় তিনি সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণের হুকুম দেন। কাজটি এত দ্রুততার সঙ্গে করা হয় যে দিনের এক পহর ও রাত্রের চার পহরের মধ্যে শিবিরের চার দিকের রক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

সুমারুয়েদের সঙ্গে লড়াই ঃ বিদ্রোহীদের নেতা সুমারুয়েদ কায়েত, রাজা বলদেব ও আসাম. রাজার সরদারদের সঙ্গে কালাঙ্গাদীর মোহনায় হাঙ্গরা বাড়ী নামক স্থানে অবস্থান করছিলো। মিনারীতে মির্জা নাথানের উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে সুমারুয়েদ রাত্রে মিনারীতে এসে মির্জা নাথানের দুর্গের সম্মুখে একটি পাহাড়ের নিকট একটি বড় দুর্গ নির্মাণ করেন। সে পাহাড়িয়া নদীর তীর এমনভাবে কেটে দেয় যে রাত্রের মধ্যে মির্জার দুর্গের চার পাশ পানিতে প্লাবিত হয়ে যায়। দুর্গের মধ্য-স্থলে অবস্থিত একটি উচচ স্থান ছাড়া শুষ্ক স্থান কোথাও ছিলো না। জলের গভীরতা ঘোড়ার এক হাটু থেকে বুক পর্যন্ত হয়। পরদিন ভোরে এ বিপদ তাদের চোখে পড়ে। এতে তার হতোদ্যম বহু লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে। মির্জা কিন্তু আল্লার ইচ্ছার উপর ভরসা করে বলভদ্র দাসের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করেন।

কুলিজ খাঁ কর্তৃক সাহায্যকারী বাহিনী প্রেরিত ঃ এবার বলভদ্র দাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। ব্রহ্মপুত্র নদী দিয়ে যুমনা থেকে রওয়ানা হয়ে বলভদ্র দাস তিন পহরের মধ্যে কুলিজ খাঁর নিকট পেঁাছেন। ঢাকনাবুই দুর্গ বিজয়ের খবর তাকে দেওয়া হয়, এবং সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে বলেন কোনো ভদ্রলোক প্রতিজ্ঞা করলে তিনি তা রক্ষা করে থাকেন। রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ ও রাজা মধুসূদনের নিকট সংবাদ পাঠান ছাড়া কুলিজ খাঁর গত্যন্তর ছিলো না। ব্যবস্থা হয় যে রাজালক্ষ্মী নারায়ণ তার খুল্লতাত পুত্র সর্ব গোসাইকে উপ-যুক্ত সৈন্যসহ পাঠাবেন। রাজা মধুসূদন পাঠাবেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র পশুপতিকে। তারা এ সমস্ত লোকদের পাঠিয়ে দেন। বলভদ্র দাস ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে গড়ালে থামেন। উদ্দেশ্য সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে মির্জার সঙ্গে মিলিত হওয়া। রাজা মধুসূধনের পুত্র শঠতা অবলম্বন করে। এ জন্য বলভদ্র দাসকে দুতিন দিন দেরি করতে হয়। যতদূর সম্ভব তিনি ব্যাপারটি বুঝবার চেষ্টা করেন। তার বোকামী দেখে সর্ব গোসাইকে নিয়ে তিনি যাত্রা করেন। শত্রুরা এ খবর জানতে পারে এবং পথে তাদের অগ্রগমণে বাধা দেওয়ার জন্য একদল সৈন্য পাঠায়। যুদ্ধ শুরু হয়। বন্দুকের আওয়াজ মির্জার কানে পেঁাছে। হাজো থেকে প্রেরিত সাহায্যকারী সৈন্যদের এগিয়ে আসার জন্য প্রতি দিনই দুর্গ থেকে বেরিয়ে যেতেন। সেদিনও তিনি গিয়েছিলেন। বন্দুকের আওয়াজ শুনবার আগেই ফিরে এসেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এই বন্দুকের শব্দের কারণ জেনে আসার জন্য একদল সাহসী বীরকে পাঠান। সঙ্গেফ খাঁ লোদী ও অন্যান্যদের সেখানে পেঁাছার পূর্বেই এই দলটিকে পরাভূত করে ওরা দামামাটি কেড়ে নেয়। এবং যে ঘোড়া নাকারাটি

বহন করে আনছিলো সর্ব গোসাইর পুত্রের সে ঘোড়াটিও তারা কেড়ে নেয়। বল ভদ্রদাস ও সর্ব গোসাইর পুত্র যখন এই দুর্দশায় পতিত তখন মির্জা প্রেরিত লোকজন তাদের উদ্ধারের জন্য এসে তাদের মির্জার নিকট নিয়ে যায়। তখন জানা যায় যে রাজা মধুসূধনের পুত্র পশু (পশুপতি) দক্ষিণকূলের বিদ্রোহীদের তার নিয়ন্ত্রণাধীন আনার কথা চিন্তা করছিলো এবং পরে মির্জার কাছে না গিয়ে হাজো ফিরে যাওয়ার মতলব করেছিলো।

পশুপতি'র নাথানের সঙ্গে যোগদান ঃ মির্জা নাথান একশো অশ্বারোহী, পাঁচটি হাতী এবং পাঁচ শো পদাতিক সঙ্গে করে রাত্রে রওয়ানা হয়ে সকাল বেলা সেই নির্বোধের কাছে হাজির হন। বলভদ্র দাসকে মির্জার দুর্গের ভার দেওয়া হয়। পশুপতি প্রথম এটাকে শত্রুর বাহিনী মনে করে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে আসে। কিন্তু অবশেষে নিজে এসে ক্ষম প্রার্থনা করে। মির্জা সেখানে পেঁাছে যে কাজ করেন তা ছিলো ভাই এর মতো তার হাত ধরা। পরে তাকে বলেন; 'অনেক কাল তোমার জন্য আমরা অপেক্ষা করি; এবার এসো।' শেষে যখন বুঝতে পারলেন যে পশুপতি তার ছল ত্যাগ করছে না, তখন তিনি তাকে খোলাখোলিভাবে বললেন: 'তিনটি কাজের মধ্যে একটি তোমাকে করতেই হবে। প্রথমত কুলিজ খাঁ যদি তোমাকে আমার নিকট পাঠিয়ে থাকেন তা হলে এক্ষুণি তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। দ্বিতীয়ত আম্যর সঙ্গে যদি না যাও তাহলে তক্ষুণি তোমায় ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে হাজোতে কুলিজ খাঁ এবং তোমার পিতার নিকট চলে যেতে হবে। এ ছাড়া তোমার যদি অন্য কোনো মতলব থেকে থাকে তাহলে আমাদের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করতে হবে। পশুপতি যখন দেখলো যে ব্যাপার জটিল আকার ধারণ করেছে, তখন নিরুপায় হয়ে মির্জার সঙ্গে যেঁতে সম্মত হলো এবং রওয়ানা হলো। সন্ধ্যা হয়ে আসছিলো। মির্জা তাকে শান্ত করার জন্য যুমনা গ্রামে থামলেন এবং আরামে সেখানে রাত কাটান। পরদিন ভোরে তারা সেখান থেকে রওয়ানা হন এবং দ্বিপ্রহরের পর মির্জার দুর্গে পেঁাছেন।

মির্জা কর্তৃক মিনারী দুর্গ অধিকার ঃ পরদিন সকালে বিশ্রাম না করেই মির্জা শত্রু দুর্গ অধিকার করার উপায় বের করার উদ্দেশ্যে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে যান এবং দুর্গের নিকট পেঁাছেন। তার কর্মচারীদের সৈন্য বাহিনী দুর্গে মোতায়েন রেখে অবশিষ্ট সৈন্যদের নিম্নরূপ পন্থায় তিন ভাগে বিভক্ত করেন: পশুপতি তার

অনুচরদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করে। তাদের শত্রুর দুর্গের পিছনের জঙ্গলে গিয়ে এমন স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করতে হবে যেখানে শত্রুর দুর্গের বিপরীত দিকে একটি পরিখা খনন করা সম্ভব হবে। দ্বিতীয় বাহিনীটি গঠিত হয় সর্বগোসাই ও তার নিজের কিছু কিছু লোকজন দিয়ে। তাদের মোতায়েন করা হয় তার বামে মির্জা ও শত্রুর দুর্গের মাঝে অবস্থিত একটি পরিখায়। মির্জা তাদের আরো আশ্বাস দেন যে এ ব্যবস্থা ছাড়াও তিনি তাদের পাশেই থাকবেন। তিনি নিজে পূর্ণ সজ্জিত হয়ে সম্পূর্ণ আল্লার দয়ার উপর নির্ভর করে দুটি পরিখার মধ্যে স্থান নেন এবং দেখতে চান অদৃশ্য পর্দার অন্তরাল থেকে কি বেরিয়ে আসে। শত্রুরাও একটি বাহিনী গঠন করে তাদের দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে জঙ্গলের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়। পশুপতিকে জঙ্গলে ঢুকতে দেখেই তারা তাকে পিছন থেকে আক্রমণ করে তাকে এবং তার সৈন্য বাহিনীকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে। মির্জা পঞ্চাশজন অশ্বারোহী, দুশো পদাতিক এবং দুটি হাতীসহ মির্জা দরবেশ বাহাদুর ও আরো কয়েকজনকে পাঠান শত্রুর এই বাহিনীটিকে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে খতম করে দিতে। তাই দেখে শত্রুদের সে বাহিনীটি যুদ্ধ করতে অসমর্থ হয়ে যে পথ দিয়ে এসেছিলো সে পথ দিয়েই দুর্গে ফিরে যায়। পশুপতি এগিয়ে গিয়ে শত্রুর দুর্গ আক্রমণ করে। দরবেশ বাহাদুরও পিছন দিক থেকে সেখানে পেঁৗছে দুর্গ অধিকার করার চেষ্ট করে। অপর দিক থেকে মির্জার ও সর্বের সৈন্য দল তাদের আক্রমণ পরিচালনা করে। কেন্দ্রস্থল থেকে মির্জা ঘোড়া থেকে নেমে তাদের পিছনে পিছনে এগিয়ে গিয়ে দুর্গের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অন্য দিক থেকে মির্জার দুর্গস্থ সৈন্যরা বুক ও গলা সমান পানি ভেঙ্গে এগিয়ে গিয়ে দুর্গ আক্রমণ করে। সকল দিক থেকেই আশ্চর্যজনক যুদ্ধ হয়। শত্রুরা দৃঢ়তা-সহকারে দুর্গ রক্ষা করে চলে। মৃত দেহের স্তূপ জমে উঠে। ক্রমে রক্ষী সৈন্যদল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ বারই মাত্র মির্জার সাহসী ও পরিশ্রমী যোদ্ধারা প্রথম বারের মতো নির্ভয়ে শত্রু দুর্গের খাদ পার হতে পারে। মুখ ঢাল দিয়ে ঢেকে তারা সম্মুখে ধাবমান মির্জার অনুসরণ করে। তারা হাতাহাতি যুদ্ধের পর দুর্গে প্রবেশ করে। বিজয় ভেরী বেজে ওঠে এবং সুসংবাদ ঘোষণাকারী নাকাড়াও ধ্বনিত হয়। এই সময়ে পশুপতিও মির্জার লোকজনদের সঙ্গে অন্য দিক দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করে। সর্ব গোসাই-এর পুত্রও আক্রমণ চালায় এবং মির্জার দুর্গের সৈনকিরা দ্বিগুণ শক্তিতে চেষ্টা চালায়, কারণ তাদের পানি এবং যুদ্ধের গোলাগুলির বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে হয়। সুমারুয়েদ কায়েত, হাতী বড়ুয়া, রাজ খাওয়া এবং খার ঘুকা (খারঘড়িয়া ফুকন), আসাম রাজার এবং অষ্টাদশ পার্বত্য রাজাদের সরদারগণকে

অপমানিত হয়ে বনে জঙ্গলে পালিয়ে যেতে হয়। মির্জা হৃষ্টচিত্তে ও হর্ষোৎফুল্ল মনে দুর্গের মধ্যস্থলে দাঁড়ান।

সুমারুয়েদ বন্দী ঃ শত্রুরা দুটি পথে পলায়ন করে। তাই তাদের পশ্চাদ্ধাবণ করার জন্য দুটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়। ডান দিকের পথ ধরে মির্জা নাথান তার নিজস্ব লোকসহ পাঁচটি নামজাদা হাতী এবং এক হাজার পদাতিক মস্ত আলির অধীনে পাঠান। দ্বিতীয় বাহিনীটি বাঁদিকের পথে প্রেরিত হয়। পশু পতির নেতৃত্বে। তিনি নিজে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তার অবশিষ্ট লোকদের নিয়ে দুর্গে থেকে যান এবং জয়ের পর জয়ের সংবাদ শুনার জন্য উৎকীর্ণ হয়ে থাকেন। একজন চীৎকার করে বলে উঠে সুম্মারুয়েদ কায়েত মস্ত আলিবেগের নিকট বন্দী হয়েছে। তাকে হাতীতে করে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং শীঘ্রই এখানে এসে পেঁৗছে যাবে। এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছেঃ মস্ত আলিবেগ তার দল নিয়ে রওয়ানা হলে মির্জা তাদের প্রত্যেককেই বলে দেন যে আল্লার ইচ্ছায় তারা যদি সুমারুয়েদের দেখা পায়, তাহলে তারা যেন তাকে আহত না করে এমন কি সেই যদি যুদ্ধে বল প্রয়োগ করে, তাহলেও তাকে আহত না করে জীবিত বন্দী করে নিয়ে আসতে হবে। তদনুযায়ী মস্ত আলি বেগ তাকে অনুসরণ করে এবং তার একটি পাইককে বন্দী করে হত্যা করতে চায়। পাইক জীবন ভিক্ষা চেয়ে প্রতিজ্ঞা করে বলে। তাকে হত্যা করা না হলে সে সুমারুয়েদের লুকিয়ে থাকার স্থানটির কথা তাকে বলে দেবে এবং তাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যও প্রতিজ্ঞা করে। পাইকটি তাই তার নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য সুমরুয়েদের লুকিয়ে থাকার স্থানটি দেখিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে সুমারুয়েদ অদূরে ঘোড়ার চীৎকার শুনতে পেয়ে তার পাঁচ ছ'জন লোক পালিয়ে যায়। হবিব খাঁর ভাই জওহর খাঁ নামক এক আফগানের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। জওহর পূর্বে রাজা পরীক্ষিতের কর্মচারী ছিলো এবং সুমারুয়েদকে ভালো করেই চিনতো। জওহর খাঁ বললো, 'হে বড় কায়েত আমি তোমার জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবো চলো আমাদের মনিবের নিকট আত্ম-সমর্পণ কর' সুমারুয়েদের হাতে বল্লমের মতো একটি লোহার ছড়ি ছিলো সেটিই সে জওহর খাঁকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারে তাতে জওর খাঁ আহত হয়। কিন্তু মির্জার উপদেশ মতো সে সুমারুয়েদকে আঘাত করে নি। আবার সে সুমারুয়েদকে বন্ধুত্ব-পূর্ণ ও আপোষমূলকভাবে বললো। কিন্তু সুমারুয়েদ তার প্রতি আরও একটি ছড়ি নিক্ষেপ করে। জওহর খাঁ যখন বুঝতে পারলো যে সুমারুয়েদ তাকে হত্যা করে তার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চায়, তখন সে তার তরবারি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। সুমারুয়েদ মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। জওহর খাঁ মস্ত

আলি বেগকে চীৎকার করে বলে: 'যার অনুসন্ধানে সমস্ত দুনিয়া তোলপার করা হচ্ছে তার পিছনে আমি আছি। সে আমায় আহত করে পালিয়ে যাচ্ছে। আমার সাহায্যে কে কে আসছো?' মত্ত আলি বেগ সেখানে আসে। বিদ্রোহীকে গ্রেফতার করে এবং তার দু'হাত এক সঙ্গে বেঁধে তাকে হাতীতে চড়িয়ে মির্জার নিকট নিয়ে আসে। মির্জা দু'রাকাত শুকরিয়া নামাজ আদায় করেন এবং মত্ত আলি বেগের আগমনের অপেক্ষায় থাকেন। এমন সময় সৈয়দ আবদুস সামাদ ও সঈফ খাঁ লোদী দাঁড়িয়ে বলেন: আল্লা আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। যার জন্য আমাদের সমগ্র বাহিনীর পরাজয় বরণ করতে হয়েছিলো সে আজ আমাদের বন্দী। আল্লার শুকরিয়া আদায় করা আপনার উচিত। আপনি মাথায় আবার আপনার পাগড়ী বাঁধুন। পরাজয়ের শেষ দিন থেকে সেদিনের বিজয় লাভ পর্যন্ত এই তিন মাস আঠারো দিন মির্জা এক টুকরা ছিন্ন বস্ত্র তার মাথায় জড়িয়ে রাখতেন এবং অপেক্ষা করতে থাকেন সে দিনটির, যেদিন আল্লার অনুগ্রহে তিনি তার যশমান ফিরে পাবেন এবং তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

সুমারুয়েদের প্রতি সদয় ব্যবহার: সুমারুয়েদ মনে মনে শঙ্কিত হলো এই ভেবে যে মুহূর্তে তাকে মির্জার সম্মুখে হাজির করা হবে তখনই তাকে টুকরা টুকরা করে ফেলা হবে। কিন্তু তাকে মির্জার সামনে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মির্জা নিজ হাতে তার শৃঙ্খল খুলেছেন। চিকিৎসকদের তার ক্ষত স্থানে পট্টি বেঁধে তার যথোপযুক্ত চিকিৎসা করার জন্য হুকুম দেন। মির্জার ঘরের মাঝখানে পর্দা ঝুলিয়ে তার ঘরেই সুমারুয়েদকে থাকতে দেওয়া হয়। মির্জা তাকে আরোগ্য করার চেষ্টা করেন। তাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বলেন: 'আল্লা আমাদের সংপ্রদায়ের প্রতি নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে আমাদের শত্রুমিত্র সকলকেই একভাবে রক্ষা করতে হবে। প্রতিশোধ গ্রহণের চেয়ে ক্ষমা করাকে শ্রেয়তর মনে করতে হবে। তোমরা এমন ব্যবহার করেছ যে পুরুষ শত্রু তো দূরের কথা, যে সমস্ত মেয়ে ছেলে তোমাদের হাতে ধরা পড়ে তাদেরও তোমরা হত্যা কর। কাজেই তুমি শান্তিতে থাকতে পার। তুমি যদি আনুগত্যসহ আত্মসমর্পণ কর, আমি তোমার প্রতি অত্যধিক সহৃদয় ব্যবহার করবো।' মির্জার মহত্ত্ব সুমারুয়েদকে লজ্জা দেয়। সুমারুয়েদ তার পাঁচ পুত্রসহ সপরিবারে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত করেন। তিনি তার পুত্রকে চিঠি লিখে তার সমস্ত লোকজনদের নিয়ে হাজির হতে বলেন। দয়ার চারা গাছ মানবতা ও মহানুভবতার উদ্যানে গগনস্পর্শী বিরাট মহিরূহে পরিণত হয়। সাহস ও বীরত্বের প্রতি সুবিচার প্রদর্শিত হয়। পরদিন মির্জার সঙ্গীদের

এক ভোজ দেওয়া হয়। যে সমস্ত লোক আনুগত্যসহ বীরত্বপূর্ণ কার্য করেছে তাদের ঘোড়া ও সম্মানসূচক পোষক উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। সুমারুয়েদের চিকিৎসার জন্য সেখানে সাত দিন অবস্থান করেন। এই বিজয়ের রিপোর্ট হজো এবং বিশেষ করে জাহাঙ্গীরনগরে সুবেদার খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট প্রেরণ করা হয়। প্রতিদিন এক একটি বাহিনী পার্বত্য রাজাদের রাজ্য লুট করার জন্য পাঠান হয়।

কানওয়াল রাজার রাজ্য লুন্ঠিতঃ অষ্টম দিনে নাথানের শিবির কানওয়াল রাজ্যের হল্‌দিয়া দুয়ার নামক স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। দেখতে দেখতে সেখানে চতুর্দিকে গভীর খাদসহ একটি অত্যন্ত উচচ দুর্গ নির্মিত হয়। দুর্গের প্রাচীর চূড়ায় বড় বড় কামান স্থাপন করা হয়। সৈন্যদের নির্দেশ দেওয়া হয় পাহাড়ে ঢুকে কানওয়াল রাজার গ্রামসমূহকে ভূমিস্মাত করে দেওয়ার জন্য; এবং যে সব লোক প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে তাদের হত্যা করতে এবং অন্যদের বন্দী করে নিয়ে আসতে। নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হয়। কানওয়াল রাজ উপরের পর্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যান এবং সেখানকার রাজাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এই বলে দূত পাঠান 'পার্বত্য রাজন্যবর্গের প্রধান বড় দুয়ারের রাজা বাহতোয়া (হাটোয়া ?) যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ না করবেন ততোক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কেউই আত্মসমর্পণ করবো না এবং আমাদের ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সাধ্যানুযায়ী যুদ্ধ করে যাব। আপনি যদি চান যে পার্বত্য রাজন্যবর্গ আপনার নিকট আত্ম-সমর্পণ করুক তা হলে বড় দুয়ারের রাজার প্রতি আপনাদের সমস্ত শক্তি ও প্রচেষ্টা পরিচালিত করতে হবে। দক্ষিণকূল অঞ্চলের জমিদারগণও এর সমর্থন করেন।

বড়দুয়ার আক্রান্তঃ পঞ্চম দিন মির্জা সেখান থেকে যাত্রা করেন। বলভদ্র দাসের অধীন একটি বাহিনী হলদিয়া দুয়ারে মোতায়েন রেখে মির্জা বামুন রাজার রাজ্য অভিমুখে রওয়ানা হন। রাজ্যটি বড়দুয়ার ও হল্‌দিয়ার রাজ্যের মধ্যস্থলে। মস্ত আলি বেগের অধীন অন্য একটি বাহিনী এখানে রাখা হয়। পরদিন সকালে মির্জা বড় দুয়ার রওয়ানা হন এবং সেখানে থেমে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। সেখানে পেঁৗছেই তারা বড়দুয়ারের বাজার আক্রমণ করা হয় এবং বড়দুয়ার পাহাড়ে আরোহন করার চেষ্টা চালান হয়। কয়েকজন যুদ্ধপ্রিয় বীরকে সঙ্গে নিয়ে নিক্‌মোহম্মদ বেগ বহু কষ্টে সে পাহাড় পর্যন্ত যান। যে ক'জন সাহসী ও

দুর্দান্ত পাহাড়ী লোক ষোল সের ওজনের ছুরি দিয়ে যুদ্ধ করছিলো। তারা সবাই নিহত হয়। তাদের খণ্ডিত মস্তক নিয়ে তারা ফিরে আসে। এ ঘটনা পাহাড়ী লোকদের মধ্যে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করে। রাজা অধিক্ষণ প্রতিরোধ করতে না পেরে উপরা রাজা কামরাঙার অর্থাৎ উপরস্থ পাহাড়ের রাজার নিকট পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন।

কামরাঙা পাহাড় এমন একটি সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিত যে রাজা পরীক্ষিতের উর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ কোনো দিনই তা তাদের অধিকারে আনতে সমর্থ হন নি। এক বার রাজা রঘুদেবের এক আত্মীয় বজোধর দলাই (গদাধর দলাই ?) সেখানে গিয়েছিলো। কিন্তু সেখানেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং ফিরে আসতে পারে নি। অন্য কোনো লোক আর চেষ্টা করে নি। এ সংবাদ পেয়েই মির্জা সেই পাহাড়ের পথ ঘাট দেখে আসার জন্য এবং তার খবরাখবর আনার জন্য গুপ্তচর প্রেরণ করেন। মির্জা নিজে সেখানে (বড় দুয়ার হাটে) অবস্থান করেন। সেখান থেকে একদিন পর হলদিয়া দুয়ার ও বামুন রাজার রাজ্য লুট করার জন্য এক একটি সৈন্য দল পাঠাতেন। সাহায্যকারী সৈন্য বাহিনী এসে না পৌঁছা পর্যপ্ত মির্জা তার দুর্গে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত করেন। সেই বাহিনী পাহাড়ে প্রবেশ করে বামুন রাজা এবং কানওয়াল রাজা কর্তৃক পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে নির্মিত দুর্গ আক্রমণ করে। পাহাড়ে অবস্থিত গ্রামগুলি লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়।

কামরাঙা রাজা বন্দী: গুপ্তচরগণ কামরাঙা[১৫] যায় জেলেদের ছদ্মবেশে। সংবাদ সংগ্রহ করে তারা ফিরে আসে। এক দল সৈনিক তার দুর্গে রেখে মির্জা নিজেই রওয়ানা হয়ে যান। দিনের দেড় পহর পর তিনি সেখানে পৌঁছান। কামরাঙারাজ সস্ত্রীক ঘটনাক্রমে সেদিন ক্রেতাদের দৃশ্য উপভোগ করার জন্য একাকী হাটে আসেন। তিনি অত্যধিক সুরা পান করেছিলেন এবং মাতাল অবস্থায় বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। প্রথমেই মির্জা সেই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যান যেখানে বাজাধর দলাই নিহত হয়েছিলেন। তিনি রাজা মনুসূদনের পুত্র পশুপতি এবং সর্ব গোসাইর পুত্রকে তার বিখ্যাত যোদ্ধাদের সঙ্গে সেখানে মোতায়েন করেন। তিনি সে স্থানটির কেন্দ্রস্থলে যান এবং কামরাঙার হাট লুট করেন। আল্লার অভিপ্রায় ছিলো যে অতি সহজেই তার উদ্দেশ্য সাধিত হবে। তাই কামরাঙা রাজ তার স্ত্রীসহ বন্দী হন। যারা বিরোধিতা করতে দাঁড়িয়েছিলো তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়। সামরিক রীতি অনুযায়ী মির্জা ফিরে আসেন। সূর্যাস্তের সময় তিনি তার গন্তব্য স্থলে পৌঁছেন।

কামরাঙাকে মুক্তি প্রদান: এক ঘণ্টা পর কামরাঙা রাজার নেশা ছুটে গেলে তিনি নিজকে বন্দী অবস্থায় দেখতে পান। অনুগতভাবে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তার নিরাপত্তার আর কোনো পথ নেই। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন: আমার স্ত্রীসহ আমার জীবন রক্ষা করে মুক্তি করে দিলে বড় দুয়ারের হাট ওয়ার রাজাকে শৃঙ্খলিত করে আপনার নিকট অর্পণ করব। মির্জা আল্লার নামে শপথ করিয়ে পরীক্ষামূলক-ভাবে হাটের একটি লোককে মুক্ত করে দেন। তার মারফত রাজা (কামরাঙা রাজ) তার অমাত্যদের নিকট সংবাদ পাঠান: 'আমাকে যদি বাঁচাতে চান এবং মির্জার হাত থেকে মুক্ত করতে চান তাহলে হাটোয়া কে যে কোনো পাহাড়েই সে থেকে থাকুক তাকে খুঁজে বের করে দড়ি দিয়ে বেঁধে মির্জার নিকট নিয়ে আসবেন।' পরদিনই লোকটি সেখানে পৌঁছে সংবাদটি অমাত্যদের নিকট প্রদান করে। তিন দিনের মধ্যে হাটোয়া যেখানে লুকিয়ে ছিলো সেখান থেকে তাকে বেঁধে নিয়ে আসে. কামরাঙা রাজ ও তার স্ত্রীকে সম্মানসূচক পোষাক উপহার দেন এবং সসম্মানে তাদের বিদায় দেন। তাকে বলে দেওয়া হয় যে তিনি যেন উপস্থিত অঞ্চলের রাজন্যবর্গকে জানিয়ে দেন যে তারা যেন লামদানী (সমতল ভূমিতে অবস্থানরত) রাজাদের আশ্রয় না দেন। তাদের নিশ্চিতভাবে জানা প্রয়োজন যে কামরাঙার চেয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান আর নেই। যে কোনো সময়ে ছোট বড় তাদের পরিবারসহ বন্দী করে কয়েদ করা হবে।

অষ্টাদশ পার্বত্য রাজাদের আত্মসমর্পণ: তাদের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান হারিয়ে অষ্টাদশ রাজাদের সকলই তিন দিনের মধ্যে মির্জার নিকট এসে একেএকে আত্মসমর্ণ করেন। এদের সকলকেই (অষ্টাদশ রাজা) নজরবন্ধ করা হয়। অতঃপর তিনি সুমারুয়েদের পুত্রগণ ও পরিবার পরিজনদের পাওয়ার প্রতি সচেষ্ট হন।

সুমারুমেয়েদের পরিবারের আত্মসমর্পণ: ইতিমধ্যে সুমারুয়েদের এক শত্রু তার চিকিৎসাকারী সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে। সে চিকিৎসককে ঘুষ দেয়। সুমারুয়েদের উপর ইন্দ্রজাল বিস্তার করার জন্য যাতে সে মারা যায় তদনুযায়ী সে এমন এক যাদুবিদ্যা খাটায় যার ফলে তার প্রায় সেরে ওঠা ক্ষত থেকে অবিশ্রান্ত ধারায় রক্তপাত হতে থাকে। সুমারুয়েদ মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করছিলো। মির্জা এ কথা শুনে হুকুম দেন চিকিৎসককে হাতীর পায়ের নীচে পিষে মারার জন্য। চিকিৎসক তার দোষ স্বীকার করে বলে; 'আমাকে মৃত্যু দণ্ড থেকে রেহাই দিলে আমি তাকে প্রতি-

ষেধক ঔষধ দিব। তাকে হাতীর পায়ের নীচে থেকে ফিরিয়ে আনা হলে সে তার হস্তস্থিত একটি রুমালে যাদুমন্ত্র পড়ে এবং সুমারুয়েদের মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে তার নিজের পিছন দিকে ফেলে দেয়। এরূপ করার সঙ্গে সঙ্গে ফোয়ারার মতো রক্তঝরা বন্ধ হয়ে যায়। রোগী প্রতি মুহূর্তে রঙ্গ বদলায়। তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। মির্জার এই দ্বিতীয়বার তার প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্য এবং জীবনকে বিপদমুক্ত করার জন্য সুমারুয়েদ তার স্ত্রীকে এসে আত্মসমর্পণ করার জন্য এক কড়া চিঠি লিখে। সুমারুয়েদের স্ত্রী রাজা পরীক্ষিতের ভ্রাতা রাজা বলদেবের সঙ্গে অবস্থানকারী তার জ্যেষ্ঠ পুত্র বগলাকে সঙ্গে না এনে তার অন্যান্য চার পুত্রসহ প্রথম সুযোগেই এসে মির্জার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। সুমারুয়েদের পুত্রদের এবং তার স্ত্রীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে সম্মানসূচক পোষাক উপহার দিয়ে অনুগত জমিদারদের তালিকাভুক্ত করেন। তার ভরণপোষণের জন্য দক্ষিণ কূলের কুড়িটি গ্রাম দান করেন। তাকে মির্জার বিশ্বস্ত কর্মচারী আমানউল্লা ও তার ভাইদের জিম্মায় নজর বন্ধ রাখেন। নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন: 'যেদিন কালাঙ্গ নদীর মোহনা অধিকৃত হবে সেদিনই তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং সমস্ত অষ্টাদশ পর্বত্য রাজাদের ও দক্ষিণকূলের সমস্ত পাইকদের সরদারদের উপর তোমাকে সরদার করা হবে। এবং তাদের তোমার অধীন করা হবে। আর তোমার স্থান হবে আমার ব্যক্তিগত অনুগ্রহভাজনদের মধ্যে।

নাথানের রাণীহাট যাত্রা: সেখান থেকে মির্জা নাথান রাণীহাট রওয়ানা হন এবং সেখানে গিয়ে থামেন। সুমারুয়েদের উপদেশ মতো হাবিব খাঁ লোদীর নেতৃত্বাধীন চারশো অশ্বারোহী, সাড়ে তিন হাজার কোচ পাইক ও সাতশো সুদক্ষ বন্দুকধারী সৈন্যের একটি বাহিনী হাঙ্গরবাড়ী প্রেরণ করেন সেখানে একটি সুরক্ষিত আস্তানা স্থাপনের জন্য।

সুবেদার কর্তৃক নাথানের নিকট উপহার প্রেরণ: এই বিজয় সংবাদ পেয়ে মিরস্বরাহ ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ, মির মুইজউদ্দীন, রাজা রঘুনাথ এবং মির্জা মালিক হোসেনের মারফত মির্জার নিকট একটি শাহী সম্মানজনক পোষাক যা সে সময়ে শাহী দরবার থেকে তার কাছে পাঠান হয়েছিলো, এবং তার নিজের তরফ থেকে একটি ঘোড়া ও সম্মানসূচক পোষাক প্রেরণ করেন। কুলিজ খাঁ, শেখ কামাল, রাজালক্ষ্মী নারায়ণ, রাজা মধুসূদন, রাজা শত্রাজিত, মির্জা সালেহ আরগুন

মির্জা ইউসুফ বাংলার এবং উচ্চ নীচু সকল কর্মচারীদের চিঠি লিখেন যে মির্জা নাথানের উপদেশের খেলাপ কোন কাজ যেন তারা না করেন। যারা মির্জা নাথানের সাহায্যে তাদের বাহিনী পাঠাবেন বা নিজেরা সাহায্যে যাবেন না, তারা সম্রাটের নিকট অপরাধী বলে গণ্য হবেন। তার এ চিঠি হাজো পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে রাজা শত্রাজিত, রাজা মধুসূদন, মির্জা ইউসুফ এবং সমস্ত ওসমানী আফগান নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে রাণী হাটে মির্জার নিকট চলে যান। মির্জা এসে তাদের অভ্যর্থনা করে সসম্মানে তার দুর্গের নিয়ে যান। কুলিজ খাঁ এবং শেখ কামাল ও প্রত্যেকে একশো করে অশ্বারোহী প্রেরণ করেন।

নাথান কর্তৃক পাণ্ডুতে উপহার দ্রব্য গ্রহণ: মির মুঈজউদ্দিন মোহাম্মদ এবং রাজা রঘুনাথ মির্জাকে এই মর্মে চিঠি লিখেন: 'আমরা শাদী সম্মানসূচক পোষাক, ঘোড়া এবং পতাকা নিয়ে পাণ্ডু আসছি, তাই আপনার স্বয়ং পাণ্ডু এসে এ সমস্ত শাহী উপহারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন বাঞ্ছনীয়। এখানে কুলিজ খাঁ ও শেখ কামালের সঙ্গেও আপনার দেখা হবে। তাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরামর্শ করার পর আপনি ফিরে গিয়ে যেভাবে ভালো মনে করবেন সে ভাবেই শত্রুর নিকট থেকে কালাঙ্গ নদীর মোহনা অধিকার করতে পারেন।' মির্জা এতে সম্মত হতে পারেন নি। কিন্তু মির মুইজউদ্দিন মাহমুদের চাপে তিনি পাণ্ডু যেতে রাজী হন। ইতি মধ্যে সুবেহ বাঙলার বখ্শী-ই-কুল (প্রধান বখশী) মির্জার সৈন্য বাহিনী পরিদর্শনের জন্য আসেন। তিনি সৈনিকদের তালিকা পরিদর্শন করেন এবং অগ্রগামী সৈন্য পাঠিয়ে দেন হাঙ্গরা বাড়ী যেতে চাইলেন। মির্জা তাকে সেখানে পাঠিয়ে দেন এবং হাবিব খাঁ লোদার নিকট এক চিঠি লিখেন: 'আপনার এবং শত্রুদের মধ্যে দূরত্ব অত্যন্ত কম। আমি আপনাকে এ ব্যাপারে চিঠি নালেখা পর্যন্ত খোলা ময়দানে যুদ্ধ করতে খুব সাবধানতা অবলম্বন করবেন। বখ্শীর প্রতিনিধিদের সৈন্য বাহিনী পরিদর্শনের জন্য তাদের দুর্গের বাইরে আসবেন না। সৈন্যদের তাদের নিজ নিজ স্থানে দুর্গের মধ্যে প্রস্তুত রাখবেন এবং পরিদর্শনের জন্য উপস্থিত করবেন। ঘোড়ার পরিদর্শন কার্যও দুর্গের মধ্যে করবেন।' এরপর মির্জা পঞ্চাশজন অশ্বারোহী, একশো পদাতিক এবং চারটি হাতীসহ পাণ্ডু রওয়ানা হন। সাদত খাঁকে তার নিজের বাহিনী ও তার দুর্গস্থ শাহী কর্মচারীদের উপর প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত করে যান। চার ঘড়ির মধ্যে তিনি পাণ্ডু পৌঁছেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহ সম্মানসূচক পোষাক এবং ঘোড়া গ্রহণ করেন। এতে তিনি খুব খুশী হন।

অতঃপর মির মুইজউদ্দিন, রাজা রঘুনাথ মির্জা মালিক হোসেনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। সমর পরিষদ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কুলিজ খাঁ ও শেখ কামালের নৌকা যোগে হাজো থেকে সেখানে আগমনের ব্যবস্থা করা হয়।

হাঙ্গরাবাড়ী হস্তচ্যুত: ইতিমধ্যে শেখ কামালের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ও মির্জার প্রতি শত্রুতামূলক মনোভাবাপন্ন রাজা শত্রাজিত সুমারুয়েদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন। মির্জা কর্তৃক বিশেষভাবে অনুগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও সুমারুয়েদ কায়েত তার আসামী ভাইদের চিঠি লেখেন: 'মির্জা নাথান পাণ্ডু চলে গেছেন। তার ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত পূর্বে প্রেরিত বাহিনীর সাহায্যের জন্য এখানকার কোনো বাহিনীই যাবে না। নিজেদের মঙ্গল যদি চাও তাহলে এই চিঠি পাওয়া মাত্র এই বাহিনীকে আক্রমণ কর এবং দুর্গ অবরোধ কর। তারা দুর্গের বাইরে যাক বা নাযান, তোমরা দুর্গ আক্রমণ করে ওদের শেষ করে দাও। এর পর মির্জা নাথান পাণ্ডু থেকে ফিরে আসলে সমস্ত বাহিনীই তার নির্দেশ মানবে এবং তোমাদের বিপদগ্রস্ত করে ফেলবে।' অগ্রবর্তী বাহিনী পরিদর্শনের জন্য প্রেরিত বখশীর প্রতিনিধির নিকট এই মর্মে এক গোপন সংবাদ পাঠান হয়: 'সৈন্যবাহিনীকে দুর্গের বাইরে না আনলে মির্জা নাথান কর্তৃক উল্লিখিত সৈন্য সংখ্যা সঠিকভাবে পরীক্ষা করতে পারবেন না।' তদনুযায়ী এই বে-অকুফ লোকটি এই প্রশ্নের উপর জিদ ধরে এবং বে-আক্কেল বাহিনীটিকে দুর্গের বাইরে আনা হয়। হাবিব খাঁ তার আফগানী মুর্খতার জন্য সৈন্যবাহিনীর অবস্থানস্থল বড় দুর্গটির রক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সৈন্যদের বিন্যস্ত করে পরিদর্শনের জন্য চল্লিশটি অশ্বারোহী এবং পাঁচশো পদাতিক সকলকেই নিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসেন। শত্রু একে ঈশ্বর প্রদত্ত সুযোগ মনে করে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসে। তারা যখন দেখতে পেলো যে ওরা ভয়ের কোনরূপ আশঙ্কা না করে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসছে তখন তারা বুনো মোষ ও নেকড়ে ধরার একটি বড়জাল এনে তাদের বাহিনীর সামনে রেখে যুদ্ধ শুরু করে। শাহী বাহিনী সাহস করে দ্রুত গতিতে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। শত্রুরা একটি নিরাপদ স্থান অধিকার করে তীর, বন্দুক ও চন্দ্রবান (রকেট?) ছুড়তে থাকে। তারা ফিঙ্গা দিয়ে পাথর ও আড়-ধনুক থেকেও তীর ছুড়তে থাকে। তার দশ হাজার পাইককে হুকুম দেয় দুর্গ আক্রমণ করে তা দখল করার জন্য চেষ্টা করতে। সাদত খাঁ তাড়াহুড়া করে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে সৈন্যদের শ্রেণীবদ্ধ করতে পারেন নি। তিনি দু'তিনবার অশ্বারোহী নিয়ে শত্রুদের আক্রমণ করেন কিন্তু তাতে লাভ কিছুই হয় নি। জাল তাদের গতি রোধ করে। ইতিমধ্যে দুর্গ লুণ্ঠিত হয় এবং তাতে

অগ্নিসংযোগ করা হয়। দুর্গের বাইরে অবস্থানরত সৈন্যগণ ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত থাকায় সাহস হারিয়ে ফেলে। এ সত্ত্বেও অভিজ্ঞ যোদ্ধাগণ দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করে। এমনিভাবে এ যুদ্ধে মির্জার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর সাতশো সাহসী সৈনিক মৃত্যুবরণ করে।

শেখ কামাল ও কুলিজ খাঁর চক্রান্ত : সন্ধ্যা বেলা মির্জা নাথানের নিকট এই পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছে। মির্জা অত্যন্ত মর্মাহত হন। সে রাত্রেই তিনি পাণ্ডু ছেড়ে তার দুর্গ অভিমুখে রওয়ানা হতে চান। কিন্তু মির মুইজউদ্দিন মোহাম্মদ, রাজা রঘুনাথ এবং মির্জা মালিক হোসেন সমবেদনা জানিয়ে তাকে সে রাত পাণ্ডুতে রেখে দেন। মির্জাকে পাণ্ডুতে আমন্ত্রণ করে আনাকে এই ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ মনে করে তারা তাকে প্রতিশ্রুতি দিলো : 'কুলিজ খাঁ, শেখ কামাল ও রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ এখনো এসে পৌঁছেন নি। আমরা আগামীকাল আপনার সঙ্গে আপনার থানায় যাব। সেখানকার সমস্ত সৈন্যদের আপনার হুকুম মেনে চলার এবং অনুগত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়ে ফিরে আসব।' মির্জা সারারাত সতর্কতার সঙ্গে কাটান। পরদিন ভোরে তিনি রওয়ানা হয়ে যান। এসব সহকর্মীরাও তার সঙ্গে যান। তারা অর্ধেক পথ অতিক্রম করলে মির মুইজউদ্দীন মোহাম্মদ ও মির্জা মালিক হোসেনের নিকট শেখ কামালের এক গোপন চিঠি আসে। তারা শেখ কামালের প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন হওয়ায় তারা ফিরে যায় এবং রাজা রঘুনাথকে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। ক্রোদ্ধ মির্জা তারা যাবে কি যাবে না তার পরওয়া না করে তিনি তার নিজ থানা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। কুলিজ খাঁ ও শেখ কামাল রাজা শত্রাজিত ও অন্যান্য যে সব কর্মচারী আগে থেকেই সেখানে ছিলো তাদেরও চিঠি লিখেন। তারা সবাই থানাকে বিশৃঙ্খল অবস্থায় রেখে চলে যেতে চায়। শত্রাজিত তৎক্ষণাৎ চলে যায়। মির্জা সালেহ, মির্জা ইউসুফ ও কুলিজ খাঁর সৈন্যরাও তার অনুসরণ করে। শেখের সৈন্যরাও অন্যদের চলে যাওয়ার ওজুহাত দেখিয়ে চলে যায়। কিন্তু রাজা মধুসূদন, মির্জার অনুমতি ভিন্ন তাদের যেতে না দেওয়ায় এবং মির্জার লোকজনদের দৃঢ় মনো-ভাব দেখানর ফলে তিনি তার নিজ আচরণের জন্য লজ্জিত হন এবং তার সৈন্য বাহিনীসহ দুর্গে থেকে যান। ফিরে যাওয়ার পথে এই সব দল একের পর একটির মির্জার সঙ্গে দেখা হয়। তারা নানা ওজুহাত দেখিয়ে হাজো চলে যায়। কিন্তু শেখের কর্মচারীগণ তাদের মনিবের নির্দেশ মতো অন্যদের উপর দোষ চাপিয়ে তাদের সৈন্য বাহিনী নিয়ে মির্জার সঙ্গে ফিরে আসে। দ্বিপ্রহরের পর মির্জা তার থানায় ফিরে আসেন, এবং তা সুরক্ষিত করেন। তিনি রাজা মধুসূদনকে একটি

ভালো ঘোড়া উপহার দেন। উক্ত রাজার কাজের প্রশংসা করে এবং তার সহকর্মীদের প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী কার্যকলাপের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট এক চিঠি লিখেন এবং তৎক্ষণাৎ তা প্রেরণ করেন। পরদিন সকালে তিনি যেখানে লোকজন নিহত হয়েছে (হাঙ্গরা বাড়ী) যাওয়ার প্রস্তাব করেন। রাজা মধুসূদন অনেক করে তাকে বুঝিয়ে তার সে সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা থেকে বিরত রাখেন। তিনি সেখানে আরো পনের দিন অপেক্ষা করেন।

মির্জার হালিগাঁও গমন: দিনরাত ধরে অনবরত কয়েকদিন বৃষ্টিপাতের ফলে বৃষ্টির জলে দুর্গটি ভেসে যায়। তাই সারাটি বর্ষাকাল তাদের সেখানে থাকা অযৌক্তিক হয়ে উঠে। রাজা মধুসূদনের উপদেশ অনুযায়ী তিনি হালিগাঁও থেকে এক ক্রোশ দূরে একটি স্থানে চলে যান এবং সেখানে একটি দুর্গ তৈরী করেন। সেখানে পানি ছিলো খুব কম। সৈন্যদের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সেখানে পাওয়া যেত না। কোনো রকমে তিন দিন সেখানে কাটে। চতুর্থ দিনে রাণী হাটের নিকট দিয়ে প্রবাহিত নদী থেকে একটি খাল খনন করে সেখানে পানি নিয়ে আসা হয়। সেখানে তিনি আরও একমাস অবস্থান করেন এবং সারাটি দক্ষিণ কূল শান্ত করেন এবং রাজস্ব আদায় করেন।

আসামীদের সঙ্গে সুমারুয়েদের চক্রান্ত: এই সময়ে সুমারুয়েদ কায়েত সনাতন নামক এক পাইকের মারফত আসামের সরদারদের নিকট নিম্নলিখিতভাবে এক চিঠি লিখেন: 'চৌকিতে আমার পাহারার উপর নির্ভর করে মির্জা রাতের কয়েক ঘণ্টা বাইজীদের নাচ দেখে অসতর্ক অবস্থায় কাটান। শেষ রাতের দিকে আপনারা আক্রমণ চালালে আপনারা মির্জার দুর্গ অধিকার করতে পারেন। কিন্তু আল্লার অভিপ্রায় ছিলো না মির্জার উপর এমনিভাবে একটির পর একটি বিপদ নেমে আসুক। পূর্বোক্ত চিঠিটি মির্জার লোকের হাতে পড়ে। মির্জা সুমারুয়েদকে আশ্রয় দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাই তিনি তাকে তার এই জঘন্য আচরণ সত্ত্বেও কিছু বলেন নি। পুনরায় তিনি তাকে আসানউল্লাহ্ ও তার ভ্রাতাদের জিম্মায় নজরবন্ধ রাখেন।

মির্জা কর্তৃক শোয়ালকুচিতে তাঁর শিবির স্থানান্তরিত: বর্ষাকাল উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছলে মির্জা একটি সৈন্য বাহিনীকে আরও এগিয়ে গিয়ে শোয়ালকুচিতে একটি দুর্গ নির্মাণ করার নির্দেশ দেন* যাতে সমগ্র বাহিনীটি ব্রহ্মপুত্রের এ পারে

* অক্ষরগুলির উপর দাগ পড়ে গেছে।

অবস্থান করতে পারে। ব্রহ্মপুত্রের অপর তীরে শোয়ালকুচিতে দুর্গের বিপরীত দিকে তার সন্তানদের নিয়ে বাস করার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণেরও নির্দেশ দেন। তার নির্মাণ কার্য শেষ হলে তিনি এখান থেকে রওনা হয়ে গিয়ে উক্ত দুর্গে বাস করেন। রাজা মধুসূদনকে সম্মানসূচক পোষাক দেওয়া হয় এবং তাকে বিদায় দেওয়া হয়। শেখ কামাল তার প্রয়োজনে তার ত্রিশটি অশ্বারোহী মির্জার নিকট রেখে সত্তরটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

মিনারীতে একদল সৈন্য প্রেরণ: এভাবে এক সপ্তাহ অতীত হলে আসামীরা এসে দক্ষিণকূলের গ্রামসমূহে লুণ্ঠন চালায়। তাই সাড়ে পাঁচশো অশ্বারোহী, সাতশো পদাতিক ও কোচতীরন্দাজ এবং একশো বন্দুকধারীর একটি বাহিনী দরবেশ বাহাদুরের অধীন মিনারীতে প্রেরণ করা হয়। স্থানটি সে অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তার উপর সে অঞ্চলের পাহারার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

বন্দী সরদারদের নিয়ে নাথানের সুবেদারের নিকট গমন: খাঁ ফতেজঙ্গ বার বার মির্জা নাথানকে লিখেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে মির্জা নাথান যেন সমস্ত পার্বত্য রাজা সুমারুয়েদ এবং অন্যান্যদের নিয়ে তার নিকট এসে পঁচিশ দিন তার দরবারে অবস্থান করেন। পরে তিনি ফিরে যাবেন। তিনি তার দেওয়ান বলভদ্র দাসকে নদী তীরে অবস্থিত সে দুর্গের অধিনায়ক নিযুক্ত করে তার উপর প্রশাসনিক কার্যের ভার দেন। তার ছেলেমেয়েদের শোয়ালকুচিতে রেখে মির্জা নাথান অষ্টাদশ পার্বত্য রাজা সুমারুয়েদ ও তার পরিবার, হতভাগ্য পরশুরাম ও তার পুত্র, রাজা বলদেবের পুত্র এবং মামুন গোবিন্দের স্ত্রী ও কন্যাদের, রাজা পরীক্ষিত খুল্লতাত প্রমুখ বন্দীদের সঙ্গে নিয়ে খাঁ ফতেজঙ্গের সঙ্গে দেখা করতে রওনা হন। রাজা বলদেবের নিকট থেকে কেড়ে নেওয়া দু'টি হাতী এবং আরো অন্যান্য উপঢৌকন নিয়ে নৌকা যোগে খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট নিয়ে আসেন। এক শুভ লগ্নে তিনি জাহাঙ্গীরনগর প্রকাশ ঢাকা রওনা হন। দ্রুত চ'লে নবম পর্যায়ে তিনি জাহাঙ্গীরনগরের নিকট উপস্থিত হন। সেখানে তিনি খবর পান যে খাঁ ফতেজঙ্গ তার রওনা হওয়ার আগের রাত্রে ত্রিপুরা রাজ্যে চলে গেছেন।

ইব্রাহিম খাঁর ত্রিপুরায় প্রমোদ ভ্রমণ: এই দীর্ঘ বিবরণের সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে: পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ তিনটি সৈন্য বাহিনীসহ

কয়েকজন শাহী কর্মচারীকে ত্রিপুরার রাজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। তারা উপর্যুপরি দু'তিনটি বড় রকমের যুদ্ধে রাজাকে পরাজিত করেন। তারা রাজার রাজধানী উদয়পুর অধিকার করে তার পশ্চাদ্ধাবণ করেন। রাজার পলায়নের সময়, তার সৈন্যবাহিনী তার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা রাজার হাতীগুলি রেখে যায় শাহী অনুসরণকারীদের বিভ্রান্ত করার জন্য। তারা গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। শাহী পক্ষীয়গণও পায়ে হেঁটে পাহাড়ে ঢুকে পড়ে। প্রথমেই মির্জা নূরউদ্দীনের এক ভৃত্য রাজাকে দেখতে পায়। তারা দুজনই লড়তে থাকে। রাজা ভৃত্যটিকে আহত করেন। ভৃত্যও রাজাকে আহত করে। ভৃত্যটি রাজাকে যখন ধরে ফেলতে চেষ্টা করে, তখন মির্জা ইস্পান্দিয়ারের সৈনিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং রাজাকে বন্দী করার কাজে যোগ দেয়। সস্ত্রীক রাজা বন্দী হন। শাহী সৈন্যরা বহু অনুসন্ধানের পর রাজার হাতীগুলিও ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। বাঙলার জমিদারদের প্রধান ইশা খাঁর পুত্র মসনদ-ই-আলার জিম্মায় তাদের জাহাঙ্গীরনগর প্রকাশ ঢাকায় খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট প্রেরণ করা হয়। খাঁ ফতেজঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্যের সৌন্দর্য ও আবহাওয়া সম্বন্ধে ভালো রিপোর্ট পেয়ে এক প্রমোদ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা করেন। সে অঞ্চলটিকে শান্ত করে তিনি জাহাঙ্গীর-নগর ফিরে আসবেন।

নাথান কর্তৃক বন্দী সরদারদের সুবেদারের নিকট পেশ ঃ মির্জা জাহাঙ্গীর-নগরের পাশ দিয়ে হাতীগুলিকে মান্দ নৌকায় করে একই পথে ত্রিপুরা রওনা হন। তিনি পাত্মীয়া (মেঘনা) নদীতে পেঁাছে বর্ষার দরুন হাতীগুলিকে একটি চরে রেখে যান। এদের খাবার ও রসদের সন্তোষজনক ব্যবস্থা করে তিনি এগিয়ে যান। নদীতে এমন ভীষণ ঢেউ উঠে যে ইব্রাহিম খাঁর নিকট যাওয়ার জন্য মির্জার সঙ্গী মুসা-খাঁর দু'টি দ্রুতগামী নৌকা ডুবে যায়। আল্লার দয়ায় মির্জার কোনো নৌকার কোনোরূপ ক্ষতি হয় নি। খাঁ ফতেজঙ্গের উদয়পুর, পেঁাছার দু দিন পর মির্জা সেখানে পেঁাছেন। এক শুভ সময়ে তিনি খাঁ ফতেজঙ্গের সঙ্গে দেখা করেন এবং পার্বত্য রাজাদের সুমারুয়েদ ও অন্যান্য জমিদার যাদের খাঁর হুজুরে পেশ করার জন্য নিয়ে এসেছেন তার সামনে হাজির করেন। খাঁ মির্জার আনুগত্য ও কর্তব্য-নিষ্ঠার উচচ প্রশংসা করেন এবং তাকে অনেক উৎসাহ দেন। খাঁ আরও দু'দিন সেখানে অবস্থান করেন। উদয়পুর মির্জা নূরুদ্দীনকে জায়গীর প্রদান করা হয় এবং তাকে সে রাজ্যের সরদার নিযুক্ত করা হয়। মির্জা ইস্পান্দিয়ারের জায়গীরের সংলগ্ন ত্রিপুরার অংশবিশেষ উপরোক্ত মির্জার বেতন বাবদ তাকে দেওয়া হয়।

অতঃপর তিনি জাহাঙ্গীরনগর অভিমুখে রওনা হয়ে তিন দিনের মধ্যে সেখানে পৌছেন। অন্যান্য কর্মচারীরা পঞ্চম দিনে জাহাঙ্গীরনগর পৌছেন এবং খাঁর সঙ্গে তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী দেখা করেন। খাঁ খুব খুশী হন।

• **নাথানের পদোন্নতির সুপারিশ:** মির্জা নাথান এক আনন্দময় মুহূর্তে খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট উপস্থিত হয়ে আসাম থেকে আনীত হাতী ও অন্যান্য সমস্ত উপহার দ্রব্য খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট পেশকশ্ হিসাবে হাজির করেন। পেশকশ ছাড়াও খাঁকে ছোট বড় একশো নৌকা উপহার দেন। খাঁ এতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে মির্জার আনুগত্যপূর্ণ ও কর্তব্যনিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে শাহীদরবার ও ওমরাহদের নিকট বিশেষ করে নূরজাহান বেগমের নিকট এক আবেদন লিপি পাঠান এবং তাতে মির্জার পদোন্নতি ও পদবীর জন্য প্রার্থনা জানান। তাই মির্জার পক্ষে অত্যন্ত বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে শাহী দরবারে উপযুক্ত পেশকশ প্রেরণ ও সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান বেগমকে নওয়াব ইতিমুদ্দৌলা এবং শাহেনশাহের দরবারের ওমরাহদের দুষ্প্রাপ্য উপহার প্রেরণ করা। তদনুযায়ী তার গৃহের সমস্ত দুষ্প্রাপ্য উপহার দ্রব্য এবং ধারে খরিদ করা সমস্ত জিনিসসহ মহামান্য সম্রাটকে একটি হাতী এবং বেগম নূরজাহানকে একটি মাদী হাতী হাতিম খাঁ আফগান ও তার হিন্দুকর্মচারী গোপাল দাসের জিম্মায় শাহী দরবারে প্রেরণ করেন। পেশকশ দুষ্প্রাপ্য উপহার এবং হাতীর মোট মূল্য প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার টাকা।

বাঙলায় মগদের আক্রমণ: এই সময়ে পরাজিত মগরাজ রাখাঙ্গ থেকে এসে বাঙলার পরগণাসমূহের উপর আক্রমণ চালায়। তারা কয়েকটি গ্রাম লুট করে গ্রামবাসীদেরে বন্দী করে নিয়ে যায়। এদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ইব্রাহিম খাঁ যখন একটি বাহিনী প্রেরণের ব্যবস্থা করছিলেন তখন রাত্রে সংবাদ আসে যে মগরাজ সাতশো ঘোরাব (কামানবাহী নৌকা) এবং চার হাজার জালিয়া নৌকা নিয়ে বাঘাচর নামক স্থানে এসে আক্রমণ চালানোর কথা চিন্তা করছে। খাঁ ফতেজঙ্গ তাই তার স্বভাবজাত সাহস নিয়ে তার ফটকের সামনে অবস্থিত নৌকা নিয়ে রাত্রের শেষ প্রহরে মগরাজের বিরুদ্ধে রওনা হয়ে পড়েন। তিনি তার বিখ্যাত কর্মচারীদের বা জমিদারদের নৌকা নিয়ে আসার জন্য না বলেই তিনি এগিয়ে যান। শত্রুদের শিবির থেকে তিনি কোশ দূরে এক স্থানে পৌছে তিনি দেখতে পান যে তার সঙ্গে মাত্র ত্রিশটি দ্রুতগামী নৌকা রয়েছে। খাঁর দূরদর্শী সঙ্গীগণ বিপদ আশঙ্কা করে খাঁকে সে কথা জানান। কিন্তু খাঁর সাহস ছিলো সকল ভয়ভীতির উর্ধ্বে। লড়াইয়ের

জন্য তৈরি হয়ে তিনি সেখানে অবস্থানই করেন। তিনি তার ভ্রাতুষ্পুত্র মির্জা আহম্মদ বেগকে জাহাঙ্গীরনগর রক্ষার জন্য পাঠাতে চাইলেন। কিন্তু আহম্মদ বেগ তাকে ছেড়ে যেতে সম্মত হয় নি। একদিন একরাত পর সমস্ত ওমরাহ, মস্‌নবদার ও অনুগত জমিদারগণ বহু অস্ত্রসস্ত্র ও সৈন্যসামন্ত নিয়ে একের পর একজন এসে উপস্থিত হন। যারা আগে এসে পেঁৗছে খাঁ তাদের প্রশংসা করেন। আর যারা দেরিতে এসেছিলো তাদের তিনি বিরক্তিপূর্ণ ভাষায় এমনভাবে তিরস্কার করেন যা ভালো বংশের লোকদের জন্য হাজার আঘাতের চেয়েও কার্যকরী। তারা এর জন্য অনুতপ্ত হয়। প্রত্যেককেই নির্দেশ দেওয়া হয় নিজ নিজ বাহিনী পরিদর্শন করার জন্য। অল্প সময়ের মধ্যেই চার পাঁচ হাজার রণতরী সম্পূর্ণ প্রস্তুত দেখা যায়। এমনি করে খাঁ ফতেজঙ্গ যুদ্ধের জন্য তৈরি হন। ইব্রাহিম খাঁ স্বয়ং আক্রমণ পরিচালনা করবেন না এই মনে করে ঘৃণিত মগরাজ এমনভাবে এগিয়ে আসে যে শাহী পক্ষকে ভীষণভাবে পরাজিত করে ফিরে যেতে সমর্থ হবে। রাজা যখন ইব্রাহিম খাঁর সাহস ও দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন এবং বিশ্বজয়ী বিরাট শাহী বাহিনী দেখতে পায়, তখন যুদ্ধ না করে ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করে এবং রাখাঙ্গ অভিমুখে ফিরে চলে। তার রাজ্যের সীমান্তের দুহাজার জালিয়া নৌকা রেখে রাজা আরাকান ফিরে যায়।

মগ সীমান্তে থানাগুলি সুদৃঢ়করণ: ইব্রাহিম খাঁ তার সাত থেকে আট হাজার অশ্বারোহীর স্থলবাহিনীটি আন্দাল খাল নদী পার করে দিয়ে ফুলডুবী[১১] নামক স্থান থেকে ভালোয়া রওনা হয়ে যান। তিনি ভালোয়া থেকে আরো দুক্রোশ গিয়ে তার অনুগত কর্মচারী, তার ভাতুষ্পুত্র মির্জা আহমদ বেগ ও মির্জা ইউসুফ, মির মুইজ উদ্দীন মোহাম্মদ, মির্জা হেদায়েৎ বেগ দেওয়ান, মির্জা আশরাফ বখশী, মির্জা নাথান, মুসা খাঁ, রাজা রঘুনাথ এবং অন্যান্যদের নিয়ে এক সমর পরিষদ ডাকেন। মির্জা আহম্মদ বেগ তার উগ্র প্রকৃতির জন্য বলতে শুরু করেন: 'সব ঠিক আছে। দরকার শুধু সাহসের।' এতে বিরক্ত হয়ে খাঁ মির্জা নাথানের অভিমত জানতে চান। মির্জা নাথান বলেন: নওয়াবের সাহস সম্বন্ধে যার সন্দেহ আছে তার চিন্তা করে দেখা উচিত যে নওয়াবের যদি সাহস না থাকত তাহলে সুবে বাঙলার শাসনকর্তা হয়ে যিনি এখন প্রভু কিবলার স্থলবর্তী, নিজের বাহিনীর সংখ্যাল্পতার কথা চিন্তা না করে মুষ্টিমেয় সঙ্গী নিয়ে নিজেই মগরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছেন। তিনি মাত্র ত্রিশটি নৌকা নিয়ে মগদের দুতিন হাজার অনলবর্ষী নৌকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছেন। এখন নওয়াবের নির্দেশ অনুযায়ী অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি

গ্রহণ করা হয়েছে। এই না-দান ব্যক্তি এ অঞ্চলের যুদ্ধপদ্ধতি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান রাখে না তাই সে এ ব্যাপারে কোনোরূপ মতামত দেওয়ার সাহস করে না। এই দীন ব্যক্তির মনে যে একটি প্রস্তাব উদিত হয়েছে তা হচ্ছে এ অঞ্চলের আবহাওয়ার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাতে শাহী পক্ষের অনুকূলে সন্তোষজনকভাবে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।' মির্জা নাথানের এই স্পষ্টবাদিতায় খাঁ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং মির্জার এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশের জন্য তার প্রশংসা করেন। ভীষণ ঝড়বৃষ্টির দরুন মগদের বিরুদ্ধে স্থাপিত সমস্ত থানাগুলিকে সুরক্ষিত করা হয়। ফুলডুবী পরগণার নৌবহর নওয়াব ইতিমাদুদ্দৌলার আত্মীয় খান মির্জার উপর ন্যস্ত হয়। অতঃপর ইব্রাহিম খাঁ জাহাঙ্গীরনগর প্রত্যাবর্তন করেন। সকল শাহী কর্মচারীই নিজ নিজ পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রফুল্লচিত্তে জাহাঙ্গীরনগর প্রবেশ করেন।

বাহাদুর খাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা : হিজলীর জমিদার বাহাদুর খাঁ হিজলী ওয়ালকে সুবেদারের পক্ষে সাহায্যকারী কাজ করার জন্য তলব করা হয়, কিন্তু তিনি ওড়িষ্যার শাসনকর্তা মুকাররম খাঁর সঙ্গে চক্রান্ত করে ইব্রাহিম খাঁর নিকট আসেন নি। কয়েকদিন পর আহম্মদ বেগের ভগ্নিপতি মোহাম্মদ বেগ আবাকাশ ও মির্জা ইউসুফ বর্ধমানের ফৌজদার নিযুক্ত হন। তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে বাহাদুর খাঁ যদি আসতে চান তাহলে তাকে অনুগ্রহের সঙ্গে ও নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে ফতেজঙ্গের দরবারে নিয়ে আসতে হবে। আর যদি অবাধ্যতা দেখিয়ে আসতে অনিচ্ছুক হন তাহলে তাকে সমুচিত শাস্তি দিয়ে এবং তার রাজ্য লুট করতে হবে। তাকে হয় বন্দী করে নতুবা তার উদ্ধত মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুবেদারের দরবারে পাঠাতে হবে। সে অঞ্চলের জায়গীরদারদেরও লিখে পাঠান হয় তাদের সকলকেই মোহাম্মদ বেগের অনুসরণ করতে এবং সঠিকভাবে কাজ করতে। মুসা খাঁ ও তার ভ্রাতাদের দুশো রণতরী তার সাহায্যে প্রেরিত হয়।

উত্তরকূলে বিদ্রোহ : ইব্রাহিম খাঁ মির্জা নাথানকে পঁচিশ দিনের জন্য দক্ষিণ কূল থেকে এসে তাঁর দরবারে উপস্থিত থাকার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দেড় বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে উত্তরকূল অঞ্চলের বহু স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। দক্ষিণকূলেও যাতে কোনোরূপ উপদ্রব দেখা না দিতে পারে সেজন্য মির্জাকে দক্ষিণ কূলে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হন। মির্জার মসনব ৩০০ পদাতিক ও ১৫০ অশ্বারোহী দ্বারা বৃদ্ধি করা হয়। শাহী দেওয়ানের নিকট থেকে তার জায়গীর গ্রহণের জন্য সুবেদারের দরবারে তার প্রতিনিধি রেখে যাওয়ার জন্য মির্জাকে বলা হয়।

আরাকান অভিযান : ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুর থানা থেকে মির্জা নূরুল্লা চিঠি লিখে জানান যে ত্রিপুরার রাজা যে পথ দিয়ে মগরাজার রাজ্যে চলে গেছেন সে পথ ধরে শাহী বাহিনীকে আচরঙ্গ (আরাকান) নিয়ে যাওয়ার জন্য ত্রিপুরার লোকজন স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। তাই মির্জা নূরুল্লার পরিচালনায় ইব্রাহিম খাঁ দু-হাজার রণতরী, চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিকের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আচরঙ্গ রাজ্য অভিমুখে রওনা হন। দু'টি ফেনী নদী পার হয়ে পিপীলিকার পক্ষেও দুর্ভেদ্য এক গহীন জঙ্গলের পথ ধরে তিনি এগিয়ে চলেন। সমস্তটি পথে লোকজন দের সঙ্গে ইব্রাহিম খাঁ নিজেও জঙ্গল পরিষ্কার করে এগিয়ে চ'লে এমন এক স্থানে উপস্থিত হন যেখান থেকে নৌকা চালন আর সম্ভব ছিলো না। অনেক কষ্টে খাঁর সঙ্গে একটি ছোট হাল্কা নৌকা নেওয়া হয়। ঘোড়াগুলিও আর অগ্রসর হতে পারে না। বহু কষ্টে হাতীগুলি কোনো রকমে এগিয়ে যায়। খাদ্যদ্রব্য এমন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠে যে এক সের তেল পনর টাকা দিয়েও পাওয়া যেত না। চালের দাম টাকায় দু'সেরে উঠে যায়। কুক্‌নার (আফিম বীজ) চল্লিশ টাকা মন দরেও পাওয়া যেত না। এ থেকেই অন্যান্য জিনিসের বিষয় আঁচ করা যায়।

সিলেটে কর্মচারী রদবদল : ইতিমধ্যে খবর আসে যে সিলেটের থানাদার শেখ সোলেমানের মৃত্যু হয়েছে। তাই ইব্রাহিম খাঁ রাজা রঘুনাথ এবং মির্জা নাথানের আত্মীয় মির্জা মালিক হোসেনকে বলেন মির্জা নাথানকে সুবেদারের দরবারের এসে দু হাজার টাকা পেশকশ দিয়ে সিলেট রাজ্যের সরদারের পদ গ্রহণ করার জন্য চিঠি লিখতে। রাজা এবং মালিক হোসেন মির্জা নাথানকে তার জায়গীর সোনাবাজু থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য অতি দ্রুতগামী নৌকা যোগে একজন পিয়াদা প্রেরণ করেন। মির্জা নাথান জাহাঙ্গীরনগর থেকে সেখানে রওনা হয়ে গেছেন। পরিশ্রমী মাঝিমাল্লাদের চেষ্টায় পিয়াদা বার দিনের মধ্যে আচরঙ্গ থেকে সেখানে পৌঁছে। এ দীর্ঘপথ নদীর উজান স্রোত বেয়ে তাদের চলতে হয়। সাধারণত এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে দু'তিন মাস সময় লাগে। তারা এমন সময়ে যেয়ে পৌঁছে যখন মির্জা তার জায়গীরের রাজস্ব ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পন্ন করে হাজো রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এই তলব পেয়েই তিনি খাঁ ফতে-জঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য রওনা হন এবং আড়াই দিনের মধ্যে সোনাবাজু থেকে জাহাঙ্গীরনগর এসে পৌঁছেন। সেখান তিনি তার মহাজনদের নিকট থেকে বার হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি খাঁর শিবির অভিমুখে রওনা হন। পাঁচ দিনের মধ্যে ছোট ফেনী নদীর তীরে ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে তার

সাক্ষাৎ হয়। খাদ্যাভাবে বহু লোকের মৃত্যু হওয়ায় তিনি তার অভিযান থেকে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে সিলেটের সরদারী পদে মির্জা আহম্মদ বেগকে এবং তার সহকারী সরদারীর পদে শেখ সোলেমানের পুত্রকে নিযুক্ত করে ফেলেন। মির্জার আগমনে তাই ইব্রাহিম খাঁ অত্যন্ত লজ্জিত হন। তিনি মির্জাকে এই বলে অনেক সান্ত্বনা দেন: 'আপনাকে আমি এর চেয়েও ভালো স্থান দেব।' অতঃপর ইব্রাহিম খাঁ জাহাঙ্গীরনগর অভিমুখে রওনা হন। পথ ভ্রমণের কষ্টের জন্য মির্জা কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুবিধাজনক সময়ে তাকে জাহাঙ্গীরনগর ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন। তিনি দ্রুত চ'লে তিন দিনের মধ্যে জাহাঙ্গীরনগর পৌঁছেন। মির্জা নাথান পাঁচ দিন পর ফিরে এসে ইব্রাহিম খাঁর নিকট হাজির হন।

আহম্মদ বেগ উড়িষ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত: ইতিমধ্যে শাহী ফরমান এসে পৌঁছে। ফরমানে বলা হয়: 'মুকাররম খাঁকে স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে ইব্রাহিম খাঁ সম্মত না হওয়ায় মির্জা আহম্মদ বেগ যাকে খাঁ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে, তাকে উড়িষ্যার সুবাদারের পদ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করতে হবে।' ইব্রাহিম খাঁর মধ্যস্থতায় নিজের আয় থেকে তিন লাখ টাকা পেশকশ প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে জালাইর খাঁ উড়িষ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মির্জা আহম্মদ বেগ খাঁ সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান বেগমের নিকট আবেদন পেশ করেন। এবং ইব্রাহিম খাঁর নিকট প্রেরিত এক নতুন ফরমান এসে পৌঁছে। তাতে নির্দেশ দেওয়া হয় যে জালাইর খাঁ উড়িষ্যা চলে গিয়ে থাকলে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং উড়িষ্যার সুবেদারীর পদ গ্রহণের জন্য আহম্মদ বেগ খাঁকে প্রেরণ করতে হবে। ইব্রাহিম খাঁ বাধ্য হয়ে আহম্মদ বেগ খাঁকে উড়িষ্যা পাঠিয়ে দেন। প্রদত্ত টাকা ফেরৎ চাইতে গিয়ে জালাইর খাঁকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তিনি তার জায়গীর হারাতে বসেছিলেন, কিন্তু বহু কষ্টে তিনি তা রক্ষা করেন। তাকে তার পূর্ব জায়গীরে পুনর্বহাল করা হয়। বাইশ থেকে ত্রিশ মাসের বাকি রাজস্ব ও তার উড়িষ্যার সুবেদারী হারানর এবং তার মসনবের উন্নয়নের জন্য তাকে দেওয়া হয়।

মুকাররম খাঁ কর্তৃক বাহাদুর খাঁকে সাহায্য দান: এবার বাহাদুর খাঁ হিজলী-ওয়ালের বিরুদ্ধে প্রেরিত মোহাম্মদ বেগ আবাকাশের কার্যকলাপ ও তার আনন্দময় পরিসমাপ্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। মোহাম্মদ বেগের সে যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে: তিনি তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে বর্ধমান থেকে রওনা হয়ে যান। বাহাদুর

খাঁ মুকাররম খাঁকে চিঠি লিখেন। মুকাররম খাঁ বুঝতে পারেন নি যে বিষয়টি বাঙলার জমিদারদের সম্পর্কিত এবং উড়িষ্যার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি বাহাদুর খাঁর সাহায্যে এক হাজার অশ্বারোহী প্রেরণ করেন এবং যুদ্ধ পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তুলেন। তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মোহাম্মদ বেগ হিজলীর কয়েকটি গ্রাম লুণ্ঠন করে সঠিক বিবরণ ইব্রাহিম খাঁর নিকট প্রেরণ করেন।

ইব্রাহিম খাঁর যশোহর যাত্রা : এ সময়ে যশোহর থেকে সংবাদ আসে যে আসক খাঁর পুত্র সোহরাব খাঁ দিনরাত মদ খেয়ে পড়ে থাকে। যশোহর রাজ্যের কোনো তত্ত্বাবধানই তিনি করেন না। ফিরিঙ্গীরা যশোহর রাজ্যে তাদের লুটতরাজ চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চল থেকে তারা প্রায় দেড় হাজার নারী ও পুরুষ ধরে নিয়ে গেছে। দেওয়ান বখশী ও ওয়াকিনবীশ হাসান মাশহাদী শাসন কার্যের মঙ্গলের জন্য অনেক উপদেশ দিয়েছেন। তাতে কোনো কর্ণপাতই তিনি করেন নি। তাদের মধ্যে বিরূপ মনোভাব বিদ্যমান থাকায় হাসানের উপদেশের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন। তাই দু'টি বিষয় বিবেচনা করে অর্থাৎ প্রথমত যশোহর গিয়ে সেখানকার কার্যকলাপের শৃঙ্খলা বিধান করা, এবং দ্বিতীয়ত বাহাদুর খাঁ হিজলীওয়ালাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ইব্রাহিম খাঁ যশোহর যাত্রা করেন। সোজা পথে অনেক দূর গিয়ে তিনি জলার (আব-ই-শুর) তীরের রাস্তা ধরে অভিজ্ঞ জমিদারদের পরিচালনায় এগিয়ে যান। আমিরগণ এবং সকল মসনবদার একের পর এক খাঁ ফতেহ জঙ্গের অনুসরণ করেন। পথে অনেক নদীনালা থাকায় ফিরিঙ্গিগণ ছাড়া অন্য কেউই এ পথ সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলো না। ইব্রাহিম খাঁ নিজেও পাঁচ দিন ধরে পথ হারিয়ে এক নদী থেকে অন্য নদী এবং এক নালা থেকে অন্য নালায় অনেক কষ্ট ভোগ করেন। সেখানে কোনো লোকালয় বা ব্যবসায়ীদের চলাচল ছিলো না। খাদ্যাভাব তাকে ভীষণ দুরবস্থায় ফেলে। অবশেষে অনেক কষ্ট ভোগের পর তিনি তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছেন। খাটড়া খাটা নামক স্থানে তিনি তার শিবির স্থাপন করেন। স্থানটি হিজলীর দিকে যশোর থেকে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

বাহাদুর খাঁর আত্মসমর্পণ : তার পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে অগণিত ছোট বড় আমীর ও মুসা খাঁ ও ভাটির বার ভূঞাদের সঙ্গে মির্জা আহম্মদ বেগ, মির্জা ইউসুফ এবং জালাইর খাঁকে হিজলী প্রেরণ করা হয়। তিনি বাহাদুর খাঁ হিজলী ওয়ালকে অনেক তিরস্কার করে একটি চিঠি লিখেন। কয়েকদিন পর এই দল হিজলীর

নিকট পৌঁছে। তারা লবণাক্ত সমুদ্রের (দরিয়া-ই-শুর) দিক থেকে হিজলীর দুর্গের দিকে বহু পরিখা খনন করে এগিয়ে যায়। দুর্গটি পূর্বেই মির্জা মোহাম্মদ বেগ আবা-কাশ্ এবং শাহী কর্মচারীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। বাহাদুর খাঁ ভীষণ দুরবস্থায় পড়েন। খাঁ ফতেজঙ্গের চিঠি তাকে প্রেরণ করা হয় তাতে তাকে তাদের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়। খাঁকে অনুসরণ করে যে সব আমীর জাহাঙ্গীরনগর ছেড়ে যশোহর রওনা হয়েছিলেন, অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করার পর তারা খাঁর নিকট উপস্থিত হয়। পথের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল না থাকা সত্ত্বেও খাঁ কর্মচারীদের তিরস্কার করেন এবং তাদের যুক্তিসঙ্গত ওজর মেনে নেন নি। বাহাদুর খাঁকে পরাজিত করার জন্য তিনি দিনরাত চেষ্টা চালিয়ে যান। যশোহরের প্রধান কর্মচারী সোহরাব খাঁকে তিরস্কার ও গালি দিয়ে অপমানিত করেন। খাঁর সেখানে পৌঁছার আট দিন পর মির্জা নাথানও সেখানে আসেন। মির্জার সঙ্গে কোনো বাহিনী না থাকায় এবং আসাম ও কোচ সীমান্তে যুদ্ধে ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও মির্জাকেও অনেক অপ্রিয় কথা বলেন। মির্জা যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে তার ক্রোধবহ্নি নির্বাপিত করেন এবং তাকে শান্ত করেন। খাঁ প্রতিদিন সকালে একটি নৌকায় চড়ে নৌবহর পরিদর্শন করতেন। পরে নৌকা থেকে নেমে চার ঘড়ি ধরে তীর ছুড়তেন। এমনি করে তিনি এক অদ্ভুত আলোড়ন সৃষ্টি করেন। প্রায় সমস্ত শাহীকর্মচারীই তাদের তীরন্দাজীর নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। দর্শকদের মধ্য তা হৈ হোল্লোড় সৃষ্টি করত এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এর প্রশংসা করতো। পরে তিনি তার শিবিরে ফিরে যেতেন এবং বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আহার করতেন। অতঃপর সম্রাটের দীর্ঘ জীবন কামনা করে ফাতেহা পড়ার পর সকলকে নিজ নিজ শিবিরে যাওয়ার জন্য বিদায় দিতেন। যে সমস্ত লোক সব সময় খাঁর সঙ্গে থাকতো তার সহকর্মীরা পুনরায় একত্রিত না হওয়া পর্যন্ত তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত দাবা খেলতো। বন্ধুদের একত্রিত হওয়ার পর তিনি প্রশাসনিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত হতেন। তিনি জনগণের কাজ কোনো দিনই ফেলে রাখতেন না। খাঁ ফতেজঙ্গের শিবিরের উচচ-নীচ সকল লোকই সন্তুষ্ট হতো এবং ধন্যবাদ জানাত। খাঁ ফতেজঙ্গের আসমানের পর মুকাররম খাঁ তার সাহায্য প্রত্যাহার করে তার প্রতি উদাসীন হওয়ায় বাহাদুর খাঁ খাঁফতে জঙ্গের নিকট আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন গত্যন্তর দেখতে পান নি। তার জীবন এবং মর্যাদা রক্ষার জন্য কয়েকজন লোককে মধ্যস্থ রূপে প্রেরণ করেন। মুসা খাঁর মধ্যস্থায় মির্জা আহম্মদ বেগ ও মির্জা ইউসুফ কর্তৃক তার নিরাপত্তার প্রতি-শ্রুতি দেওয়াতে তিনি মির্জা আহম্মদ বেগ, মির্জা মোহাম্মদ আক্কাশ, মির্জা সালেহ এবং মুসা খাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। অতঃপর তিনি ইব্রাহিম খাঁর পদচুম্বন করতে আসেন। খাঁর হস্ত চুম্বন করে আমিরগণও সম্মানিত হন। ইব্রাহিম খাঁ বাহাদুর খাঁকে

তার অপরাধের জন্য তিন লক্ষ টাকা জরিমানা করেন এবং পুরাতন বিধি অনুযায়ী তাকে বাসস্থান ও রাজ্য ভোগ করার অনুমতি দেওয়া হয়।

বাহাদুর খাঁকে ঢাকা আনয়ন : এর পর খাঁ ফতেজঙ্গ সোহরাব খাঁকে পদচ্যুত করে নিম্নলিখিত তিন জনের একজনকে যথা—জালাইর খাঁ, মির্জা নাথান এবং মির্জা ইস্পান্দিয়ারকে তার স্থলে যশোহরে নিযুক্ত করার কথা চিন্তা করেন। এ সময়ে জালাইর খাঁ পাকস্থলীর স্ফীতির দরুন মৃত প্রায় হয়ে পড়েন। চারদিন পর্যন্ত তিনি মলমূত্র বা বায়ু ত্যাগ করতে পারেন নি। পরে তিনি অযোগ্য লাভ করেন এবং আল্লার রহমতে দ্বিতীয় জীবন লাভ করেন। মির্জা ইস্পান্দিয়ারের নিয়োগের ব্যাপারে মির্জা আহম্মদ বেগ অসম্মত হওয়ায় ইব্রাহিম খাঁ মির্জা নাথানকে যশোহরের সরদারের পদ দানের প্রস্তাব করেন। মির্জা খাঁর নিকট নিম্নরূপ আবেদন জানান: 'মহানুভব নওয়াব দয়া করে এবারের মতো সোহরাব খাঁকে মার্জনা করুন এবং তাকে তার পদে বহাল রাখুন যাতে লোকে এ কথা বলতে না পারে যে বন্ধুর প্রতি এমন ব্যবহার অপরিচিত ব্যক্তিকেও ব্যথিত করে। সোহরাব খাঁ যদি পূর্ব নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে অধিক নৌকা চান তাহলে এর জন্য আমি জবাব দিহী হব।' ষাটটি সম্পূর্ণরূপে সুসজ্জিত নৌকা সোহরাব খাঁকে দেওয়া হয়। যশোহরের প্রতিরক্ষার জন্য তাকে দায়ী করে তার নিকট থেকে একটি চুক্তিপত্র গ্রহণ করা হয়। তার নিজের আবেদনসহ উক্ত চুক্তিপত্রটি শাহী দরবারে প্রেরিত হয়। ইব্রাহিম খাঁ বাহাদুর খাঁকে সঙ্গে করে অতঃপর জাহাঙ্গীরনগর অভিমুখে যাত্রা করেন। সৈন্য বাহিনী পদমর্যাদা অনুযায়ী একের পর এক করে কয়েক দিনের মধ্যে জাহাঙ্গীরনগর পেঁৗছে। খাঁ জাহাঙ্গীরনগরে তার স্বাভাবিক জীবনযাপন শুরু করেন।

কুণ্ঠাঘাটে বিদ্রোহ : এবার কোচ রাজ্যে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। খেদার মৌসুম আসলে, কোচরাজ্যের সরদার কুলিজ খাঁ কুণ্ঠাঘাট জেলায় হাতী ধরার জন্য বাকের নামক এক যুবককে প্রেরণ করেন, তিনশো অশ্বারোহী, পাঁচশো বন্দুকধারী এবং চৌদ্দটি হাতী তার সঙ্গে দেওয়া হয়। বাকির কুণ্ঠাঘাট পরগাণায় পৌঁছে সেখানকার রায়তদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে। সে একদল পেশাদার হাতী ধরা লোক সঙ্গে নেয় এবং সেখানে গিয়ে খেদার কাজ শুরু করে। শেখ কামাল খাঁ ফতেজঙ্গ কর্তৃক আহুত না হয়েই হাজো পরিত্যাগ করে খাঁর নিকট যায় এবং তার দরবারে হাজির হয়। বাকির বহু হাতী পালি বা কামার-

গাহে (বেষ্টনী) নিয়ে আসে। কিন্তু সে যখন হাতীগুলিকে ঘেরের বাইরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করতে চায় তখন হাতীগুলি ঘেরের এক দিক ভেঙ্গে বেরিয়ে যায়। এই অনভিজ্ঞ কর্মচারীটি তখন হাতী ধরা লোকদের সরদারদের কয়েদ করে। এদের দু'একজনকে হত্যাও করে। অন্যদের ভীষণভাবে কষাঘাত করা হয়। সে তাকে বলে: 'কামারগাহে যতগুলি হাতী ছিলো তাদের ধরতে হবে অন্যথায় প্রত্যেকটি হাতীর জন্য এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে।' এই বিদ্রোহী ভাবাপন্ন লোকগুলি জেলার সমস্ত লোকদের তার বিরুদ্ধে ঘেপিয়ে তুলে। তারা নৈশ আক্রমণ চালায়। বাকির জীবিত বন্দী হয়। তাকে কেটে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। তার বাহিনীর যারাই বাধা দিয়েছে তাদেরই হত্যা করা হয়েছে। অন্যদের বন্দী করে নিয়ে যায়। শাহী হাতীগুলিও তারা দখল করে নেয়। তারা হাতী ধরাদের একজন সরদারকে তাদের রাজা বলে ঘোষণা করে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

কুলিজ খাঁ কর্তৃক সাহায্যের আবেদন: গিলানায়ে অবস্থিত মির্জা কুলিজ উল্লা ও সইফুল-মুলুকের বাহিনী ছাড়াও কুলিজ-খাঁ তার প্রধান কর্মচারী দোস্ত বেগকে ছ' থেকে সাতশো অশ্বারোহী এবং এক হাজার বন্দুক ধারী সৈন্যসহ একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এ সত্ত্বেও তিনি বিদ্রোহ দমন করতে অসমর্থন হন। তিনি তাজ খাঁ ও তস্‌লিম খাঁ নামক তার দুজন সরদারকে গিলানায় এবং রাজা শত্রাজিত ও অন্যান্যদের দিয়ে বিদ্রোহের পরিস্থিতি, হাতীগুলি ছিনিয়ে নেওয়া এবং বাকিরের মৃত্যু রিপোর্ট পাঠিয়ে জাহাঙ্গীরনগর থেকে সাহায্য চেয়ে পাঠান।

মগদের দক্ষিণ শাহবাজপুর আক্রমণ: পরাজিত মগরা এসে দক্ষিণ শাহ বাজপুর পরগণার কয়েকটি গ্রাম লুট করে এবং এক বড় নৌবহর নিয়ে একটি চরে অবস্থান করে। এ সংবাদ পেয়েই খাঁ ফতেজঙ্গ চার পাঁচ হাজার অস্ত্র সজ্জিত নৌকা নিয়ে মধ্যরাত্রে জাহাঙ্গীরনগর থেকে রওনা হয়ে যান। নৌকাগুলি নদীতে অবস্থিত চৌকিতে প্রস্তুত হয়েছিলো। সকাল বেলা তিনি বিক্রমপুর পৌছেন। অন্যান্য সকল খাঁ একের পর এক তাদের নৌবহর নিয়ে সেখানে এসে তার সঙ্গে যোগ দেন। মির্জা নাথানও উপস্থিত হন।

কুণ্ঠাঘাটের বিদ্রোহ দমনের জন্য নাথান প্রেরিত : খাঁ ফতেজঙ্গ মির্জা নাথানকে জিজ্ঞেস করেন: 'আপনাকে যদি কোচ রাজ্যে পাঠাই তাহলে বিদ্রোহীদের দমন করতে এবং হাতীগুলি উদ্ধার করতে আপনার কি রকম বাহিনীর প্রয়োজন ?' 'মির্জা প্রথমে জওয়ার দেন : 'সেখানে অবস্থিত সেনাবাহিনীর শক্তির কথা বিবেচনা করতে হবে। ঐ সব লোকেরা এ কাজ সম্পন্ন করতে কতটুকু অসমর্থ হয়েছে এবং আর কতো সাহায্যকারী বাহিনী তারা চেয়ে পাঠিয়েছে তাও বিবেচনা করে দেখতে হবে। এই বিবেচনার উপরই নির্ভর করে কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জওয়াবে খাঁ ফতেজঙ্গ বলেন: 'পরাজিত মগরা যদি পুনরায় আক্রমণ না চালাতো তাহলে এই বিবেচনা করা সম্ভব হতো। স্থলবাহিনী দ্বারা সে অভিযান সুসম্পন্ন করা যাবে না। এদিকে সমগ্র নৌবহর এই অভিযানে নিয়োজিত, তাই এসব ব্যাপারের, প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। যিনি এ কাজে সাহস দেখাবেন তাকে অত্যাধিকরূপে পুরস্কৃতি করা হবে।' মির্জা নাথান তার দুর্দান্ত সাহস ও সম্রাটের বর্ধিষ্ণু সৌভাগ্যের উপর বিশেষ করে আল্লার অসীম দয়ার উপর নির্ভরশীলতার জন্য অত্যন্ত আন্তরিক ও আনুগত্যপূর্ণভাবে বলতে শুরু করেন: 'আল্লার মেহেরবাণীতে ঐসব বেকুফদের সম্পূর্ণভাবে সুসজ্জিত পঞ্চাশটি নৌকা দিয়েই উপযুক্ত শাস্তি দিতে এবং হাতীগুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হব।' খাঁ ফতেজঙ্গ বলেন :'আপনি একথা লিখে দিন যে এই বাহিনী দিয়েই আপনি একাজ সম্পন্ন করিতে পারবেন।' মির্জা জওয়ান দেন' আজ পর্যন্ত কোনো লোক যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধে কোনো প্রতিজ্ঞা করে নি কারণ এটি একটি দু'মাথা ওয়াল ছড়ি, আর জয় পরাজয় নির্ভর করে আল্লার মর্জির উপর। এ সত্ত্বেও মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে এবং দয়ালু আল্লার উপর নির্ভর করে, আমি এ কাজ করতে যাচ্ছি জয় অথবা মৃত্যু বরণ করতে। আশা করি সম্রাটের সৌভাগ্যের প্রভাবে আমি আমার উদ্দেশ্য হাসিল করতে সক্ষম হব। আমি আপনাকে লিখিত দলিল দেব। কিন্তু বিদ্রোহীগণ যদি আমার পৌঁছার পূর্বেই হাতীগুলিকে বানাস (মনাস) নদী পার করে আসামের রাজার নিকট পাঠিয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে এই বাহিনী নিয়ে আসামে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য নওয়াব আমাকে অনুমতি দেবেন। আমি এ শর্ত আপনায় মুখ দিয়ে মঞ্জুর করাতে চাই, কারণ কাজটি সম্রাটের মঙ্গলের সঙ্গে জড়িত। আমি আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করছি। আমি আপনাকে লিখে দিচ্ছি যে আমি এই বাহিনী নিয়ে আসামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কালাঙ্গ নদীর মোহনা পর্যন্ত যাব। খাঁ ফতেজঙ্গ নিম্নরূপভাবে দলিল করতে সম্মত হন: 'আমার পৌঁছার সময় পর্যন্ত বিদ্রোহীগণ হাতীগুলিসহ যদি কুণ্ঠাঘাটে থেকে থাকে, তাহলে আল্লার মেহেরবাণীতে আমি ওদের উপযুক্ত রূপে শাস্তি দেব এবং এই পঞ্চাশটি সম্পূর্ণভাবে সুসজ্জিত নৌকা দিয়ে তাদের নিকট থেকে হাতীগুলি উদ্ধার করে শাহী কর্মচারীদের

কাছে অর্পন করব।' মির্জা নাথান এতে সম্মত হন। এবং উক্ত শর্তাবলী সহ দলিলটি খাঁ ফতেজঙ্গের হাতে দেন। আর খাঁ যদি চান তাহলে এতে তিনি তার শীল-মোহর ও লাগাতে পারেন। খাঁ ফতেজঙ্গ কোচ রাজ্যের উপর মির্জা নাথানের এই আল্লাদত্ত প্রভাব দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হন। এই শক্তি বলেই মির্জা সে দেশের লোকদের উপর এমন কঠোর আঘাত হানতে পেরেছেন এবং বর্তমান এমন একটি দলিলে স্বাক্ষর দিতে সম্মত হয়েছেন। তিনি তখন শাহী দেওয়ান ও বখ্শী এবং তার নিজের হিন্দু কর্মচারী জওহর মলদাসকে দলিলটি পড়তে নির্দেশ দেন। তারা তা পাঠ করে বলেন: 'আল্লা এ ব্যাপারে মির্জা নাথানকে সাহায্য করুন। এরূপ দলিল করার সাহস আর কারো নেই।' খাঁ হেসে বললেন: 'বেশ সকাল বেলা আমি এটি বিবেচনা করব এবং দলিলটিতে তার সীলমোহর লাগিয়ে নেবো।'

বর্মীদের আরাকান আক্রমণ: দিনের শেষের দিকে সংবাদ আসে যে তার শত্রু বারহামা (ব্রহ্ম দেশের রাজা) রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মগরাজ তার নিজের দেশে ফিরে গেছে। বর্মীরাজা অপরদিক দিয়েই তার রাজ্য আক্রমণ করেছে। খাঁ ফতেজঙ্গ তার বখশী মির্জা বাকিকে ছ'শো অস্ত্র সজ্জিত ও প্রয়োজনীয় রণতরী এক নৌবহর নিয়ে বড় নদীগুলি পাহারা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেন। সন্ধ্যা দুঘড়ি পর তিনি জাহাঙ্গীরনগর রওনা হন এবং মধ্যে রাত্রের পর সেখানে পৌঁছেন। অন্যান্য খাঁগণও তার অনুসরণ করে দিনের প্রথম প্রহরে এসে পৌঁছেন।

কুণ্ঠাঘাটের বিদ্রোহীদের গিলা অধিকার: দিনের শেষের দিকে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তখন রমজান মাস ছিলো। খাঁ যখন ইফ্তার করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন নিম্নলিখিত মর্মে হাজো থেকে আরও একটি চিঠি আসে: বিদ্রোহীগণ কুণ্ঠাঘাট থেকে রওনা হয়ে জাহাঙ্গীররাবাদ প্রকাশ গিলানায় এসে উপ-স্থিত হয়েছে। একটি বাহিনীসহ দোস্ত বেগকে সেখানে রাখা হয়েছিল। ঘোরতর যুদ্ধের পর তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। কুলিজউল্লা ও অন্যান্যরা সাহস দেখিয়ে জীবন নিয়ে ফিরে এসেছে। কুলিজ খাঁর সমগ্র পরিবারটিই বন্দী হয়েছে। জাহাঙ্গীরা-বাদ আক্রান্ত হয় এবং বিদ্রোহীদের অধিকারে চলে গেছে। এই ঘটনার মূল কারণ হচ্ছে এই যে মির্জা নাথানের হিন্দু কর্মচারী বলভদ্র তার নৌবহর নিয়ে দক্ষিণকূলের একটি গ্রাম লুট করতে যায়। সে সে গ্রাম আক্রমণ করে। সেখানে তার বহু লোকজন ও হাতী রেখে এসেছে লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যে। এতে বিদ্রোহীরা উত্তেজিত

হয়ে জাহাঙ্গীরাবাদ আক্রমণ করে এবং তাতেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।' তদনুযায়ী খাঁ মির্জা নাথানকে ডেকে পাঠান। মির্জা খাবার টেবিলে এসে হাজির হন। খাওয়ার পর খাঁ মির্জার হাতে চিঠিটি দিয়ে বলেন : 'জোরে জোরে পড়ুন।' মির্জা পড়তে শুরু করেন। মির্জা তার হিন্দু কর্মচারী সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইলে খাঁ ফতেজঙ্গ বলতে শুরু করেন : 'এক দল অসৎ ও ভীরুলোক বিশ্বাস করাতে চাইছে যে মির্জা নাথানের হিন্দু কর্মচারী কর্তৃক গ্রাম লুণ্ঠনই এই ঘটনার জন্য দায়ী। এ ঘটনায় শত্রুদের ঔদ্ধত করে তুলতে পারে কি করে? যুদ্ধ হালুয়া দিয়ে তৈরি নয়। তাদের কেউ যদি নিহত হয়ে থাকে তাতে তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা উচিত এই জন্য তারা তাদের প্রভুর জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছে। তারা তাদের থানা রক্ষা করতে পারে নি তাই মির্জা নাথানের উপর দোষ চাপাতে চাইছে। তাদের আশা যে জাহাঙ্গীরনগর থেকে তিনি শাহী রাজ্য রক্ষা করবেন।' তাই মির্জা নাথান নীরব রইলেন। সেদিন সন্ধ্যায় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু প্রস্তাব দেয়। অবশেষে সবাইকে নিজি নিজ গৃহে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। খাঁ ফতেজঙ্গও ঘুমাবার জন্য শয়ন কক্ষে গমন করেন।

শেখ কামালের দল ভুক্ত হতে নাথানের অস্বীকৃতি : পরদিন ভোরে খাঁ ফতেজঙ্গ নিয়মিত শান শওকতের সঙ্গে এসে নিজ আসনে উপবেশন করেন। তিনি শেখ কামালকে ডেকে পাঠান এবং বলেন 'এ ব্যাপারে আমাদের পরিকল্পনা কি হবে?' শেখ কামাল এই অভ্যুত্থান দমনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এক দল শাহী কর্মচারী তার সঙ্গে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। মির্জা নাথানকেও সেই দলভুক্ত করা হয়। খাঁ মির্জাকে ডেকে পাঠান। গৃহাধ্যক্ষ গোসলখানা থেকে মির্জাকে খাঁর নিকট নিয়ে আসে। মির্জা এসে উপবেশন করে জানতে পারেন যে তাকেও শেখ কামালের অনুসরণকারীদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এতে তিনি ভিতরে ভিতরে সাপের মতো মোচড় দিয়ে উঠেন। খাঁর হিন্দু কর্মচারীর দিকে চেয়ে তিনি বলেন : 'আমার নাম তালিকাভুক্ত করেছেন কেন?' জওহরমল জিজ্ঞেস করেন : 'আপনি কি যাচ্ছেন না?' মির্জা জওয়াব দেন : 'আমি আমার দল নিয়ে অন্য শাহী কার্যে নিয়োজিত আছি তাই সেখানে অন্য কোন দল পাঠান। উত্তরকূল রক্ষা করবে সমগ্র শাহী বাহিনী। দক্ষিণকূলের ভার শুধু আমার একার উপর ছেড়ে দিন। ইব্রাহিম খাঁ এ আলোচনা শুনে শেখ কামালকে জিজ্ঞেস করেন : 'আমি জানিনা শাহী কর্মচারীদের সঙ্গে বিশেষ করে এই লোকটির (মির্জা নাথান) সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি ধরনের! আপনার নাম শুনেই তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে চাইছেন।' শেখ অত্যন্ত

বিনীতভাবে (বিনয় শেখজাদাদের স্বভাবজাত গুণ) এগিয়ে এসে বলেন: 'অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ছাড়া তাদের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমি আমার ভাগ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ।' শেখ কামাল ও মির্জার মধ্যকার দীর্ঘ দিনের বিরোধের আপোষ করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলেন। মির্জা নাথান সরাসরিভাবে তা প্রত্যাখান করেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে খাঁ নিজের মহলে চলে যান। অন্যান্য সবাই নিজ নিজ গৃহে ফিরে যায়।

শেখ কামালের পরিকল্পনা: এক ঘণ্টা পর খাঁ ফতেজঙ্গ শেখ কামালকে তার নিজ কক্ষে ডেকে পাঠান এবং বলেন: 'মির্জা নাথানকে ছাড়াই হয়তো এ অভিযান চালাতে হবে। শেখও জওয়াব দেন: 'দেশকে শান্ত করার ব্যাপারে মির্জা নাথান উপযুক্ত ব্যক্তি। এ ব্যাপারে তিনি অপরিহার্য।' খাঁ ফতে জঙ্গ বলেন: 'তিনি আপনাকে অনুসরণ করতে রাজি হওয়ার চেয়ে মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত। তাকে আপনার সঙ্গে দিয়ে এই অভিযানকে সন্তোষজনকভাবে শেষ করার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা যায়?' শেখ কামাল জওয়াব দেন: 'প্রথমত তাকে এই অভিযানের সরদার নিযুক্ত করা হউক, তারপর তিনি যখন বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত থাকবেন তখন আমাকে তার পিছনে সরদার করে পাঠান হবে। তখন তিনি ফিরে আসতে পারবেন না। অভিযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে সেখানে থাকতে হবে।' 'ইব্রাহিম খাঁ এ প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। পর দিন সকালে মির্জা নাথানকে সবার সামনে ডেকে আনা হয় এবং কোচরাজ্যে বিদ্রোহ দমনের জন্য তাকে সরদার নিযুক্তির প্রতীক দেওয়া হয়। অতঃপর একশো কুড়িজন মসনবদার, একশো চল্লিশ জন ফিরিঙ্গী 'আটশো বন্দুকধারী, পঞ্চাশটি পরিপূর্ণভাবে সুসজ্জিত রণতরী এবং বহু রণসম্ভার দিয়ে তাকে প্রেরণ করা হয়। প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য মানুষ এবং পশুর নৌকা ছাড়া চলার উপায় ছিলো না। তাই তিনি আরো কিছু নৌকা প্রার্থনা করে বলেন: 'পঞ্চাশটি নৌকার যোদ্ধাগণ তাতেই স্থান পেয়েছে। আমি আমার নিজের অনুসারীদের নিয়ে কোনো রকমে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারব। কিন্তু অন্যান্য দু'তিন হাজার লোকের জন্য প্রয়োজনীয় নৌকার দরকার। সরকারের পক্ষ থেকে সে সমস্ত নৌকা দেওয়া সম্ভব না হলে আমাকে অনুমতি দেওয়া হোক বেপারীদের নিকট থেকে ভাড়ায় বা কিনে অথবা শাহী কর্তব্য সম্পাদনের জন্য জোর করে নৌকা সংগ্রহ করার জন্য আমি নিজের তহবিল থেকে সে টাকা দেব এবং ঐসব নৌকার জন্য মাঝিমাল্লা সংগ্রহ করব।' ইব্রাহিম খাঁ এতে রাজি হলেন এবং যার নিকট থেকেই হোক নৌকা সংগ্রহের নির্দেশ দেন। মির্জা নিজ গৃহে ফিরে

এসে একাজ সম্পন্ন করার জন্য তার বিশ্বস্ত কর্মচারী নিয়োগ করেন। জাহাঙ্গীর নগরের বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাকে ঋণ দিতে রাজি হয় এবং তমস্সুখ (ঋণপত্র) গ্রহণ করে তাকে এক লক্ষ টাকা প্রদান করে। তার কর্মচারীরা বেপারীদের নৌকা নিয়ে আসে। যে সমস্ত বাপারী তাদের নৌকা ভাড়া দিতে চাইলো তারা তাদের মাঝি মাল্লাও দিতে রাজি হলো এবং তাদের উপস্থিতির প্রতিশ্রুতি দিলো। ভাড়া ধার্য করে তা তাদের দিয়ে দেওয়া হলো। আর যারা নৌকা বিক্রি করতে চাইলো তাদের তখনই নৌকার মূল্য দিয়ে দেওয়াই হয়। সাতশো মাঝিমাল্লা নিয়োগ করা হয়। তাদের দু'মাসের বেতন অগ্রিম দেওয়া হয়।

নাথান কর্তৃক একটি গণ্ডার বধঃ বিদায় হওয়ার অনুমতি লাভের এগার দিন পর মির্জা খাঁ ফতে জঙ্গের নিকট থেকে বিদায় হয়ে কোচরাজ্য অভিমুখে রওনা হন। তিনি প্রথমবার ভাগলপুর এবং দ্বিতীয় বার শাহাদে* থামেন। দ্বিতীয় স্থানটিতে এক দরবেশের গৃহে একটি গণ্ডার আসে এবং ঘরের দরজায় দাঁড়ায়। দরবেশের লোকজন এসে মির্জার নিকট ব্যাপারটি জানায়। মির্জা এ থেকে একটি শুভ লক্ষণ গ্রহণ করতে চান। নির্বিবাদে যদি তিনি গণ্ডারটি মারতে পারেন তাহলে তিনি বিদ্রোহীদের সহজেই পরাজিত করতে পারবেন। তিনি সেখানে যান এবং সেস্থানে দরবেশকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে গণ্ডারটি দাঁড়িয়ে ছিলো সেখানো পৌঁছেন। গণ্ডারটিকে চার দিকে থেকে ঘিরে ফেলে ঝিলের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় সেখানে নিয়ে তাকে সহজেই হত্যা করা যাবে। কিন্তু সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি। এক প্রহর চেষ্টা করে সূর্যাস্তের সময়ও গণ্ডারটিকে পানির কাছে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়ে তিনি মনে মনে ভাবলেন যে রাত্রের অন্ধকারে এটাকে পানির কাছে নিতে পারবেন না। এ সময়ে গণ্ডারটি নিজে থেকেই পানিতে বসে সাতরাতে শুরু করে। তিনি তার কুন্দা নৌকা থেকে গুলি করে অনুসরণ করেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তাকে নিহত করেন। গণ্ডারটি পানিতে তলিয়ে যায়। বহু চেষ্টা করেও জানওয়ারটির কোনো চিহ্নও পাওয়া যায় নি। তিনি মাঝীদের বললেন যে, যেকেউ গণ্ডারটিকে বের করতে পারবে তাকে পাঁচ টাকা বখ্শীস দেওয়া হবে। তিনি নিজ শিবিরে ফিরে আসেন। কয়েকজন জেলে

* ছ'প্রহর বা ৪৮ ঘণ্টা চলার পর এখান থেকে মির্জা পাতলাদহ পৌঁছেন। স্থানটি ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে বর্তমান ময়মনসিংহ অবস্থিত। মি; সেক্সি-ময়মনসিংহের এ অঞ্চলে গণ্ডারের প্রাদুর্ভাবের কথা উল্লেখ করেছেন (ময়মনসিংহ গেজেটিয়ার ১৯১৭ সংস্করণ, ১১ পৃঃ) খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে তা বিদ্যমান ছিলো।

যারা গভীর পানিতে ডুব দিতে পারে সেখানে থেকে যায়। সন্ধ্যার তিন কি চার ঘড়ি পর তারা গণ্ডারটিকে খুঁজে পায় এবং তা মির্জাকে জানায়। রাত্রের মধ্যেই গণ্ডারটিকে নিয়ে আসার জন্য তিনি দু'টি সরকারী নৌকাসহ তার কয়েকজন লোক পাঠান। তারা সেখানে গিয়ে গভীর পানি থেকে গণ্ডারটিকে উঠিয়ে দু পহর ও চারঘড়ি রাতের মধ্যে এটি নিয়ে মির্জার নিকট আসেন। গণ্ডারের পায়ে দড়ি বেধে তাকে টেনে পানির উপরে উঠায়। যে লোকটি গণ্ডারটি পায় তাকে টাকা দেওয়া হয়। আর যারা দু'টি নৌকা নিয়ে তা আনার জন্য গিয়েছিলো তাদের দেওয়া হয় কুড়ি টাকা। পরদিন সকালে যেসব মাঝিমাল্লা জানোয়া টির গোশত নিতে চায় তাদের খুশী করার জন্য মির্জা চার ঘড়ি সেখানে অপেক্ষা করেন। অতঃপর তিনি রওয়ানা হন। দিনের আড়াই পহর চলে মাঝিমাল্লাদের আহারের জন্য অল্প ক্ষণ বিশ্রাম নেন। সন্ধ্যার ছ'ঘড়ি পূর্বে নৌকা চলান হয় এবং যাত্রা শুরু হয়। রাত আড়াই পহর চলার পর ঝিলের পানির মাঝে অবস্থিত হিজল গাছে নৌকা বাঁধা হয়। মির্জা নিজেও বিশ্রাম নেন এবং মাঝিমাল্লাদেরও বিশ্রাম করতে দেন। সকাল দু'ঘড়ির সময় যাত্রা শুরু হয়। এমনি করে নিয়ম মাফিক রাত্রির শেষ ভাগে বিশ্রাম নিয়ে তারা চার দিন চার রাত চলে। এ সময়ে খাঁ ফতেজঙ্গের প্রধান কর্মচারী (মাদারুল মহাম্মদ) খাজা ইদ্রিক ইব্রাহিম খাঁর একটি বিশেষ নৌকা মির্জা নাথান কতদূর অগ্রসর হয়েছেন তা জানতে পাঠায়। মির্জা নৌকায় বসে নামাজ পড়ছিলেন। তিনি নিজেই চিৎকার করে জিজ্ঞেস করেন: 'হে কোশা-ওয়ালা (মাঝি) কাকে চাও তুমি?' সে জওয়াব দেয়: 'খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট থেকে আমি আসছি। আমি মির্জা সাহেবকে চাই।' মির্জা তাকে ডাকেন। তিনি তার কাছ থেকে বিষয়টি জানতে পারেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কলম নিয়ে খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট আবেদন জানিয়ে গণ্ডারের ঘটনাটি উল্লেখ করে লিখেন: 'মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আমি আশা করি যে বিদ্রোহীরা এই নগণ্য ব্যক্তি দ্বারাই নিহত এবং বন্দী হবে।' মির্জা খাঁ ফতেজঙ্গের ভৃত্যটিকে তার আতিথেয়তার নিদর্শন-স্বরূপ নগদ পঞ্চাশ টাকা ও নামাজের সময় তার গায়ে জড়ান এক জোড়া শাল দান করে চিঠিসহ তাকে ফেরৎ পাঠান। তিনি মৌখিকভাবেও তার চলার প্রকৃতি বর্ণনা করেন এবং বলেন: 'আল্লাহর অনুগ্রহে আগামীকাল দু'পহরের পরই পাতলাদহে উপস্থিত হওয়ার আশা রাখি।'

পাতলাদহে নাথানের অবস্থান: নাথান সে স্থানে থেকে রওনা হয়ে দিনের দু পহর ও দু ঘড়ি পর পাতলাদহে পৌঁছে থামেন। যে সব দ্রুতগামী নৌকা দেখা

মাত্র বিদ্রোহীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে তার মাত্র সতরটি নিয়ে তিনি সেখানে আসেন। তাই তাদের নৌবহরসহ আমিরদের জন্য তাকে সেখানে নয় দিন অপেক্ষা করতে হয়। হাজোগামী সরাইলের জমিদার সোনাগাজীর নৌবহর এবং চাওরার জমিদার বাহাদুর গাজীর নৌবহর পথে বিলম্ব হওয়ায় এখানে পেঁৗছে। এদেরকেও সঙ্গে নিয়ে তিনি এগিয়ে যান।

নাথান কর্তৃক জামরা অধিকৃত ঃ গুপ্তচরেরা সংবাদ নিয়ে আসে যে বিদ্রোহীরা জামরাকে সুরক্ষিত করেছে। তাঁর নৌবহরের অধ্যক্ষ শরীফ ও তার প্রধান যোদ্ধা মস্ত আলী বেগকে ত্রিশটি নৌকার একটি বহরসহ জামরা প্রেরণ করা হয়। তারা মধ্য রাত্রে বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ চালান। তাদের পরাজিত করে জামরা শাহী কর্মচারীদের দখলে আনেন। বিদ্রোহীদের ছোট বড় আঠারটি নৌকা ও চারটি কামানও তাদের হস্তগত হয়। মির্জা নাথান এ যুদ্ধের এক রিপোর্ট খাঁ ফতেজঙ্গকে পাঠান। তাতে তিনি এই বিজয়ের কৃতিত্ব খাঁ ফতেজঙ্গের কর্মচারী নৌ সৈন্যাধ্যক্ষ মোহাম্মদ শরীফের বলে উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি সেখানে থেকে এগিয়ে যান।

শেখ আফজালের মুক্তির জন্য একটি বাহিনী প্রেরিত ঃ এ সময়ে শেখ আফজালের ভ্রাতা ও শেখ কামালের আত্মীয় বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছিলো। তারা মির্জা নাথানের নিকট নিম্নলিখিত সংবাদ পাঠায়ঃ 'এ পর্যন্ত আমার ভাই সকল রকম সম্ভাব্য উপায়ে বাগওয়ান দুর্গ রক্ষা করছেন। অনেক লোক নিহত হয়েছে। কোনো ঘোড়াই জীবিত নেই—সব নিহত হয়েছে অথবা খাদ্যাভাবে অনেকগুলিকে খেতে হয়েছে। বিদ্রোহীরা এমন চাপ সৃষ্টি করছে যে তা বর্ণনাতীত। যদি তার উদ্ধারের জন্য আসেন খুবই ভালো, নতুবা তাকে ধ্বংস হতে হবে।' মির্জা নাথান তার বিশ্বস্ত কর্মচারী মস্ত আলি বেগের অধীন একশো অভিজ্ঞ যোদ্ধা এবং তার সঙ্গে মোহাম্মদ শরীফ নামক মির্জার এক আত্মীয়ের অধীন খাঁ ফতেজঙ্গের কর্মচারী নৌ সৈন্যাধ্যক্ষ শামস খাঁকে তার সাহায্যে প্রেরণ করেন। নৌবহরের বন্দুকধারী সৈন্য ছাড়াও অভিজ্ঞ বন্দুকধারী সৈন্যদের আরও একটি বাহিনী তার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। যাতে সম্রাটের ক্রম বর্ধিষ্ণু সৌভাগ্য বলে অবরোধকারী বিদ্রোহীদের শাস্তি দিয়ে শেখ আফজালকে সেই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করা যায়। মির্জা নিজেও অতি দ্রুত তাদের পিছনে পিছনে

এগিয়ে যান। মস্ত আলি বেগ এবং সেই লোকজন ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে অবস্থিত বালিয়া (বা আলিয়া) [৩] নামক স্থানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তারা সেখানে একটি দুর্গ তৈরি করে ফেলে এবং সেখানে থামে। দুর্গের পর দুর্গ তৈরি করে তারা অগ্রসর হওয়ার পারিকল্পনা করে। অদূরদর্শী বিদ্রোহীগণ এক বড় সাহায্যকারী সৈন্য বাহিনীর উপস্থিতির খবর পেয়েই শেখ আফজালকে দুর্গে রেখে রাত্রেই পালিয়ে যায়। পরদিন সকালে মস্ত আলি বেগ ও মোহাম্মদ শরীফ যখন এই বিজয় সংবাদ জানাতে চিঠি লিখছিলেন তখন মির্জা স্বয়ং তার সমগ্র বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হন।

নাথানের স্বল্পাভিষিক্ত হওয়ার চক্রান্তে শেখ কামালের সাফল্য: এ সময়ে জাহাঙ্গীর নগরস্থ মির্জা নাথানের প্রতিনিধির নিকট থেকে নিম্নলিখিত চিঠি আসে: 'আপনার এখান থেকে যাত্রার পর, যেদিন আপনার প্রেরিত গণ্ডারের খড়গ (শিং) খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট পেঁ ৗছে সেদিন তিনি নিজে সরহদ খাঁ ওরফে শেখ আবদুল ওয়াহিদ ও শেখ কামালের গৃহে যান। তিনি সম্রাটের পক্ষ থেকে সরহদ খাঁকে সাদা রঙের জরির শাল এবং শেখ কামালকে লাল রঙের জরির শাল এবং তার নিজের তরফ থেকে উভয়কেই একটি করে ঘোড়া প্রদান করেন। শেখ কামালের উপদেশ মতো তিনি কোচ অভ্যুত্থানের প্রধান নেতৃত্ব শরহদ খাঁকে প্রদান করেন এবং প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান করেন শেখ কামালকে। আপনার বিদায় হওয়ার পর তাদের আত্মীয় মির্জা খাঁ, শাজাত খাঁ এবং মুকাররম খাঁ দক্ষিণী ও দুহাজার বন্দুকধারী সৈন্য-সহ তাদের প্রেরণ করা হয়।' বাহ্যিক দর্শকদের এবং মির্জার বন্ধুবান্ধবদের নিকট এ সংবাদ অস্বস্থিকর হলেও মির্জা নাথান উৎফুল্লভাবে বলতে শুরু করেন, 'আল্লার দয়ায় এবং সম্রাটের সৌভাগ্যে শেখদ্বয়ের আগমনের পূর্বেই আমি বিদ্রোহীদের পরা-জিত করে বিতারিত করব। তারপর শেখদ্বয়কে এমনভাবে হালুয়া খাওয়াব যে ভবিষ্যতে আর কোনো দিনই তারা সেনাপতি ও প্রধান সেনাপতির পদের জন্য লালায়িত হবে না। এরপর থেকে তারা আর এরূপ আচরণও করবে না।'

নাথানের খানপুর উপস্থিতি: শেখ আফজাল ব্রহ্মপুত্র নদী থেকে চার ক্রোশ দূরে অবস্থিত বাগওয়ান থেকে মির্জা নাথানের নিকট আসেন। তার দেখা সাক্ষা-তের পর তিনি তার সৈন্য বাহিনীসহ মির্জার সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। মির্জা তার প্রতিটি কথা বিশ্বস্ততা বর্জিত বলে বুঝতে পেরে তাকে সেখানে তার

নিজ জায়গীরে রেখে যান। অতঃপর তিনি কুণ্ঠাঘাট যাত্রা করেন এবং তার নৌ-বহরসহ খানপুর নদীর মোহনায় পৌঁছেন।

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ : গুপ্তচরেরা খবর নিয়ে আসে যে বিদ্রোহীরা কুণ্ঠাঘাটে তাদের তৎপরতা চালাবার জন্য গোয়ালাপাড়ার[৩৪] সামনে খানপুর নদীর উভয় তীরে বনগাঁও এবং মাধবপুরে দুটি দুর্গ তৈরি করেছে। বিশ্ব বিজয়ী শাহী বাহিনীর আগমন সংবাদ পেয়ে তারা দুর্গ দুটিকে সুরক্ষিত করছে। তদনুযায়ী মির্জা খানপুর নদীর অভিমুখে রওনা হন এবং সেখানে পৌঁছে সেই দুটি দুর্গ অধিকার করার উদ্দেশ্যে চারদিকে গভীর খাদ পরিবেষ্টিত উচচ দুর্গ তৈরি করেন। রাত্রে তিনি মোস্তফা খাঁ দক্ষিণী ও কুলিজ খাঁর নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করেন : 'আপনাদের অনৈক্যের জন্য ব্যাপারটি এতো দূর গড়িয়েছে এবং আপনার সমস্ত পরিবারটি বন্দী হয়েছে। আপনাদের জায়গীর শেখ কামালকে প্রদান করা হয়েছে। মোগলদের সম্মান হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখনও যদি আপনারা এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং মোগলদের মানমর্যাদাকে এক এবং অভিন্ন মনে করেন, তাহলে আন্তরিকতার সঙ্গে আমার সঙ্গে যোগ দিন। আপনারা কুলিজ-উল্লা, মির্জা সঙ্গফউদ্দোলা এবং অন্যান্যদের আমার উপদেশ মতো কাজ করার জন্য যদি নির্দেশ দেন তাহলে আল্লার রহমতে আপনাদের জায়গীর ফিরিয়ে দিতে না পারলেও আপনাদের এ বারের রাজস্ব আদায়কারীদের মারফত আদায় করিয়ে দিতে পারি।' পরদিন ভোরে তিনি তার বাহিনী চারটি দলে ভাগ করেন। একটি দল মস্ত আলি বেগ ও নিক্‌মোহম্মদের অধীন দ্বিতীয়টি মোস্তফা খাঁর পুত্রের অধীন, তৃতীয়টি হাশিম খাঁর আত্মীয় মোহাম্মদ শরীফের অধীন দেওয়া হয়। এ তিনটি বাহিনীকেই গোয়ালাপাড়ায় অবস্থিত শত্রুর দুর্গের বিরূদ্ধে প্রেরণ করা হয়। চতুর্থ দলটি নিয়ে তিনি তার দুর্গ রক্ষার জন্য সেখানে অবস্থান করেন।

বিদ্রোহীদের দুর্গ অধিকৃত : খানপুর নদী ছাড়াও শত্রুদের দুর্গের চার দিকে আর একটি ছোট নদী ছিলো। মাঝিমাল্লাদের দ্বারা কাঁধে করে বয়ে আনা জেলে নৌকায় বাহিনীগুলি যখন এই ছোট নদীটি পার হচ্ছিলো, তখন বিদ্রোহীগণ তাদের দুর্গ থেকে বেরিয়ে নদীর তীরে শাহী বাহিনীকে বাধা দেয় এবং তীর ছুড়তে থাকে। কর্তব্য পরায়ণ সৈনিকগণ অনেক হতাহত হওয়া সত্ত্বেও ছোট নৌকার সাহায্যে নদী পার হয় এবং ঠাটারী বা গরদনের (রথ জাতীয় যান) আড়ালে দ্রুত এগিয়ে

বিদ্রোহীদের এবং তাদের দুর্গ আক্রমণ করে। তারা বিদ্রোহীদের সৈন্যদের প্রতিহত করে এবং তাদের দুর্গের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। তাদের বিশ্রামের এবং দাঁড়াবার সুযোগ না দিয়ে হাতাহাতি লড়াই করে বিদ্রোহীদের দুর্গে প্রবেশ করে। এদের আক্রমণ সহ্য করতে না পেড়ে তারা পালিয়ে যায়। যারাই প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছে তারাই নিহত হয়েছে। তারা জয়লাভ করে। বিজয়ভেরী বাজান হয়। অন্যান্য লুণ্ঠিত দ্রব্য ছাড়াও তারা উচ্চ জাতের পাঁচটি টাঙ্গান ঘোড়া হস্তগত করে।

রাজা রঘুনাথ ও মির্জা বাকির নাথানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঃ এ সময়ে ইব্রাহিম খাঁ, ফতেজঙ্গের বখ্শী মির্জা বাকি এবং রাজা রঘুনাথ ইব্রাহিম খাঁর সম্পূর্ণভাবে সজ্জিত একশো রণতরী নিয়ে সেখানে আসেন। খাঁ ফতেজঙ্গ তাদের পাঠিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে তারা প্রথমত শেখ কামাল ও সরহদ খাঁর সৈন্যদের—যাদের পিছনে রেখে আসা হয়েছিলো তাদের পরিচালনা করে নিয়ে যেতে এবং পরে মির্জা নাথানের নিকট গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে এবং সরহদ খাঁ ও শেখ কামালকে অনুসরণ করতে রাজি করার জন্য। এরপর তাদের নিজ নিজ নৌবহরকে সাহায্য করতে ও আসাম রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নিযুক্ত কুলিজ খাঁর সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য হাজো যেতে। মৌখিক তিরস্কার দ্বারা কুলিজ খাঁ শৈথিল্য দূর করে তাকে কাজে লাগাতে এবং তাদের সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করার এবং প্রয়োজন হলে শাহী কর্মচারীদের সাহায্য করতে। সেখানকার স্থানীয় কার্যকলাপের বন্দোবস্ত করে তার (ইব্রাহিম খাঁর) নিকট ফিরে আসারও নির্দেশ দেওয়া হয়। তারা মির্জা নাথানের সঙ্গে দেখা করেন। মির্জা নাথান বখ্শী মির্জা বাকি বেগকে আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন এবং রাজা রঘুনাথকে বিভিন্ন জাতের চালও খাসী সিধা দেন। গোলাপের আতর ছিটানো হয়।

নাথান কর্তৃক শেখ কামালের অধীন কাজ করার অস্বীকৃতি ঃ এরপর রাজা রঘুনাথ ও মির্জা বাকি মির্জা নাথানকে নিয়ে একটি গোপন কক্ষে আসেন। খাঁ ফতেজঙ্গের সংবাদটি তাকে মুখে মুখে বলেন। তারা তাকে শেখ কামালের নেতৃত্ব মেনে নিতে বলেন। এতে মির্জা নাথান ক্রোদ্ধ হন এবং বলতে শুরু করেনঃ 'খাঁ ফতেজঙ্গ নিজে যখন এ প্রস্তাব করেছিলেন তখন এতে আমি সম্মত হই নি। এরপরও আমার সামনে এরূপ একটি প্রস্তাব করা আপনাদের জ্ঞানহীনতারই পরিচায়ক। বিদ্রোহীদের

পরাজিত করাই যদি আপনাদের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে. তা হলে তাদের পরাজয়ের প্রথম আঘাত আমি তাদের করেছি। বিদ্রোহীদের নির্মমভাবে পরাজিত করার পর তাতে নাক গলাবার জন্য আমি কাকেও দেব না।' মির্জা বাকি এবং রাজা রঘুনাথও ক্রোদ্ধ হয়ে বলেন: 'খালওয়া পাড়ায় (জালেওয়া পাড়া) প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী একদল জেলে ছাড়া আর কোন বিদ্রোহীকে আপনি পরাজিত করেছেন?' মির্জাও রাগান্বিতভাবে বললেন: 'তাহলে তো তোমাদের এককালের প্রধান শত্রু সমগ্র বাঙলাদেশের (বঙ্গ) রাজা মসনদ-ই-আলা ইসা খাঁ ও মুসা খাঁও তো প্রসিদ্ধ মাছুয়া-মাছধরা (মাছুয়া গিরি) বা জেলে (মাহিগিরি) ছিলেন। আপনাদের খুশী করার জন্য সোলেমান কররাণীর পুত্র আর একজন দাউদ কোথায় পাব যুদ্ধ করার জন্য? যা হোক, আপনাদের প্রভু আমাকে পাঠিয়েছেন এসব শত্রুর হাত থেকে কোচ রাজ্যকে মুক্ত করার জন্য--হোক না সে মাছুয়া বা মুগল অথবা আফগান। বলুন শুনি কার পরাজয়কে আপনারা শত্রুদের পরাজয়ের সমতুল্য বলে মনে করেন? আমি মাছুয়াদের উপর থেকে আমার হাত সরিয়ে নিচ্ছি। আপনাদের দেখিয়ে দেব কি করে শত্রুকে পরাজিত করা ও শাস্তি দেওয়া হয় এবং আমাকে এইসব অযৌক্তিক অপবাদ থেকে মুক্ত হতে দিন।' তাদের উভয়েই বল্লেন 'যে ব্যক্তি রাঙ্গামাটি এবং জাহাঙ্গীরাবাদ প্রকাশ গিলানায়—এই দুটি স্থান পুনরাধিকার করতে পারবেন তাবেই প্রশংসনীয় কাজ করেছেন বলে মনে করা হবে এবং তাকেই সমগ্র কোচ রাজ্য বিজয়ের গৌরব দেওয়া হবে।' মির্জা নাথান বলেন: 'আপনারা এইমর্মে লিখে দিন যে, যে এ দুটি স্থান অধিকার করতে পারবে কোচরাজ্য বিজয়ের গৌরব তাকেই দেওয়া হবে। আমি জানি কি করে তা করতে হবে।' তদনুযায়ী মির্জা বাকি ও রাজা রঘুনাথ এ কথা লিখে দেন। অতঃপর তারা কুলিজ খাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য হাজো চলে যান।

কুলিজ খাঁর কর্মচারীদের নাথানের সঙ্গে যোগদান: পরদিন সকালে মির্জা নাথান সেখান থেকে রওনা হয়ে খানপুর নদী থেকে বেরিয়ে ব্রহ্মপুত্রের একটি স্থানে এসে থামেন। সেখান থেকে তিনি কয়েক জন লোক দ্রুত পাঠান তার হিন্দু কর্মচারী বলভদ্র দাসের নিকট। তাদের পাঠান হয় তার নিকট থেকে মির্জার বিশেষ অশ্বারোহী বাহিনীসহ জামরার থানাদারের একশো অশ্বারোহী এবং জাখালী ও ভোজমালা[১০] থানার সমগ্র বাহিনী মান্দ নৌকা করে নিয়ে আসার জন্য। ছ'দিন পর ঘোড়া-সহ এই সমস্ত বাহিনী এসে পৌঁছে যায়। মোস্তফা খাঁ কুলিজ খাঁর নিকট গিয়ে তার স্থান ফিরিয়ে আনেন। কলিজ খাঁ নিজ হাতে মির্জা কুলিজউল্লা, মির্জা

সঈফউদ্দৌলা ও তার ভ্রাতাদের ইয়ারবেগ ও দ্বিতীয় বাহিনীর সরদার আকাতাকিকে কড়া চিঠি লিখেন। তাতে তিনি তাদের নির্দেশ দেন স্থল ও জলপথে মির্জা নাথানের নিকট যেতে এবং তার হুকুম মতো কাজ করতে। তদনুযায়ী মির্জা কুলিজ উল্লা, মির্জা সঈফউদ্দৌলা, কুলিজ খাঁর ভ্রাতাগণ, ইয়ারবেগ এবং অন্যান্য সরদারেরা যারা নৌবহর নিয়ে জাহাঙ্গীরাবাদ প্রকাশ গিলানায় উদ্ধারের জন্য যাচ্ছিলো, সোজা মির্জা নাথানের নিকট চলে যায়। তারা চরে অবতরণ করে হৃদ্যতার সঙ্গে তার সঙ্গে মিলিত হয়।

মির্জা নাথানকে স্বপক্ষে আনার জন্য শেখ কামালের চেষ্টা ঃ এ সময়ে সরহদ খাঁ ও শেখ কামাল খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট থেকে আগত শাহী কর্মচারীদের নিয়ে রাঙ্গামাটির বিপরীত দিকে একস্থানে পেঁাছেন এবং ব্রহ্মপুত্রের একটি চড়ে শিবির স্থাপন করেন। শেখ কামালের দলের পাইকদের ব্রহ্মপুত্রের তীরের জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে একটি দুর্গ তৈরির হুকুম দেওয়া হয়। শেখ কামাল তোষামুদ করে নাথানকে এক চিঠি লিখে তা জনৈক অভিজ্ঞ লোক মারফত প্রেরণ করেন। তাকে বলে দেওয়া হয় মির্জাকে তোষামুদপূর্ণ কথা দ্বারা তার অনুসারী হয়ে অভিযানে যোগদানের জন্য রাজি করতে। মির্জা হৃদতাপূর্ণভাবে নিম্নরূপ জওয়াব দেন: 'ঐক্যই এই আন্তরিকতাপূর্ণ লোকটির সর্বদা কাম্য। আল্লার শুকরিয়া যে তিনি অদূর ভবিষ্যতে আপনার নিকট উপস্থিত হবেন। এবং অতীতে যা কিছু ঘটেছে তার সংশোধন করবেন।' শেখ কর্তৃক প্রেরিত লোককে সসম্মানে ফেরৎ পাঠান হয়। মির্জা তার খোজাদের প্রধান এবং তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী খাজা সাদত খাঁকে এই উপদেশ দিয়ে পাঠান যে বিদ্রোহীদের গোলাগুলির তোয়াক্কা না করে নিজে গিয়ে দেখবে যে গজাধর নদীর মোহনায় রাঙামাটি দুর্গের সম্মুখে শেখ কামাল কোনো দুর্গ তৈরি করেছেন কিনা। নদীটি জাহাঙ্গীরাবাদ প্রকাশ গিলানায় শহরের ভিতর দিয়েও প্রবাহিত। এও দেখতে বলা হয় যে দুর্গটি নদীর ডান দিকে না বাঁ দিকে তৈরি হয়েছে। এ সব ব্যাপার সঠিক মত নির্দিষ্ট করে তার সুবিধা মতো গিয়ে সেখানে তাঁর শিবির স্থাপন করবেন। শত্রুর গোলাগুলি বর্ষণ সত্ত্বেও খাজা সাদত খাঁ তার নৌকা নিয়ে নদীর তীর পর্যন্ত যান। তিনি নৌকা থেকে অবতরণ করে দেখতে পান যে গজাধর নদীর ডান দিকে শেখ কামালের দুর্গ নির্মিত হয়েছে। তিনি নৌকাযোগে সেখান থেকে ফিরে মির্জা নাথানের নিকট রিপোর্ট প্রদান করেন। মির্জা নাথান মির্জা কুলিজউল্লা এবং মির্জা সঈফউদ্দৌলার দিকে লক্ষ্য করে ফাতেহা পড়ার জন্য অনুরোধ করে বলেন 'আল্লা মোগলদের বিজয় নির্ধারিত করে দিয়েছেন।'

নাথানের গজাধর নদীর মোহনায় উপস্থিতি ঃ রাত্র শেষের দিকে মির্জা নাথান রওনা হয়ে সকাল চারঘড়ি পরে সরহদ খাঁ ও শেখ কামালের শিবির অতিক্রম করে গজাধর নদীর মোহনার বাঁ দিকে অবতরণ করেন এবং জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে তার শিবির স্থাপনের নির্দেশ দেন। শেখ কামাল এই বলে সংবাদবাহী প্রেরণ করেন: 'খানা প্রস্তুত। সন্ধ্যা থেকেই আপনার অপেক্ষা করছি। আশ্চর্য যে আপনি আসেন নি।' মির্জা জওয়াবে বলেন: 'এক শুভলগ্নে খুব ভোরে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু চরে আমার নৌকা আটকে যাওয়াতে দেরী হয়ে গেছে। শুভলগ্নটি অতিবাহিত হয়ে গেছে তাই আমি এখানে এসে আপনার শিবিরের সম্মুখে আমার শিবির স্থাপন করেছি। পরবর্তী শুভলগ্নে শাহেন শাহের এবং আমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, তাই আমার ত্রুটি ধরবেন না বা অন্যরূপ কিছু ভাববেন না। বর্তমানে আমি যখন আপনার বাহিনীতে যোগদান করেছি, তখন আপনার আমাদের বিশ্বস্ততা এবং ঐক্য সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত। আমাদের জন্য তৈরি খানা মেহেরবাণী করে আমাদের শিবিরে পাঠিয়ে দিবেন যাতে আমাদের বন্ধুদের নিয়ে তা খেতে পারি।' শেখের বার্তাবাহী চলে যায় এবং আবার ফিরে এসে মির্জাকে সেখানে যাওয়ার জন্য শেখের পক্ষ থেকে জোর দাবি জানায়। মির্জা পুনরায় অশুভ লগ্নের কথা উল্লেখ করে সেখানে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। তৃতীয় বার শেখ বাধ্য হয়ে খানা পাঠিয়ে দেন। মির্জা তার সহকর্মী এবং মসনবদারদের বলেন: 'আমি এ লোকটির প্রতি তেমন বন্ধুভাবাপন্ন নই; তাই তার প্রেরিত খানা আমি খেতে পারি না। তিনি যদি আমাকে জোর করে তার অনুসরণ করতে না চাইতেন, তাহলে তিনি নিজেই আমাকে নিতে আসতেন। তিনি যখন আমার সঙ্গে এমন মিথ্যা অভিনয় করছেন তখন আল্লার মেহেরবাণীতে এবং সম্রাটের সৌভাগ্যের বদৌলতে তিনি দেখতে পাবেন, এমন শাস্তি আমি তাকে দেব যে এরপর তিনি আর কোনো দিন সরদারী করার জন্য লালায়িত হবেন না।' প্রেরিত খানা সমস্ত শাহী কর্মচারীদের খেতে দেওয়া হয়। তিনি শেখের বার্তাবাহীকে বলেন যে তিনি অসুস্থ এবং পেটে জালা অনুভব করছেন তাই তিনি আজ খাবার থেকে বিরত রয়েছেন। তাকে যেন মাফ করা হয়।

নাথানের বাইনাবুয়া যাত্রা ঃ শেখ কামালের বার্তাবাহী ফিরে গেলে মির্জা নাথান মোহাম্মদ মোরাদ উজবেগের পুত্র সোলতান মোরাদকে তার নিজের বিশ্বস্ত কর্মচারী মস্ত আলি বেগের সঙ্গে দুটি অত্যন্ত দ্রুতগামী নৌকা করে গজাধর নদীর উজান দিকে চার ক্রোশ দূরে অবস্থিত বাইনাবুয়া নামক স্থানে প্রেরণ করেন। তারা সেখানে

গিয়ে বিদ্রোহীদের গতিবিধি এবং তারা সেখানে কোনো দুর্গ তৈরি করেছে কিনা সে খবর নিয়ে আসবে। তারা অতি দ্রুত সেখানে যায় এবং খবর নিয়ে আসে যে সেখানে বিদ্রোহীদের কোনো চিহ্নও তারা দেখতে পায় নি। মির্জা তৎক্ষণাৎ গজাধর নদী দিয়ে বাইনাবুয়া রওনা হয়ে যান এবং সন্ধ্যার দু'ঘড়ি পূর্বে সেখান গিয়ে পৌঁছেন। তিনি সেখানে শিবির স্থাপন করে গভীর খাদ পরিবেষ্টিত একটি উঁচু দুর্গ তৈরির নির্দেশ দেন। অভিজ্ঞ মাঝি মাল্লাগণ মাঝ রাতের মধ্যে দুর্গ তৈরির কাজ শেষ করে।

শেখ কামাল কর্তৃক নাথানকে প্রতারিত করার মতলব ঃ শেখ মির্জা নাথানের রওনা হয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে তার বিশ্বস্ত বার্তাবাহীকে সংবাদ দিয়ে পাঠান। তাতে তিরস্কার, নিন্দা ও সরদারের ঔদ্ধত্য মিশ্রিত ছিলো। শেষটায় বললেন ঃ 'আমি আপনার বিরুদ্ধে যাব না এবং আমি আপনাকে অনুসরণ করতে সম্মত আছি। সেখান থেকে ফিরে আসাই আপনার পক্ষে ভালো। এখানে এসে যুক্ত-ভাবে আলোচনা করে এ কাজটি শেষ করুন।' মির্জা জওয়াব দেন, 'আপনি যদি উপদেশ দিতে চান তাহলে আপনার জানা উচিত যে এ বিনীত বান্দার সমস্ত কার্যকলাপ আল্লার দয়ার উপর সমর্পিত। তিনি 'কি এবং কেমন করে'র ঊর্ধ্বে। আপনার তিরস্কার এরূপ ঃ

কবিতা ঃ

'যুদ্ধের দিন যদি তোমার তরবারি দিয়ে আঘাত কর,
শেরে খোদা আলির বাহু বল জানা যাবে।'

সরদারীর অহঙ্কার দেখাচ্ছেন? মির্জা মির সুবার সরদারীকেও পরওয়া করে না—আপনার পরওয়া করা তো দূরের কথা। আমাকে সরদারী লোভ দেখিয়ে প্রতারিত করতে চান? আমি প্রতারিত হব না। আপনার এ কথা সত্য বিবর্জিত। এক মহান ব্যক্তি এবং সরদার হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া কি আপনাকে সাজে? আপনি যদি আমাকে সরদার করতে বাস্তবিকই আন্তরিক তাহলে সরদারের নির্দেশ মত কাজ করা আপনার পক্ষ বাধ্যতামূলক। আমি এটাই যুক্তিযুক্ত মনে করি যে আপনাকেই এখানে আসা উচিত এবং এখান থেকেই আমাকে আপনার অনুসরণ করতে হবে।' তিন পহর রাত পর্যন্ত এ আলোচনা চলে। প্রবাদ আছে ঃ

কবিতা ঃ

'আপনার জ্ঞানই আমার দুর্ভাগ্যের হেতু।'

মির্জার এ যুক্তির কোনো জওয়াবই শেখের বার্তাবাহী দিতে পারে নি। মির্জার উদ্দেশ্য ছিলো রাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আলাপ চালিয়ে যাওয়া যাতে বার্তাবাহী মারফৎ এ কথা শুনে শেখ নিজেই এখানে এসে তার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারেন। মির্জা বার্তাবাহীদের সঙ্গে শেখের সম্পর্কে বহু বিষয়ে আলাপ করেন এবং নানা শ্রুতি মধুর কথা ও কেচ্ছাকাহিনী বলে তাদের আটকে রাখেন। অবশেষে বার্তাবাহীরা বুঝতে পারে যে শেখের না আসা পর্যন্ত কিছুই করা যাবে না। রাত সামান্যই বাকি ছিলো। সকালে মির্জা এগিয়ে যাবেন। এভাবে তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেখানে আটকে থাকার পর তারা শেখের নিকট ফিরে আসে। পথ দীর্ঘ ছিলো। রাত একঘড়ি বাকি থাকতেই তারা শেখের নিকট ফিরে যায় এবং তাকে সে সব কথা জানায়। 'শেখ ভোর হওয়ার দুতিন ঘড়ি পর দ্রুতগামী নৌকায় রওনা হন এবং দিনের এক পহরের সময় মির্জার দুর্গে পেঁাছেন। কিন্তু মির্জা ভোরেই সে স্থান ত্যাগ করে এগিয়ে গেছেন।

ভবসিংহের পরাজয় ও পলায়ন ঃ মির্জা দু'হাজার মাঝিমাল্লা সম্মুখভাগে রেখে ঘন-জঙ্গল পরিষ্কার করে সৈন্য বাহিনীর সহজভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পঞ্চাশগজ প্রশস্ত রাস্তা তৈরি করার জন্য লোক নিয়োগ করেন। মসনবদার এবং আহাদিদের— যাদের ঘোড়া তখনও পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর প্রকাশ ঢাকা থেকে এসে পেঁাছে নি, বিশেষ আস্তাবল থেকে ঘোড়া এবং সুকপাল দেওয়া হয়। ছোট বড় কামান মাঝিমাল্লাদের কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হয়। তিন দিন ধরে এভাবে তারা এগিয়ে চলে। দিনের শেষ ভাগে শিবির স্থাপন করে তার চারপাশ বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত করা হয় এবং তৎপরতা ও সতর্কতার সঙ্গে রাত কাটায়। চতুর্থ দিন মির্জার সুদক্ষ পরিচালনায় অগ্রগমন শুরু হয়। গিলানায় শহরের রক্ষাকারী জগৎ বিদ্যা দুর্গ তাদের নজরে পড়ে। দুর্গটি গভীর জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। কোচদের মধ্যে হুলস্থূল পড়ে যায়। তারা 'শত্রু, শত্রু', বলে চিৎকার করতে থাকে। নিজকে রাজা বলে ঘোষণাকারী ভবচান (ভবসিংহ)[১৫] গিলানায় অধিকার করেছিলো। গজদার নদীর অপর পাড়ে তার একটি দুর্গ ছিলো। সে তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। মির্জা নদী হেটে পার হওয়া যায় এমন একটি স্থানে এসে উপস্থিত হন। সেখানে একটি ভাঙ্গা নৌকা অর্ধ নিমগ্ন অবস্থায় দেখতে পান। তিনি তার লোকজনদের এই নৌকা দিয়ে নদী পার হতে নির্দেশ দেন। এক দল অশ্বারোহী ও পদাতিক নদী পার হতে শুরু করে। মির্জা তাদের দুপাশে এক হাজার সুদক্ষ ফিরিঙ্গী এবং ভারতীয় বন্দুকধারী সৈন্য মোতায়েন করেন। তাদের নির্দেশ

দেওয়া হয় যে বিদ্রোহীদের দেখামাত্র তাদের উপর এমনভাবে গুলিবর্ষণ করতে শুরু করবে যাতে তারা আর কখনো তাদের অগ্রগমনে বাঁধা দিতে না পারে। তদনুযায়ী সম্পূর্ণ রূপে অস্ত্র সুসজ্জিত হয়ে তারা সেখানে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়। আনুমানিক ত্রিশ থেকে চল্লিশটি অশ্বারোহী এবং দ'শো পদাতিক নদী পার হয়ে গেলে ভবচান কেড়ে নেওয়া শাহী হাতিগুলি সামনে রেখে দশ থেকে বার হাজার পাইক নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসে। যে সমস্ত শাহী সৈনিক নদী পার হয়েছিলো তারা ভয় পেয়ে নদীতে পিছিয়ে আসে। বিদ্রোহীরা তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসে এবং তাদের প্রায় অনেক কে হত্যা করতে উদ্ধত হয়েছিলো, তখন আকস্মিকভাবে বন্দুকধারী সৈনিকেরা গুলিবর্ষণ শুরু করে এবং উদ্ধত বিদ্রোহীদের প্রতিহত করে। হাতীর মাহুতরা বন্ধুকের গুলি সহ্য করতে না পেরে হাতীগুলি পিছনে ফিরিয়ে নিয়ে জঙ্গলের গাছের নিচে আশ্রয় নেয়। মির্জা নাথান সৈন্য পারকারী কর্মচারীদের চীৎকার করে সৈন্যদের তিন দিক দিয়ে নদী পার করার নির্দেশ দেন। মুহূর্তের মধ্যে মসনবদারগণ, কুলিজ খাঁর ভ্রাতাগণ এবং মির্জার লোকজন তিনটি বিভিন্ন দিক দিয়ে নদী পার হয়ে যায়। অতঃপর বাহিনীকে দু'টি দলে ভাগ করার সিদ্ধান্ত করা হয়। মসনবদারদের, মির্জা ও কুলিজ খাঁর কর্মচারীদের অর্ধেক সৈনিক দ্বারা গঠিত প্রথম দলটি মির্জার নিজস্ব কর্মচারী মস্ত আলি বেগ, সাদত খাঁ ও নিক্ মোহাম্মদ বেগের অধীন বিদ্রোহীদের আক্রমণ করার জন্য নিয়োজিত করা হয়। অন্যান্য দলের সৈন্যদের দ্বারা অনুরূপভাবে আরও একটি বাহিনী গঠিত হয়। বিদ্রোহীদের দ্বারা অন্য দিক থেকে প্রথম বাহিনীর উপর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য উক্ত বাহিনীটিকে ধীরে এবং সুচতুরভাবে প্রথম বাহিনীটিকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বাহিনীটি রিজার্ভ হিসাবে কাজ করে যাবে এবং পেছন দিক থেকে আক্রমণ চালানর জন্য এর প্রয়োজন হবে। প্রথম বাহিনী বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য প্রতিরোধের পর বিদ্রোহীরা হাতীগুলিকে পিছনে ফেলে পালিয়ে যায়। শাহী সৈন্যরা হাতীগুলি ধরতে শুরু করে। তাদের প্রধান হাতী হীরা বজরাসহ পাঁচটি হাতী ধরতে সমর্থ হয়। বিজয় দুন্দুভী বাজান হয়। মির্জা আঠার কোটে শিবির স্থাপন করেন।

নাথানের সঙ্গে শেখ কামালের যোগদান ঃ শেখ কামাল মির্জা বাকি এবং রাজা রঘুনাথকে কিছু টাকা দিতে চাইলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এখনও যদি ঐক্যবদ্ধ কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়, তাহলে অন্যান্য হাতীগুলিসহ ভবচান শীঘ্রই ধরা পড়তে পারে। শেখ এও প্রতিশ্রুতি দেন ঃ 'মির্জা নাথান যদি এই বাহিনী নিয়ে আমার সঙ্গে কামখ্যাদুখার দিয়ে যান, তাহলে পনর দিনের মধ্যে আমি ভব-

চানকে জীবিত ধরে আনতে পারব।' মির্জা নাথান শেখ, মির্জা বাকি ও রাজা রঘু নাথের জওয়াবে বলেন: 'হাতীসহ রাজা ভবচানকেই শুধু বন্দী করা যখন উদ্দেশ্য তখন আমি আমার অংশের কাজ করতে রাজী আছি। এছাড়া আমি কামরূপ দুয়ার দিয়ে যেতে রাজি আছি এবং সাত দিনের মধ্যে তাকে বন্দী করে শাহী কর্মচারীদের নিকট নিয়ে আসব।' সেদিন উৎসব থাকা সত্ত্বেও তিনি (মির্জা) বাকি এবং রঘুনাথকে ভৎর্সনা করেন এবং বলেন: 'এবার নিয়ে দ্বিতীয় বার আপনারা আমার উপর এই অসহনীয় কষ্ট চাপিয়েছেন। আমি তা সহ্য করেছি কারণ সে-গুলি আগেই আমি শেষ করে রেখেছিলাম। তৃতীয়বার যদি এরূপ করা হয়, তাহলে অত্যন্ত কঠোর হবো এবং আমি যে তখন কি করে বসব তা আপনারা জানেন না।' মির্জা বাকি এবং রাজা রঘুনাথ মির্জাকে বুঝতে অসর্থ হয়ে জাহাঙ্গীরনগর ফিরে যান।

ভবসিংহের পশ্চাদ্ধাবন: পরদিন ভোরে মির্জা কামরূপ দুয়ার দিয়ে রওনা হয়ে যান। শেখ কামাল ও সরহদ খাঁ এবং অন্যরা কামখ্যাদুয়ার দিয়ে এগিয়ে যান। কিন্তু মির্জা নাথান তিন পহর চলে চতুর্থ পহরে তার শিবির স্থাপন করেন এবং চার দিকে বেড়া তৈরি করে সতর্কতা ও তৎপরতার সঙ্গে রাত্রি যাপন করেন। শেখ সেখানে একদিন অবস্থান করে এক দল সৈনিক সম্মুখে প্রেরণ করেন এবং একটি দুর্গ তৈরি করেন। দ্বিতীয় দিন তিনি তার যাত্রা শুরু করেন। কুলিজ খাঁ হাজো থেকে এক স্থল বাহিনীসহ আকাতাকিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের বাধা দানের জন্য তিনি বানাস নদী পার হতে পারেন নি। তাই তিনি বড়নগরে আটকে পড়েন। গিলানায় শহর পুনর্দখলের পর বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং এ পথ পরিত্যাগ করে চলে যায়। তখন তিনি (তাকি) বানাস নদী পার হন এবং মির্জা নাথানের সঙ্গে মিলিত হন। মির্জা সঙ্গফউদ্দৌলা নিজ বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সবার আগে যাত্রার জন্য ভেরী বাজান। মির্জা নাথান এতে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আকাতাকিকে সংবাদ পাঠান: 'মির্জাগণ (কলিজ খাঁর পত্রগণ, খাজা হাসানের ঘোড়া গাধার মতো কাদায় ডুবে গেছে এবং কুলিজ খাঁ তার বিভ্রান্তির জন্য তার জায়গীর হারান। আল্লার শুক্রিয়া যে আল্লার এই নগণ্য বান্দার চেষ্টায় তাদের হারান সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছেন। এবার আমি দক্ষিণকূল অভিমুখে এগিয়ে যাব। আপনারা আপনাদের নিজ নিজ কাজে এবং শত্রুদের সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করবেন। আমি বর্তমানে তাকে তিন চার জায়গা থেকে উৎখাত করেছি এবং তাকে পাহাড়ে তাড়িয়ে দিয়েছি। আপনারা যান এবং তাকে বন্দী করুন অথবা সেখান থেকে তাকে বিতাড়িত করুন।' তিনি পরে সন্ধ্যায় রওনা হয়ে

দক্ষিণকূল অভিমুখে চলে যান। তিনি তার অনিয়মিত বাহিনীকে ফেরৎ পাঠান। আকাতাকি বিভ্রান্ত হয়ে পিছনে ছুটে চলে। মির্জা চলছিলেন সুকপালে করে। তিনি তার সামনে যেয়ে দাঁড়ান এবং তাকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। মধ্য রাত্রের পর তিনি তাকে শিবিরে নিয়ে আসেন।

তেকুনিয়া অধিকার ঃ পরদিন সকালে তিনি (মির্জা নাথান) দহিপুর অভিমুখে রওনা হয়ে সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। সেই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য দু'টি দিন নিরর্থক যাওয়ায় শেখ মির্জার দুদিন পূর্বেই তেকুনিয়া[১৭] পৌঁছে বিদ্রোহীদের নিকট থেকে তা আধিকার করেন। পঁয়ষট্টি টি টাঙ্গান ঘোড়া হস্তগত হয়। ভবচান ভাবলো যে শাহী হাতীগুলি যতদিন তার কাছে আছে ততদিন শাহী কর্মচারীবৃন্দ তার পশচাদ্ধাবন থেকে বিরত হবেন না। তাই সে শাহী হাতীগুলিকে পাহাড়ে ও জঙ্গলে ছেড়ে দেয়।

পার্বত্য দুর্গ থেকে বিদ্রোহীরা বিতাড়িত ঃ বিদ্রোহীদের সংবাদ আনার জন্য মির্জা নাথান গুপ্তচর প্রেরণ করেন। গুপ্তচরেরা খবর নিয়ে আসে যে বিদ্রোহীরা পাহাড়ের একটি দুর্ভেদ্য স্থানে অবস্থান করছে। ঘোড়ায় চড়ে সেখানে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। তাই মির্জা নাথান তার কর্মচারী সঈফ খাঁ এবং হবিব খাঁ লোদীর নেতৃত্বে তার বাছাই করা দেড়শো সৈনিক ও বার হাজার কোচ বন্দুকধারী সৈন্য-দের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এই সব কর্তব্যনিষ্ঠ সৈনিকগণ রাত্রের প্রথম পহরে রওনা হয়ে পরদিন দুপুরে সেখানে পৌঁছে। তারা চারটি দলে বিভক্ত হয়ে বিদ্রোহীদের দুর্গ আক্রমণ করে। বিদ্রোহীরা দুর্গ রক্ষার চেষ্টা করে। সাহসী বীরদের আক্রমণের ফলে মৃতদেহের স্তূপ জমে উঠে। ভীষণ যুদ্ধ চলতে থাকে। তখন সইফ খাঁর নেতৃত্বে চতুর্থ বাহিনী পাহাড়ের উপর এমন এক সুবিধাজনক স্থান অধিকার করেন যেখান থেকে দুর্গের অভ্যন্তর দেখা যায়। অসহায় বিদ্রোহীরা পালিয়ে যায়। দেখা যায় যে তিনশোরও অধিক বিদ্রোহী নিহত হয়। এর দ্বিগুণ আহত হয়ে দুর্গের নিকট জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। বাকি সব অর্ধমৃত অবস্থায় পালিয়ে যায়। শাহী পক্ষে ত্রিশ জন নিহত ও ষাট জন আহত হয়। তারা বিজয় ভেরী ও আনন্দ সংবাদ ঘোষক তুর্য বাজিয়ে তাদের শিবিরে ফিরে আসে। বিদ্রোহীরা আর সাহস পায় নি।

নাথানের দক্ষিণকূল গমন ঃ চার দিন পর শেখ কামাল মির্জা নাথানের নিকট আসেন। মির্জা মসনবদারদের একটি ছোট দল শেখ কামালের নিকট রেখে অন্যান্য শাহী কর্মচারী ও তার নিজের সৈন্যদের নিয়ে দক্ষিণকূল রওনা হয়ে যান।

ভবসিং কর্তৃক তার বন্দীদের মুক্তি দান ঃ এবার শেখ কামাল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। মির্জা নাথান অনিয়মিত বাহিনী শেখ কামালের নিকট রেখে দক্ষিণকূল রওনা হয়ে গেলে পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণকারী ভবচানকে চিঠি লিখেন ঃ 'তোমার নিজের মঙ্গল যদি চাও, তাহলে তোমা দ্বারা বন্দী কুলিজ খাঁর পরিবারের সমস্ত লোককে মুক্তি দিবে এবং তোমার গর্হিত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করবে অন্যথায় যে কোনো পাহাড়েই তুমি যাওনা কেন, শাহী ফৌজ সেখানেই তোমার অনুসন্ধানে যাবে এবং সেখান থেকেই তোমাকে বিতারিত করবে।' ভবচান নিজের তালিকা দেখে পাহাড় থেকে কুলিজ খাঁর পরিবারকে মুক্ত করে দেয়। শেখ কামাল কুণ্ঠাঘাট অঞ্চলটি গোপাল মুলিয়া নামক এক কোচ সরদারকে ইজারা দেন। অতঃপর তিনি হাজো ফিরে গিয়ে নিজের কাজে মন দেন।

যদুনায়কের বিরুদ্ধে অভিযান ঃ মির্জা নাথান সাত মঞ্জিল চলে তার জায়গীর বগ্রীবাড়ি [৮] পেঁৗছেন। সেখানে তার একটি মহাল ছিলো। সেখানে তিনি পনের দিন করেন। পরে সেখান থেকে শোলকোচি রওনা হয়ে যান। ভোজশালায় কয়েক দিন অবস্থান করার সিদ্ধান্ত হয় এবং সেখান থেকে একটি সৈন্যবাহিনী যদুনায়কের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে তার কলাপ বন্ধ করবেন। তদানুযায়ী তিনি ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে বালুময় নগর বেড়া সমতল ভূমিতে শিবির স্থাপন করেন। দুশো অশ্বারোহী, পাঁচশো বন্দুকধারী পদাতিক ও কোচদের একটি বাহিনী সম্পূর্ণ সমর সম্ভারসহ মোস্তফা কুলিবেগের অধীন রাঙ্গুঝুলি ও আমজুঙ্গা দিয়ে প্রেরণ করেন। জুমরিয়ার থানাদার হাবিব খাঁ লোদীকে এক চিঠি লিখা হয়। তাতে তাকে তার লোকজনদের দ্বারা ছবি সৈন্যবাহিনী গঠন করতে বলা হয় এবং তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় একটি বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে রাঙ্গজুলী হয়ে যাওয়ার জন্য আর দ্বিতীয় বাহিনীটি সইফ খাঁ লোদীর অধীন প্রেরণের জন্য। তিনি কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে সেখানে যাচ্ছেন—যাতে তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জুমুরিয়া হয়ে বাকু যেতে পারেন। যে পথে তাদের এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো সে পথ দিয়ে বাহিনী দুটি এগিয়ে যায়।

কুলিজ খাঁর জাহাঙ্গীরনগর প্রত্যাবর্তনঃ এবার কুলিজ খাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। শেখ কামালের উপর ভার দিয়ে মির্জা নাথান খাঁ অভিযান ত্যাগ করে চলে গেলে রায়তগণ জানতে পারে যে কুলিজ খাঁ পদচ্যুৎ হয়েছেন। তাই তারা তাকে খাজনা দিতে অস্বীকার করে। সেজন্য কুলিজ খাঁ তার ভাইদের এবং আকাতাকিকে হাজো ডেকে পাঠান। কুলিজ খাঁ যখন জানতে পারলেন যে তাকে চলে যেতে হবে তখন তিনি তার প্রধান কর্মচারী আকাতাকির নিকট থেকে রাজস্বের হিসাব নিতে চাইলেন। কিন্তু আকাতাকি কুলিজ খাঁর সমস্ত টাকা আত্মস্যাৎ করে ফেলায় তিনি নিজকে বাঁচাবার জন্য আমাশয় রোগ আক্রান্ত বলে ভান করেন। কুলিজ খাঁ তার কেরানীকে কয়েদ করেন এবং তার হিসাব নেন। পরে তিনি তাকির পরিবারবর্গকে জামিনস্বরূপ সঙ্গে নিয়ে জাহাঙ্গীরনগর রওনা হন এবং মির্জা নাথানের শিবের পৌঁছেন। মির্জা তাকে যথোপযুক্ত আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন এবং তাকে একটি উচচ জাতের ঘোড়া উপহার দেন। কুলিজ খাঁ মির্জা নাথানের কাছ থেকে এতো অধিক সাহায্য পেয়েছেন যে তার উচিত ছিলো অনেক উপহার দ্রব্য নিয়ে তার নিকট আসা। কিন্তু তার অভদ্র স্বভাবের জন্য তিনি বিষয়টি উপেক্ষা করেন এবং নির্লজ্জের মতো ঘোড়াটি গ্রহণ করেন। তিনি মির্জাকে বলেন যে তিনি তাকে তার একটি হাতী দিবেন। তিনি মির্জার এক ভৃত্যকে তার সঙ্গে নেন, কিন্তু হাতী তো দূরের কথা, হাতীর সঙ্গে দেওয়ার জন্য তার প্রতিশ্রুতি সামান্য বাজপাখীটিও দেন নি। মির্জার ভৃত্যকে খালি হাতে ফেরৎ পাঠান হয়। কিছু কাল পর তিনি জাহাঙ্গীরনগর পৌঁছেন এবং সেখান থেকে তিনি শাহী দরবারের যান।

যদুনায়কের পাহাড়ে পলায়নঃ এবার নাথান কর্তৃক যদুনায়কের বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যবাহিনী এবং তার সাফল্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। যদুনায়ক মনে মনে ভাবলো যে এই তিনটি বাহিনী একত্রে মিলিত হলে সে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে না। তাই সারারাত সে চলে সকাল বেলা হাবিব খাঁ লোদীর বাহিনীকে আক্রমণ করে। ভীষণ যুদ্ধ চলে। হবিব খাঁ প্রায় পর্যুদস্ত হয় পড়েছিলেন। কিন্তু হবিব খাঁর দৃঢ়তার জন্য বিদ্রোহীরা প্রতিহত হয়। দ্বিপ্রহরের পর যুদ্ধ সেখান থেকে ঘুরে গিয়ে সন্ধ্যার দু' ঘড়ি পূর্বে সইফ খাঁর বাহিনীকে আক্রমণ করে। সঈফ খাঁও ভীষণ শঙ্কটে পড়েন। সঈফ খাঁ বাকু দুর্গে অবস্থান করছিলেন। বিদ্রোহীরা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিলো। তাই তারা দুর্গে ঢুকে পড়ে এবং হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু সইফ

খাঁর সৈন্যদের দৃঢ় প্রতিরোধের জন্য পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে এবং বিদ্রোহীরা পালিয়ে যায়। পরদিন সকালে বিদ্রোহীরা অশ্বারোহনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত গ্রহণকারী মোস্তফা খাঁর বাহিনীকে আক্রমণ করে। দুপুর পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। মোস্তফা এবং তার বাহিনী পরাজিত প্রায়। এমন সময় হাবিব খাঁ অন্য দিক থেকে তার বাহিনী নিয়ে সেখানে আসেন। তার রণদামামার আওয়াজ শুনেই বিদ্রোহীরা রণে ভঙ্গ দেয়। বারবার এভাবে পারাজিত হয়ে তারা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তিনটি বাহিনীই একত্রে মিলিত হয়।

যদুনায়ক কর্তৃক জুমরিয়া দুর্গ আক্রান্তঃ পাহাড়ীয়া লোকদের সহায়তায় বিদ্রোহীরা আবার বেরিয়ে এসে ঐ তিনটি বাহিনীর সামনে একটি দুর্গ তেরি করে এবং তাদের সঙ্কটজনক অবস্থায় ফেলে। এমনি করে তারা তাদের রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করে দেয়। খাদ্যাভাবে বাহিনীগুলি অত্যন্ত কষ্টে পতিত হয়। শত্রু কর্তৃক তাদের পানি সরবরাহের পথও বন্ধ করে দেয়। বাহিনীগুলি তখন নদীর তীরে পিছিয়ে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করে। তারপর রসদ সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে পুনরায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাবে। তদনুযায়ী তারা রাত্রে রওনা হয়ে সকালে জুমরিয়া পেঁাছে। বিদ্রোহীরা এ খবর জানতে পেরে সকাল বেলা তাদের অনুসরণ করে। অর্ধেক পথ এগিয়ে গিয়ে তারা অল্পক্ষণ বিশ্রাম করে। সন্ধ্যায় তারা তাদের যাত্রা পুনরায় শুরু করে। মধ্যরাত্রে তারা জুমরিয়া দুর্গ আক্রমণ করে। ভীষণ যুদ্ধ চলে। আহত লোকজন স্তূপাকারে পড়ে থাকে। বিদ্রোহীরা তিনবার দুর্গে প্রবেশ করে এবং তিন বারই সাহসী যোদ্ধাগণ হাতাহাতি যুদ্ধ করে তাদের দুর্গ থেকে বের করে দেয়। বিদ্রোহীদের সরকার যদুনায়ক আহত হওয়ায় বিদ্রোহীদের মধ্যে ভীষণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং তারা পরাজিত হয়। দু'ঘড়ি রাত বাকি থাকতেই বিজয় দামামা ও সুসংবাদ ঘোষণাকারী তূর্য বেজে উঠে। সকালে বিজয় সংবাদ মির্জা নাথানের নিকট প্রেরণ করা হয়। মির্জা রাত্রে বহু কামান গর্জন শুনে জমরিয়া থানা অভিমুখে রওনা হয়ে পড়েন এবং এক পহরের মধ্যে সেখানে পেঁাছেন। তিনি আহত সৈনিকদের সান্ত্বনা দেন এবং যারা বেঁচে ছিলো তাদের সাহায্যের জন্য একটি নতুন বাহিনী নিযুক্ত করেন। বর্ষাকাল শুরু হওয়ায় বিদ্রোহীদের শাস্তি প্রদানের কাজ এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখা হয়। তিনি তার নিজ থানা ও বাসস্থান শোয়ালকোচি রওনা হয়ে যান। পাঁচ দিন পর তিনি তার গন্তব্যস্থলে পেঁাছেন। এবং খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট সমস্ত ঘটনার রিপোর্ট প্রেরণ করেন। তিনি সমস্ত আনাচ কানাচের ঘটনাসমূহের খবর রাখেন।

খাত্রিভাগের সরদার ডাঙ্গরদেবের আত্মসমর্পণঃ মির্জা তার নিজ থানায় অবস্থান করলে মির্জার জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত খাত্রিভাগের[১৭] প্রজারা প্রবল বন্যার সুযোগ গ্রহণ করে তাদের খাজনা দিতে অস্বীকার করে। মির্জা তার কর্মচারী শেখ আওলিয়ার অধীন একটি সৈন্যদল টালিয়া প্রেরণ করেন। এই দলটি সেখানে যায় এবং একটি দুর্গ তৈরী করে অঞ্চলটিকে শান্ত করার কাজে নিয়োজিত হয়। তারা দুমরিয়া গোসাইর পুত্র ডাঙ্গরদেবের নিকট খরব পাঠায় তাদের প্রতি মির্জার সদয় ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দেয়। দীর্ঘস্থায়ী আলাপ আলোচনা চালানোর পর ডাঙ্গর দেব মির্জার নিকট আত্মসমর্পণ করবে, যদি খাজা সাদত খাঁ মির্জা নাথানের দেওয়ান বলভদ্র দাসের মাধ্যমে এক চুক্তি সম্পাদন করেন। তাই প্রথমেই রায় বলভদ্র দাস ডাঙ্গরদেবের নিকট যান এবং তাকে টালিয়া নিয়ে আসেন। খাজা সাদত খাঁ এসে তার সঙ্গে করমর্দন করেন। মির্জা নাথান তাকে একটি উপযুক্ত ঘোড়া ও একটি সম্মানসূচক পোশাক উপহার দেন এবং তাকে রাজটিকা (হিন্দু সরদারদের অভিষেক উৎসবে তাদের কপালে প্রদত্ত চিহ্ন) প্রদানের পর তাকে রাজত্ব দিয়ে তার নিজ গৃহে যাওয়ার অনুমতি দেন।

ডাঙ্গরদেবের মৃত্যুঃ সামন্ত জমিদার শত্রাজিত বন্ধুভাবাপন্ন সরদারদের উপর উৎপীড়ন করতেন। মির্জা নাথান তাকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করা সত্ত্বেও এবং ডুমরিয়া গোসাইর পুত্র ডাঙ্গরদেবের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকলেও শত্রাজিত কংস নারায়ণের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য এবং হরদেও ছুটিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে এদের দ্বারা ডাঙ্গরদেবের উপর নৈশ আক্রমণ চালান। ডাঙ্গরদেব এ ব্যাপারে কোন কিছুই জানত না। একটি ছোট সৈন্য দল নিয়ে সে অবস্থান করছিলো। এ সত্ত্বেও সাহসের সঙ্গে ডাঙ্গরদেব তাদের প্রতিরোধ করে। মির্জা নাথান এ খবর পাওয়ার আগে এবং তার সাহায্যে সৈন্য প্রেরণের পূর্বেই ডাঙ্গরদেব নিহত হয়। ডাঙ্গরদেবের শুভাকাঙ্ক্ষিরা তার ছেলেদের এবং স্ত্রীগণকে মির্জা নাথানের নিকট নিয়ে আসে। মির্জা ডাঙ্গরদেরের জাগীরভুক্ত গ্রামসমূহ তার পুত্রদের দান করেন এবং তাদের তার নিজ তত্ত্বাবধানে রাখেন। ডাঙ্গরদেবের স্ত্রীগণ জওহর ব্রত অবলম্বন করে।

নাথানের পদোন্নতিঃ কিছুকাল পর বর্ষা শেষ হয়ে গেলে এবং পানি কমে যাওয়ায় নদীগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং ঘোড়াগুলি চলাচল করতে পারে। কোচেরা লুটতরাজ শুরু করে। মির্জা নাথানের দূত যাকে মির্জা নাথান ও

অনান্য শাহী মসনবদারদের কর্তব্য নিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করে আবেদনসহ শাহী দরবারে প্রেরণ করা হয়েছিলো, এ সময়ে শাহী দরবার থেকে মির্জা নাথানের অতিরিক্ত তিনশো পদাতিক ও দেড়শো অশ্বারোহী[২০] বৃদ্ধিসহ তার পদোন্নতি এবং তাঁকে সিতাব খাঁ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করার সংবাদ নিয়ে ফিরে আসে। সম্রাট এবং নূরজাহান বেগমের নিকট থেকে সম্মানসূচক পোশাকসহ এক চূড়ান্ত ফরমান রাজধানী কাশ্মীর শহর থেকে তার (মির্জার) পরগণা সোনাজুতে প্রেরিত হয়।

নাথানের ভগ্নির ঢাকায় আগমনঃ মির্জা নাথানের বড় ভগ্নি শাহী দূতের সঙ্গে সোনাবাজু আগমন করেন। শাহী দূত বিশেষ করে তার ভগ্নির আগমনের খবর পেয়ে মির্জা তার রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের এক চিঠি লিখেন তারা যেন তার এবং তার (ভগ্নির) পুত্র সৈয়দ মোফাত্তিকে যতোপযুক্ত সম্বোর্ধনা জানায় এবং উপযুক্ত আতিথেয়তা প্রদর্শন করে। তাদের পেশকশ্ প্রদানের জন্য জমিদারদের প্রতি নির্দেশ দেন। তদনুযায়ী তার চৌদ্দটি পরগনার শিকদার (রাজস্ব প্রশাসক) আবদুল মালিক শেট সর্বপ্রথম তাদের নিকট গমন করেন এবং নিজের ও পরগনার জমিদারদের পক্ষ থেকে মির্জার ভগ্নিকে এক হাজার টাকা পেশকশ প্রদান করেন। তাদের ভ্রমণের খরচ বাবদ আরো চার হাজার টাকা তাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং তা তাদের দিয়ে জাহাঙ্গীরনগর প্রেরণ করা হয়। খাঁ ফতেজঙ্গ মির্জার ভগ্নিকে, যাকে ইব্রাহিম খাঁর স্ত্রী রোকেয়া সোলতান বেগমের পালিতা কন্যা বলে বিবেচনা করা হয়, অত্যন্ত সমাদরে গ্রহণ করেন এবং অভ্যর্থনা করে নিজ প্রাসাদে নিয়ে যান। তিনি তার প্রতি যথোপযুক্ত আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন। বাঙলায় বহু দুষ্প্রাপ্য জিনিস তাদের উপহার দেওয়া হয়। তাদের দীর্ঘ পথ ভ্রমণজনিত ক্লেশ দূর করার জন্য তাদের দুমাস জাহাঙ্গীরনগর রাখা হয়।

সুবেদার কর্তৃক জায়গীর প্রদানঃ এরপর পরগনা কুণ্ঠাঘাট ও অন্যান্য পরগনা বেতনের পরিবর্তে মির্জা নাথানকে এবং পরগনা বুসী ও খত্রী ভাগ মুফাত্তিকে প্রদান করা হয় এবং তাকে মির্জা নাথানের নিকট প্রেরণ করা হয়। তদনুযায়ী মির্জা তার দেওয়ান রায় বলভদ্র দাসকে রাজস্ব ও প্রশাসনিক কার্যের ব্যবস্থা করার জন্য কুণ্ঠাঘাট ও অন্যান্য পরগনায় প্রেরণ করেন। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় রাজস্ব নির্ধারণ এবং বিভিন্ন স্থানে রাজস্বের ব্যবস্থা করার জন্য। তাকে আরও বলে দেওয়া হয় হাতী ধরার জন্য একটি খেদার ব্যবস্থা করে সে সম্বন্ধে মির্জাকে খবর দিতে যাতে তিনি নিজে হাতী ধরতে যেতে পারেন। আরও নির্দেশ দেওয়া হয় তার ভগ্নি আসলে

সমস্ত জমিদার ও রাজস্ব কর্মচারীকে তার নিকট উপস্থিত করার জন্য এবং এই পরগনার উপযোগী আতিথেয়তা ও পেশকশ প্রদানের জন্য। অতঃপর তাদের সন্তোষ-জনকভাবে বগ্রীবাড়ী প্রেরণ করতে হবে। এ সংবাদ মির্জাকে দিতে হবে। তিনি চন্দনকোট পর্যন্ত গিয়ে তাদের সম্মান জানিয়ে অভ্যর্থনা করবেন। রায় বলভদ্র দাস সে পরগনায় যান এবং নির্দেশিত মতে তিনি তার কর্তব্য সম্পাদন করেন। সে অঞ্চলটিকে শান্ত করে বলভদ্র দাস শেখ আমানউল্লার অধীন চার হাজার পাইককে হাতী ধরা (কারাওয়ালান-ই-ফিলগির) এক দল লোকসহ কামারগাহে হাতী নিয়ে আসার জন্য এবং সে সংবাদ তাকে দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন।

নাথানের ভগ্নিকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন : মির্জার ভগ্নি কুণ্ঠাঘাটের নিকট উপস্থিত হন। বলভদ্র দাস সমস্ত জমিদার ও রাজস্ব কর্মচারী বিশেষ করে পাইকদের সরদার-দের সঙ্গে নিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানানর জন্য সেখানে যান এবং কানুরহাদায়[৩১] তাদের প্রতি তার আনুগত্য জানান এবং যথোপযুক্ত আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন। সম্মানজনক পোশাক গ্রহণ করে তিনি ফিরে আসেন। শোয়ালকুচিতে মির্জা তার ভগ্নির আগমন সংবাদ পান। তিনি সেখান থেকে তার বিখ্যাত কর্মচারীদের নিয়ে দ্রুতগামী নৌকাযোগে রওয়ানা হন। স্রোতের অনুকূলে চলে একদিন এক রাত্রের মধ্যে তিনি চন্দনকোট পেঁৗছেন। এবং তার মাতৃতুল্য বড় ভগ্নির পদচুম্বন করে নিজকে সম্মানিত করেন। তিন দিন তিন রাত সেখানে অবস্থান করে সপ্তম দিনে তিনি নির্বিঘ্নে শোয়ালকুচি ফিরে আসেন। যেখানে তারা নৌকা থেকে নদীর তীরে অবতরণ করেন সেখানে নৌকা থেকে মসনব পর্যন্ত তিন জায়গায় কার্পেট (গালিচা) বিছান হয়। তার ভগ্নির অবস্থানের নির্ধারিত ভবনে তাকে এবং তার পুত্রদের তাদের জন্য নির্দিষ্ট ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। এক সপ্তাহ ধরে তাদের প্রতি যথোপযুক্ত আতিথেয়তা প্রদর্শন করা হয়। প্রত্যেক দিন তাদের দুষ্প্রাপ্য জিনিসপত্র উপহার দেওয়া হয়। এ সময়ে মির্জার ভগ্নি এবং তার সঙ্গিরা তাদের জন্য কিছু চাকরাণী ও চাকরের প্রয়োজনীয়তার কথা জানান। মির্জা প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি পাহাড়ে এক অভিযান চালিয়ে সেখান থেকে ধৃত সমস্ত বন্দীকেই তাদের দেওয়া হবে। দিনগুলি আনন্দ উল্লাসের মধ্যেই অতিবাহিত হয়।

দরঙ্গে খেদা : এবার শেখ কামালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। খেদার অর্থাৎ বন্য হাতী ধরার মৌসুম শুরু হলে শেখ কামাল তার নিজস্ব কর্মচারী এবং কিছু

মসনবদারকে নিয়ে হাতী ধরার উদ্দেশ্যে দরঙ্গ এবং ভূরাবাড়ী রওয়ানা হয়ে যান। তিনি আট হাজার পাইক সঙ্গে নেন। তারা তাদের সাধ্যমত হাতী কামারগাহে নিয়ে আসে। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রম, ওখানকার স্থানীয় আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং বন্যার দূষিত পানির জন্য শেখের নিজস্ব ও শাহী লোকজনদের তিনশো সত্তরজন অসুস্থ হয়ে পড়ে।

মোঘল কর্মচারীদের মধ্যে মতবিরোধ : শেখ কামাল এবং দেওয়ান, বখশী ও ওয়াকি নবীশ মির শাফির মধ্যে সর্বক্ষণ ঝগড়া চলতো। এরা একে অন্যের বিরুদ্ধে খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট রিপোর্ট করতেন। তাই খাঁ মির শামস নাম জনৈক নিঃষঙ্গ ব্যক্তি যিনি বহুকাল যাবৎ অবসর জীবন যাপন করছিলেন হাজো প্রেরণ করেন। ইব্রাহিম খাঁ যখন ক্ষমতা লাভ করেন নি, তখন মির শাম্‌স প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ইব্রাহিম খাঁ পাঁচ হাজারী মসনব লাভ করলে তিনি কলন্দরী ত্যাগ করে তার সঙ্গে বাস করবেন। তদনুযায়ী আল্লাহ যখন ইব্রাহিম খাঁকে পাঁচ হাজারী মসনব এবং বাঙলার সুবাদারী দান করেছেন তখন মির শামস কলন্দরের জীবন পরিত্যাগ করে ইব্রাহিম খাঁর নিকট এসে বসবাস স্থাপন করেন। খাঁ উক্ত মিরকে বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা দিতেন। এবার তিনি মিরকে নিম্নলিখিত নির্দেশ দিয়ে হাজো প্রেরণ করেন : 'শেখ কামালের অসুস্থতার জন্য আসামীরা এগিয়ে আসছে। তাই তিনশো নৌকা নিয়ে আপনাকে সেখানে যেতে হবে। সেখানকার প্রতিটি স্থানের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে আপনি শেখ এবং মির শাফির মধ্যকার বিবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট আমার নিকট পাঠাবেন।'

মির শামস্‌ কর্তৃক তদন্ত : পঁচিশ দিন পর মির শামস্‌ হাজো পেীছেন এবং সমস্ত খাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ দেখা সাক্ষাৎ করেন। সমস্ত বিষয় জেনে তিনি মির্জা নাথানকে দক্ষিণকূল থেকে আমন্ত্রণ করে এনে উচচ নীচ সকল কর্মচারীদের এক সম্মেলন আহ্বান করে শেখ কামাল ও মির শফির মধ্যকার বিবাদের তদন্ত করতে চাইলেন। তার মর্যাদা হানি হবে ভেবে বলেন : 'এভাবে কাজ করে লাভ কি ? বহুলোকের সভায় বিবাদ বাঁধতে পারে। সবচেয়ে ভালো হয় যারা এ ব্যাপারটি বুঝতে পারে সে সমস্ত বুদ্ধিমান লোকদের নিকট গোপনে তদন্ত করা'। সেভাবেই কাজ করা হয়। মির শেখ কামাল, সিতাবখাঁ, দেওয়ান এবং বখশী মির শাফী রাজা শত্রাজিত, রাজা মধুসূদন, মির্জা সালেহ আরগুন, মির্জা ইউসুফ বারলাস,

ইসলামকুলি, সোনাগাজী এবং মজলিস রায়জিদকে নিয়ে এক গোপন কক্ষে যান। মির শাফীকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 'শেখের বিরুদ্ধে আপনার বলবার কি আছে' তিনি বলেন, আমি দেওয়ান। 'পুরান নথিপত্র দেখা আমার প্রয়োজন। শেখ তার রাজস্বের নথিপত্র আমার নিকট দাখিল করেন না কেন? তাহলে আমি তদনুযায়ী অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতে পারি। সিতাব খাঁ একজন খানাজাদ শাহী কর্মচারী এবং একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। অনুগ্রহ করে তাকে জিজ্ঞেস করুন আমার কথা যুক্তিসঙ্গত কিনা।' সিতাব খাঁ বলেন': আপনি উত্তরকূল চাকলার (জেলার) কর্মচারী, আমি চাকলা দক্ষিণকূল থেকে আসছি। এ অবস্থায় আপনি আমায় সাক্ষী মানছেন কেন? আপনি অন্য কোন সাক্ষী যোগাড় করেন না কেন? সাক্ষীদের কর্তব্য অত্যন্ত সঙ্কোচপূর্ণ। আজকের দুনিয়ায় সত্য কথা কেউই পছন্দ করে না। সত্য কথা বলার একমাত্র ফল হচ্ছে অসন্তোষ সৃষ্টি করা'। মির শাফী বলেন: আমি সম্রাটের নামে শপথ করছি আমি আপনাদের সকলের সিদ্ধান্ত মেনে নেব। আমি কারো অমঙ্গল কামনা করব না'। সিতাব খাঁ পুনরায় বললেন: 'আমি এখনও কিছু বলছি না তাই মির এ কথা বলছেন'। যে মুহূর্তে আমি কিছু বলব তাতে প্রথমে আপনিই অসন্তুষ্ট হবেন এবং পরে হবেন শেখ। 'তাই আমার মতো সত্যবাদী লোককে জিজ্ঞেস করে লাভ কি'? মির জোর দিয়ে কসম খেলেন। তখন সিতাব খাঁ মুখ খুললেন এবং মিরের প্রতি চেয়ে বললেন: 'শেখের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে বলছি শেখকে পদচ্যুৎ করা বা তার হিসাব নেওয়ার জন্য মুনিবের নিকট থেকে আপনার নিকট লিখিত কোনো চিঠিতে কোনো নির্দেশ আছে কি না? তাই যদি হয় সে চিঠি চুম্বন করে তা আমার মাথায় রাখার সময় এ দেশের রাজস্ব সম্বন্ধীয় প্রশাসনের ভার নেওয়ার মতো কোনো লোককে নির্দেশ দেন এবং শেখকে তার কার্য থেকে অব্যাহতি দিন। তাহলে তখন তিনি তা মেনে নিয়ে হিসাব পেশ করবেন। এখন আপনাকেই ঠিক করতে হবে সেরূপ কোনো চিঠি না থাকলে আপনি কি করবেন? শেখ কামাল তেমন দুর্বল বা নীরিহ ব্যক্তি নন যিনি আপনার বা আমার নিকট হিসাব দাখিল করবেন'। মির উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং বলেন: 'আমি দেওয়ান; আমি ব্যয় হ্রাস করতে চাই। তাই শেখকে আমার নিকট নথিপত্র দাখিল করতে হবে যাতে আমি বাড়তি আয় রাজস্ব তালিকাভুক্ত করতে পারি।' সিতাব খাঁ আবার বলেন, 'রাজস্বের হিসাব নিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করাই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় তাহলে জওহর মল দাসকে সেই হিসাবের খাতার নকল আপনার নিকট পাঠাবার জন্য লিখলেই পারেন এবং তা দেখেই আপনি আপনার কাজ করতে পারেন। এতেও যদি আপনার সন্দেহ দূর না হয়, তাহেল তা খোলাখুলি বলুন এবং লিখে

জানান যে, শেখ শতকরা পঞ্চাশ বা কুড়ি ভাগ বেশি রাজস্ব আদায় করেছেন যাতে শেখকে এই অভিযোগের কারণ দর্শাইবার নির্দেশ দেওয়া যায়। এর জন্য নওয়াব ইব্রাহিম খাঁর নির্দেশের কোন প্রয়োজন হয় না। সম্রাটের মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে আমিই তাকে পদচ্যুত করতে পারি এবং সে কাজটি আপনার উপর অর্পণ করতে পারি।' মির এ কথায় হতভম্ব হয়ে পড়েন এবং সিতাব খাঁর কথার কোনো-রূপ সন্তোষজনক জওয়াব দিতে পারেন নি। সিতাব খাঁ বলেন: 'আমি শুরুতেই আপনাকে বলেছি যে, সোজা কথায় শেষ পর্যন্ত এই-ই হবে এবং আমার কথা এরই মধ্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিরক্ত করে তুলেছে।' মির এবং অন্যরা আশা করেছিলেন যে, সিতাব খাঁ যখন শেখকে বিপদগ্রস্ত করতে চেষ্টা করছেন তখন তিনি শেখকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করবেন এবং তার আচরণ আলোচিত হলে কামাল বিপদগ্রস্ত হবেন। কিন্তু সিতাব খাঁ সত্য বলা থেকে বিচ্যুত হন নি এবং সঠিক ও ন্যায়সঙ্গতভাবে তিনি তার কাজ করে যান। তিনি মির শাফীকে এমনভাবে ভর্ৎসনা করেন যে, তার সুবিচারের জন্য সবাই তার প্রশংসা করেন। সিতাব খাঁ অতঃপর দক্ষিণকূল ফিরে যান এবং মির শামস তার কাজ করার জন্য সেখানে থেকে যান। মির শাফী খাঁ ফতেজঙ্গ কর্তৃক আহুত না হলেও জাহাঙ্গীরনগর চলে যান এবং খাঁ ফতেজঙ্গের দরবারে অবস্থান করেন।

শেখ কামালের মৃত্যু: মির শামস মনে মনে ভাবলেন: 'যতদিন শেখ কামাল এখানকার সকল কার্যের কর্তৃত্বে বহাল থাকবেন ততদিন এবং শেখ কামালের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খাঁ ফতেজঙ্গ আমাকে কামরূপের শাসনভার গ্রহণের জন্য নিযুক্ত করবেন না।' মির শামস্ যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাই তিনি যাদুর প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। শেখ কামাল এতে এমনভাবে আক্রান্ত হন যে, তার পাকস্থলী ও গলা দিয়ে দলায় দলায় রক্ত বেরুতে থাকে। শেখ বোঝাতে পারলেন যে, তিনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না। তাই তিনি অতি দ্রুতগামী নৌকাযোগে জাহাঙ্গীরনগর রওয়ানা হয়ে যান এবং কয়েক দিনের মধ্যে তিনি খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট উপস্থিত হন। এক সপ্তাহ পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। খাঁ ফতেজঙ্গ তাঁর সম্পত্তির ভার গ্রহণের জন্য একজন রাজস্ব কর্মচারী নিযুক্ত করেন। শেখ কামালের জ্যেষ্ঠপুত্র শেখ শাহ মোহাম্মদকে তিনশো অশ্বারোহী ও দেড়শো পদাতিক মসনব দ্বারা সম্মানিত করেন। পরগনা চাঁদ প্রতাপ এবং তার পিতার অন্যান্য জায়গীর তাকে প্রদান করা হয়। পরে হাজোতে কাজ করার জন্য তাকে সেখানকার শাহী কর্মচারীদের নিকট প্রেরণ করা হয়।

সিতাব খাঁর উপর মির শামসের যাদু : এরপর মির শাম্‌স্‌ ভাবলেন যে, সিতাব খাঁকে শেষ না করা পর্যন্ত তিনি সমগ্র কোচ এবং কামরূপর াজ্যের প্রভু হতে পারবেন না। তাই সিতাব খাঁর উপরও তিনি তার যাদুবিদ্যার প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেন। সিতাব খাঁও এতে অবিভূত হয়ে পড়েন যে, তার গলা দিয়েও রক্ত বের হতে থাকে। তাই তিনি তার বিশ্বস্ত ঢাকার দরবেশ মিঞা আকিল মোহাম্মদের নিকট এ সম্বন্ধে চিঠি লিখেন। মিঞা আকিল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরনগর থেকে তার আরোগ্যের জন্য দোওয়া করতে এবং তার যাদুবিদ্যার প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। আল্লাহর দয়ায় তিনি এমন সাফল্য লাভ করেন যে দুজন যাদুকরের মাধ্যমে ঝগড়া শুরু করে। মিঞা আকিল মোহাম্মদের মাধ্যম গির শামসের মাধ্যমকে পরাভূত করে মিরের নিকট তাড়িয়ে দেয়। এতে মির যাদু দ্বারা এমন ভীষণভাবে আক্রান্ত হন যে, তার পেট থেকে রক্ত বের হতে থাকে এবং তিনি মৃতপ্রায় হয়ে পড়েন। তিনি খাঁ ফতেজঙ্গকে তার অবস্থা লিখে জানান।

কর্মচারী রদবদল : সুবেদার তার শ্যালক মির্জা বাহরামকে কোচ রাজ্যের সরদার নিযুক্ত করেন। মির শাফীকে তার পূর্বপদ দেওয়ান, বখ্‌শী ও ওয়াকিনবীশ নিযুক্ত করে রাজস্ব এবং প্রশাসনের কার্য তদারক করার ভার দেন। তাদের কোচরাজ্যে প্রেরণ করেন। খাঁ ফতেজঙ্গের বেগম সিতাব খাঁকে এক চিঠি লিখেন : মির্জা বাহরাম আমার সন্তানের মতো, তাই আপনিও তাকে সন্তান বলে মনে করবেন। এই পরিস্থিতিতে আল্লাহর দয়ার এবং আপনার ভালবাসা ও সদয় ব্যবহারের উপর নির্ভর করে তাকে পাঠাচ্ছি। সেখানকার কার্যকলাপ এমনভাবে বন্দোবস্ত করবেন যে, তা শত্রুদের হতভম্ব ও বন্ধুদের সন্তুষ্ট করে।' তদনুযায়ী মির্জা বাহরাম ও মির শাফী জাহাঙ্গীরনগর থেকে যাত্রা করে কিছুকাল পর হাজো পেঁৗছেন। হাজোয় অবস্থানরত কর্মচারীবৃন্দ এবং দক্ষিণকূল থেকে আগত সিতাব খাঁ তাকে সম্বর্ধনা জানান। দু তিন দিন সেখানে অবস্থান করে সিতাব খাঁ দক্ষিণকূল ফিরে যান। মির শামস্‌ দেখতে পেলেন যে সেখানে বিশেষ করে হাজোতে তিনি বাঁচতে বা টিকে থাকতে পারবেন না এবং তার স্বার্থও রক্ষিত হবে না। তখন তিনি মির্জা বাহরামের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর রওয়ানা হয়ে যান এবং খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট গমন করেন। খাঁ তাকে দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিয়ে আরোগ্য করেন।

সিতাব খাঁ ও মির শাফীর মধ্যে বিবাদ : এবার কোচরাজ্যে অবস্থিত কর্মচারীদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। খাঁ ফতেজঙ্গ কুণ্ঠাঘাট পরগনা মির্জা নাথানের

ত্রিশ হাজার টাকা বেতনের পরিবর্তে তাকে প্রদান করেন। তাই রবি শস্যের মওসুমে এই টাকা মির্জা নাথানের প্রাপ্য হয়। মির্জা নাথান এই টাকা চাইলে মির শাফী ও তার মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। মির মনে মনে ভাবলেন যে, শেখ কামালকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে তার পক্ষ সমর্থন করেন নি। তিনি এর প্রতিশোধ নিবেন। সুতরাং সিতাব খাঁর ঘন ঘন তাকিদ এবং অভিযোগ ও মির্জা বাহরামের মিরের প্রতি উপদেশ দানে ব্যর্থ হয়। সিতাব খাঁ দক্ষিণকূল থেকে হাজো আসেন এবং জাহাঙ্গীরনগর যাওয়ার জন্য মির্জা বাহরামের অনুমতি চান। মির্জা বাহরাম সিতাব খাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং নিম্নলিখিত সংবাদসহ মির শাফীর নিকট লোক পাঠান: 'রবি শস্যের মওসুমে মির্জা নাথানের প্রাপ্য ত্রিশ হাজার টাকা যদি আপনি না দেন তাহলে তাকে তার সনদ দিয়ে দিন। তিনি তা খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট পাঠিয়ে ভাঙ্গিয়ে নেবেন।' কিন্তু এতে কোন ফল হয় নি। অবশেষে মির্জা বাহরাম বলেন 'বেশ, আমি ইব্রাহিম খাঁ ও তার বেগমকে এ সম্বন্ধে কড়া চিঠি লিখব। আপনি এখনকারমত আপনার থানায় ফিরে যান। জাহাঙ্গীরনগরে যদি এ সম্বন্ধে কোনোরূপ কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, তাহলে আমি আপনাকে জাহাঙ্গীরনগর যাওয়া থেকে বিরত করব না।' সিতাব খাঁ মির্জা বাহরামকে বলেন: 'আমি আবার একবার মির শাফীর নিকট নিজেই যাব। তিনি যদি আমাকে টাকা বা সনদ যাই দেন ভালো, অন্যথায় আমি আমার থানায় ফিরে যাব। 'সিতাব খাঁ তার গৃহে যান। মিরের ঘরে যাওয়ার পথে ইসলাম কুলির সঙ্গে তার দেখা হয়। ইসলামকুলি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলেন যে, এতে মিরের অনিষ্ট হবে। তিনি সিতাব খাঁর সঙ্গে গেলেন। এবং পথে তাকে অনেক বোঝালেন। খাঁ মিরের গৃহে পৌঁছলেন। তিনি মিরের প্রাসাদে ঢুকার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি ভীষণ আকার ধারণ করে। সিতাব খাঁর লোকজন মিরকে কঠোরভাবে আঘাত করতে শুরু করে শেষ পর্যন্ত তাকে রক্ষা করেন ইসলাম কুলি এবং সিতাব খাঁর খোজা খাজা সাতদ খাঁ। তারা বলেন 'মির শাফীকে মির্জা বাহরামের গৃহে নিয়ে যাওয়াই আপনার উদ্দেশ্য, বেশ আপনি বাইরে অপেক্ষা করুন আমরা মিরকে আপনার নৌকায় নিয়ে আসছি। সিতাব খাঁ মিরের ঘাড় ধরেছিলেন। তিনি তার ঘাড় থেকে তার দৃঢ় মুষ্টি শিথিল করেন। ইসলামকুলি তার সঙ্গে চালাকি করছে তা সন্দেহ না করে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি বেরিয়ে গেলে খাজা সাদতকে ঘর থেকে জোর করে বের করে দেওয়ার জন্য তার লোকজনদের হুকুম দেন। তারা তার প্রতি ইট পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। সিতাব খাঁ তার নৌকা থেকে লাফিয়ে তার লোকজনদের সামনে নিয়ে ঘরের বেড়ার দিকে ছুটে যান। ছোট বড় সবাই মিলে

বেড়াটিকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলে। বাঙলায় এ ধরনের বেড়া দিয়ে দেওয়ালের কাজ করা হয়। পাঁচটি বেড়া ভেঙ্গে ধূলিসাৎ করে দিলে খাঁ এবং তার লোকজন নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং যে একটি মুঘল বন্দুক ছোঁড়ার চেষ্টা করেছিলো তাকে ধরে খুব করে পিটায়। মির শাফী রান্না ঘরের টাটের বেড়া ও পায়খানার টাটের বেড়া ভেঙ্গে বাজারের মাঝ খান দিয়ে নগ্নপদে ছুটে রাজা শত্রাজিতের ঘরে পালিয়ে যান। রাজা তার সাহায্যে এগিয়ে আসছিলো। পথে মিরের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি তাকে বলেন, 'আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি। ফিরে চলুন সিতাব খাঁর সঙ্গে ব্যাপারটি মীমাংসা করে দিই।' কিন্তু মির ফিরেন নি। তিনি এই বলে দৌড়াতে থাকেন: 'আমি আপনার ঘরে যাচ্ছি। আপনি সিতাব খাঁ ও আপনার মধ্যে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলুন। তিনি খুবই অনিষ্ট করছেন।' রাজা মিরের বাড়ী, আর মির রাজার বাড়ী যান। এ সময়ে শেখ কামালের পুত্র শেখ শাহ্ মোহাম্মদ তার পিতার মৃত্যুর পর তার নতুন মসনব পেয়ে হাজো আসেন এবং সেখানে অব-স্থান করেছিলেন। তাদের মধ্যে খারাপ সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সিতাব খাঁ শেখ কামা-কামালের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা বিবেচনা করে তিনি সিতাব খাঁর সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করে চলতেন। তিনি মির শাফীকে সাহায্য করার ভান করেন কিন্তু গোপনে তিনি তার লোকজনদের নির্দেশ দেন সিতাব খাঁকে সাহায্য করতে। তিনি নিজে এসে খাঁকে তার ঘরে নিয়ে যান। অল্পক্ষণ পর সিতাব খাঁ হাজোর প্রাক্তন বখশী শাহ মোহাম্মদের ঘরে যান। শাহ মোহাম্মদ ছিলেন মির্জা বাহরামের আত্মীয় এবং সিতাব খাঁর শ্রেষ্ঠ বন্ধু। দক্ষিণ থেকে আসা অবধি সিতাব খাঁ তার বাড়ীতে নিজের বাড়ীর মতো অবস্থান করছিলেন। এই ঘটনার সংবাদ মির্জা বাহরামের নিকট পেঁৗছে। বাহরাম মির শাফীর বাড়ীতে তার লোক পাঠিয়ে সংবাদ দেন। সেখানে রাজা শত্রাজিত ও ইসলাম কুলি মস্নবদার ও জমিদারদের সঙ্গে একত্র সমবেত হয়েছিলেন: আমি এ দেশের সরদার। সিতাব খাঁ যদি কোনরূপ গোলযোগ সৃষ্টি করে থাকে তাহলে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে আমাকে, আপনাদের নয়। প্রকৃত-পক্ষে আপনারাই এ গোলযোগ সৃষ্টি করেছেন। একজন শাহী দেওয়ান আর অন্য জন সম্রাটের খানাজাদ। তারা তাদের বেতন নিয়ে ঝগড়া করছেন। আমাকে দেখতে হবে এদের কেউ সীমালঙ্ঘন করেছেন কিনা। এই হট্টগোল থেকে যদি আপনারা সরে না যান তাহলে এ গোলযোগ সৃষ্টির জন্য আপনাদেরই দায়ী করব এবং আপনাদের সুবেদারের নিকট পাঠিয়ে দেব।' রাত্রের জন্য গোলযোগ থামে। পরদিন সকালে তারা সবাই মির শাফীর বাড়ীতে তাদের সৈন্য সজ্জিত করেন। রাত্রে যখন এ খবর সিতাব খাঁর থানায় পেঁৗছে তখন সিতাব খাঁর লোকজন রণতরী বা জেলে নৌকা যা-ই হাতের কাছে পেয়েছে তাই নিয়ে একের পর এক সেখানে

ছুটে আসে। যারা কোনো যানবাহন পায় নি, তারা বহু কষ্টে পাহাড়ী পথে পায়ে হেটে চলে আসে। এক অদ্ভুত হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। মির্জা বাহরাম তার লোক-জনদের অস্ত্র ধারণ করার নির্দেশ দেন। শাহী হাতীগুলিকে রণ সাজে সাজান হয়। অবশেষে শত্রাজিত ভয় পেলেন যে, এর দোষ তার উপর চাপান হবে। তাই তিনি মির শাফীকে বললেন: 'মির্জা বাহারাম ছাড়া উচচ নীচ সমস্ত কর্মচারীই আপনার বাড়ীতে সমবেত হয়েছেন-তাদেরই সবার নিকট থেকে তাদের সীলমোহর ও সাক্ষীসহ এই মর্মে এক দলিল লিখিয়ে নেন যে, এই গোলযোগের উষ্কানি দিয়েছেন সিতাব খাঁ।' মির শাফী দলিল সম্পাদন করিয়ে নেন এবং তাদের সকলকেই তাদের নিজ নিজ গৃহে পাঠিয়ে দেন। সিতাব খাঁ সে রাত হাজোতে অবস্থান করেন এবং পরদিন ভোরে নিজ থানায় এবং নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। যার যার মতে ব্যাপারটি ইব্রাহিম খাঁর নিকট রিপোর্ট করেন। ইব্রাহিম খাঁ এই বিবাদের তদন্ত করার জন্য খানসামান আকাতাকী ও রাজা রঘুনাথকে নিযুক্ত করে হাজো প্রেরণ করেন।

কুণ্ঠাঘাটে খেদা: পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিতাব খাঁর হিন্দু কর্মচারী রায় বলভদ্র দাসকে কুণ্ঠাঘাট পরগনায় পাঠান হয়েছিলো। তিনি শেখ আমানউল্লাহর অধীন খাঁর সহকর্মী কর্মচারীদেরসহ চার হাজার পাইক পাঠান খেদাতে হাতী আবদ্ধ করার জন্য। সিতাব খাঁ দক্ষিণকূলের সমস্ত থানায় যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপদ করে তিনশো অশ্বারোহী এবং পাঁচশো বন্দুকধারী সৈন্য নিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদী দিয়ে নৌকা যোগে কুণ্ঠাঘাট রওয়ানা হন। চতুর্থ দিনে তিনি (পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত হয় নি) এক স্থানে পৌছেন যেখানে সিতাব খাঁর একটি থানা ছিলো। রায় বলভদ্র দাস সে অঞ্চলের অন্যান্য মুত্তাসদ্দীগণ (রাজস্ব কর্মচারী) তাকে অভ্যর্থনা করতে আসেন এবং তাদের সাধ্যমতো পেশকশ্ প্রদান করেন। জমিদারগণ দলে দলে তাদের সম্মান দেখাতে আসেন। খেদার সংবাদ আনার জন্য খাঁ একটি নতুন বাহিনী প্রেরণ করেন এবং সে স্থানের অবস্থা সম্বন্ধে আমানউল্লার নিকট জানতে চাইলেন। আমানউল্লা সেখান থেকে এক আবেদন প্রেরণ করেন: পালগণ (কামার গাছের রক্ষীবৃন্দ) বিভিন্ন স্থানে থাকায় তারা হাতীগুলিকে নিজ নিজ এলাকায় রেখেছে। যেখানে হাতী ধরা হবে সেই স্থানের ঘেরের দুই তৃতীয়াংশ কাজ শেষ হয়েছে। মেহের-বাণী করে আসুন। আপনার এখানে পৌছতে পৌছতে ঘর তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ শেষ হবে। তাই রাজস্ব আদায়কারীদের নির্দেশ দিন ঘরদুয়ারী পাইকদের (অনিয়ন্ত্রিত পাইক) হাতী ধরার জন্য তাদের বাড়ী থেকে নিয়ে আসার জন্য।' তদনুযায়ী কর্মঠ

কর্মচারীগণকে ঘর দুয়ারী পাইকদের আনার জন্য পাঠান হয়। সিতাব খাঁও সে স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তৃতীয় দিন যেখানে ঘের তৈরী হয়েছে সেখানে এসে পৌঁছেন। কাজ পরিদর্শনকালে বাখ্শি লশকরের দিকের ঘেরাটি ত্রুটিযুক্ত দেখতে পান। তাকে মৌখিকভাবে তিরস্কৃত করা হয় এবং তাকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করা হয়। এতে অন্যদের চোখ খোলে যায়। তারা ঘের তৈরীর কাজ শেষ করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। দু'দিন পর খাঁ নিজে পালি পরিদর্শনে বের হন। তিনি অত্যন্ত কড়াভাবে পালি তদারক করেন। প্রতিদিন পালিদের ঘের ক্রমে সংকীর্ণ করে আনা হয়।

ভোটিয়াদের শান্ত করা: এ সময়ে খবর আসে যে সমস্ত পাইকপুর (সীমান্তস্থিত ভোটিয়াগণ) একত্র সমবেত হয়েছে এবং নৈশ আক্রমণ চালাবার মতলব করছে। সিতাব খাঁ তাদের নিকট একটি কোচ বার্তাবাহী এই বলে প্রেরণ করেন: 'আল্লাহ না করুন আমার পালি যদি বিঘ্নিত হয়, তাহলে আমি হাতী ধরা বন্ধ করে কুণ্ঠাঘাটের সমস্ত সৈন্য নিয়ে আল্লাহর মেহেরবাণীতে আমি তোমাদের সারা দেশ লুণ্ঠন করে খাস ভোটান পর্যন্ত আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেব। এবং এমনভাবে তোমাদের ধ্বংস করব যে, তোমাদের জাতির একটি পাখীও জীবিত রাখা হবে না।' পাইকপুরগণ তাদের একজন লোককে এই সংবাদ দিয়ে সিতাব খাঁর নিকট প্রেরণ করে 'আমরা পাহাড়িয়া জাতি, আমাদের বন্দী করা সহজ নয়। আপনি কি করে আমাদের পর্বতে আসতে পারবেন? তাই আপনারা যদি অন্যান্য রাজাদের মতো যারা হাতী ধরতে আসে, আমাদের উপহার প্রদান করেন তাহলে আমরা কোনোরূপ গোলযোগ সৃষ্টি করব না। প্রথমত ব্যবসা করার জন্য ভোটিয়াদেরে নীচে আসতে দেবেন এবং দ্বিতীয়ত আপনার সরদারগণ সস্ত্রীক পালির মধ্যে অবস্থান করেন যাতে আমাদের গ্রামগুলি লুণ্ঠিত না হয়।' খাঁ বলেন: তোমারা যদি আমাদের নিকট থেকে উপহার পেতে চাও তাহলে তোমাদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এখানে এসে তোমাদের উপহার দ্রব্য নিতে হবে।' তাদের সংবাদবাহী এই প্রতিশ্রুতি দাবী করে যে, তাদের যেন প্রতারিত না করা হয়। খাঁ তাদের কথা দেন। পরদিন তার শিবির পাইক-পুরদের দ্বারা ভর্তি হয়ে যায়। খাঁ সে অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত 'বুকাই' মদ পূর্ণ বড় বড় দশটি পাত্র পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে সংগ্রহ করেন। তিনি পঞ্চাশটি শূকর, কুড়িটি কুকুর এবং বিভিন্ন জাতের পঞ্চাশ মণ চালসহ মদের ভাড়গুলি তাদের দেন। তারা সারাদিন রাত নাচে মদ খায় আর আনন্দোৎসব করে কাটায়। এদের কারও যদি তখন স্ত্রীসঙ্গম করতে আকাঙ্ক্ষাটা জাগে তাহলে তারা সবার সামনে

অবাদে খোলা মাঠে তা করতে পারবে। পরদিন তারা চলে গেলে ভোটিয়াগণ টাঙ্গান ঘোড়া, কস্তুরী, গজঘা (এক জাতীয় পার্বত্য ষাঁড়) এবং ভোট (কম্বল) বিক্রি করার জন্য নীচে নেমে আসে।

মির শাফীর জাহাঙ্গীরনগর যাত্রা ঃ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, মির শাফী ও সিতাব খাঁর মধ্যকার বিরোধের তদন্ত করার জন্য আকাতাকি ও রাজা রঘুনাথকে নিযুক্ত করা হয়। তদনুযায়ী তারা প্রেরিত হন এবং হাজো এসে পেঁাছেন। ইতি-মধ্যে মির শাফী ইব্রাহিম খাঁ কর্তৃক আহুত না হয়ে এবং মির্জা বাহরামে অনুমতি ছাড়াই জাহাঙ্গীরনগর প্রকাশ ঢাকা রওয়ানা হয়ে যান।

খেদার হিসাব ঃ এবার আমি মূল বিষয়ে ফিরে আসছি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাতীগুলিকে ঘেরের ভিতর আনার জন্য হাতী ধরাদের পাঠান হয়। চতুর্দশ দিবসে পালটি যখন চূড়ান্তভাবে সংকীর্ণ করা হয়, চার জন করে এক একটি দল একত্রে নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করে এবং জঙ্গল থেকে হাতী তাড়িয়ে ঘেরের মধ্যে নিয়ে আসতে শুরু করে। রাত্রে চৌদ্দটি হাতী ঘেরের দিকে নিয়ে আসা হয়। সন্ধ্যার চার ঘড়ি পর সেগুলি জগৎবিদ্যা ঘেরের মধ্যে প্রবেশ করে। পাইকরা শেখানে প্রস্তুত হয়ে ছিলো। তারা তৎক্ষণাৎ জগৎ বিদ্যা ঘেরের মাঝখানে একটি প্রতিবন্ধক স্থাপন করে এবং স্থানটিকে আরো সংকীর্ণ করে ফেলে। কিন্তু শ্রমিকদের গোলমালে হাতীগুলি জাবলকাদান নামক দ্বিতীয় ঘেরে চলে আসে এবং বাখ্শি লস্করের দিকের ঘেরের একটি কোণ ভেঙ্গে বেরিয়ে যায়। এখানে পাহারায় কম লোকজন ছিলো। কুণ্ঠাঘাট অঞ্চলটি সম্রাটের অধীনে আনার পর থেকে সে অঞ্চলে খেদা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সিতাব খাঁ এই প্রতিশ্রুতিতে এই জায়গীরটি গ্রহণ করেন যে, তিনি সেখানে খেদা করবেন এবং তাতে ধৃত হাতী শাহী দরবারে প্রেরণ করবেন। তাই আল্লাহ তার মর্যাদা রক্ষায় সহায় হন। হাতীগুলি বেরিয়ে যাওয়ার সময় এক দল পাইক সেখানে এসে হাজির হয় এবং হৈ হোল্লোড় শুরু করে। আটটি হাতী ঘুরে বাঙ্গবনিতা নামক তৃতীয় ঘেরের মধ্যে প্রবেশ করে। মাঝরাতে হট্টগোল শুরু হওয়ায় হাতীগুলি বেরিয়ে যায়। সিতাব খাঁ তার শিবির থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তার বিশ্বস্ত লোকদের মধ্যে দশজনও তার সঙ্গে না থাকা সত্ত্বেও তিনি ক্রোধন্মোত্ত হয়ে পাইকদের যেসব সরদার হাতীগুলি বের করে দেয়, দু'তিন হাজার পাইকের ভিতর থেকে তাদের ধরে নিয়ে আসেন এবং তাদেরে

ভীষণভাবে কষাঘাত করে হাতে বেঁধে তাদের তার সামনে মাটিতে ফেলে দেন। সাদত খাঁ লক্ষ্য করলেন যে, সেখানে পাইকদের মাধ্য যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তা বিদ্রোহে পরিণত হতে পারে। তাই তিনি সিতাব খাঁর অনুমতি ছাড়াই সরদারদের মুক্ত করে দেন। বাখ্শী-লশ্‌কর সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলো। তাকে শান্ত করা হয়। লোকজনদের মধ্যকার উত্তেজনা প্রশমিত হয়। বিভিন্ন স্থানের উপযুক্ত প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়। পরদিন ভোরে খাঁ যখন নামাজ পড়ছিলেন তখন তার কাছে খবর পৌঁছে যে, হাতীগুলি ঘেরের ভিতর রয়েছে। তা দেখার জন্য তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি দেখলেন যে, আটটি হাতী ঘেরের মধ্যে রয়েছে। তখন হাতী ধরা লোকদের ডেকে এনে তাদের উৎসাহিত করেন এবং হাতীগুলিকে মারকাদাহ অর্থাৎ যেখানে হাতীর পায়ে বেড়ি পরান হয়, নিয়ে আসার হুকুম দেন। তারা বহু কষ্টে হাতীগুলিকে মারকাদাহের ঘেরের ভিতর নিয়ে আসে এবং নিশ্চিন্ত হয় কারণ হাতীগুলিকে সে ঘেরের মধ্যে না রাখা পর্যন্ত হাতীগুলির বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সিতাব খাঁ মনে প্রাণে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। সেখানে নির্মিত একটি পাটাতনের উপর তিনি উপবেশন করেন। সেখান থেকে তিনি হুকুম দেন হাতীগুলিকে মারকাদাহের ভিতর দিয়ে তাদের বন্দী করে রাখার স্থানে নিয়ে আসার জন্য। হাতীগুলিকে সেখানে আনার জন্য সারাদিন চেষ্টা করা হয়। কিন্তু একটি হাতীকেও বেড়ি পরান যায় নি। মাঝ রাতে সে দলের বৃহত্তম হাতীটি ফটকে আসে। তাকে বেড়ি পরান হয়। ভোরে সেটাকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। অন্যান্য হাতীগুলিকে সে বন্দীশালায় নিয়ে আসার জন্য তারা সেখান অপেক্ষা করে। সিতাব খাঁ এ হাতীটির নামকরণ করেণ 'মিরন প্রসাদ'। এর পর তিনটি মাদী হাতী এক সঙ্গে ফটকে আসে এবং বাঁধা পড়ে। এগুলিকেও সরিয়ে নেওয়া হয়। তৃতীয় বারে বাচ্চাসহ একটি বড় হাতী ধরা পড়ে। একটি মাদী হাতী বেরিয়ে যাওয়া জন্য এমন ভাবে চেষ্টা করে যে তা বর্ণনা করা অসম্ভব। সেটিও অবশেষে পাইকদের ঘেরের মধ্যে ধরা পড়ে। এটাকেও সেখান থেকে বের করে আনা হয়। হাতীগুলি পালিয়ে যেতে পারে এ আশঙ্কা তাদের দূর হয়। সিতাব খাঁ এ ব্যাপারে ইব্রাহিম খাঁকে অবহিত করেন। খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং উত্তরে তাকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

মুসা খাঁর মৃত্যু : পরলোকগত ইসা খাঁর পুত্র মসনদ-ই-আলা মুসা খাঁ দীর্ঘকাল ধরে গুরুতর অসুখে ভুগছিলেন। খাঁ ফতেজঙ্গ তার চিকিৎসার জনা শাহী

হেকিম নিযুক্ত করলেও তাতে কোনো ফল হয় নি। মুসা খাঁ নিজকে স্রষ্টার কাছে সঁপে দিয়ে দুনিয়ার চিন্তাভাবনার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ মুসা খাঁর আঠার উনিশ বৎসর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাসুমখাঁকে সম্মানসূচক শাহী পোশাক উপহার দেন। তাকে সান্ত্বনা দেওয়া হয় এবং উচচতম মর্যাদা দেওয়া হয়। মুসা খাঁর পেশওয়া (মন্ত্রী) খাজা চান্দ, রামাই লস্কর, নৌ সৈন্যাধ্যক্ষ আদিল খাঁ ও জানক বালহামকেও সম্মানসূচক পোশাক প্রদান করা হয় এবং তাদের তারা যেমন মুসা খাঁর পেশওয়া ছিলেন তেমনি তাদের মাসুম খাঁর পেশওয়া পদে বহাল রাখেন। ইব্রাহাহিম খাঁ মাসুম খাঁকে পুত্র স্নেহে লালন করেন এবং তিনি বাঙ্গালা দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যে আত্মনিয়াগ করেন।

যদুনায়কের বিরুদ্ধে সিতাব খাঁর অভিযান : এবার সিতাব খাঁ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। হাতী ধরা সম্বন্ধে সুবেদারকে চিঠি লিখে সিতাব খাঁ হাতীগুলিকে পোষ মানাবার জন্য সেখানে এক সপ্তাহ অবস্থান করেন। তার ভাগিনা মুকাত্তির শোয়াল কুচি থেকে কুণ্ঠাঘাট থানায় আসার এবং তার এখানে আসার ইচ্ছার খবর পেয়ে সিতাব খাঁ মনে মনে ভাবলেন যে, হাতী ধরার কাজ শেষ হওয়ার আগেই তাকে এখানে আসার জন্য বলা উচিত ছিলো। কিন্তু এখন সে উত্তেজনা শেষ হয়ে গেছে এবং এখানকার আবহাওয়াও খুবই অস্বাস্থ্যকর; তাই তিনি কুণ্ঠাঘাট থানা অভিমুখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে পেঁৗছেন। মুফাত্তি তার পদ চুম্বন করে ধন্য হন। এখানেও তিনি এক সপ্তাহ অবস্থান করেন এবং পরে শোয়ালকুচি যাত্রা করেন। বগ্রীবাড়ী পেঁৗছে তিনি ভাবলেন যে, তিনি স্বয়ং যদুনায়কের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাকে নিশ্চিহ্ন করবেন। তাই তিনি তার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেন।

খেদাতে অদ্ভুত জিনিস পরিলক্ষিত : যেখানে ধরা হয় সেখানে দুটি অদ্ভুত জিনিস দেখা যায়। প্রথমত যে সব জঙ্গলে হাতী থাকে এবং যেখানে পালির জন্য পাইক মোতায়েন করা হয়—অর্থাৎ হাতী যাতে চলে না যায় তা লক্ষ্য রাখবার জন্য তারা সব সময় চৌকিতে বসে হাতী পাহারা দিত। হাতী চলে যেতে পারে এই আশঙ্কায় তারা পানীয় জলের জন্যও দূরে কোথাও যেতে পারতো না। নিম্নরূপ উপায়ে তারা পানি সংগ্রহ করতো : সে জঙ্গলে এক প্রকার গাছ আছে। তরবারির আঘাতে সে গাছের ছাল কেটে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কাটস্থান থেকে এতো পানি

বের হয় যে, তাতে দুটি কলসী ভরে যায়। কত স্বচ্ছ সে পানি। সৌন্দর্যে, স্বাদে এবং মিষ্টতায় তা নদীর স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ পানির মতো। পার্থক্য শুধু এই যে, যদি কেউ তা অধিক মাত্রায় পান করে তাহলে এর অত্যধিক শীলতার জন্য তখন তখনই জ্বর এসে যায় এবং সে জ্বরে দীর্ঘদিন ভোগতে হয়। আর যদি অর্ধেক পিপাসা মিটাবার জন্য তা পান করা যায়, তাতে কোনো ক্ষতি হয় না। শুরু থেকে প্রতি একশো হাত দূরে দূরে দুজন করে এক এক দল পালি মোতায়েন করা হয়। যে সব সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয় তা হচ্ছে : তারা বাঁশ কেটে তাতে এক হাত লম্বা বাঁশের ঢুকরা দুপাশে ঢ়ুকিয়ে দেয়। সেগুলি একত্রে জমা করা হয়। এদের নীচে শুক্‌না খড় বিছান হয় এবং তা একটি চৌকির শেষ প্রান্ত থেকে অপর চৌকি পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই বেড় থেকে হাতী যখন বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তখন একটি পালি বাঁ থেকে এবং আর একটি ডান থেকে, হাতে আগুন নিয়ে দৌড়ে আসে এবং স্তূপীকৃত বাঁশের টুকরাগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনে বাঁশের গাঁটগুলি ফেটে বড় বন্দুকের মতো আওয়াজ হয়। এতে হাতীগুলি ফিরে যায় ঘেরের মধ্যে। এমনিভাবে এদের বাইরে যাওয়া বন্ধ করা হয়। এ ছাড়াও তারা একটি আস্ত বংশ দণ্ড যার অর্ধেকের মধ্য ভাগে ফাঁক করে দেওয়া হয় এবং এর এক অর্ধাংশে দড়ি বাঁধা হয়। দুটি পালির একটি সেই দড়ি টানে এবং সব সময় শব্দ হয়। একে 'টেকা' বলা হয়। তারা দু'খণ্ড বাঁশও ব্যবহার করে যার একটি বাঁকিয়ে নেওয়া হয়, অপরটি মাঝখানে বাঁকান হয় এবং সেগুলির প্রতি দু' আঙ্গুল পরপর ছিদ্র করা হয়। এগুলিকে রণদামামার মতো বাজান হয় এবং তা থেকে দুটি বড় রণ দামামার আওয়াজ বের হয়। কোচ ভাষায় একে ডাঁঙ্ক ডঙ্কা বলা হয়। দ্বিতীয় অদ্ভুত জিনিসটি হচ্ছে : সেখানে একটি ছোট স্রোতস্বিনী নদী আছে। তাকে 'লুপানী' বলা হয়। এই স্রোতস্বিনীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, ভোর হওয়ার চার ঘড়ি পূর্ব থেকে সকাল ছ'ঘড়ি পর্যন্ত তার পানি এতো উচ্চতা লাভ করে যে, কোনো কোনো গভীর স্থানে পানি মানুষের কোমর পর্যন্ত উচু হয়, এবং পরে তা ক্রমে শুকিয়ে এমন পর্যায়ে আসে যে, মানুষের হাঁটুও তাতে ডুবে না। সন্ধ্যার ছ' ঘড়ি পূর্বে তা সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যায়। আবার রাত এক পহর শেষে পানি বাড়তে শুরু করে এরপর পানি আবার অদৃশ্য হয়ে যায়।

সিতাব খাঁর ভোজমালা যাত্রা : পাঁচ দিন পর সিতাব খাঁ তার রাজস্ব ও অন্যান্য কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদী পার হন এবং যদুনায়ককে নিশ্চিত নিশ্চিহ্ন করার জন্য যাত্রা করেন। তিনি প্রথম থামেন নাগের বেড়ায়। সেখানে

থানার তিনি ভোজ মালার উদ্দেশ্যে রওনা হন। সিতাব খাঁর ভাগিনা মুফাত্তি গুরুতর রূপে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে সিতাব খাঁর চাচা মির্জা মাদাবীর সঙ্গে করে তার মায়ের নিকট শোয়ালকুচি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেতাব খাঁ সেখান থেকে রওনা হয়ে এগিয়ে যান। মুফাত্ত ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে পৌঁছেন। এ সময়ে সিতাব খাঁর এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। সিতাব খাঁর খোজা খাজা আলমাস খাঁর নিকট থেকে পুরস্কার লাভের আশায় সে খবর নিয়ে এক ছোট নৌকায় চড়ে শোয়ালকুচি থেকে দ্রুত ছুটে আসে। কিন্তু তাতে লাভ কিছুই হয় নি। ততোক্ষণে সিতাব খাঁ তার পঞ্চম অবস্থান স্থলে পেঁাছে গেছেন। পাহাড়িগণ রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাই তাদের ভয়ে কেউ সে খবর নিয়ে যেতে পারে নি। অবশেষে জাখালীর ডাণ্ডা পরগনার শিকদার হবিব খাঁ নামক এক গারো সরদারের মারফৎ সে খবর সিতাব খাঁর নিকট পাঠান। খাজা আলমাস মুফাত্তিকে সঙ্গে নিয়ে শোয়ালকুচি ফিরে আসে। সেই গারো পুরস্কারের আশায় ছ' দিনের পথ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে চলে চার পহরের মধ্যে সেখানে পেঁাছে সিতাব খাঁর নিকট সে সংবাদ প্রদান করে। এতে তার বন্ধুমহল ও শাহী কর্মচারীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়। আনন্দ ও সুসংবাদে ভেরী বাজান হয়। স্থানটি জঙ্গলপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও প্রচুর খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় এবং সমস্ত লোকজনদের খাওয়ান হয়। জাফরান ছড়ান এবং গোলাপের আতরণ ছিটান হয়। অতঃপর তারা বিশ্রাম গ্রহণ করে। প্রহরীদের সতর্কতা ও তৎপরতার সঙ্গে পাহারা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরদিন সকালে যাত্রা পুনরায় শুরু হয়। সিতাব খাঁর চাচা নদীর উজান দিকে চলে নয় দিন পর সিতাব খাঁ ভাগিনা মুফাত্তিকে নিয়ে নিরাপদে তার মায়ের নিকট নিয়ে আসেন এবং সিতাব খাকে তাদের নিরাপদে পেঁাছার সংবাদ লিখে জানান।

যদুনায়কের পলায়ন : যদুনায়ক যখন দেখতে পায় যে, সিতাব খাঁ এগিয়ে আসছেন, তখন আট হাজার পাইক নিয়ে তার অগ্রগমনের পথ রুদ্ধ করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অগ্রবর্তী বাহিনীতে অবস্থানরত খাজা সাদত খাঁ যুদ্ধ শুরু করেন এবং পরে মস্ত আলিবেগ, নিক্ মোহাম্মদ বেগ, মোস্তাফা কুলি বেগ। মির আবদুস সামাদ, হাতিম খাঁ, হাবিব খাঁ লোদী এবং অন্যান্য আরো অনেক অভিজ্ঞ ও কর্তব্য নিষ্ঠ কর্মচারীগণ তাদের ঘোড়া থেকে অবতরণ করে সেই ভীষণ যুদ্ধে যোগ দেন। এক অদ্ভুত লড়াই শুরু হয়ে যায়। যদুনায়ক এই বাহিনীকে তিনবার হটে যেতে বাধ্য করে। এবং প্রতিবারই এই যুদ্ধপ্রিয় বীরগণ তাদের কেন্দ্রস্থিত বাহিনীর সহায়তায় শত্রুর বাহিনীকে পর্যদস্ত করার জন্য কঠোরতম প্রচেষ্টা চালায়। তারা

শত্রুদের বনে জঙ্গলে বিতাড়িত করে। হত ও আহত শত্রুর অসংখ্য লাশ স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকে। সিতাব খাঁ যখন দেখালেন যে বিদ্রোহীরা পিছু হটছে না তখন তিনি তার ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন এবং ঢাল দিয়ে মুখ ঢেকে দ্রুত এগিয়ে যান। খাঁর অগ্রগমন দেখে কেন্দ্রস্থিত সমগ্র বাহিনী দ্রুত ধাবিত হয় এবং অগ্রবর্তীবাহিনী কেন্দ্রের সহায়তায় বিদ্রোহীদেরে প্রতিহত করে। যদু নায়ক আহত হয়। তার দলের মধ্যে ভীষণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং তারা পালিয়ে যায়। তখন বিজয় ভেরী বাজান হয়। এরপর দেখা যায় যে, একশোরও অধিক বিদ্রোহী নিহত হয়েছে। দ্বিগুণ সংখ্যক আহত হয়ে আশেপাশে ধ্বংস হয়। অন্যরা অর্ধমৃত অবস্থায় পালিয়ে যায়। সেখান থেকে সিতাব খাঁ সুশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে থেকে এক ক্রোশ দূরে এক স্থানে এসে শিবির স্থাপন করেন।

যদু নায়কের পার্বত্য দুর্গ অধিকৃত : পরদিন সকালে অনুগত জমিদারদের পরিচালনায় সিতাব খাঁ তার সমস্ত সৈন্যদের নিয়ে পদব্রজে পাহাড়ের অভিমুখে রওয়ানা হন। পাহাড়ের চার ক্রোশ ভিতরে ঢুকে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত বিদ্রোহীদের দুর্গে পেঁৗছেন। দুর্গটি অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিলো। বিদ্রোহীরা বহু গাছের গোড়া দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয়। খাঁ এর সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সমস্ত শক্তি নিয়ে দুর্গ আক্রমণ করেন। চার ঘড়ি কঠোর যুদ্ধের পর দুর্গটি অধিকৃত হয়। বিদ্রোহীরা জঙ্গলে পালিয়ে যায়। বিজয় দুন্দুভী বাজান হয়। পরে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত তাদের শিবিরে ফিরে আসেন। পদব্রজে নয় ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করে তারা অত্যাশ্চর্য রক্ষম ফল লাভ করে।

যদু নায়কের পশ্চাদ্ধাবন : অতঃপর সিদ্ধান্ত করা হয় যে, তিনশো অভিজ্ঞ অশ্বারোহী দু'হাজার কোচ পদাতিক এবং পাঁচশো বন্দুকধারী সৈন্য নিয়ে নিক্‌মোহাম্মদ বেগ পদব্রজে যদু নায়কের অনুসন্ধানে যাবে এবং যেখানেই পাওয়া যায় তাকে বন্দী করে নিয়ে আসবে। সিতাব খাঁ পাহাড়ের নীচে দিয়ে এগিয়ে যাবেনা। তদনুযায়ী নিক্‌ মোহাম্মদ বেগ বহু রণ সম্ভার নিয়ে তার কাজ সমাধা করতে পাহাড়ের উপর দিয়ে যাত্রা করেন। সিতাব খাঁ কোচ পাইকদের সরদারদের পঞ্চাশটি লাবাক্‌চা অর্থাৎ কাঁচা বাঁশের তৈরী ডুলির মতো মানুষবাহিত পাল্কী তৈরী করার নির্দেশ দেন। এগুলি নিক্‌মোহাম্মদ বেগের সঙ্গে প্রেরণ করা হয়। দেড়শো শক্তিশালী

কোচকে নিযুক্ত করা হয় এবং এই হুকুম দেওয়া হয় যে, যদি কোনো সম্ভ্রান্ত সামরিক কর্মচারী পাহাড়ে উঠতে অক্ষম হন। তাহলে তারা তাকে একটি লাবাকচায় চড়িয়ে বহন করে নিয়ে যাবে, যাতে প্রয়োজনের সময় তিনি এ থেকে বেরিয়ে তার সঙ্গীদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন। রবিবার দিন এক শুভ মুহূর্তে নিক্ মোহাম্মদ বেদ পাহাড় অভিমুখে রওয়ানা হন। সিতাব খাঁও পাহড়ের নীচে দিয়ে এগিয়ে ঘান। পাঁচ কোশ গিয়ে শিবির স্থাপন করা হয়। সৈন্যবাহিনীকে দুভাগে ভাগ করা হয় এবং দুই তৃতীয়াংশ পাহাড়ের নীচে চলে গিয়েছিলো এবং এক তৃতীয়াংশ তাদের হাতীসহ সিতাব খাঁর সঙ্গে ছিলো। তাই সতর্কতা ও তৎপরতার সঙ্গে রাত কাটাবার জন্য একটি দুর্গ তৈরী করা হয়। নিক্ মোহাম্মদ বেগ পাহাড়ের অভ্যন্তরে পেঁাছে তিনি জায়াগায় অগ্নি সংযোগ করে। এখানে উপর রাজাদের এবং পাহাড়ি লোকদের সাহায্যে বিদ্রোহীরা দুর্গ তৈরী করেছিলো। এই তিন জায়গায়ই বহু বিদ্রোহী নিহত ও আহত হয়। তাদেরে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়।

যদু নায়ক বন্দী: যদুনায়ক তখন উপরস্ত পাহাড়ী অঞ্চলের চতুর্থ পর্বত শ্রেণীর শাসনকর্তা রাজা নীল রঙ্গিলীর আশ্রয় নেয়। সে তার পরিবার-পরিজন নিয়ে সেখানে যায়। রাজা নীল রঙ্গীলী তাকে আশ্রয় দেন। পরে যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, শাহী বাহিনী তার পাহাড় আক্রমণ করার জন্য এসে পেঁাছেছে তখন তিনি যদু নায়ককে বন্দী করে রাখেন এবং তার সামর্থ-অনুযায়ী শাহী বাহিনীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। প্রথম দিন শাহী বাহিনী বহু পর্বত অতিক্রম করে দীর্ঘ পথ চলে এসেছে। তাই সেদিন দুর্গ অধিকার করা যায় নি এবং তাদেরে উৎকণ্ঠিত থাকতে হয়। রাত্রে শত্রুগণ নৈশ আক্রমণ চালায়। কিন্তু বীর যোদ্ধারা প্রস্তুত হয়েই ছিলো। নিক্ মোহাম্মদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন পাইকদের সরদারেরা ভীষণভাবে লড়াই করে। পাহাড়ীরা সহ্য করতে না পেরে পরাজিত হয়ে তাদের দুর্গে ফিরে যায়। পরদিন ভোরে, আলোচনা চালাবার জন্য দূত পাঠান হয়। নিক্ মোহাম্মদ বেগ অনুগত জমিদারদের মাধ্যমে নীল রঙ্গিলীর নিকট নির্দেশ পাঠান: 'আপনার পাহাড়টি আপনি ধ্বংস করতে চাইছেন কেন? এরূপ শত শত পাহাড়ে চড়লেও আমরা তার পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত হব না। তাই তাকে তার স্ত্রী-পুত্রসহ বন্দী করে জীবিত অবস্থায় প্রেরণ করলে আমাদের প্রভুর নিকট বহু পুরস্কার পাবেন। আপনাকে উপরের পাহাড়ের রাজাদের সরদার করা হবে। যে কালিচা (সিংহাসনের কার্পেট, জয় লাভ করাকে আপনারা অত্যন্ত গৌরবজনক বিষয় বলে মনে

করেন তা আপনাকে দেওয়া হবে এবং আমরা ফিরে যাওয়ার পূর্বে আপনাকে রাজ-টিকা দিয়ে যাব।' রাজা বললেন: 'আমি যদুনায়ককে তার পরিবার ও অনুসারীদেরসহ আপানার কাছে অর্পণ করব। তার জন্য আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে স্বর্ণ খচিত সম্মানসূচক পোশাক দিতে হবে, আমার আত্মীয়দের তিনশো টাকা পুরস্কার এবং সমস্ত রাজাদের সরদারীর প্রতীক কালিচা ও রাজটিকা আমায় দিতে হবে।' নিক্ মোহাম্মদ বেগ এই সমস্ত শর্ত মেনে নেন। এ ব্যবস্থার পর তিনি ও তার স্ত্রী নিক্ মোহাম্মদের সামনেই সম্মানসূচক পোশাক পরিধান করেন। তিনি চুক্তিকৃত টাকা, কালিচা এবং রাজটিকা লাভ করেন। নিক্ মোহাম্মদ তাকে খুব তাড়াতাড়ি বিদায় দেন।* রাজার লোকজন যদুনায়ককে বন্দী করে নিয়ে আসেন এবং নিক্ মোহাম্মদ বেগের নিকট অর্পণ করেন। রাজার আগমন সম্মানসূচক পোশাক গ্রহণ এবং যদুনায়ককে নিয়ে আসার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণের সংবাদ সিতাব খাঁকে জানান হয়। সংবাদ প্রেরণের সামান্য পরেই যদুনায়ককে বন্দী করে নিক্ মোহাম্মদও সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে সৈন্যবাহিনী ও বন্দীদের নিয়ে সিতাব খাঁর নিকট পেঁৗছে অশেষ সম্মান লাভ করে।

সিতাব খাঁর শোয়াল কুচি প্রত্যাবর্তন: এ স্থানের অদ্ভুত জলবায়ু এবং গান্ধী নামক এক প্রকার পোকার জন্য সৈনিকের শরীরে এক রকম ঘা হয়, যা থেকে তরমুজের মতো হল্‌দে পানি নির্গত হয়। সকলের গায়েই ফোসকা ও ঘা-এর দাগ পড়ে যায়। সিতাব খাঁ যদু নায়কের পাঁচজন সরদারকে হাতীর পায়ের নিচে পিষে মারার হুকুম দেন। পরদিন ভোরে তিনি যদুনায়ক তার আত্মীয় মানুই দালাই এবং তাদের পরিবারসহ শোয়ালকুচি রওয়ানা হয়ে চতুর্দশ মঞ্জিল অতিক্রমের পর সেখানে পেঁৗছেন।

সিতাব খাঁ কর্তৃক তাঁর কর্মচারীবৃন্দ পুরস্কৃত: যে সব লোক ভাল কাজ করেছে বিশেষকরে যারা মোহাম্মদ বেগের সঙ্গে ছিলো তাঁদের বেতন আড়াই গুণ; পাঁচগুণ ও দশ গুণবৃদ্ধি করা হয়। নিক্ মোহাম্মদ বেগকে সম্মানসূচক পোশাক এবং একটি উচ্চ-জাতের ইরাকী ঘোড়া উপহার দেওয়া হয়। নিম্নে যে চৌদ্দজন যোদ্ধার নাম উল্লিখিত হয়েছে সিতাব খাঁ তাদের প্রত্যেককেই একটি করে ঘোড়া উপহার দেন। তারা হচ্ছে, মিঞা খাজা আহম্মদ, সঙ্গীফ খাঁ, হাবিব খাঁ, মির আবদুস সামাদ, দ্বিতীয় হাবিব খাঁ, হাবিব খাঁর ভাই আলম খাঁ, শেখ আওলিয়া, শেখ আমানুল্লা, খাজা আহাম্মদ, নিজামউদ্দীন, রকনউদ্দীন, শের খাঁ কাকর, শেখ চামরু এবং আলিখাঁ রোহিলা। প্রতিটি দিন ও

* এখানে দুটি শব্দ বিকৃত হয়ে গেছে।

রাত সঙ্গীতের জল্সা গাল্পিক, কবি ও গ্রন্থপাঠকের সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্যে কাটে। কিছু দিন পর কয়েকজন, লোকের মধ্যস্থতায় এবং পাঁচ হাজার টাকা মুক্তিপণ দিয়ে মানুই দালাই মুক্তি লাভ করে। মানুই দালাই অনুগত থাকে কিনা তার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য তাকে টাপ্পা জুমরিয়ার থানাদার হাবিব খাঁর নিকট অর্পণ করা হয়। শেখ আমানুল্লাকে পুনরায় কুণ্ঠাঘাট প্রেরণ করা হয়। বাঙ্কশীলসকর ও কুণ্ঠাঘাটের অন্যান্য সরদারের নিকট চিঠি লিখা হয় তাতে তাদের আর একটি খেদার বন্দোবস্ত করার জন্য বলা হয়। এর জন্য তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে। শেখ আমানউল্লার মারফৎ সতরজন হাতীধরাদের সরদার ও ভৃত্যদের সরদারদের সম্মানসূচক পোশাক প্রেরণ করা হয়। কুণ্ঠাঘাটে অবস্থানরত বল ভদ্রদাসকে নির্দেশ দেওয়া হয় দ্বিতীয় একটি খেদার ব্যবস্থা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে। তদনুযায়ী উক্তরায় সরদারদের তলব করেন এবং তাদের সম্মানসূচক পোশাকগুলি দেন এবং তাদের উৎসাহিত করে শেখ আমানউল্লার সঙ্গে খেদায় প্রেরণ করেন বন্য হাতী ধরার জন্য। তাদের সঙ্গে কুড়িজন বন্দুকধারী লোককেও প্রেরণ করা হয়। তিনি নিজে তাঁর নিজ কাজে ব্যস্ত থাকবেন।

শাহজাহানের বিদ্রোহ : এবার ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ এবং বিশেষ করে উড়িষ্যার সুবেদার আহম্মদ বেগ খাঁ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। নিম্নলিখিত চূড়ান্ত শাহী-ফরমান ইব্রাহিম খাঁর নিকট প্রেরণ করা হয়: 'দক্ষিণাত্য থেকে সংবাদ এসেছে যে, শাহজাদা পারভিজের শাহীদরবার থেকে বিদায়ের পর শাহজাদা শাহজাহান ক্রোদ্ধ হয়ে বুরহানপুর ত্যাগ করে জঙ্গলে চলে গেছেন। তিনি কোথায় গেছেন তা অজ্ঞাত। তাই উড়িষ্যার এবং আহমদ বেগ খাঁর কার্যকলাপকে অবহেলা করবেন না। সেখানকার কার্যকলাপ এমনভাবে বন্দোবস্ত করবেন যে, শাহজাহান কর্তৃক যেন সে অঞ্চলে কোনো অনিষ্ট সাধিত না হয়। তদনুযায়ী ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ সব সময় আহম্মদ বেগের নিকট উপদেশপূর্ণ চিঠি লিখতেন। তিনি সেখানকার আনাচকানাচের খবরও রাখতেন। তিনি শাহজাদার বাহিনীর পেঁছার রিপোর্ট শোনার জন্য কান খোলা রাখতেন। কারণ নির্দেশ পালন করা ছাড়া খাঁ ফতেজঙ্গের অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। তবুও সাহেব কিরানীর (তৈমুর) বংশের প্রতি তার আনুগত্যের জন্য শাহেনশাহ জাহাঙ্গীর বাদ্শার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি নিজে শহীদ হয়েও তার আনুগত্য প্রমাণ করবেন। এবং এমনি করে শাহজাদা শাহজাহানকে বাঙলা দেশ ছেড়ে দিবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন। শাহজাদার পথে তাই তিনি কোনোরূপ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। আহম্মদ বেগ যে তার চেয়ে আরও অধিক উদাসীন মনোভাব গ্রহণ করেন তা পরে বর্ণিত হবে[২২]।

ষষ্ঠ অধ্যায়

[শাহজাহানের বিদ্রোহ। দক্ষিণাত্য থেকে তাঁর ঢাকা যাত্রা। শাহী পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ। ইব্রাহিম খাঁর মৃত্যু। শাহজাহান কর্তৃক বাঙলা অধিকার।]

শাহজাহানের কটক উপস্থিতি। এই সুদীর্ঘ বিবরণের সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে: আহম্মদ বেগ খাঁ[১] যখন জানতে পারলেন যে শাহ্জাদা বানপুর[২] পেঁাছেছেন, তখন তিনি একজন কর্মচারী হিসাবে শাহাজাদাকে বাধা দেওয়ার সাহস পান নি। যে পার্বত্য পথে[৩] মাত্র পাঁচশো বন্দুকধারী সৈনিক তিনশো থেকে চারশো হাজার সৈনিকদের অগ্রাগমন বন্ধ করে দিতে পারে সেই গিরিপথটিই শাহজাদা তার মাত্র পাঁচ থেকে ছয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বিনা যুদ্ধে অতিক্রম করে আসেন এবং উড়িষ্যা থেকে বাঙলা রওনা হয়ে যান। যেখানেই তিনি নেমেছেন সেখানেই ধ্বংস সাধন করেছেন। শাহজাদা নির্বিঘ্নে খুরদা পেঁাছেন। রাজা পুরুষোত্তম রাজা পঞ্চ,[৪] রাজা নীলিগিরি, বাজাদার এবং উড়িষ্যার অন্যান্য জমিদারগণ শাহজাদার সামনে উপস্থিত হয়ে তার পদচুম্বনের সম্মান অর্জন করেন। শাহজাদা তার দরবারসহ কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করেন এবং প্রদেশের[৫] সমস্ত কার্যের বন্দোবস্ত করেন। তার এই বিজয় অভিযান সে অঞ্চলের জমিদারদের মধ্যে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। পর্তুগালের রাজার আত্মীয় ক্যাপ্টান ছানিক[৬] অর্থাৎ ফিরিঙ্গী সরদার যিনি শাহী সুবেদারের সমমর্যাদাসম্পন্ন পদে সমাসীন ছিলেন এবং যিনি উড়িষ্যা প্রদেশের হুগলী, পিপ্লি ও অন্যান্য অংশের জন্য পর্তুগালের রাজার প্রতিভূস্বরূপ ছিলেন, মনে মনে ভাবলেন যে, শাহজাদার পদচুম্বন দ্বারা তার অধিকতম স্বার্থ আদায় হবে। তিনি পাঁচটি জলহস্তী এবং এক লক্ষ টাকা মূল্যের দুষ্প্রাপ্য মণিমুক্তা ও মণিমুক্তা বিখচিত যন্ত্রপাতি নিয়ে শাহজাদার সামনে এসে তার পদচুম্বন করে নিজকে কৃতার্থ করেন। মহামান্য শাহজাদা কিবলা তাকে তাঁর অনুমতিক্রমে তিন দিন তাঁর সঙ্গে রাখেন। প্রতি দিন তিনি তাকে সম্মানসূচক পোশাক, ভারত, কাশ্মীর, ইরাক, পারস্য, রোম এবং অন্যান্য স্থানের মূল্যবান উপহারদ্রব্য উপহার দেন—যা তিনি জীবনে কোনো দিন দেখেন নি। তার বিদায়ের দিন তাকে একটি বিশেষ সম্মানসূচক পোশাক, একটি ইরাকী এবং একটি তুর্কী ঘোড়া, মণিমুক্তা খচিত জিন ও লাগাম এবং একটি তরবারি প্রদান করেন এবং বহু অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তাকে বিদায় দেন। মোহাম্মদ তাকি[৭] নামক তার জনৈক অনুগৃহীত কর্মচারীকে তিনি উড়িষ্যার সুবেদারী এবং পাঁচ হাজারী মসনব ও শাহ কুলি খাঁ

উপাধি প্রদান করেন। তাকে বহুসংখ্যক অনুগত কর্মচারীসহ উড়িষ্যায় রেখে যান। অতঃপর তিনি (শাহজাহান) এগিয়ে চলেন।

আহম্মদ বেগের আকবর নগর পলায়ন। আহম্মদ বেগ খাঁ বর্ধমানে মির্জা শামীর পুত্র মির্জা সালেহর নিকট চলে যান তিনি সেখান থেকে মির্জা সালেহর[৮] সঙ্গে আকবর নগর প্রকাশ রাজমল যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মির্জা সালেহ এতে সম্মত হন নি। তিনি দুর্গকে সুরক্ষিত করার জন্য সেখানে থেকে যান। আহম্মদ বেগ একাকীই আকবর নগর গমন করেন। মহামান্য শাহজাদা শাহজাহান আনন্দিত মনে ও নির্বিঘ্নে মেদনীপুর পেঁ ৗছেন। তিনি মোহাম্মদ শাহকে শাহ বেগ খাঁ উপাধি প্রদান করে মেদনীপুর রেখে যান। সেখান থেকে দ্রুত চলে তিনি বর্ধমানের সন্নিকটে পেঁ ৗছেন।

শাহজাহান কর্তৃক বর্ধমান অধিকার। মির্জা সালেহ দুর্ভাগ্যবশত শাহজাদা কিবলার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দুর্গ রক্ষার ভার নেন। শাহজাদা বর্ধমান দুর্গে পেঁ ৗছেন। চারদিক থেকে দুর্গটি প্রধান সেনাপতি আব্দুল্লা খাঁ ফিরোজ জঙ্গ,[৯] রাজা ভীম,[১০] দরিয়া খাঁ রোহিলা, সাজ্জাত খাঁ ওরফে সৈয়দ জাফর, নাসির খাঁ ওরফে খাজা সাবির,[১১] রাও মানরূপ, রাজা শার্দুল, লস্কর শের খাজা এবং খাজা ওসমানের ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র খাজা ইব্রাহিম ও খাজা দাউদ, বাবু খাঁ এবং দরিয়া খাঁর পুত্র বাহাদুর খাঁ দ্বারা আক্রান্ত হয়। কৃত্রিম প্রতিবন্ধকের (সিবা ও সাবাত) আড়ালে এগিয়ে গিয়ে তারা একটি সুবিধাজনক স্থান অধিকার করেন। এতে মির্জা সালেহ ভীষণভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েন। তিনি বাইজীদের নৃত্যগীত উপভোগ করে দিন ও রাত কাটাচ্ছিলেন। তার সৈন্যগণ পরিখা থেকে ভীষণভাবে প্রতিরোধ করে। শাহজাদার বীর যোদ্ধাগণ তাদের সামনে গর্দান রেখে তাদের আক্রমণ চালিয়ে দুর্গটি ভীষণভাবে চেপে ধরে। মির্জা সালেহর হুশ হয়। তার স্ত্রীর উপদেশ মতো এবং মহামান্যা মমতাজ মহলের মধ্যস্থতায় বিনীতভাবে এবং অবনত মস্তকে একাকী শাহজাদার বাসভবনের ফটকে এসে হাজির হন। দাবার খাঁ[১২] তাকে নিয়ে শাহজাদা ও কিবলা শাহজাহানের পদ-প্রান্তে হাজির করেন। এই মূর্খ কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকটির শাস্তি পাওয়া উচিত ছিলো কিন্তু তার বহু দিনের সেবার কথা বিবেচনা করে তাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করা হয় এবং আবদ্ধ করে রাখা হয়। পরে তাকে একটি হাতীতে চড়িয়ে তার (শাহজাদার) সঙ্গে নেওয়া হয়। খাঁ দাওরানের বেতনের পরিবর্তে বর্ধমানের জায়গীর তাকে প্রদান করা হয় এবং তার ভ্রাতা

দুরমুজ বেগকে বর্ধমানের ভার দিয়ে রেখে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তারা রাজমহল অভিমুখে রওয়ানা হন।

ইব্রাহিম খাঁর আকবর নগর যাত্রা। এবার আহম্মদ খাঁ বেগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। মির্জা সালেহকে রেখে তিনি আকবর নগর পেঁৗছেন এবং জাহাঙ্গীর নগরে খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট চিঠি লিখে সমস্ত বিবরণ জানান। অতি দ্রুতগামী নৌকাযোগে চিঠিটি প্রেরিত হয়। অতিদ্রুত চলে সংবাদবাহী খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট পেঁৗছে চিঠিটি তাকে দেয়। খাঁ ফতেজঙ্গ এক হাজার বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ নির্বাচিত সৈন্য তাঁর বখ্‌শী মির্জাবাকির অধীন ফুলডুবী থানায় প্রেরণ করেন। যশোহর, ত্রিপুরা, ভালোয়া, সিলেট এবং কাছাড় থানাসমূহের সন্তোষজনক ব্যবস্থা করে তিনি (খাঁ ফতেজঙ্গ) অবশিষ্ট শাহী বাহিনীসহ আকবর নগর রওয়ানা হন। তার ব্যক্তিগত সহকারী এবং তার পারিবারিক কর্মচারীদের প্রধান ইদ্রিসকে পাঁচশো অশ্বারোহী ও একহাজার বন্দুকধারী সৈন্যসহ জাহাঙ্গীর নগরে তাঁর মহলের (হেরেমের) ভার প্রদান করে যান। তিনি দ্রুত চলে সাত দিনের মধ্যে আকবর নগর পেঁৗছেন। তিনি তার পুত্রের সমাধিটি[১৩] (মক্‌বেরা) প্রতিরক্ষা দুর্গের মতো সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় করেন। এর অধিনায়ক নিয়োগ করেন তার ভ্রাতুষ্পুত্র মির্জা ইউসুফকে এই সমাধি দুর্গে জালাইর খাঁ ও অন্যান্য উচচপদস্থ কর্মচারীদের রেখে তিনি গঙ্গা নদীর তীরে গিয়ে তার শিবির স্থাপন করেন। আকবর নগর প্রকাশ রাজমহলের সুদৃঢ় দুর্গটি তার রণতরী থেকে দূরে থাকায় তিনি তা পরিত্যাগ করেন।

ইব্রাহিম খা সমর্পণে অস্বীকৃত। শাহজাদা শাহজাহান অনেক মঞ্জিল অতিক্রম করে আকবর নগর শহরের দুর্গে এসে অবস্থান করেন। আসফ খাঁ মরহুম (?) ওরফে মির্জা জাফরের পুত্র ইতিমাদ খাঁ ওরফে খাজা ইদ্রাককে অনুকূল শর্তসহ খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট প্রেরণ করেন। তার সে বার্তার মর্ম এইরূপ: 'বিশ্বস্ত ও কর্তব্যনিষ্ঠ পুরাতন কর্মচারী নওয়াব আসফজার[১৪] আত্মীয় হওয়ায় তাকে আমার নিজের আত্মীয় বিবেচনা করি। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার সামনে এসে আমার পদচুম্বন করা তার উচিত। শাহজাদা আওরঙ্গজিবের সঙ্গে তার বাঙলায় অবস্থান করা উচিত, যাতে তিনি পাটনা শহর অধিকারে অংশগ্রহণ করার জন্য যেতে পারেন। তিনি তার পশ্চাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকতে পারেন।' আসফ খাঁ জাফরের সহচর খাজা ইতিমাদ খাঁ, খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট গমন করেন এবং

অনেক রকম বুঝিয়ে তাকে তাদের পক্ষে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু নিমক হালাল খাঁ ফতেজঙ্গ শালীনতার গণ্ডীর মধ্যে থেকে বলেন: 'দুনিয়ার কিবলার পদযুগলে আমার হাজার জীবন উৎসর্গ করে এবং তা চুম্বন করে কিবলার পুত্রের দরবারের ধূলি পরিষ্কার করার সম্মান গ্রহণ দ্বারা নিজকে সুখী করাকে আমি ইহ পরকালের আনন্দ বলে বিবেচনা করি। কিন্তু আমার মনিবের নিমক এরূপ কাজ করা থেকে আমাকে বিরত রাখছে। সেই জগৎ জ্যোতির ইহ ও পরকালের মঙ্গল আলোকে দেখতে পাচ্ছি যে, আমাকে প্রকৃত কিবলার (জাহাঙ্গীর) সন্তুষ্টি বিধান করতে হবে। কর্তব্যের পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারি না'। তিনি তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বিশ্বস্থতা দেখিয়ে অনেক কথা বলে ইতিমাদ খাঁকে বিদায় দেন। ইতিমাদ খাঁ শাহজাদার নিকট ফিরে এসে ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে তার আলোচনার কথা রিপোর্ট করেন। মহামান্য* শাহজাহান তখন তার সিপাহসালার (প্রধান সেনাপতি) আবদুল্লাহ খাঁ ফিরোজ জঙ্গের উপদেশ অনুযায়ী সমাধি দুর্গ অবরোধ করার জন্য দরাব খাঁর নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণের নির্দেশ দেন। তারা বিভিন্ন স্থানে পরিখা খনন করে এবং কৃত্রিম প্রতিবন্ধকের আড়ালে এগিয়ে গিয়ে তিন দিক থেকে দূর্গ আক্রমণ করে।

গঙ্গার তীরে যুদ্ধ। দরিয়া খাঁ, বাবু খাঁ বারিজ এবং আফগানদের একটি দলকে পান্তির[৫] বিপরীত দিকে গঙ্গা নদী পার হয়ে তাজপুর পুর্নিয়া হয়ে ইব্রাহিম খাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তদনুযায়ী দরিয়া খাঁ বেপারীদের নৌকায় দিনের বেলা নদী পার হয়ে বালুময় সমতল ভূমিতে শিবির স্থাপন করে। এ সংবাদ খাঁ ফতেজঙ্গের নিকট পেঁৗছে। খাঁ ফতেজঙ্গ দু'হাজার শাহী অশ্বারোহী এবং একশো হাতীর একটি বাহিনীসহ আহম্মদ বেগকে দরিয়া খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আহম্মদ বেগ খাঁ দিনের প্রথম দিকে রওয়ানা হন। তিনি কোথাও না থেমে সারা দিন ও রাত চলে দরিয়া খাঁর অশ্বারোহী ও বাহিনীর অন্যান্য লোকজনদের নদী পার হওয়ার আগেই খুব ভোরে সেখানে যেয়ে উপস্থিত হন। তারা সবাই পায়ে হেঁটে যায়। দরিয়া খাঁ ও তার বাহিনী তাদের মৃত্যু অবধারিত জেনেও মাটিতে নেমে যুদ্ধ করেন। তারা 'জটাজুট' নামক একটি ব্যক্তিগত শাহী হাতী তাদের সম্মুখে রেখে এগিয়ে যায়। তারা যেখানে অবস্থান করছিলো সেই পাহাড়ের নীচ থেকে পাহাড়ের টিলায় উঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা কাফনের কাপড়

---

* গ্রন্থকার শাহজাহানকে তার গ্রন্থে حضرت شاهنشاهی এবং آنحضرت বলে সম্বোধন করেছেন। এ সম্বোধন শুধু বাদশাহের প্রাপ্য। যুবরাজের নয়।

নিজ নিজ মাথায় বেঁধে আহম্মদ বেগ ও ইব্রাহিম খাঁ প্রেরিত বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আহমদ খাঁ বেগ একাকী কয়েক জন সৈনিককে আক্রমণ করেন এবং তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েন। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয় নি। মৃত্যুকে তারা স্বাগত জানিয়ে ইস্পাত দৃঢ় পর্বতের ন্যায় দাঁড়ায়। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ইস্পাত সদৃশ গতিসম্পন্ন ছিলো। সেখানে মানুষের কোনোরূপ প্রবেশ পথ ছিলো না। তারা এগিয়ে এসে তরবারির কয়েক ঘা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আহম্মদ বেগের সৈনিকগণ পালিয়ে যায়। আহম্মদ বেগের বাহিনী আশ্বারোহণে থাকায় এবং বিপক্ষ দল মাটিতে থাকায় তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে পারে নি। তারা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। ভীষণ বেগে অগ্রসরমান আহম্মদ বেগ খাঁর বাহিনী ক্রমে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। কিছুদূর পিছিয়ে গিয়ে আহম্মদ বেগ এক জায়গায় দিনটি কাটান। তিনি ভাবলেন যে, তার এই অপমানিত মুখ ইব্রাহিম খাঁকে এবং অন্যান্য শাহী কর্মচারীদের দেখান মুস্কিল। একথা ভেবে তিনি রাত্র ঘুরে দরিয়া খাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং ভোরের দিকে তাকে আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধে দরিয়া খাঁর প্রায় সমস্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য তার সঙ্গে যোগ দেয়। এই দ্বিতীয় পরাজয়ে মির্জা আহম্মদ দরিয়া খাঁ আফগান সৈন্যগণ তার পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তার বহু সৈন্য নিহত হয়। এবার আহম্মদ বেগ সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয়ে অপমাণিত অবস্থায় তার চাচার নিকট ফিরে যায়। ইব্রাহিম খাঁ তাকে ভীষণভাবে তিরস্কার করেন। সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তানের পক্ষে এরূপ তিরস্কার তীক্ষ্ণ ধার তরবারির আঘাতে চেয়েও মারাত্মক। ইব্রাহিম খাঁ তখন স্বয়ং তার সমস্ত বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যান।

শাহজাহানের দ্বিতীয় বাহিনীর গঙ্গা অতিক্রম: দরিয়া খাঁ দুটি বিজয় ও আহম্মদ বেগ খাঁর পরাজয়ের সংবাদ সৌভাগ্যবান শাহজাদার নিকট পেঁাছালে মহামান্য শাহজাদা দরিয়া খাঁ ও প্রথম বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য প্রথমে রাজাভীম ও পরে সিপাহসালার আবদুল্লাকে প্রেরণ করেন। ইব্রাহিম তখন তিনশো দ্রুতগামী রণ-তরী ও ফিরিঙ্গীদের বহুসংখ্যক জালিয়া নৌকা মিনমিলের নেতৃত্বে মির শামসের সঙ্গে প্রেরণ করেন। তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় এমন প্রতিরোধ সৃষ্টি করার জন্য যাতে আবদুল্লা খাঁ ও রাজাভীম নদী পার হতে না পারেন। সমগ্র শাহী বাহিনী যখন সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো খাঁ ফতেজঙ্গকে তখন বাঙলার নৌবাহিনীর প্রধান হিসাবে স্বয়ং নৌবহরের সঙ্গে গিয়ে তিনি কি করতে পারেন তা লক্ষ্য করা উচিত ছিলো। কিন্তু আল্লার অভিপ্রায় ছিলো যে সময় ও স্থানের সার্বভৌমত্ব তার

অনুগৃহীত ব্যক্তিকে দান করবেন, তাই নবী বংশীয় (নবীজাদা) ব্যক্তি কি করতে পারেন? প্রথম থেকেই মানমিল ও অন্যান্য ফিরিঙ্গদের নিয়ে মির শামস শাহজাদার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তাই তিনি যুদ্ধে বেশী মানোযোগ দেন নি। যে কিছু সংখ্যক লোক নদী পার হচ্ছিলো তাদের সঙ্গে স্বল্প স্থায়ী এক সংঘর্ষের পর তিনি ফিরে আসেন। তিনি সঠিকভাবে তার কর্তব্য করেন নি। ততক্ষণে আবদুল্লা খাঁ ও রাজাভীম নদী পার হয়ে দরিয়া খাঁ ও প্রথম বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হন। অতঃপর তারা এগিয়ে যান।

ইব্রাহিম খাঁর মৃত্যু : সারা রাত তারা দুদিকে থেকেই এগিয়ে যায়। রাত প্রভাতের এক পহর পর মালদহ এবং আকবর পুর গ্রামের নিকটে যুদ্ধ হয়। বিচ্ছিন্নভাবে তারা বাধা দেয়। কিন্তু তাতে লাভ কিছুই হয় নি। আহম্মদ খাঁ বেগেরে সঙ্গে এক-দল সৈন্য ছিলো। কিন্তু তারা ভয় পেয়ে নিষ্ক্রিয় থাকে। এ ছাড়া ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে যে বাহিনী ছিলো তা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলো ইতিপূর্বে তারা কোনো যুদ্ধ করে নি। তার অভিজ্ঞ সৈন্যদের সমাধিদুর্গে মির শামসের নৌ বাহিনী এবং তার বখশী মির্জা বাকি ও অন্যান্যদের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়েছিলো। গৌরব অর্জন এবং শাহী কর্তব্য সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে তিনি একাকী বাধা দিচ্ছিলেন। তার সাথীদের কেউই মরতে প্রস্তুত ছিলো না। তারা বিশ্বস্ত ও সাহসী ইব্রাহিম খাঁর মৃত্যু ঘটায়। তিনি একটি আফগানের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। তিনি যে সরদার সে তা জানত না। এমনিভাবে ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গের মৃত্যু হয়।

সমাধি দুর্গ অধিকার : এবার সমাধি দুর্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। শাহজাদার নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে সিপাহসালার আবদুল্লা খাঁ এবং রাজাভীম যখন দরিয়াখাঁ ও প্রথম বাহিনীর সাহায্যে রওয়ানা হন, এবং ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ নিহত হন, তখন ওয়াজির খাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয় দরাব খাঁর পরিখায় গিয়ে পরিখাস্থ সৈন্যদেরে দুর্গ আক্রমণের জন্য বলতে। পোষ্য পুত্রের সম্মান প্রাপ্ত খিদমতপরস্ত খাঁ ওরফে রেজাবাহাদুর ছেলাকে যেখানে খনি খননের কার্য (নেকবাহা) চলছিল সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাকে বলা হয় এক সঙ্গে তিনটি খনিতেই আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। ওয়াজির খাঁ দরাব খাঁর পরিখায় আসেন এবং তাকে দুর্গ আক্রমণ করতে বলেন। দরবার খাঁ জওয়াব দেন:' এটা দুর্গ অধিকারের কাজে খোলা ময়দানের যুদ্ধ নয়।' এ সত্ত্বেও ওয়াজির খাঁর লোক সমস্ত পরিখায় গিয়ে সৈন্যদের দুর্গ আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। কর্তব্যনিষ্ঠ

সৈনিকগণ রণাঙ্গনের দিকে ঘুরে সকল দিক থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করে। খিদমত পরস্ত খাঁ তৎক্ষণাৎ খনিটিতে অগ্নি সংযোগের হুকুম দেয়। দুর্গের উপর থেকে মৃত্যুবাণ বর্ষিত হতে থাকে। মৃতদেহের স্তূপ জমে উঠে। যুদ্ধের উন্মাদনাও বেড়ে উঠে। সৈনিকরা মৃত্যুকে যেন আনন্দময় উৎসব বলে মনে করে। তারা দুরন্ত সাহসের সঙ্গে দুর্গে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। দুর্গাভ্যন্তরস্থ রক্ষীবাহিনী ভীষণভাবে তাদের সে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে থাকে। দুটি খনিতে এক সঙ্গে আগুন ধরে যায়। তাতে দুটি গুম্বুজ ও মধ্যস্থলের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ে। দুরন্ত সাহসী সৈনিকগণ ধোঁয়ার অন্ধকার অপসারিত হওয়ার অপেক্ষা না করেই তারা দুর্গের ফটকে প্রবেশ করে। আবিদ খাঁ দেওয়ান, রেজা বাহাদুর, শের খাজা, রাও মানরূপ, রাজা শার্দুল, সৈয়দ মোজাফ্ফর, মির্জা জালাল এবং তার ভ্রাতৃবৃন্দ, অন্যান্য উচচ-নীচ কর্মচারী এবং শাহী মহলের খোজা খাঁজা লাল এ সময় শাহ-জাদার নিকট থেকে দুর্গের অবস্থা জানার জন্য আসেন এবং অনুগত কর্মচারীদের (শাহজাদার) সঙ্গে দুর্গে প্রবেশ করেন। দুর্গের যে অংশটি ভেঙ্গে যায় সেখান দিয়ে তিন চারশো লোক সমাধি দুর্গে ঢুকে পড়ে। মির্জা ইউসুফ প্রশংসনীয়ভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। জালাইর খাঁ, মির্জা ইস্পান্দিয়ার এবং মির্জানূরুল্লাও দৃঢ়তাসহ প্রতিরোধ করেছিলেন। তারা শাহজাহানের বাহিনীকে তাদের শত্রু মনে করে ভীষণভাবে তাদের প্রতিরোধ করেন। তারা তাদের সম্পূর্ণ সামর্থ্য নিয়োগ করে যুদ্ধ করেন। আবিদ খাঁসহ বহু কর্মচারী নিহত হয়। খাজাও নিহত হয়। খিদমত পরস্ত খাঁ এবং আরও অনেকই ছাদ এবং প্রাচীরের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ রক্ষা করে। সৈয়দ মোজাফফর ও আরো অনেকই বন্দী হয়। দিনের এক পহর সময় অবশিষ্ট থাকতেই জালাইর খাঁ বাঙালী মাঝিমাল্লাদের সাহায্যে প্রাচীরের ভাঙ্গা স্থানে মাটির একটি প্রাচীর তৈরীর কাজ সম্পন্ন করেন। সূর্যাস্তের সময় সংবাদ আসে যে ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ নিহত হয়েছেন। শাহী স্থলবাহিনী পরাজিত হয়েছে এবং শাহজাহানের সৈন্যগণ ইব্রাহিম খাঁ ফতে জঙ্গের শিবির লুট করেছে। মির শাম্‌স্ এবং মসনদে আলা মুসা খাঁ বিন ইসা খাঁর পুত্র মাসুম খাঁ মসনদে আলা সমস্ত জমিদার এবং মামমিল ও অন্যান্য ফিরিঙ্গীগণ তাদের সমগ্র নৌবহর নিয়ে জাহাঙ্গীরনগর ফিরে যাচ্ছেন। এ সংবাদ শুনে সমাধি দুর্গে এক ভীষণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। দুর্গের নীচে যে কেউ রণতরী বা অন্য যে কোনা নৌকা পেয়েছে তাই নিয়ে জাহাঙ্গীরনগর রওয়ানা হয়ে যায়। যারা নৌকা পায় নি তারা হয় একে অন্যের পদতলে দলিত হয়েছে নতবা শাজাহানের সৈন্যদের হাতে বন্দী হয়েছে। খবর ছড়িয়ে

পড়েছে দুর্গভ্যন্তরস্থ লোকজন দুর্গ পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছে, তখন পরিখা থেকে চার দিক দিয়ে আক্রমণ চালান হয়। শাহজাদার যোদ্ধাগণ দুর্গে প্রবেশ করে। বিজয় দুন্দুভি ও সুসংবদ্ধ ঘোষণাকারী ভেরি বেজে উঠে। আবদুল্লা খাঁ তার বিজয় ও খাঁ ফতেজঙ্গের মৃত্যুর সংবাদ প্রেরণ করেন। রাজকীয় (শাহজাদার) বিজয় ভেরী বাজান হয়। মসাধি দুর্গে অবস্থানরত মির্জা ইউসুফ, জালাইর খাঁ এবং অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ উচচনীচ নির্বিশেষে মির শামসের সঙ্গে অতি দ্রুত জাহাঙ্গীর নগর চলে যান। মির্জা আহম্মদ বেগ খাঁও জাহাঙ্গীর নগরের অন্যান্য শাহী কর্মচারীবৃন্দ স্থল পথে ফিরে যান। মরহুম ইব্রাহিম খাঁর বেগম ও খাজা ইদ্রাক তাদের যাতীয় ধনসম্পদ ও আসবাবপত্র নৌকায় বোঝাই করে ব্রহ্মপুত্র নদী দিয়ে জাহাঙ্গীর নগর থেকে পাটনা যাওয়ার ব্যবস্থা করায় ব্যস্ত হন। পাটনা বিশেষ করে শাহী দরবার থেকে সাহায্য না আসা পর্যন্ত তারা সে কার্যে ব্যস্ত থাকেন।

কুণ্ঠা ঘাটে খেদা: এবার কোচরাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। সিতাব খাঁ শেখ আমানউল্লাকে হাতী ধরার জন্য আর একটি খেদার (কামারগাহ) ব্যবস্থা করার জন্য কুণ্ঠাঘাট পাঠন। তিনি সেখানে গিয়ে খেদার ব্যবস্থা করেন। একটি মাদীসহ চারটি বড় হাতী ঘেরের ভিতর বন্দী হয়। হাতীগুলি মারকাদায় (হাতী ধরার জন্য তৈরী এক প্রকার ঘের) এমনভাবে বন্দী হয় যেখানে থেকে হাতীগুলির বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কথা চিন্তার করা যায় না। এর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতীটি মাদী হাতীটিকে খাদের মধ্যে ফেলে দেয় এবং সেটাকে সেতু রূপে ব্যবহার করে শুধুমাত্র গায়ের জোরেই হাতী তিনটি বেরিয়ে যায়। মাদী হাতীটির চেয়ে বড় চতুর্থ হতীটি বেরিয়ে যেতে পারেন নি। তের দিন পর তাকে ফাঁদ দিয়ে ধরা হয় এবং সেখান থেকে তাকে সিতাব খাঁর নিকট আনা হয়। ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গের মৃত্যু সংবাদ থানাসমূহে প্রচারিত হয়। তাতে সেসব স্থানে ভীষণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

এমনিভাবে বাহারিস্তান গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত হয়।

টীকা

প্রথম অধ্যায়

১. হাজো থেকে দমদমার পথে বরলিয়া নদীর পশ্চিম দিকে অনেক ছোট ছোট নদী অবস্থিত। ঝারিঘাট এসব ছোট নদীসমূহের একটির পায়ে হেঁটে পার হওয়ার মত কোন স্থানের নাম বলে অনুমিত হয়। কামরূপের আধুনিক মানচিত্রে স্থানটি নির্ধারিত করা সম্ভব হয় নি।

২. আসার--ভারতীয় একসেরের সমান। (সের اسار থেকে سیر শব্দের উৎপত্তি বলে মনে হয়-খুব সম্ভব সেরের বহুবচন)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. বুধা গোসাই অর্থাৎ বুড়া গোহাইন--অহম রাজাদের সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের অন্যতম উচচতম পদ। রাজার পরেই তার স্থান। এই পদটি একটি বিশেষ পরিবার বা গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পদটি পুরুষানুক্রমে পিতা থেকে পুত্রে বর্তে। অবশ্য গোত্রের যে কোনো লোককে নিযুক্ত করার ক্ষমতা রাজার আছে। বড় গোহাইন এবং বড়পাত্র গোহাইন বলে পরিচিত সম পদমর্যাদার আরো দুটি পদ বিদ্যমান। এদের প্রত্যেকের জন্য দশ হাজার পাইক নির্ধারিত ছিলো। (গেইটের 'হিস্ট্রি অব আসাম' ২৩৫-৩৬ পৃঃ, যে বুড়া গোহাইন উক্ত যুদ্ধ পরিচালন করেন 'কামরূপের বুরুঞ্জীর মতে (২০ পৃঃ) তার নাম ছিলো থাকবেক বুড়া গোহাইন। বরুঞ্জীতে তার মৃত্যুর বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। মির্জা নাথান উল্লেখ করেন যে, তিনি এক অজ্ঞাত সৈনিক কর্তৃক অপরিচিত রূপে নিহত হন।

২. এই বিদ্রোহী সরদারের নাম বিভিন্নভাবে উল্লিখিত হয়েছে, যথা—সুমারুয়েদ, সুমারু ও সুমারুদ। মূল গ্রন্থদৃষ্টে বোঝায় যে, এ তিনটি নাম একই ব্যক্তির। খুব সম্ভব স্থানীয় কাহিনীতে ব্যবহৃত সমুদ্র কায়েত নামক জনৈক কোচ সরদারের নামের বিকৃতি।

৩. বুধাদুনগর—সম্ভবত হাজোর দক্ষিণ পূর্বে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত বড়দাধী গাঁও নামক স্থান (ভিলেজ ডিকশিনারি অব কামরূপ)।

৪. মোগলদের অনুসৃত একটি অদ্ভুত রকমের প্রথা। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বাইরে নিয়ে যাওয়া কেবল মাত্রা হিন্দুদেরই একটি প্রথা। তারা হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলো বলে মনে হয়।

৫. খান জীইয়্ বা খানজীঃ ভারতে বসবাসকারী পারস্যের একটি সম্প্রদায় বিশেষ। মাননীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন করার সময় ভারতে 'জী' ব্যবহৃত হয়—সম্মানার্থে ব্যবহৃত যেমন খান জী, মিঞাজী মাই-জী ইত্যাদি। গ্রন্থে অনেক স্থলে 'খাঁ'র সঙ্গে 'জী' এবং বেগমের' সঙ্গে 'জী' ব্যবহার করেছেন যেমন খানজী, বেগমজী।

৬. মাধব মন্দিরঃ আসামের একটি প্রসিদ্ধ মন্দির। এটি হায়গ্রীব মাধবমন্দির বলেও পরিচিত। হাজোর মণিকোঠাচল পাহাড়ের চূড়ায় এই মন্দিরটি অবস্থিত। কালোপাহাড় কর্তৃক মন্দিরটি এককালে বিধ্বস্ত হয়েছিলো। ১৫০৫ শকাব্দে (১৫৮৩ খৃঃ) রঘুদেব মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেন, তিনি অনেক নরবলী দ্বারা মন্দিরটিকে পবিত্র করেন। (কামরূপ বুরুঞ্জী ১২১, গেইটের 'হিস্ট্রি অব আসাম' ৬৩।)

৭. তালিয়াঃ হাজো থেকে পাঁচ মাইল উত্তর পূর্বদিকে অবস্থিত।

৮. সোলতান গিয়াসউদ্দীন আওলিয়াঃ এর মাজার হাজোতে অবস্থিত। এর কোনো সঠিক জীবনবৃত্তান্ত জানা যায় নি। স্থানীয় কিংবদন্তীতে প্রকাশ যে এই কামেল দরবেশ কামরূপে ইসলাম প্রচারে তার জীবন নিয়োজিত করেছিলেন। তার সমাধির নিকটে হাজোর একটি পাহাড়ের চূড়ায় তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন স্থানীয় মুসলমানগণ এটিকে একটি পবিত্রস্থান মনে করেন এবং সেখানে জিয়ারত করে থাকেন। তার মাজারটি পোয়া মক্কা (মককার একচতুর্থাংশ) বলে পরিচিত।

৯. কেদার মন্দির: হাজোস্থ মাধব মন্দিরের পূর্বদিকে অবস্থিত। সেখানে একটি প্রস্তরময় স্থানে একটি ছোট পুকুর বিদ্যমান। এর পানি হিন্দুদের নিকট পবিত্র বলে গণ্য। এর পানিতে স্নান করাকে অশেষ পুণ্যের কাজ বলে বিবেচনা করা হয়।

১০. রাওরোয়া নদী: ভুটানের পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে কামরূপের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নাগের বেড়ার খানিক উজানে ব্রহ্মপুত্র নদীতে পড়েছে। (ওয়েডের 'জিওগ্রাফিকেল স্কেচ অব আসাম'২২)।

১১. 'মোগলনর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার পলিসি' গ্রন্থের লেখক (১৯৬৯) কর্তৃক উল্লিখিত হয় যে, প্রথমেই এ সংবাদ কুলিজ খাঁকে দেওয়া হয় এবং তিনি শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য দ্রুত এগিয়ে যান। এই উক্তিটি সম্পূর্ণ ভুল।

তৃতীয় অধ্যায়

১. মধুসূদন : রাজা রঘুদেবের অষ্টাদশ পুত্রের অন্যতম বৃষকেতুর পুত্র ('কাম রূপর বরুঞ্জী ৭)।

২. জাসিপুর : গোয়ালপাড়া জিলার লক্ষীপুর থানার অন্তর্গত মেচপাড়া মৌজায় অবস্থিত।

৩. বাগওয়ান : গোয়ালপাড়া জিলার মেচপাড়া পরগণায় অবস্থিত। মোগল আমলে চন্দনকূট, শস্তুর ও শোলমারী সামরিক কার্যকলাপের জন্য গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান ছিলো। বর্তমানে এগুলো গ্রাম মাত্র।

৪. কাণ্ঠাবাড়ীঃ কাটাস বাড়ী বলে পরিচিত। গোয়ালপাড়া জিলায় মেচ্‌পাড়া মৌজায় অবস্থিত।

৫. মেচ্‌পাড়া ও মালুয়া পাড়া : বর্তমান গোয়ালপাড়া জিলা ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত।

৬. মাক্‌ড়ী পর্বত : বর্তমান গ্রন্থ থেকে বোঝা যায় যে, মাক্‌ড়ী পর্বত আধুনিক গোয়ালপাড়া জিলার গারো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত।

চতুর্থ অধ্যায়

১. কালটাকারী ও তাহানাঃ রাঙ্গদান অঞ্চলের দু'জন পাহাড়ী সরদার। স্থানটি রাঙ্গজুলী পাহাড়ের উত্তর দিকে অবস্থিত পাহাড়ী অঞ্চল। তারা মোগল-দেরে খুবই উত্যক্ত করে। কিন্তু কোনো বুরুঞ্জী বা ইতিকাহিনীতে তাদের কার্যকলাপের কোনো বিবরণের উল্লেখ নেই।

৩. বালিজানাঃ গোয়ালপাড়া জিলায় মেচ্‌পাড়ার অন্তর্গত। মার্টিন ('ইস্টার্ন ইন্ডিয়া' ৩য় ৪৭৯) বালিজানায় মোগলদের নির্মিত মাটির দুর্গের কথা উল্লেখ করেছেন)।

২. জিরাম নদী : ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখা। গারোপাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম থেকে উৎপন্ন হয়ে একটি পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে প্রবেশ করে নিভারী যেখানে অবস্থিত সেই সুরম্য উপত্যকা দিয়ে প্রবাহিত। নিভারী গারোপাহাড়ের একটি প্রধান বাজার। নদীটি বর্তমানে তার গতি পরিবর্তন করেছে (মার্টিন-'ইস্টার্ন ইন্ডিয়া' ৩য়, ৩৯৬, ৩৯৬ ও ৪৭৪পৃ.)।

৪. তাশপুরঃ গোয়ালপাড়া জিলায় রাঙ্গাদাস অঞ্চলে অবস্থিত।

৫. তজুকের মতে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণকে নিজরাজ্যে ফিরে যাওয়ার অনু-মতি দেওয়া হয় ১০২৭ হিজরীর ২৩শে রবিউল আওয়াল (১০ মার্চ,

১৬১৮)। রাজা পরীক্ষিতের বিদায়ের তারিখ উল্লেখ করা হয় নি। সাত লাখ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে রাজা পরীক্ষিতের মুক্তি লাভের বিবরণ 'কামরূপ বুরুঞ্জীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'কামরূপের বুরুঞ্জী (১০–১৩ পৃঃ) গ্রন্থে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাজা পরীক্ষিতের সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাঁদের মুক্তি সম্পর্কে নিম্নোক্ত চিত্তাকর্ষক বিবরণ প্রদত্ত হয়েছেঃ বন্ধুত্ব পূর্ণভাবে নিজ নিজ রাজ্য শাসন করার জন্য সম্রাট লক্ষ্মীনারায়ণ ও পরীক্ষিতকে উপদেশ দেন এবং খুল্লতাত লক্ষ্মী নারায়ণের পদচুম্বন করে ক্ষমা চাইবার জন্য পরীক্ষিতকে নির্দেশ দেন। কিন্তু পরীক্ষিত তা মান্য করে নি। তিনি জীবিত থাকতে লক্ষ্মীনারায়ণের নিকট ক্ষমা চাইবেন না। সম্রাট এতে অসন্তুষ্ট হন। তিনি পরীক্ষিতকে আরো কিছুকাল শাহীদরবারে অবস্থান করার জন্য নির্দেশ দেন। লক্ষ্মীনারায়ণকে তার রাজ্যে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন। বিদায়কালে তার রাজ্যে দুষ্প্রাপ্য যেকোনো জিনিস পাওয়ার জন্য আবেদন জানাতে বলেন। লক্ষ্মী নারায়ণ আবেদন জানানঃ 'পুরুদকালী তরবারি ও ইরাকী অশ্ব ছাড়া আর সব কিছুই তার রাজ্যে পাওয়া যায়।' বাদশাহ তাকে সে সমস্ত জিনিস প্রদান করেন এবং তাকে তার রাজ্যে পাঠিয়ে দেন। কিছুকাল পর মুকাররম খাঁর মধ্যস্থতায় পরীক্ষিত মুক্তি লাভ করেন। বিদায়কালে তার রাজ্যে দুষ্প্রাপ্য কোনো জিনিস তিনি সম্রাটের নিকট প্রার্থনা করতে পারেন বলে তাকে জানান হয়। পরীক্ষিত বলেনঃ 'আমার রাজ্যে সব কিছুই পাওয়া যায়। আমাকে সম্রাটের একটি ছবি উপহার দেওয়া হোক । আমি তার প্রতি সর্বদা আনুগত্য প্রকাশ করব।' শাহেনশাহ জওয়াব দেয়ঃ 'আমার প্রতিকৃতি যাকে তাকে দেওয়া হয় না। যা হোক আপনাকে তা দেওয়া হবে। আপনি আপনার বংশের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হবেন না। তা করলে নিজেই ধ্বংস হবেন।' রাজা পরীক্ষিত সাতশো হাজার টাকা দিয়ে তার চারপুত্র বীর নারায়ণ, দর্পনারায়ণ, শুর নারায়ণ এবং ভীম নারায়ণকে প্রতিভু হিসাবে রেখে নিজ রাজ্যে ফিরে যান। পরীক্ষিতের নিজ রাজ্যে প্রত্যার্তনের সংবাদ জেনে কামরূপের প্রধান ব্যক্তিগণ ঢাকার নওয়াবের কাছে এই বলে এক আবেদন জানায় যে, পরীক্ষিতকে ফিরে আসত দিলে তাদের অবস্থান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হবে। নওয়াব নিম্নলিখিত মন্তব্যসহ তাদের আবেদন সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেনঃ পরীক্ষিতের এই সব দোষ রয়েছে। জঙ্গলের হিংস্র ব্যাঘ্রকে বন্দী করা হয়েছিলো কিন্তু তাকে আবার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জঙ্গলের বাঘ জঙ্গলে ফিরে এলে তাকে আর কখনও

বন্দী করা যাবে না।' সম্রাট নওয়াবকে নির্দেশ দেন পরীক্ষিতকে পুনরায় শাহী দরবারে পাঠিয়ে দিতে। শাহী রাজধানীতে যাওয়ার পথে ত্রিবেণীতে তিনি আত্মহত্যা করেন। 'কামরূপের বরুঞ্জীতে' ইসলাম খাঁকে তখনকার ঢাকার নওয়াব বলে যে উল্লিখিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুল। ঐ সময়ে বাঙলায় সুবেদার ছিলেন ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ, ইসলাম খাঁ নন। বাহারিস্তানের মতে পরীক্ষিত তার মুক্তিপণ ঢাকায় প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা দিতে অসমর্থ হন। তাই তাকে তার রাজ্যে পুণ প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই।

৬. মাসুগোবিন্দ—কামরূপ জেলার বেলতলা নামক একটি ছোট্ট রাজ্যের সরদার ছিলো। বাহারিস্তান তাকে রাজা পরীক্ষিতের খুল্লতাত গোবিন্দ মামুন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. আমজুঙ্গা ও রাঙ্গজুলীঃ স্থান দু'টি গোয়ালপাড়া জেলায় ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ দিকস্থ গারো পাহাড়ের একটি শাখা রাঙ্গজুলি পাহাড়ের সীমান্তে পাশাপাশি অবস্থিত।

৮. মানিকপুর: গোয়ালপাড়া জেলার রাঙ্গজুলি থানার অন্তর্গত হাবরাঘাট মৌজায় অবস্থিত।

৯. জাখ্‌লি: গোয়ালপাড়া জিলায় হাবরাঘাট মৌজায় অবস্থিত।

১০. 'নাথান কারওয়ান পাহাড়ের পাদদেশে অগ্রসর হন' বলে ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'মোগল নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার পলিসি' নামক গ্রন্থে (২০৫ পৃঃ) উল্লিখিত বিবরণটি সম্পূর্ণ ভুল। এ নামের কোনো পাহাড় আসামে নেই। পাণ্ডুলিপিতে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে কুহ-ই গারোয়ান—অর্থাৎ গারোয়াদের পাহাড়—গারো পাহাড়।

১১. রাব্বাস: উপজাতি কামরূপ জিলার প্রান্তস্থিত একটি অঞ্চলের অধিবাসী। কোচ উপজাতির অন্তর্ভুক্ত পানিকোচ নামে পরিচিত শাখার সঙ্গে এদের সামঞ্জস্য রয়েছে। পানি কোচরা সারা আসামে এবং ভুটানের নিম্নাঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে। (বিস্তারিত বিরণের জন্য মার্টিনের 'ইস্টার্ন ইন্ডিয়া' ৩য়, ৫৪৬ পঃ দ্রষ্টব্য)।

১২. যদুনায়ক : কোন কোন ঐতিহাসিকয দুনায়ককে ছুটিয়া নামক উপজাতিদের সরদার এবং কোন কোন ঐতিহাসিক তাকে কাছাড়ীদের সরদার বলে উল্লেখ করেছেন। (গেইট—'হিস্ট্রি অব আসাম', ১১০ পৃ)। 'কামরূপের বুরুঞ্জীর' (৭পৃঃ) মতে রাজা পরীক্ষিতের যদুরায় নামক এক ভাই ছিলো। ইনিই এখানে উল্লিখিত ব্যক্তি।

১৩. উদয়পুর : সে সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী ছিলো।

১৪. বাউহাস্তী : সম্ভবত কামরূপ জেলার লুকী দুয়ারের উত্তর পূর্বদিকে অবস্থিত পরগনা বারস্তী।

১৫. পঞ্চগিরি পাহাড় : পঞ্চ রতন বলেও পরিচিত। যোগী ঘোপা থেকে অনেক উত্তর দিকে ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। অহম—মোগলদের যুদ্ধের সময় স্থানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

১৬. বাকু-কামরূপ জিলার বাজালী থানার চাপাগুড়ি মৌজায় অবস্থিত।

১৭. চশতা রাজা : সম্ভবত সাতরাজা নামক ভুটিয়া সরদার। এই রাজা কোরিয়া পাড়া দুয়ার বলে পরিচিত দরঙ্গের ভুটান দুয়ারের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পাহাড়ী এলাকায় রাজত্ব করতেন। (গেইট 'হিস্ট্রি অব আসাম' ৩১২ পৃঃ)।

১৮. বড় দুয়ার : গারো পাহাড়ের গিরিপথের নিকটবর্তী একটি অঞ্চলের নাম। মার্টিন তার 'ইস্টার্ন ইন্ডিয়া' গ্রন্থে ৩য় ৬১৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন 'রাজা একজন গারো। গৌহাটী থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে দুদিনের পথ ভাগপুরে রাজার বাসস্থান। ইহা স্বাধীন গারোদের আবাসভূমি, পাহাড়ের সন্নিকটে অবস্থিত। তারা বড় দুয়ারের রাজাকে তাদের প্রধান বলে মনে করে। তারা রাজ্যের নিম্নভূমির জন্য শুধু আসামের রাজাকে কর প্রদান করে। তার রাজ্যে কুকুরিয়া নামক একটি বাজার বিদ্যমান।

১৯. বামুন রাজা ও কানওয়াল রাজা: বড় দুয়ারের সংলগ্ন রাজ্যের পাহাড়িয়া সরদার। সমসাময়িক মানচিত্র না থাকায় স্থানটির সঠিক অবস্থান এবং রাজাদের রাজ্যের পরিধি নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। মির্জা নাথানের মতে বড় দুয়ার ও ইলদিয়া দুয়ারের মধ্যস্থলে বামুন রাজ্যের রাজ্য অবস্থিত। এটি কানওয়াল রাজ্যের সুরক্ষিত স্থান।

২০. লামদানী : আসামের দক্ষিণাঞ্চলের নীচু পাহাড়িয়া অঞ্চল। এই পাহাড়ের উচচ স্থানকে গ্রন্থকার 'উপরিয়া' বলে উল্লেখ করেছেন।

২১. হাঙ্গর বাড়ী : কামরূপ জেলার গৌহাটী থানার অন্তর্গত বেলতলা মৌজায় অবস্থিত।

২২. এগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়িয়া সরদারদের উপাধি।

২৩. এটি সম্ভবত কামরূপ জেলায় বিজনী মৌজার অন্তর্গত কামারগাঁও

২৪. 'মোগল নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার পলিসি' গ্রন্থে (২১৩ পৃঃ) বলা হয়েছে যে এই দুর্গটির ভার দেয়া হয়েছিলো রাজা শত্রাজিত ও রাজা ভূসিংহের

উপর। কিন্তু এই গ্রন্থে দেখা যায় যে দুর্গটি ভূষণার রাজা শত্রাজিতের কর্তৃত্বাধীন দেয়া হয়েছিলো—ভূসিংহকে নয়। কারণ ভূসিংহ তখন বিদ্রোহ ঘোষণা করে শত্রুপক্ষে যোগদান করেন।

২৫. হালিগাঁও: গরাল থেকে ছ'মাইল দক্ষিণ পশ্চিম গৌহাটী থানার বানী মৌজার অন্তর্গত।

২৬. চুমড়িয়া বা চামুড়িয়া: কামরূপ জেলার সিঙ্গরা থানার অন্তর্গত পশ্চিম চামুড়িয়া মৌজায়অবস্থিত এবং নাগের বেড়া থেকে প্রায় দশমাইল দক্ষিণ-পূর্বে।

পঞ্চম অধ্যায়

১. মালিকুটি: মালিগাও বলে অনুমিত হয়। গৌহাটী থানার রামশা মৌজায় অবস্থিত।

২. শোয়ালকুচি: কামরূপ জেলার হাজো থানার অন্তর্গত সরু বাঙ্গসুর মৌজায় অবস্থিত। পাণ্ডুর ছ'মইল পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরে অবস্থিত।

৩. রামদিয়া: কামরূপ জিলার হাজো থেকে কয়েকমাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত।

৪. যোগীঘোপা: মনাস ও ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। যোগী ঘোপা দুর্গটি ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে এবং মনাস নদীর সঙ্গম স্থলের পূর্ব দিকে পাহাড়ের উপরস্থ জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। কামরূপ রাজ্যের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ।

৫. নাগের বেড়া: কামরূপ জেলার সিঙ্গারা থানার অন্তর্গত পশ্চিম চামুড়িয়া মৌজায় অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ দিকে কুলসী নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত।

৬. জুমুরিয়া বা জামিরা: গোয়ালপাড়া জিলায় কড়ই বাড়ীর উত্তরে।

৭. ঢাকনাবুই: কামরূপ জিলার চুমুরিয়া থানা থেকে প্রায় বার মাইল দূরে অবস্থিত। পলাশ বাড়ী থেকে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে কুলসী নদীর ডান তীরে অবস্থিত।

৮. যুমুনা: ঢাকনাবুই এর প্রায় তিন মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

৯. মিনারী: কামরূপ জিলার হালিগাঁও থেকে তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

১০. কামরাঙ্গা: কামরূপের মানচিত্রে গৌহাটী মহকুমায় ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ অঞ্চলে পাহাড়িয়া এলাকায় কামরাঙ্গা নামক একটি স্থানের উল্লেখ আছে।

পলাশ বাড়ী থেকে কামরাঙ্গা পর্যন্ত একটি রাস্তা রয়েছে। এটিই সম্ভবত গ্রন্থকার কর্তৃক উল্লিখিত স্থান।

১১. ফুলডুবি: আন্দালখাল নদীর তীরে একটি স্টেশন ছিলো। বর্তমানে তা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত। নদীটি বর্তমানে তার গতি এতো অধিক পরিবর্তন করেছে যে, স্থানটি বর্তমান নির্ণয় করা কঠিন।

১২. দক্ষিণ শাহবাজপুর: বর্তমান বরিশাল জেলার একটি দ্বীপ। এর উত্তর ও পশ্চিম দিকে ইল্‌শা বা তেতুলিয়ানদী; পূর্ব দিকে মেঘনা নদী এবং দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর। 'আইনের' (২য়, ১৩২ পৃ:) মতে এটি 'সরকার ফতেহাবাদের' অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

১৩. বালিয়া বা বোয়ালিয়া: গোয়ালপাড়া জিলার কালু মালু পাড়া মৌজায় অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে তা অল্পদূরে।

১৪. ফালোয়া পাড়া বা গোয়ালপাড়া: গোয়াল পাড়া জিলা কুণ্ঠাঘাট মৌজায় অবস্থিত।

১৫. ভূজমালা: গোয়ালপাড়া জিলায় হাবরাঘাট মৌজায় অবস্থিত।

১৬. ভবসিংহ: রাজা পরীক্ষিতের ভ্রাতা (কামরূপ বুরুঞ্জী, ৭ পৃ:)।

১৭. টাকুনিয়া: গোয়ালপাড়া জিলার হাবরাঘাট মৌজার টাকুয়া বলে মনে হয়।

১৮. বগরীবাড়ী: গোয়ালপাড়া জিলার কুণ্ঠাঘাট মৌজায় অবস্থি;ত।

১৯. খত্রিভাগ: কামরূপ জিলার চুমুরিয়া মৌজার অন্তর্গত। মোগল আমলে এটি 'সরকার কামরূপের' একটি পরগনা ছিলো ('কামরূপর বুরুঞ্জী' ১০২ পৃ:)।

২০. 'মোগল নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার পলিসি 'গ্রন্থে' বলা হয়েছে যে 'মির্জা নাথান ৩০০ পদাতিক ও ১৫০ অশ্বারোহীর মসনবে উন্নীত হয়েছিলো। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এটি ছিলো তার তখনকার মসনবের অতিরিক্ত।

২১. কানুরহাদা বা কানুরহাটা: গোয়ালপাড়া জিলার কুণ্ঠাঘাট পরগনার একটি গ্রাম।

২২. ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ এবং আহম্মদ বেগের কার্যকলাপের যে বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে তা তজুকে বর্ণিত বিবরণের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তজুকের মতে বাঙলা ও উড়িষ্যার সুবেদারদ্বয় বিদ্রোহী বাহিনী কর্তৃক অতর্কিতে আক্রান্ত হন। তারা শাহজাহানের বাহিনীর অগ্রগতি বাধা দেওয়ার মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের যথেষ্ট সময় পান নি। কিন্তু মির্জা নাথান

তাদের নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতার জন্য দায়ী বলে উল্লেখ করেছেন। আমাদের মতে তুজুকের চেয়ে মির্জা নাথানের বিবরণ অধিকতর সঠিক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১. আহম্মদ বেগ খাঁঃ ১৬২১ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের প্রথম দিকে জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের ষোড়শ বর্ষে উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গের ভ্রাতুষ্পুত্র। জাহাঙ্গীরের মতে শাহজাহানের উড়িষ্যা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সময় আহম্মদ খাঁ বেগ খুরদার জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। শাহ জাহানের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিভ্রান্ত অবস্থায় কটক থেকে বর্ধমান পালিয়ে যান এবং ইব্রাহিম খাঁকে সে সংবাদ জানান ('জীবন স্মৃতি'—বিভারিজ ২য়, ২১০, ২৯৮ পৃ:)। কোন কোন ঐতিহাসিক (বেনী প্রসাদ, 'জাহাঙ্গীর' ৩৬৮, ৩৬৯; স্টুয়ার্ট 'হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল' ২৫২; 'রিয়াজুস সালাতিন' ১৯০ পৃ, বলেন যে শাহজাহান অতর্কিতভাবে আহম্মদ বেগকে আক্রমণ করেন। এটা নাথানের বিবরণের সম্পূর্ণ বিপরীত। শাহজাদা উড়িষ্যাভিমুখে অগ্রগমনের কথা ইব্রাহিম খাঁ তাকে পূর্বেই জানিয়েছিলেন। বাঙলা ও উড়িষ্যার কর্তৃপক্ষ শাহজাদার গতিবিধির কথা পূর্বাহ্নেই অবগত ছিলেন। তাদের ভীরুতা ও উদাসীনতাই শাহজাহানের বাঙলা বিজয়ের পথ সুগম করে। বেণী প্রসাদের মতে আহম্মদ বেগ ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে দেখা করতে ঢাকা যান নি। তিনি আকবরনগরে ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে যোগ দেন।

২. বানপুর: সুবা বিহারের 'সরকার ত্রিহুতের' অন্তর্গত একটি মহালের নাম। ('আইন' ২য়, ১৫৬ পৃঃ) একে মানপুরও পড়া যায়। 'আকবরনামায়' মানপুরে একটি দুর্গ ছিলো বলে উল্লেখ আছে। (বিভারিজ, ৩য়, ৯৬৯ পৃঃ) স্থানটি তেলিঙ্গানা এবং উড়িষ্যার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

৩. এখানে উল্লিখিত গিরিপথটি ছত্র দিওয়ার। মিঃ শ্রীরাম শর্মা তার 'প্রিন্স শাহজাহান ইন বেঙ্গল' নিবন্ধে (ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিকেল কোয়ার্টারলী' ১১শ ৯২ পৃ:) বলেছেন: 'এখানে একটি গিরিপথ রয়েছে, যেখানে ৫০০ বন্দুকধারী তিন থেকে চার হাজার সৈন্যকে বাধা দিতে সক্ষম।' কিন্তু মূল গ্রন্থে বলা হয়েছে, তিন লক্ষ থেকে চার লক্ষ। (سیصد هزار و چهارصد هزار) এই শব্দগুলির ভুল অনুবাদের জন্যই এরূপ ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

৪. রাজা পাঞ্চঃ সম্ভবত ইনি পাঞ্চরার রাজা। বৈতরণী নদীর পশ্চিম দিকে উড়িষ্যার ভদ্রকের ২৪ মাইল পশ্চিমে রাজ্যটি অবস্থিত। নীল গিরি বালেশ্বরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এগার মাইল দূরে অবস্থিত।

৫. 'আমল-ই-সালেহ': (১.ম, ১৭৯ পৃঃ) গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ১৬২৩ খ্রীঃ ডিসেম্বরের প্রথম দিকে শাহজাহান কটক অধিকার করেন।

৬. কটকে যে পর্তুগীজ কর্মচারীটি শাহজাহানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মির্জা নাথান তার সম্বন্ধে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। পর্তুগীজ এবং অন্যান্য আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে হুগলী এবং পিপলির শাসনকর্তা ছিলো। মিগুয়েল রডরিকস্, নাথান কর্তৃক উল্লিখিত কাপ্তান চানিক নয়। কাপ্তান চানিক সম্ভবত পর্তুগীজ শাসনকর্তার দূত হবে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ (স্টুয়ার্ট এবং কেম্পস) বলেন যে এ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমানে। কিন্তু ম্যানরিখের মতে তা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। কিন্তু নাথানের বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয় কটকে, অন্যদের উল্লিখিত অপর কোনো স্থানে নয়।

৭. মোহাম্মদ তাকিঃ উপাধি শাহকুলি খাঁ জাফর বেগ। ১৬১৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি রাজা সুরজ মলের সঙ্গে শাহী বাহিনী নিয়ে কাঙ্গরা অভিযানে যান। সেখান থেকে তাকে ফিরিয়ে আনা হয়। এবং তাকে মালওয়ার ফৌজদার এবং মান্তুদুর্গের সৈনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। তিনি মান্তু থেকেই সম্ভবত শাহজাহানের সঙ্গে যোগ দেন। ('মা আসিরুল-উমরাহ' ৩য়, ৩৬৭ পৃঃ)।

৮. মির্জা সালেহঃ আসফ খাঁ জাফর বেগের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাকে এক হাজার পদাতিক এবং তিনশো অশ্বারোহীর মসনব দিয়ে ১৬১৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে বাঙলায় প্রেরণ করা হয়। তাকে বর্ধমানের ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। ('জীবনস্মৃতি' ২য়, ৩, ২৯৮, ২৯৯ পৃঃ) 'পাদিশাহ নামা' গ্রন্থে (১ম, ২য় খণ্ড, ৩০৭) বলা হয়েছে যে, তিনি একজাহারী মসনবদার ছিলেন। তিনি শাহজাহানের সিংহাসনারোহণের দ্বিতীয় বৎসরে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

৯. আবদুল্লা খাঁ—আহাদী রূপে তিনি কাজ আরম্ভ করেন এবং ক্রমে উন্নতি লাভ করেন। তাকে কয়েকটি অভিযানের ভার দেওয়া হয়েছিলো এবং তার সব কটিই তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেন। মেবারের রাণা অমর সিংহকে পরাজিত করার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট তাকে

পাঁচ হাজারী মসনবদারের পদে উন্নীত করেন এবং তাকে ফিরোজ জঙ্গ উপাধিতে ভূষিত করেন। শাহজাহান বিদ্রোহ ঘোষণা করলে আবদুল্লা খাঁ বিশ্বাস ঘাতকতা করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন। তার এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সম্রাট তাকে 'লানতুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর অভিশপ্ত বলে আখ্যায়িত করেন তখন থেকে তিনি 'তজুকে' তাকে লানতুল্লাহ বলে উল্লেখ করেন (বিস্তারিত বিরণের জন্য রোজার ও বিভারিজের 'জীবনস্মৃতি' ১ম, ২৭, ৭২, ১৪০, ১৫৫, ২০০ ২১৯, ৩১০, ৩৩১, ৩৩৫, ৪২০ এবং ২য়, ৯৪, ২৩৯, ২৫১, ২৫৫, ২৫৭, ২৬২, ২৬৬, ২৮৯, ২৯৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

১০. রাজা ভীম : উদয়পুরে রানা অমরসিংহের পুত্র। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে তাকে রাজা উপাধি প্রদান করা হয়। 'জীবনস্মৃতি' ২য়, ১২৩, ১৬২ পৃঃ)।

১১. খাজা সাবিরের জীবনী বিস্তারিত বিবরণের জন্য পাদিশানামা' ১ম, ২৬৬, ২৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১২. দরাব খাঁ : আবদুর রহিম খানখানানের পুত্র। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তিনি অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বিদ্রোহী শাহজাদার সঙ্গে যোগ দেন। তাকে ভাটির (পূর্ববাঙলা) শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। বেণী প্রসাদ তার 'হিস্টি অব্ জাহাঙ্গীর' (৩৭৩ পৃঃ) নামক গ্রন্থে সম্ভবত "ইক্‌বালনামা' এবং 'মা আসিরুল উমারা' গ্রন্থদ্বয়ের উপর নির্ভর করে বলেছেন, জাহাঙ্গীরনগর অধিকৃত না হওয়া পর্যন্ত দরাব খাঁকে বন্দী করে রাখা হয়। এটা বাহারিস্তানের অভিমতের বিরোধী। এতে বলা হয়েছে যে শাহজাহানের বাঙলা অভিযানের সবগুলিতেই তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি শাহজাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ফলে তাকে চরম দণ্ড দেওয়া হয়। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'জীবনস্মৃতি' ১ম, ২১, ১৮০, ৩১৩, ৪১৮; ২য়, ৪০, ৪৯, ৮৮, ১৫৬, ১৭৬, ২৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১৩. সমাধির বিবরণের জন্য 'মা' আসিরুল উমারা' ১ম, ১৩৮, 'ইকবাল-নামা', ২১৯ এবং 'আমল-ই-সালেহ' ১ম, ১৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৪. আসফজা অর্থাৎ চতুর্থ আসফ খাঁ—নূরজাহানের ভ্রাতা। তার প্রকৃত নাম আবুল হাসান। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'জীবনস্মৃতি' ১ম, ২০২, ২০৩, ২৪৯, ২৫২, ২৬০, ২৭৮, ২৭৯, ২৮২, ২৮৩, ৩১৯, ৩২০, ৩৭৩,

৩৮১, ৩৮৮; ২য় ১, ২৪, ৩৭, ৪৬, ৮১, ৯০, ১০০, ১৫৮, ১৬৮, ১৭৫, ২০০, ২৩০, ২৪৫, ২৪৭, ২৫০, ২৫৪, ২৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৫. পান্টি : রেনেলের 'বেঙ্গল এট্‌লাসের' ৪ নং শীটে উল্লিখিত পয়েন্টি। স্থানটি রাজমহল থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত।

বাহারিস্তান-ই-গায়বী

চতুর্থ খণ্ড

ওয়াকিয়াত-ই-জাহানশাহী

(শাহজাহানের ইতিবৃত্ত)

চতুর্থ খণ্ড

এই গ্রন্থটি আলঙ্কারিক ভাষায় আল্লাহ্, রসুল এবং সম্রাট শাহজাহানের প্রশংসাপূর্ণ ভূমিকা দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে।

দেড় পৃষ্ঠাব্যাপী এই ভূমিকাটিতে শাহজাহানের সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি ও তাঁর রাজত্বের স্থায়িত্বের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে এবং এর নামকরণ করা হয়েছে 'ওয়াকিয়াত-ই-জাহানশাহী' অর্থাৎ শাহজাহানের ইতিবৃত্ত।

ভূমিকাটিতে ঐতিহাসিক কোন তথ্য না থাকায় অনুবাদে তা বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

[শাহজাদা শাহজাহানের আকবর নগর প্রকাশ রাজমহল থেকে জাহাঙ্গীরনগর প্রকাশ ঢাকা অভিমুখে বিজয় অভিযান।]

ইব্রাহিম খাঁর দাফন: এই আনন্দময় ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই: ইব্রাহিম-নামা নামীয় এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের শেষের দিকে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ নিহত হন এবং সিপাহসালার আবদুল্লা খাঁ ফিরোজজঙ্গ চূড়ান্তভাবে জয় লাভ করেন। এই বিজয়কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজয় বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বিজয় সংবাদ শাহজাদার (শাহজাহান) নিকট প্রেরণ করা হয়। শাহজাদার পদচুম্বন করে ধন্য হওয়ার জন্য তার মস্তক শাহজাদার নিকট নিয়ে আসা হয়। খ্যাতনামা কর্মচারীবৃন্দ নিজ নিজ পদমর্যাদা অনুযায়ী একের পর এক করে আগমন করেন এবং শাহজাদার পদচুম্বনের অসীম সম্মান লাভ করেন। মৃত খাঁ (ইব্রাহিম খাঁ) বাধ্য এবং অনুগত না হওয়াসত্ত্বেও শাহজাদা শাহজাহান অন্যের কর্মদক্ষতা ও গুণাবলীর প্রতি তার স্বীকৃতি দানের মনোভাবের জন্য এবং ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গের নিজ নিজ প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততার জন্য ইব্রাহিম খাঁর মস্তক আকবর নগরের দুর্গ তোরণে না ঝুলিয়ে তার মৃতদেহ যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে সম্মানে তার নিকট নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। মৃত্যুর পূর্বে ইব্রাহিম খাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তার দেহ ও মস্তক দুর্গের ভিতর তার পুত্রের সমাধির পাশে সমাধিস্থ করা হয়।

শাহজাহান কর্তৃক পাটনার আত্মসমর্পণ দাবী: ডান হাতে উন্মুক্ত তরবারি ও বাঁ হাতে ইব্রাহিম খাঁর খণ্ডিত মস্তকসহ সিংহের উপর সোয়ার অবস্থায় সিপাহসালার আবদুল্লা খাঁর প্রতিকৃতি একটি পতাকায় অঙ্কিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশ অনুযায়ী সুদক্ষ চিত্রকরগণ সতর্কতা ও নিপুণতার সঙ্গে দুটি পতাকায় উক্ত প্রতিমূর্তি চিত্রিত করে এবং তা মহামান্য শাহজাদার নিকট হাজির করে। একটি পতাকা দেওয়া হয় জনৈক পুরাতন ও কর্তব্যনিষ্ঠ আহাদীকে। তাকে তার ঘোড়ার লাগামে পতাকাটি বেঁধে পাটনা যাওয়ার এবং ফিদা-ই-খাঁর ভ্রাতা মুখলিস খাঁর নিকট একটি চূড়ান্ত ফরমান বহন করে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফরমানটিতে বলা হয়: 'যদি নিজের মঙ্গল চাও তাহলে পাটনা দুর্গ আমাদের কর্ম-চারীদের নিকট সমর্পণ কর। নচেৎ ইব্রাহিম খাঁর মতো তোমাকেও তোমার শাস্তির জন্য তোমার নিজেকেই ধন্যবাদ দিতে হবে।' রাজা ভীমকে আকবরনগরের সরদার

নিযুক্ত করা হয়। খাজা সাদত ও অন্যান্যদের তাদের বেতনের পরিবর্তে মুঙ্গের পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল জায়গীর দেওয়া হয় এবং তা তাদের অগ্রিম পাঠান হয়। দু-অশ্ব ও তিন-অশ্ব[১] (দু আসপা ও ছে-আসপা) হিসাবে সিপাহসালার আবদুল্লা খাঁকে সাতহাজারী অশ্বের মসনব দ্বারা সম্মানিত করা হয়। তাকে সম্মানসূচক শাহী পোশাক, মণিমুক্তাখচিত তরবারি, তরবারির বেল্ট ও মণিমুক্তাখচিত জিন ও লাগাম-সহ একটি ঘোড়া উপহার প্রদান করা হয়। দরিয়া খাঁ রোহিলাকে পাঁচ হাজার পদাতিক ও পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর মসনব প্রদান করা হয় এবং তাকে শের খাঁ ফতেজঙ্গ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাকে সম্মানসূচক রাজকীয় পোশাক এবং 'জটা জুট' নামক একটি হাতীও উপহার দেওয়া হয়। তার ভ্রাতা বাহাদুর খাঁকে চার হাজার পদাতিক ও তিন হাজার অশ্বারোহীর মসনবে উন্নীত করা হয় এবং একটি ঘোড়া ও সম্মানসূচক পোশাকও প্রদান করা হয়। বাবুখাঁ বারিজকে দিলাওয়ার খাঁ উপাধীসহ তিন হাজার (ছে হাজারী) পদাতিক ও আড়াই হাজারী মসনব দ্বারা সম্মানিত করা হয়। অন্যান্য যে সমস্ত কর্মচারী সিপাহসালারের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলো তাদের কাউকে দু' শো, কাউকে দেড়শো এবং কাউকে বা একশো বিশ অশ্বারোহীর মসনব প্রদান করা হয়।

শাহজাহান কর্তৃক সিতাব খাঁকে তলব : এখান থেকে রওনা হয়ে তারা মালদহ গ্রামে প্রথম থামেন। মির্জা মুলকীকে এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়: 'আমাদের দরবারের একজন বিশিষ্ট সেবক সিতাব খাঁ। তিনি বর্তমানে কোচরাজ্যে অবস্থান করছেন। তিনি শৈশব থেকে আমাদের পদ প্রান্তে লালিতপালিত হয়েছেন। তার নিকট প্রেরণের জন্য, একটি চূড়ান্ত ফরমানের খসরা তৈরী কর এবং তা আমার নিকট নিয়ে এসো।' মির্জা মুলকী তার বুদ্ধিমতো একটি সহজ খস্ড়া তৈরী করে তা শাহজাদা শাহজাহানের নিকট উপস্থিত করে। তা অনুমোদিত হয় নি। তিনি স্বয়ং তার নিজস্ব বর্ণনা ভঙ্গিতে একটি চিঠি লিখেন। জনৈক লিপিকুশলী তা নকল করে তার সামনে হাজির করে তাতে সিংহ অঙ্কিত বিশেষ সিলমোহর লাগিয়ে বন্ধ করা হয়। চিঠির বক্তব্য হচ্ছে: 'আমাদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি সে অঞ্চলে অবস্থান করছেন, তাই আমাদের মন সে স্থানটির শান্তিপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত। যেদিন আমাদের এই নির্দেশ তার নিকট পেঁৗছবে সেদিনই তিনি যাকে নিরাপদ মনে করবেন সে রকম কোনো ব্যক্তিকে সেখানে নিয়োজিত করবেন এবং অন্যদের সেখানকার প্রধান কর্মচারী বাহরাম বারলাসের সঙ্গে এই দরবারে পাঠিয়ে দিবেন। সেখানকার সুবেদারীর কার্যভার গ্রহণের জন্য প্রেরিত লোকের জন্য কিছু দিন

তাকে অপেক্ষা করতে হবে। অতপর তিনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন, তত দিন পর্যন্ত সে অঞ্চলের শাসনভার তার উপর ন্যস্ত থাকবে। তার প্রতি আমাদের অনুগ্রহ দিন দিন বর্ধিত হবে। তাকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে একটি বিশিষ্ট সম্মান-সূচক পোশাক তার জন্য প্রেরিত হলো, যাতে তিনি সর্বোচচ–সম্মানের অধিকারী হয়ে তার কর্তব্য সম্পাদনে অধিকতর উৎসাহী হন।' অন্যান্য ফরমান পাঠান হয়। মির্জা বাহরম বারলাস, রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ এবং রাজা শত্রাজিতের নিকট। তাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: 'সিতাব খাঁর নির্দেশ ও উপদেশের বাইরে কোনো কাজ তারা করবেন না। তিনি আমাদের দরবারের একজন অত্যন্ত অনুগত বিশিষ্ট ব্যক্তি। আপনাদের নিজ নিজ কাজে খুব তৎপর থাকুন। এই দরবারের অবিসম্বা-দিত মালিকের সন্তুষ্টিকে আপনারা নিজদের স্থায়ী সম্পদ বলে মনে করবেন। তাঁর প্রশংসা ও অভিযোগকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিণতির পূর্বাভাস বলে মনে করতে হবে।' ইব্রাহিম খাঁর জনৈক প্রাক্তন কর্মচারীও বর্তমানে শাহজাদার পক্ষে আহাদী হিসাবে চাকুরী গ্রহণ করেন। তাকে উপরোক্ত ফরমানসহ সিতাব খাঁকে প্রদত্ত সম্মানসূচক পোশাকসহ প্রেরণ করা হয়। তিনি কোচ রাজ্য অভিমুখে রওনা হতে সম্মত হন। তদনুযায়ী তাকে আহাদীদের দলভুক্তি করা হয়। তাকে আড়াইশো অশ্বারোহীর মসনব প্রদান করা হয় এবং তাকে এক্কা বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করা হয়। অতপর তাকে রওনা হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। তাকে সিপাহ-সালার আবদুল্ল খাঁ ফিরোজ জঙ্গের প্রতিকৃতি অঙ্কিত অন্যতম পতাকাটি দেওয়া হয়।

সিতার খাঁ ও মির্জা বাহরামের মধ্যে মনোমালিন্য: এবার কোচ রাজ্যের রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। শাহজাদার আগমন সংবাদ কোচ রাজ্যে পৌঁছলে সিতাব খাঁ মির্জা বাহরামের সঙ্গে নিয়মিত সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার বন্ধ করে নিজ গৃহে অবস্থান করতে থাকেন। তাই মির্জা বাহরাম সিতাব খাঁর নিয়মিত সাক্ষাৎকার বন্ধ করার প্রসঙ্গে বলতে থাকেন: 'তাঁর এই নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ বন্ধের কারণ কি?' তার এ উক্তি অন্যান্য খাঁদের কানেও পৌঁছে। তাতে সিতাব খাঁ তার থানাসমূহের যাতায়াতের সন্তোষজনক ব্যবস্থা করে হাজো চলে আসেন এবং সেখানে মির্জা বাহরামের গৃহে দশ দিন অবস্থান করেন। সিতাব খাঁ দীর্ঘ সময় সেখানে অবস্থান করাতে মির্জা পুনরায় সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তিনি তাকে বলেন: 'আপনার হাজো এসে এতোদিন অবস্থান করার উদ্দেশ্য কি তা বুঝতে পারছি না।' খাঁ (সিতাব খাঁ) জওয়াব দেন: 'আপনার সন্দিগ্ধ মনো-ভাবের জন্যই আমি আপনার নিকট থেকে সড়ে নিজগৃহে অবস্থান করছিলাম।

তাই আমি যখন শত্রুদের এই অভিযোগ বন্ধ করার জন্য এখানে এসে আপনার সঙ্গে বাস করছি, তখন তারা পুনরায় এই আজগুবী কথা প্রচার করছে।' তারা যখন এই বিবাদে ব্যস্ত ছিলেন তখন ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গের মৃত্যু সংবাদ হাজোতে প্রচারিত হয়। মির্জা বাহরাম এই গ্রন্থের লিখক গিতাব খাঁকে তার গৃহে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। বিনীত লেখক তাকে জওয়াব পাঠানঃ 'আপনি যখন আমার প্রতি এতদূর সন্দেহ পোষণ করেন তখন আমিও আপনার প্রতি অত্যন্ত সন্দেহ পরায়ণ হয়ে উঠি। তবে এই সীমান্তে অবস্থানরত শাহী কর্মচারীদের পক্ষ থেকে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ, রাজা শত্রাজিত ও রাজা মধুসূদন এবং রাজা রঘুনাথ ও আকা-তাকি যখন আপনার আর আমার মধ্যকার বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত করতে এসেছেন এবং আপনি যদি এসে আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন যে কোনোরূপ অপ্রীতিকর কিছু ঘটবে না, তখনই আমি আপনার নিকট আসতে পারি। অন্যথায় আপনার ওখানে গিয়ে দোষের ভাগী হতে যাব কেন? মির্জা বাহরাম অনেক অনুরোধ জানিয়ে উপরোক্ত সহকর্মীদের সিতাব খাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তারা শপথ করে এবং আশ্বাস দিয়ে তাকে শান্ত করেন। উক্ত মির্জা তার বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে অস্ত্রসজ্জিত করে সহকর্মীদের আগমনের অপেক্ষা করছিলেন। এই বিনীত সিতাব খাঁও তার দৃষ্টি ও সতর্কতার জন্য তার অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে যান। যে সমস্ত সহকর্মী শপথ করেছিলেন তারাও তাদের অনুসারীদের সঙ্গে করে নিয়ে আসেন যাতে কোনোরূপ অপ্রীতিকর দুর্ঘটনা ঘটতে না পারে। বিনীত সিতাব খাঁর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে প্রতিশ্রুত রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ তার সৈন্যদের সুসজ্জিত করে নিয়ে আসেন। মির্জা বাহরামের মনে বদমতলব ছিলো কিন্তু ব্যাপার দেখে এবং মৃত্যু অবধারিত বুঝতে পেরে তিনি তার সে অসৎ উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করেন। তিনি কথা বলতে শুরু করেন এবং নিম্নলিখিত উপায়ে তার বক্তব্য শেষ করেনঃ 'আমাদের অন্তরের পবিত্রতা অকৃত্রিম বন্ধুত্ব প্রমাণ করার জন্য আমাদের সামনে কোরআন রাখা হউক।' উভয় পক্ষই এতে সম্মত হন। সভাস্থলে কোরআন আনা হলে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। প্রথমেই মির্জা বাহরাম নিম্নরূপ শপথ গ্রহণ করেনঃ 'সিতাব খাঁর মঙ্গলামঙ্গলের ব্যাপারে তার মঙ্গলকে আমি আমার নিজের মঙ্গল এবং তার অমঙ্গলকে আমার অমঙ্গল বলে গণ্য করব।' অতপর এই দীন সিতাব খাঁর শপথ গ্রহণের পালা। শপথ গ্রহণকালে এই দীনহীন বলেঃ 'আমাদের প্রভুর প্রতি আনু-গত্যের ব্যাপারে মির্জা বাহরামের ভালো মন্দ সকল বিষয়ে আমি অংশগ্রহণ করব।' এ কথা শুনে মির্জা মাহান্দী নামক ইব্রাহিম খাঁর জনৈক তরুণ কর্মচারী যিনি মির্জা বাহরামের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন, বললেনঃ 'আপনি কাকে প্রভু বলছেন?'

এই গ্রন্থের লিখক সিতাব খাঁ জওয়াবে বলেনঃ 'ভৃত্যগণ কাকে তাদের প্রভু বলে মনে করে ?' পরে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং বলেনঃ 'এমনি করেই আপনি এই মূর্খদের কথায় আপনার কাজের ক্ষতি করেন।' এ ব্যাপারে রাজা শত্রাজিত উভয় পক্ষকে শান্ত করেন এবং বিষয়টি আপোষ করতে চান। অতপর সবাই নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান এবং মির্জা বাহরাম নিজ গৃহেই থেকে যান।

কামরূপের কর্মচারীদের শাহজাহানের ফরমান প্রাপ্তিঃ কিছুকাল পর এই বিনীত সিতাব খাঁর জায়গীর বগরী বাড়ীর শিকদারের নিকট থেকে খবর আসে যে ইব্রাহিম খাঁ ফতে জঙ্গের মৃত্যুর পর শাহজাদা শাহজাহান মালদহ থেকে ইয়াক্কা বাহাদুর নামক জনৈক মসনবদারকে এ অঞ্চলে পাঠিয়েছেন, তিনি বর্তমানে এখানে এসে পেঁৗছেছেন। তিনি হাজো যাওয়ার জন্য তাঁর (সিতাব খাঁর) নির্দেশের অপেক্ষা করছেন। ইয়াক্কা বাহাদুরকে অবিলম্বে হাজো নিয়ে আসার জন্য এই বিনীত সিতাব খাঁ তৎক্ষণাৎ পাঁচটি অতিদ্রুতগামী নৌকা, যা পূবালী হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্রুত চলতে পারে, প্রেরণ করেন। পাঁচদিন পর ইয়াক্কা বাহাদুর হাজো এসে পেঁৗছেন। এই বিনীত লেখক হাজো দুর্গের পদপ্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত নদীর তীরে মখমলের সামিয়ানা টাঙ্গানোর নির্দেশ দেন। সমস্ত খাঁ যাতে এগিয়ে গিয়ে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করতে পারেন সেজন্য তিনি ইয়াক্কা বাহাদুরকে শাহী ফরমান ও স্মারকসহ সেখানে অপেক্ষা করতে বলে পাঠান। অনুরূপভাবেই এই বিনীত লেখক মির্জা বাহরাম ও অন্যান্য সমস্ত শাহী কর্মচারীদের নিকট সংবাদ পাঠান। পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী ঘোড়ায় সোয়ার হয়ে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে ফরমান গ্রহণের জন্য তিনি নিজেও এগিয়ে যান। পূর্বোক্ত স্থানে ইয়াক্কা বাহাদুর শামিয়ানার নীচে বসেছিলেন, তিনি এবং উচ্চ-নীচ সমস্ত কর্মচারী সেখানে এসে, নিজ নিজ ঘোড়া ও হাতী থেকে অবতরণ করেন এবং এক তীরের ব্যবধান থেকে তারা আনুগত্যের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ইয়াক্কা বাহাদুরের নিকট এসে এই গ্রন্থের লিখক সিতাব খাঁ তিনবার অভিবাদন ও সকৃতজ্ঞ প্রণতি (তসলিম-ওয়া-সিজদা) জানিয়ে তিনি দুহাতে ফরমানটি গ্রহণ করে তা তার মাথায় রাখেন এবং পুনরায় অভিবাদন ও সকৃতজ্ঞ তসলিম জ্ঞাপন করেন। অতপর তিনি সম্মানসূচক পোশাক পরিধান করেন। তৃতীয়বার শাহী তসলিম জানিয়ে তিনি মির্জা বাহরামের জন্য প্রেরিত ফরমানটি গ্রহণ করেন এবং তা মির্জার মাথায় রাখনে এবং তাকে জাহাঙ্গীরনগর মুখী করে অভিবাদন করান হয়। অতপর রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ এবং রাজা শত্রাজিতকে

অভিবাদন করান হয়। এরপর সিতাব খাঁ শাহী দরবার থেকে আগত দূতের সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক সাক্ষাতকার করে নিজ গৃহে ফিরে আসেন।

মির্জা বাহরামের দুরাবস্থাঃ সিতাব খাঁ মির্জা বাহরামকে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রেরণ করেনঃ 'ইব্রাহিম খাঁর সম্পত্তির সঙ্গে আপনার নিজের সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়ার নির্দেশ সত্ত্বেও আমাদের শপথের কথা স্বরণ করে আপনার কোনো প্রকার ক্ষতি করার ইচ্ছা বাস্তবিকই আমার নেই। আপনার হাতীগুলি হস্তীযুথে রেখে আপনার ভাগ্য পরীক্ষার জন্য এবং আপনার সম্বন্ধে কি নির্দেশ হয় তা দেখার জন্য আপনাকে শাহজাদার নিকট যাওয়া উচিত। আমার সাধ্যানুসারে আপনার মঙ্গলের জন্য চিঠির মাধ্যমে মধ্যস্থতারও চেষ্টা করব।' এ সময়ে তার নিকট অনিয়মিত বাহিনী হিসাবে রক্ষিত ইব্রাহিম খাঁর পাঁচশো অশ্বারোহী চারদিক থেকে তার গৃহ বেষ্টন করে তাদের বেতন দাবী করে। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং তাকে বাইরে যেতে দেয় নি। এই বিনীত সিতাব খাঁ তার স্বভাব সুলভ মহত্ত্ব ও জাহাঙ্গীরের সমস্ত কর্মচারীর প্রতি ইব্রাহিম খাঁর সদয় ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত সংবাদসহ তার এক হাজার অশ্বারোহী ও পাঁচশো পদাতিক সৈন্য দিয়ে মির্জা বাহরামের প্রাসাদের চৌকিতে প্রেরণ করেনঃ 'তোমাদের এই আচরণের জন্য তোমরা তোমাদের বেতনের দাবীই শুধু নষ্ট করবে না ভবিষ্যতে তোমরা তোমাদের চাকুরীও হারাবে। তাছাড়া এই মুহূর্তে তোমরা তোমাদের জীবনও হারাতে পার এবং তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমরা যদি আমার নির্দেশ মতো মির্জা বাহরামের প্রাসাদের নিকট থেকে চলে আস এবং ভবিষতে আর কখনো তা ঘেরাও না কর তা হলে খুবই ভালো। আমি তোমাদিগকে সম্রাটের চাকুরীতেই শুধু বহাল রাখব না তোমাদের দুমাসের বেতন যা ইব্রাহিম খাঁর অধীন চাকুরী করার জন্য তোমাদের প্রাপ্য তা শাহী খাজানা থেকে তোমাদের দেওয়ারও ব্যবস্থা করব। তারা তার কথা মতো ফিরে যায়। এমনিভাবে মির্জা বাহরাম রক্ষা পান।

আকাতাকি কামরূপের দেওয়ান নিযুক্তঃ শাহী দেওয়ান এবং বখ্‌শী ছাড়া নতুন প্রশাসনের কাজ ও অন্যান্য কাজ সম্পন্ন হতে পারে না, তাই ইব্রাহিম খাঁ ফতে জঙ্গের অভিজ্ঞ কর্মচারী আকা তাকি[৩] যিনি মির শাফী এবং সিতাব খাঁর মধ্যকার বিবাদের তদন্ত করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তাকেই কোচ রাজ্যের দেওয়ান, বখশী ও ওয়াকি নবীশের সম্মানজনক পদে নিযুক্ত করা হয়। তাকে চারশো পদাতিক ও

একশো অশ্বারোহীর মসনবের সুপারিশ করে শাহজাদার নিকট এক আবেদন প্রেরণ করা হয়।

শাহজাহান কর্তৃক নূর কুতুবের মাজার জিয়ারৎ: এবার আমার লেখনি-অশ্বের বল্গা টেনে আমার মূল বিষয়ের রাজপথে চালিত করছি। দ্বিতীয় পর্যায়ে শাহজাদা শাহজাহান সারা-ই-পাঁথারী[৪] সেতুতে শিবির স্থাপন করেন। পাণ্ডুয়ার পথে অবস্থিত হওয়ায় মহামান্য শাহজাদা কামেল দরবেশ শেখ নূর কুতুব আলমের মাজারে গমন করেন। সেখানে মাজার জিয়ারতের পর তিনি ফাতেহা পাঠক করেন এবং পরে পুনরায় গন্তব্য পথে রওনা হন। রওজার খাদেমদের তিনি চার হাজার টাকা দান করেন। তৃতীয় দিনে ডিহি কূটে শিবির স্থাপন করেন এবং চতুর্থ দিনে ঘোড়াঘাটে অবস্থান করেন। ইব্রাহিম খাঁর বিধবা বেগমকে সান্ত্বনা দিতে এবং জাহাঙ্গীরনগরে অবস্থানরত আহম্মদ বেগ খাঁ, মির্জা ইউসুফ, জালাইর খাঁ, মির্জা ইস্পিন্দিয়ার, মির্জা নূরুল্লা ও অন্যান্য কর্মচারীগণকে শান্ত করার জন্য ইতিমাদ খাঁ ওরফে খাজা ইদ্রাককে পূর্বাহ্ণেই সেখানে প্রেরণ করা হয়।

শাহজাহান কর্তৃক কামরূপের কর্মচারীদের নিকট ফরমান প্রেরিত: এই বিনীত সিতাব খাঁ কোচ থেকে তার পুরাতন ভৃত্য বাহবুদের মারফৎ যে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন তা কালাবাড়ী পরগনার অন্তর্গত বুধিবুধা নামক স্থানের নিকট বিজয়ী শাহজাদার হস্তগত হয়। শাহজাদা শাহজাহান হস্তী পৃষ্ঠে অবস্থিত হাওদায় বসে বসে আবেদনপত্রটি পাঠ করেন। তিনি এগিয়ে যেতে যেতে এই বিনীত সিতাব খাঁ, অবস্থা সম্বন্ধে ভৃত্যের নিকট থেকে জানতে চান। গন্তব্যস্থলে পোঁছেই শাহজাদা সেই আবেদনপত্রের জওয়াবে একটি ফরমান জারী করেন। এর সঙ্গে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যাদের নিকট ফরমান জারী করার জন্য তার আবেদনে উল্লেখ করেছিলেন, তাদের নিকটও ছ'টি ফরমান প্রেরণ করেন। এরা হচ্ছেন, রাজা-লক্ষ্মীনারায়ণ, শেখ শাহ মাহমুদ, রাজা শত্রাজিত, রাজা মধুসূদন, রাজা রঘুনাথ এবং আকা তাকী। সম্প্রতি শাহী কর্মচারী রূপে নিয়োজিত আকাতাকীকে চারশো পদাতিক ও একশো অশ্বারোহীর মসনব প্রদানের সুপারিশ করা হয়। মির্জা বাহরামের পদচ্যুতিতে সিতাব খাঁ তার (বাহরামের) জায়গীর তার নিজের জন্য বরাদ্দ করে নিম্নলিখিত মর্মে উৎসাহপূর্ণ ফরমান জারী করার জন্য আবেদন জানান: 'সিতাব খাঁর সুপারিশক্রমে তার মসনব এবং জায়গীর প্রদানের ব্যাপারটি

অনুমোদিত হলো এবং কোচ প্রদেশের দেওয়ান বখশী ও ওয়াকি নবীশের পদ প্রদান করে তাকে সম্মানিত করছি।' তদানুযায়ী উপরোক্ত মর্মে ফরমান জারী করা হয় এবং তা বিনীত সিতাব খাঁর মারফৎ সে রাত্রেই তার নিকট পাঠান হয়।

শাহজাহানের জাহাঙ্গীরনগর উপস্থিতি : পরদিন সকালে একটি মধ্যবর্তী স্থানে শাহজাদা শাহজাহানের শিবির স্থাপন করা হয়। আকবর নগর প্রকাশ রাজমহল থেকে রওনা হওয়ার ষষ্ঠ দিবসে ইউসুফ শাহী প্রকাশ শাহজাদাপুরে তাঁর শিবির স্থাপন করা হয়। সেখান থেকে চতুর্থ দিন অর্থাৎ আকবর নগর থেকে রওনা হওয়ার নবম দিবসে শাহজাদা নিরাপদে এবং হৃষ্টচিত্তে জাহাঙ্গীরনগর উপস্থিত হন। খোজা (খাজা সারা) ইতিমাদ খাঁ তার পূর্বেই সেখানে এসে উচচ নীচ সকল কর্মচারীকেই প্রবোধ দেন। সমস্ত খাঁ-ই তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী একের পর একজন করে এক থেকে দু মাইল অগ্রসর হয়ে শাহজাদাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সমবেত হন। তারা শাহজাদার সাক্ষাৎ লাভ করে চির কৃতার্থ হন। তাদের প্রত্যেককেই তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মানসূচক পোশাক, ঘোড়া, শাল এবং অন্যান্য জিনিস দ্বারা সম্মানিত করা হয়। মরহুম ইব্রাহিম খাঁর বেগম তার সমস্ত পরিবার পরিজন নিয়ে শাহজাদার পদপ্রান্তে হাজির হয়ে গৌরবান্বিত হন। সারা হিন্দুস্থানের শাহজাদার প্রতি অশেষ আনুগত্য প্রকাশ করে বেগম শাহজাদার প্রতি যথাযোগ্য আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন। মহামান্য শাহজাদা জাহাঙ্গীরনগর দুর্গাভ্যন্তরস্থ ইব্রাহিম খাঁর মনোরম প্রাসাদে সাত দিন অবস্থান করেন। সুবে বাঙলা ও কোচ রাজ্যের সমস্ত থানার বন্দোবস্থ করে তিনি (শাহজাদা) পাটনা[৩] বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

বাঙলায় কর্মচারী রদবদল : খান খানান আবদুর রহিম শাহজাদার বিরুদ্ধাচারণ করার জন্য তার পুত্র দরাব খাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু দরাব খাঁ শাহজাদার পক্ষ গ্রহণ করায় এবং গুণের মর্যাদা ও দয়া দক্ষিণ্য ও শাহজাদার স্বভাবজাত চরিত্রের জন্য মহানুভব শাহজাদা দরাব খাঁকে ক্ষমা করেন। তাকে ছ'হাজার পদাতিক ও পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর মসনবে উন্নীত করা হয়। এবং সম্মানসূচক পোশাক, একটি ঘোড়া এবং মণিমুক্তা খচিত তরবারি ও তরবারির পেটি উপহার দেওয়া হয়। তাকে ভাটির সরদারী প্রদান করা হয়। আরাম বখশ্ নামক দরাব খাঁর এক পুত্রকে এক হাজার অশ্বারোহীর মসনব এবং শাহনেওয়াজ খাঁর পুত্র শকর শিকানকে এক হাজার পদাতিক ও এক হাজার অশ্বারোহীর মসনব প্রদান করা হয়। তাদের

শাহজাদার সহগামী[৮] হিসাবে গ্রহণ করা হয়। দরাব খাঁর এক পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুরূপ মসনব প্রদান করা হয় এবং তাদের দরাব খাঁর সঙ্গে রেখে যাওয়া হয়। মির্জা মক্কীকে পাঁচশো পদাতিক ও দুশো অশ্বারোহীর মসনব প্রদান করা হয় এবং তাকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করা হয়। খাজা ওয়াইসীর পুত্র মির্জা হেদায়েত উল্লাকে জাহাঙ্গীরনগরের বখ্‌শী ও ওয়াকি নবীশের পদে নিযুক্ত করেন এবং তাকে চারশো পদাতিক ও দেড়শো অশ্বারোহীর মসনবে উন্নীত করা হয়। ইতিমাম খাঁর ভাগিনা মালিক হোসেনকে সারা বাঙলা প্রদেশের খাজাঞ্চী (গিরি-ই কুল্ল-ই-বাঙলা) পদ প্রদান করা হয়। শাহজাদার একদল কর্মচারীকে দরাব খাঁর সাহায্যের জন্য নিয়োজিত করা হয়। আলি খাঁ নিয়াজীকে যশোরের সরদার নিযুক্ত করা হয় এবং তাকে দুহাজার পদাতিক ও দেড় হাজার অশ্বারোহীর মসনব দ্বারা সম্মানিত করা হয়। মির্জা সালেহকে তার জাহাঙ্গীর প্রদত্ত মসনবসহ সিলেটের সরদার নিযুক্ত করা হয়। ইব্রাহিম খাঁ বখশী মির্জা বাকীকে পাঁচশো পদাতিক ও চার শো অশ্বারোহীর মসনব প্রদান করে ভালোয়ার থানাদার নিযুক্ত করা হয়। ইব্রাহিম খাঁর নৌ সৈন্যাধ্যক্ষ আদিল খাঁ ও পাহাড় খাঁকে তার সাবেক পদ জাহাঙ্গীরনগরের নৌ সৈন্যাধ্যক্ষ পদে বহাল রাখা হয়। আদিল খাঁকে দরাব খাঁর নিকট রেখে পাহাড় খাঁকে শাহজাদার সঙ্গে নেওয়া হয় এবং তাকে খিদমতপরস্ত খাঁ ওরফে রেজার সঙ্গে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়।

•

শাহজাহানের কদম রসুল জিয়ারত : অতঃপর শাহজাদা নৌবহর নিয়ে আকবর নগর অভিমুখে রওনা হন। সিপাহ সালার (প্রধান সেনাপতি) আবদুল্লা খাঁ ফিরোজ জঙ্গ ও অন্যান্য কর্মচারীদের স্থলপথে প্রেরণ করা হয়। প্রথম দিন নদীর তীরে অবস্থিত খিজিরপুরে অবস্থান করেন। বিশ্বনবীর পদচিহ্ন রক্ষিত (কদমরসুল) রসুলপুরে সেই পবিত্র স্থানটি জিয়ারত করেন। এটি (কদমরসুল) আরব থেকে আনীত এক সওদাগরের নিকট থেকে অনেক টাকায় মাসুম খাঁ কাবুলী খরিদ করে তা রসুলপুরে স্থাপন করেন। এ জন্যই স্থানটির নাম রসুলপুর হয়েছে। স্থানটি কদমরসুল বলেও খ্যাত। এই পবিত্র স্থানের খাদিমদের এক হাজার দারব (আধুলি) প্রদান করা হয়।

মগরাজা কর্তৃক তার অনুগত্যের সংবাদ প্রেরিত : শাহজাদার জাহাঙ্গীর-নগর উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দশ হাজার রণতরী, পনের শো হাতী ও দশ লক্ষ

পদাতিক সৈন্যের মালিক মগরাজ শাহজাদার আগমনের সংবাদ পেয়ে এক লক্ষ টাকা মূল্যের দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি পেশকশ হিসাবে দূত মারফৎ শাহজাদার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি অত্যন্ত অনুগতভাবে এক আবেদন জানান তাকে একজন অনুগত সামন্ত হিসাবে বিবেচনা করার জন্য। তিনি ভগবানের নামে শপথ করে জানান যে, যখনই যে কোনো কাজের জন্য তাকে তলব করা হলে তিনি একান্ত অনুগতভাবে সে কার্য সম্পন্ন করবেন। তাই শাহজাদা বহু মূল্যবান উপহার দ্রব্যসহ সম্মানসূচক পোশাক তাকে প্রেরণ করেন। তাকে এক চূড়ান্ত ফরমান দ্বারা তার রাজ্যের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতির কথা জানান হয় এবং তাকে তার প্রতিশ্রুতিতে অবিচল থাকার জন্য এবং জাহাঙ্গীরনগরে অবস্থিত তার কর্মচারীদের সাহায্য করে চিরন্তন গৌরব লাভ করার কথা বলা হয়। পরে মগ রাজার দূতকে প্রস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়।

আকবর নগর থেকে শাহজাহানের পাটনা যাত্রাঃ কদম রসুল থেকে রওনা হয়ে শাহাজাদা এগিয়ে চলেন। দ্বিতীয় দিনে তিনি বিক্রমপুরের বিপরীত দিকে এক স্থানে থামেন। সারা বাঙলা দেশের রাজস্ব তালিকা প্রস্তুত করা ও তা নিয়ে আসার জন্য ওয়াছির খাঁকে[১] সাতদিনের জন্য জাহাঙ্গীরনগর রেখে আসা হয়। তৃতীয় দিনে শাহজাদার শিবির কলাকোপায় স্থাপিত হয়। চতুর্থ দিন তিনি যাত্রা পুরে নদীতে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি আলাইপুরের মোহনায় পেঁৗছেন। এখানে এক প্রচণ্ড ঝড়ে বহু নৌকা নিমজ্জিত হয়। শাহজাদার ডুবন্ত প্রায় নৌকাটি আল্লার মেহেরবাণীতে কোনরূপে রক্ষা পায়। সেখান থেকে পাঁচ মঞ্জিল পর তারা আকবর নগর উপস্থিত হন। সেখানে তিন দিন অবস্থান করার পর তিনি তাঁর বেগম মহামান্যা নওয়াব মমতাজ মহল এবং আরো কতিপয় নিকটতম আত্মীয়-সহ পাটনা রওনা হয়ে যান। অন্যান্য মহিলাদের রত্নাগার (জওয়াহির খানা), মালখানা ও কারখানা ও অন্যান্য ভারী মালপত্র আকবর নগরে রেখে আসা হয়। পাটনা রওনা হওয়ার সময় আকবর নগরে একটি মহল (হেরেম) তৈরী করার জন্য ২০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়। মোহাম্মদ সালেহকে গৌড়ের বখ্শী ও ওয়াকি নবিশ নিযুক্ত করা হয়। তার বিশ্বস্ততার জন্য তাকে আকবর নগরের প্রাসাদসমূহের পরিদর্শকের (দারোগাগিওয়া মুশরিফ-ই-ইমারত) পদও দেওয়া হয়। মহলটির নির্মাণ কার্য যতশীঘ্র সম্ভব শেষ করার জন্য তাকে চূড়ান্ত নির্দেশ প্রদান করা হয়। সেখান থেকে রওনা হওয়ার আগের দিন মিঞা বসির ও পাহলোয়ান তাতারী নামক দুটি হাতীর মধ্যে লড়াই এর ব্যবস্থা করা হয়। বিরাটকায় হাতী দুটির লড়াই এক পহরেরও বেশি সময় অত্যন্ত মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তাদের সরিয়ে না

নেওয়া পর্যন্ত সমানে সমানে লড়াই করে চলে কিন্তু মিঞা বসিরের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। শাহজাদা এতে অত্যন্ত মর্মাহত হন। মিঞা বসির পহলোয়ান তাতারী, হিন্দান খাঁ ও অন্যান্য ছোট বড় ব্যক্তিগত একশো কুড়িটি হাতী আকবর নগরে রেখে দেওয়া হয়। সেখান থেকে শাহজাদা সামনের দিকে অগ্রসর হন এবং পান্তিতে তার শিবির স্থাপন করা হয়। ওয়াজির খাঁও বাঙলার সমস্ত কাজের বন্দোবস্ত করে শাহজাদার নিকট এসে হাজির হন।

মুখলিস খাঁর পাটনা পরিত্যাগঃ পাটনায় অবস্থানরত মুখলিস খাঁ শাহজাদার আগমন সংবাদ শুনা মাত্র তাকে বাধা না দিয়ে সোলতান পারভিজের শাহী কারখানার মালপত্র যা তার পক্ষে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো তা নিয়ে ইলাহাবাদ (এলাহাবাদ) রওনা হয়ে যান। কয়েক দিনের মধ্যেই দিনের এলাহাবাদ দুর্গে মির্জা রুস্তম খাঁর সঙ্গে মিলিত হন।

জাহিদ খাঁ কোচ রাজ্যের সুবেদাররূপে প্রেরিতঃ জাহিদ বেগ বোখারীকে জাহিদ খাঁ উপাধি প্রদান করে কোচ রাজ্যের সুবেদারী পদ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। তাকে তিন হাজার পদাতিক ও তিন হাজার অশ্বারোহীর (ছে হাজারী) মসনব প্রদান করা হয়। তার বেতনের পরিবর্তে তাকে সমগ্র রাজ্যের জায়গীর প্রদান করা হয়। বহু সংখ্যক শাহী ও বাঙলায় অবস্থিত বহু কর্মচারীকে জাহিদ খাঁর সঙ্গে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

হাজোর কর্মচারীদের প্রতি ফরমান জারীঃ এখন সিতাব খাঁ ও হাজোয় অবস্থানরত কোচ রাজ্যের কর্মচারীদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। প্রথমত সিতাব খাঁর ভৃত্য বাহবুদ যাকে আবেদনসহ শাহজাদা শাহজাহানের নিকট পাঠান হয়েছিলো, উপরোক্ত ফরমানসহ ফিরে আসে। সিতাব খাঁ তার বিশ্বস্ত কর্মচারীদের সঙ্গে করে দুর্গ থেকে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত নদীর তীরে গমন করেন। প্রত্যেকেই নিজ আনুগত্যের প্রয়োজনীয় রীতি অনুসরণ করেন। সমস্ত খাঁ-ই নিজ নিজ পদমর্যাদানুযায়ী ফরমানটিকে নিজ নিজ মস্তকে স্থাপন করে নির্দেশ অনুযায়ী নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করেন। সিতাব খাঁ তার ভাগিনার সঙ্গে তার পরিবার পরিজনদের

জাহাঙ্গীরনগর প্রেরণ করেন এবং অবিলম্বে গন্তব্য স্থলে পেঁৗছার জন্য কড়া তাগিদ দেন। পথে তাঁরা অনেক বিলম্ব করেন। দশ দিনের পথ তারা পঁচিশ দিনে অতিক্রম করেন। তারা শাহজাদার জাহাঙ্গীরনগর ত্যাগের এক সপ্তাহ পরে জাহাঙ্গীর নগর পেঁৗছেন।

সিতাব খাঁর জাহাঙ্গীরনগর যাত্রা: এবার সিতাব খাঁ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। তার ভৃত্য বাহবুদের মারফৎ প্রথম ফরমান প্রাপ্তির তৃতীয় দিন একটি আবেদনসহ জাহাঙ্গীরনগর অবস্থানরত শাহজাদা শাহজাহানের নিকট প্রেরিত তার মিরবহর (নৌ সৈন্যাধ্যক্ষ) জামাল শাহজাহানের জাহাঙ্গীরনগর ত্যাগের সময় জারিকৃত অন্য একটি চূড়ান্ত ফরমান নিয়ে ফিরে আসেন। সিতাব খাঁ তা গ্রহণ করতে এগিয়ে যান এবং প্রয়োজনীয় আনুগত্য প্রদর্শন করে তা গ্রহণ করেন। তার অন্যত্র বদলীর এবং জাহিদ খাঁকে প্রেরণের সংবাদ জানার আগেই তিনি অত্যন্ত উৎসাহ ও তৎপরতার সঙ্গে কোচ রাজ্যের সমস্ত বন্দোবস্ত সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করে ফেলেন। তার ভাগিনা সৈয়দ মুফাক্তিকে হাজোর সুবেদার নিযুক্ত করেন। রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ, মরহুম শেখ কামালের পুত্র শেখ শাহ মোহাম্মদ সরহদ খাঁ, ওরফে শেখ আবদুল ওয়াহিদের পুত্র, রাজা মধুসূদন, মির্জা সালে আর গুণ, মির্জা ইউসুফ বারলাস এবং অন্যান্য শাহী কর্মচারীদের তার হিন্দু কর্মচারী রায় বলভদ্র দাস এবং কোচ রাজ্যের দেওয়ান, বখশী ও ওয়াকি নবীশ মোহাম্মদ তাকীর নেতৃত্বাধীন রেখে যান। তার বিদায়ের এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি তার ব্যক্তিগত বখশি খাজা বদ্রীদাসকে ৬০০ অশ্বারোহী, পাঁচশত বন্দুকধারী সৈন্যসহ জাহাঙ্গীরাবাদ প্রকাশ গিলানায় এর প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত করেন। শেখ আফজাল ও জাহাঙ্গীরাবাদের উচচ নীচ অন্যান্য কর্মচারীদের বদ্রীদাসের নির্দেশ মান্য করে চলার নির্দেশ দেন এবং বলেন যে, সম্রাটের কার্যকলাপ সম্পন্ন করাকে আল্লার এবাবদত বলে গণ্য করতে হবে। তদানুযায়ী বদ্রীদাস গিলানায় গিয়ে অবস্থান করেন। অতঃপর এই দীনহীন সিতাব খাঁ শাহজাদাকে উপহার দেওয়ার জন্য তার নিজের ও মির্জা বাহরামের পীলখানা থেকে সত্তুরটি নির্বাচিত হাতী সঙ্গে নেন। তার নিজের হাতী থেকে একটি বড় হাতী ও দু'টি বাচচা হাতী এবং একটি মাদী হাতী এবং অন্যান্য উপহার দ্রব্য তার স্থল বাহিনীর সঙ্গে পেশকশ হিসাবে প্রেরণ করেন। তার সে স্থলবাহিনীতে এক হাজারেরও বেশী অশ্বারোহী এবং দুহাজার পদাতিক সৈন্য ছিলো। এক শুভলগ্নে সিতাব খাঁ নৌকাযোগে জাহাঙ্গীরনগর অভিমুখে রওনা হন। সৈয়দ মুফাক্তিকে একটি সম্মানসূচক পোশাক, একটি ঘোড়া ও একটি হাতী প্রদান করেন। বিশ্বস্ত

কর্মচারীদের উৎসাহিত দেন এবং তাদের মুফাত্তির সঙ্গে থাকার নির্দেশ দেন। তৃতীয় দিন তিনি রাঙা মাটি পেঁাছেন। এখানে তিনি জানতে পারেন যে, শেখ আফজল অবাধ্য হয়েছেন এবং বদ্রীদাসের সঙ্গে অবস্থান করতে অস্বীকার করছেন। তিনি একদিন সেখানে অবস্থান করেন। পূর্বোক্ত শেখকে পথে আনেন এবং বদ্রীদাসকে কিছু উপদেশ দিয়ে সস্থান ত্যাগ করেন। চতুর্থ মঞ্জিলে তিনি পাতলাদহে পেঁাছেন। এখানে তিনি জানতে পারেন যে, শাহজাদা জাহাঙ্গীরনগর প্রকাশ ঢাকা ত্যাগ করে আকবর নগর রওনা হয়ে গেছেন। তাই তিনি দ্রুত চলে চার দিন পর জাহাঙ্গীর-নগর পেঁাছেন।

জাহাঙ্গীরনগর থেকে সিতাব খাঁর যাত্রাঃ দেওয়ান মির্জা মুক্কী, বখশী ও ওয়াকি নবীশ মির্জা হেদায়েৎ বেগ এবং বাঙলার প্রধান খাজাঞ্চী মালিক হোসেন সিতাব খাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনা হয়। সিতাব খাঁর বিদায়ের সময় তিনি দেওয়ান এবং বখশীকে কালো এবং সাদা রঙ্গের উচচ জাতের দু'টি সুন্দর টাঙ্গান ঘোড়া এবং পাঁচ সের চন্দন কাঠ প্রদান করেন। মির্জা মালিক হোসেনকেও একটি টাঙ্গান ঘোড়া ও দুসের চন্দনকাঠ প্রদান করেন। পরদিন ভোরে তিনি সকালে মির্জা মুক্কীর গৃহ থেকে শুরু করে সন্ধ্যায় হেদায়েৎ বেগের গৃহ শেষ করে তাদের প্রত্যেকের গৃহে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারের জন্য গমন করেন। পরদিন পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী তিনি তার বন্ধুবান্ধবসহ দরাব খাঁর গৃহে গমন করেন। মির্জা মুক্কী ও হেদায়েত বেগ তার সঙ্গে যান। দরাব খাঁ তার দেওয়ানখানা থেকে বেরিয়ে এসে সিতাব খাঁকে আলিঙ্গন করেন। তারা খানিকক্ষণ বাইরে উপবেশন করেন। অতঃপর দরাব খাঁ, সিতাব খাঁ দেওয়ান এবং বখশীকে সঙ্গে করে ভিতরে যান। ভাব বিনিময়ের পর তারা বিদায় হন। দরাব খাঁ তার মারফৎ শাহাজাদার নিকট কিছু সংবাদ প্রেরণ করেন। তারা অতঃপর একে অন্যের নিকট থেকে বিদায় নেন। সিতাব খাঁ নিজ আবাসস্থলে পেঁাছে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন। বিদায়কালে তিনি তার মহাজনদের খবর দেন। তাদের নিকট থেকে তিনি ত্রিশ হাজার টাকা নেন। পেশকশ হিসাবে শাহজাদার জন্য অনেক দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি সঙ্গে নেন। জাহাঙ্গীরনগরে তার পরিবার পরিজনদের রেখে তিনি রওনা হয়ে যান।

সিতাব খাঁ জাহিদ খাঁর নিযুক্তির কথা জানতে পারেনঃ নবম মঞ্জিলে তিনি (সোনা) বাজু পরগনাস্থ চিলা জোয়ারের একটি গ্রামে পেঁাছেন। এখানে জাহিদ

খাঁর অগ্রগামী নৌকা এসে পৌঁছে। তাকে জানান হয় যে, জাহিদ খাঁকে কোচ রাজ্যের সুবেদারের পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি স্থল পথে ঘোড়াঘাট হয়ে কোচ অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছেন আর তার বাহিনী নৌকা যোগে প্রেরিত হয়েছে। সাধারণের দৃষ্টিতে এবং বিশেষ করে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকদের নিকট সংবাদটি অপ্রীতিকর বলে মনে হয়। কয়েকজন জমিদার ও পাইক যারা সিতাব খাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং যারা সিতাব খাঁর নিকট থেকে বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেছেন, তারা বল্লেন: 'এমন কি ঘটেছে যার জন্য কোচ রাজ্যের ভার অন্য লোকের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে? আমরা যতোদিন বেঁচে আছি ততোদিন আমরা আপনার সঙ্গ ত্যাগ করব না। আমাদের যদি আপনি বিশ্বাস না করেন তাহলে এই মুহূর্তেই সকল সরদারকেই বন্দী করার হুকুম দিন। আমাদের আপনার চাকুরী থেকে তাড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করব না। এ আশঙ্কা আমাদের আছে যে, তার আগমন জেনেও আমরা সিতাব খাঁর অনুসরণ করেছি, এ কথা জেনে জাহিদ খাঁ আমাদের পরিবার পরিজনদের নির্যাতন করবেন। এ জেনেও আমরা স্থির চিত্ত হয়ে আছি। কারণ আমরা আশা করে-ছিলাম যে, জাহিদ খাঁ বুঝতে পারবেন যে, যারা এ প্রদেশের সরদারের চাকুরী বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে, তারা তার চাকুরীও বিশ্বস্ততার সঙ্গেই করবে। তিনি যদি এ কথা চিন্তা না করেন তাহলে আমরাও তার পরওয়া করব না এবং আমরা আপনার সঙ্গে শাহজাদার নিকট যাব এবং আমাদের অবস্থা তাকে জানাব। আমরা শাহজাদার নিকট থেকে জাহিদ খাঁর কাছে লিখিত একটি চিঠি জারী করাব।' এ কথা শুনে গায়েবী ছদ্মনাম ধারী এই অপ্রীতিকর ইতিহাসের লেখক সিতাব খাঁ সান্ত্বনা লাভ করেন এই বলে যে, এরা যা বলছেন তা খুবই সত্য। তিনি সকল সরদারকেই সম্মানসূচক পোশাক প্রদান করেন এবং খুব উৎসাহিত করে তাদের তার কাজে বহাল রাখেন। অতঃপর তিনি এগিয়ে যান।

সিতাব খাঁ কর্তৃক সৈয়দ আহম্মদের মাজার জিয়ারত: সেখান থেকে ষষ্ট মঞ্জিলে তিনি টাণ্ডার একটি গ্রাম মালতীপুরে এসে পৌঁছেন। এখানে মির সৈয়দ আহম্মদ আল-হোসেনীর মাজার অবস্থিত। তাঁর আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক ক্ষমতা ও তার মহত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। এই দরবেশী জীবন গ্রহণের সময় থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সে স্থানটি ত্যাগ করেন নি। আল্লার উপর নির্ভরশীলতা ছাড়া তিনি তার জীবিকা নির্বাহের অন্য কোনো পন্থার চিন্তাও করেন নি। সে গ্রামের কোনো অধিবাসী তার বাড়ীতে কোনো ফলের গাছ বা

শাকসব্জী লাগালে তিনি তাকে সেখানে বাস করতে দিতেন না। তাকে বলতেন: 'আল্লাহর দয়ার উপর তোমার যখন কোনো বিশ্বাস বা আস্থা নেই; তখন তোমাকে অন্য কোনো স্থানে গিয়ে বাস করতে হবে।' তিনি ছিলেন একজন দৈবানুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তি, আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী, যা আল্লাহর দয়ায় ও তার বুজুর্গীর ফজিলতে সেখানে অদ্যাপি বিদ্যমান। মগ্‌-রিবের নামাজ পর্যন্ত যদি একশো লোকও তাঁর কাছে আসতো, তাদের প্রত্যেক-কেই প্রচুর আহার্য প্রদান করা হতো। কারো সঙ্গে ঘোড়া থাকলে তার ঘোড়ার জন্য তার গৃহ থেকে পাঁচ সের দানা এবং এক বোঝা ঘাস দেওয়া হতো। মোসাফিরদের নিজেদের রান্না করতে দেওয়া হতো না। সে অঞ্চলের অধিবাসীদের তার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিলো। সিতাব খাঁ নামে সুপরিচিত এই ইকবাল নামা-ই-গায়বী গ্রন্থের লেখক শেখ-প্রধান, শ্রেষ্ঠতম সাধক ও কামেল দরবেশ, আল্লাহর নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যমণি বুজুর্গ পীর শেখ ফরিদ শকর গঞ্জের বিশ্বস্ত শিষ্য—এখানকার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী (সাহেব-ই-সাজ্জাদ) মির সৈয়দ নিজামুদ্‌-দীনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অতঃপর তিনি কামেল দরবেশের (সৈয়দ আহম্মদ) মাজার জিয়ারৎ করেন এবং অশেষ আনন্দ লাভ করেন। স্থির হয় যে, মির সৈয়দ আহম্মদের ওরস মোবারক পরদিন অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠান শেষে তিনি সেখান থেকে বিদায় হবেন।

জাহিদ খাঁ কর্তৃক সিতাব খাঁর হাতী দখল: এ সময়ে সিতাব খাঁর বখ্‌শী খাজা বদ্রীদাসের নিকট থেকে প্রাপ্ত একটি চিঠি তার মনকে অস্থির করে তুলে। চিঠির মর্ম হচ্ছে—'আমি শাহী হাতীসমূহ ও পেশকশ স্থল পথে পাঠাচ্ছিলাম। তা জাহাঙ্গীরাবাদ প্রকাশ গিলিনায় পৌঁছলে শেখ আফজাল তার নির্বুদ্ধিতার জন্য ও মির্জার অনুপস্থিতির সুযোগে হাতীগুলি কেড়ে নেওয়ার মতলব করে। হাতীর অনুগামী সৈন্যগণ পিছনে পড়ায় এবং আমি অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ এখানে অবস্থান করছি জেনে সে আমাকে আক্রমণ করে। কিন্তু শাহী সৌভাগ্য ছিলো শক্তিশালী তাই সে সময়েই পশ্চাৎবর্তী সৈন্যরা এসে উপস্থিত হয়। আফজাল যখন আমাকে হত্যা করতে উদ্ধত হয় এবং আমার গৃহে অগ্নি সংযোগ করার চেষ্টা করছিলো, তখন তারা এসে আমাকে তার হাত থেকে উদ্ধার করে এবং শেখকে তিরষ্কৃত করে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনে। হাতীগুলি সেখানে না পৌঁছা পর্যন্ত একের পর একটি আবেদন আপনার নিকট পৌঁছে।' শেষের দিকের উক্তিতে সিতাব খাঁ কিছুটা আশ্বস্থ হন। হাতীগুলিকে নিয়ে আসার জন্য তিনি একজন বিশ্বস্ত

কর্মচারী প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু পরদিন ভোরে স্থল বাহিনীর অধিনায়ক শেখ খাজা আহম্মদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত সংবাদসহ এক চিঠি আসে: 'আমরা রাকিতে* পেঁৗছলে জাহিদ খাঁর পুত্র দরবার খাঁ সেখানে আসেন এবং শাহজাদার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আনীত চারটি মাদী হাতী জোর করে কেড়ে নেন এবং সেগুলি কোচ রাজ্যে নিয়ে যান। সেখান থেকে আমরা ঘোড়াঘাট এসে জাহিদ খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি জোর করে বাকি সবকটি হাতী কেড়ে নিয়ে কোচ রাজ্যে চলে যান।' এতে সিতাব খাঁ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারী নেক্ মোহাম্মদ বেগকে নিম্নলিখিত চিঠি দিয়ে জাহিদ খাঁর কাছে প্রেরণ করেন: 'শাহ্জাদার জন্য প্রেরিত হাতীগুলি কোচ রাজ্যে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যাওয়ার কোনো নির্দেশ যদি জাহিদ খাঁ পেয়ে থাকেন তাহলে সে নির্দেশ-পত্র আমার কাছে পাঠিয়ে হাতীগুলি আপনি নিয়ে যান। অন্যথায় নিমকহারামী না করে হাতীগুলি শাহ্জাদার দরবারে পাঠিয়ে দিন। যদি তা না করেন তাহলে স্থির নিশ্চিত বলে জেনে রাখুন আমি নিজে আপনার কাছে উপস্থিত হব।' নিক্ মোহাম্মদ বেগকে নিম্নরূপে উপদেশ দেওয়া হয়: 'জাহিদ খাঁ যদি যুক্তির সীমা লঙ্ঘন করেন, তাহলে এমন পন্থা অবলম্বন করবে যা ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তার পেটে এমনভাবে ছুরিকাঘাত করবে যা এযুগের আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়।' কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সিতাব খাঁ শাহজাহানের দরবার থেকে জওয়াব না আসা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। শাহজাহানের দরবারে এক আবেদন পাঠিয়ে তিনি চোখ-কান খুলে সেখানে অপেক্ষা করেন।

শাহজাহানের কার্যকলাপ: কোচ রাজ্য থেকে জাহাঙ্গীরনগর প্রত্যাবর্তনের পর সিতাব খাঁ কর্তৃক শাহ্জাদার নিকট প্রেরিত পত্র শাহ্জাদার নিকট পেঁৗছে। তার জওয়াব আসে (তাতে নিম্নলিখিত সংবাদ আসে) বিশ্বজয়ী সুবিচারক সম্রাট (অর্থাৎ শাহজাহান) অনেক মঞ্জিল পার হয়ে পাটনী থেকে রওনা হয়ে সুন্দর শহর পাটনায় প্রবেশ করেছেন। সমস্ত কর্তব্য নিষ্ঠ মোগল কর্মচারীদের নিয়ে সিপাহসালার আবদুল্লা খাঁ ফিরোজ জঙ্গকে পূর্বাহ্ণেই জৌনপুর[১] প্রেরণ করা হয়েছে। যশস্বী খাঁ এক শুভ লগ্নে রওনা হয়ে সাত মঞ্জিল পর সেখানে পৌঁছেন। তিনি সেখান থেকে সেখানকার শাহী কার্যকলাপের এক বিবরণ প্রেরণ করেন। তাই বিহার প্রদেশের যাবতীয় ব্যবস্থা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে জৌনপুর রওনা হওয়ার প্রস্তাব করা হয়। উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলসহ হাজীপুর, দ্বার ভাঙ্গা বেতনের পরিবর্তে

* পাণ্ডুলিপিতে একটি অক্ষর মুছে গেছে

সিপাহ সালারের জন্য জায়গীররূপে প্রদান করার জন্য ওয়াজির খাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়। বিহার প্রদেশে সমস্তটাই তাদের বেতনের পরিবর্তে বিশ্বস্ত কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। শাহী রাজস্ব বিভাগের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখা হয় নি। ওয়াজির খাঁ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন।

রোটাস দুর্গের আত্মসমর্পণ: রোটাস দুর্গে অবস্থানরত সৈয়দ মোবারকের[১০] প্রতি এক চূড়ান্ত ফরমান জারি করা হয়: 'আপনি যদি নিজের সম্মান ও সৌভাগ্যের জন্য আনুগত্য জানান তাহলে আপনাকে উচচ মসনব দ্বারা সম্মানিত করা হবে এবং আপনার মাতৃভূমি করামানিকপুর[১১] আপনাকে অর্পণ করা হবে। এতে সৈয়দ মোবারক শাহজাদার সামনে হাজির হয়ে শাহী অনুগ্রহ লাভ করেন। শাহজাদা তাকে একটি অতি উৎকৃষ্ট সম্মানসূচক পোশাক, একটি মনিমুক্তাখচিত তরবারীর বেল্ট ও তরবারী এবং একটি বিশেষ হাতী দান করেন। চার হাজার অশ্বারোহীর চার হাজারী মসনব দ্বারা তাকে সম্মানিত করা হয় এবং শাহী সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। রোটাস দুর্গের কিল্লাদারের পদটি দেওয়া হয় শাহজাদার জনৈক বিশ্বস্ত ভৃত্য সৈয়দ মোজাফফরকে[১২]। তাকে সাতশো পদাতিক ও পাঁচশো অশ্বারোহীর মসনব প্রদান করা হয় এবং তাকে দুর্গের কার্যভার গ্রহণের জন্য বিদায় দেওয়া হয়।

সিতাব খাঁর প্রতি শাহজাহানের অসন্তোষ: এ সময়ে সিতাব খাঁর আবেদন শাহজাহানের নিকট পৌঁছে। এতে তার মনে কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মুতাকিদ খাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়: 'আপনারা পরস্পর বন্ধু, সিতাব খাঁকে এভাবে চিঠি লিখুন: 'ইব্রাহিম খার মৃত্যুর পূর্বেই আপনার আকবর নগর উপস্থিত হওয়া আশা করা হয়েছিলো। কিন্তু তা না করে আমরা আড়ম্বরপূর্ণভাবে পাটনা পেঁৗছলেও আপনি আবেদন জানিয়েছেন যে, আপনি সবেমাত্র জাহাঙ্গীরনগর পেঁৗছেছেন এবং আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। খুব ভালো কথা, স্থির হয়েছে যে, শবেবরাত উৎসবের পর আমরা জৌনপুর রওনা হবো। আমাদের যাত্রার পূর্বে যদি আপনি আমার সম্মুখে হাজির হতে পারেন খুব ভালো; অন্যথায় আমরা আপনার কুর্নিশ গ্রহণ করব না।' শাহী ফরমানবাহী চিঠিটি তিনি শবে বরাতের রাত্রে মালতীপুরে পান। এখানে তিনি তার হাতীগুলির জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। এই বিনীত লেখক কি করতে হবে তা

বুঝে উঠতে পারেন নি। তিনি হাতীগুলির জন্য মনক্ষুণ্ন ছিলেন এবং যাতায়াত ব্যবস্থাটি তাকে বিমূঢ় করে ফেলে। তিনি মৃত্যুর জন্য তৈরী হলেন। কি করতে হবে বুঝতে পারলেন না।

সিতাব খাঁর শাহজাদার সঙ্গে যোগদান: এই অনিশ্চিত অবস্থায় নিরুপায় হয়ে তিনি সিতাব খাঁ অবশেষে ১৮ই শাবান পাটনা রওনা হন। নিজের অবস্থার কথা একটুও না ভেবে তিনি অতিদ্রুত এগিয়ে যান। যে পথ অত্যন্ত দ্রুত চলেও বিশ ত্রিশ দিনের মধ্যে অতিক্রম করা সম্ভব নয় তাই তিনি মাত্র আট দিনে অতিক্রম করেন। এমনি করে পাটনায় শাহজাদার সম্মুখে হাজির হওয়ার সম্মান লাভে মহান আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন। মহামান্য মমতাজ মহল বেগমের অসুস্থতার জন্য ২৭শে শাবান পর্যন্ত জৌপুর যাত্রা স্থগিত রাখা হয়। ২৭ শে শাবান প্রথম পহরে যাত্রা শুরু হয়। এই ইকবাল নামার গ্রন্থকার দীনতম খানাজাদ সিতাব খাঁ সেরাত্রে দেড় প্রহর পর পাটনার ঘাটে উপস্থিত হন। ভোরে শাহজাদা পথে থেমে ফজরের নামাজ পড়েন। নামাজের পর তিনি যখন রওনা হওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন তখন সিতাব খাঁ বারটি আশরফী (স্বর্ণমুদ্রা) ও বারটি টাকা নজর পেশ করে তাতে কুর্নিশ করেন। শাহজাদা তার কুর্নিশ গ্রহণ করেন এবং তাকে অশাতীত সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি তাতে নিজকে কৃতার্থ মনে করেন। সিতাব খাঁ শপথ করেছিলেন যে, শাহজাদাকে দেখা মাত্র তিনি নয়বার শাহজাদার চারদিক প্রদক্ষিণ করবেন, তিনি তা করতে শুরু করেন। সহৃদয় শাহজাদা সাজাত খাঁকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেন: 'একে থামান, তাকে এরূপ করতে হবে না।' সাজাত খাঁ তাকে থামিয়ে দেন, কিন্তু ততোক্ষণে তিনি শাহজাদার চার দিক প্রদক্ষিণের কার্য সমাপ্ত করে নিজকে কৃতার্থ করেন। রাজা ভীম আবেদন জানান 'শাহাজাদা দীর্ঘজীবী হোন! ইনি কে?' শাহজাদা বললেন: 'এর নাম নাথান। এই সেই কর্তব্য নিষ্ঠ বাঙলার কর্মচারীটি যার কথা আমি আপনাকে বলেছিলাম। ইনি শৈশব থেকে আমাদের সঙ্গে লালিত পালিত হয়েছেন। ইনি আমাদের একজন বিশ্বস্ত ও কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারী।' তিনি যখন এ কথা বলছিলেন, তখন এই অধম তসলিম জানিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলাম। অতঃপর শান্তি ও আনন্দের মধ্যে যাত্রা শুরু হয়। কিছুদূর গিয়ে সিতাব খাঁর অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে শাহজাদা তাকে ঘোড়ায় সোয়ার হতে বলেন। আবার তিনি কুর্ণিশ করেন এবং ঘোড়ায় সোয়ার হন। পাঁচঘড়ি পর প্রথম তারা এক স্থানে থামেন। এখানে সিপাহ সালার আবদুল্লা খাঁর নিকট থেকে এই মর্মে আবেদন আসে যে, তিনি ইলাহাবাস রওনা

হয়েছেন। তিনি পারভিজ এবং মহব্বত খাঁ বা জাহাঙ্গীরের কোনো কর্মচারীর আগমনের সংবাদ পান নি। তাই তিনি পরদিন সকালে নৌকা যোগে রওনা হন। স্থল পথে তা বার কোশ আর নদীপথে চৌদ্দ কোশ দূরে। সন্ধ্যার এক ঘড়ি পূর্বে গন্তব্য স্থলে পৌঁছেন। তৃতীয় বারে তারা মুনীরে[১৩] থামেন। পরদিন ভোরে যাত্রা শুরু করিলেও শাহজাদা কামেল দরবেশ শেখুল মুশায়েখ মখদুম শেখ শরফউদ্দীন ইয়াহিয়া মুনিরীর মাজারে গমন করে শ্রদ্ধানিবেদন করেন। সেখানে তিনি ফাতেহা পাঠ করেন এবং মাজারের খাদেমদের দেওয়ার জন্য মিঞা শেখ তাজের নিকট এক হাজার দারব (আধুলী) প্রদান করেন।

শাহাজাহানের বলিয়া উপস্থিতি: রোটাস দুর্গের ভার গ্রহণের জন্য সৈয়দ মোজাফফরকে তাঁর অবস্থান স্থল থেকে প্রেরণ করা হয়। শাহজাদা নৌকাযোগে এগিয়ে যান। খাঁ দাওরান ওরফে বৈরাম বেগকে বিহারের সুবেদার নিযুক্ত করা হয় এবং তাকে পাটনা রওনা হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাকে পাঁচ হাজারী মসনবদারের পদে উন্নীত করা হয় এবং একটি ঘোড়া ও একটি বিশিষ্ট হাতী প্রদান করা হয়। অতপর শাহজাদা দিনের শেষের দিকে একস্থানে যেয়ে থামেন। এখানেই রমযানের চাঁদ দেখা যাওয়ায় রোজা শুরু হয়। কিন্তু সে সময়ে এতো অধিক গরম পড়েছিলো যে, এমন দিন যায় নি, যেদিন প্রতিটি অবস্থান স্থলে আট নয় বা দশজন লোক চার বা পাঁচটি ঘোড়া, একটি বা দুটি হাতী পাঁচ থেকে দশটি উঠ মারা না যেত। মানুষ এবং জানোয়ারদের অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করতে হয়। খুব কম লোকই রোজা রাখতে সক্ষম হতো। রাজা বাদশাগণকে নামাজ না পড়লে বা রোজা না রাখলে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হতো না। কিন্তু শাহজাদা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, তাই এই অসহ্য গরম সত্ত্বেও তিনি রোজা রাখতেন। তিনি একটি রোজাও ভাঙ্গেন নি। ষষ্ঠ মঞ্জিলে তিনি বলিয়া পরগনায় উপস্থিত হন।

রাজা নারায়ণ মল ও তার ভ্রাতৃবৃন্দ সম্মানিত: রাজা নারায়ণ মল উজ্জয়িনীয়া তার ভ্রাতা ও আত্মীয়স্বজন নিয়ে শাহজাদার নিকট হাজির হয়ে তার পদ চুম্বন করে কৃতার্থ হন। তাকে পাঁচ হাজারী মসনব প্রদান করা হয়। তার ভাই প্রতাপের মসনব দুহাজার অশ্বারোহীসহ (দুহাজারী) তিন হাজারী মসনবে উন্নীত করা হয়। তার অন্যান্য ভাইদের এক হাজার অশ্বারোহী সহ দুহাজারী মসনব দ্বারা সম্মানিত করা হয়। তাদের প্রত্যেকেই সম্মানজনক পোশাক ও ঘোড়া প্রদান করা হয়।

মির্জা বাহরাম হাজো থেকে ঢাকা প্রেরিত : এবার সিতাব খাঁর ভাগিনা সৈয়দ মুফাত্তি এবং তার হিন্দু কর্মচারী বলভদ্রদাস ও কোচরাজ্যের দেওয়ান, বখশী ও ওয়াকিনবীশ আকাতাকি এবং সিতাব খাঁর বিদায়ের পর তাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। প্রথমত সিতাব খাঁর গোপনীয় বিষয়ের কর্মচারী মস্ত আলি বেগসহ মির্জা বাহরাম খাঁকে দরাব খাঁর নিকট প্রেরণ করা হয়। সিতাব খাঁ নামক এই গ্রন্থকারের ব্যবস্থা মতো ইব্রাহিম খাঁর পাঁচশো অশ্বারোহীর একমাসের বেতন দেওয়া হয়। সে অঞ্চলে কোন কাজ না থাকায় এইসব সৈনিকদের দরাব খাঁর নিকট প্রেরণ করা হয়। প্রতি তৃতীয় দিবসে সকল শাহী কর্মচারীদের নিয়ে প্রমোদ ভ্রমণ বা শিকারে যেতেন। বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত থানাগুলিও শান্তিপূর্ণ ছিলো। আকাতাকি প্রতি দিনের ঘটনার বিবরণ শাহজাদার দরবারে প্রেরণ করতেন এবং তৎসঙ্গে মুফাত্তির আবেদনও শাহজাদার দরবারে প্রেরিত হতো।

সিতাব খাঁর পদোন্নতি : কোচ থেকে আগত জনৈক অশ্বারোহী শেখ খাজা আহম্মদের নিকট হয়ে আসছিলো। শেখ খাজা আহম্মদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত সংবাদপূর্ণ এক চিঠি সে নিয়ে আসে: 'নিক মোহাম্মদ বেগ তার গন্তব্য স্থলে পৌঁছার পূর্বেই জাহিদ খাঁ আরো দু'টি মাদী হাতী কেড়ে নেয়। পিতাপুত্রে মিলে আরো ছ'টি মাদী হাতী তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। হাতীগুলি ও পেশ কশ নিয়ে আমরা আকবরনগর এসে পৌঁছেছি। আমরা তা নিয়ে খুব শীগগীরই আপনার নিকট হাজির হচ্ছি।' চৌশা (চৌনসা)[৪] পরগনা যেদিন শাহজাদার শিবির স্থাপন করা হয়, অশ্বারোহী সে দিনই দ্রুত সেখানে এসে পৌঁছে সংবাদটি প্রদান করে। এই অকিঞ্চিৎকর সিতাব খাঁ মহামান্য শাহজাদার নিকট চিঠিটি পেশ করে বিষয়টি উত্থাপন করেন। এতে শাহজাদা খুশী হন। এখানে সিতাব খাঁকে একটি ঘোড়া, একটি বিশেষ সম্মানসূচক পোশাক উপহার প্রদান করা হয় এবং তাকে আড়াই হাজার পদাতিক ও দেড় হাজার অশ্বারোহীর মসনবে উন্নীত করা হয়। জাহিদ খাঁর নিকট শাহজাদার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এইমর্মে এক ফরমান জারী করা হয় যে, তিনি এবং তার পুত্র বিনা অনুমতিতে ছটি হাতী নিয়ে গেছেন। সিতাব খাঁ কর্তৃক উচচ প্রশংসিত মাদী হাতী তিনটিসহ সমস্ত হাতী অবশ্য অবশ্যই দরবারে পাঠিয়ে দিতে হবে।

শাহজাহান কর্তৃক হাতীর সাঁতার দর্শন : পরদিন ভোরে মহা সৌভাগ্যশালী শাহজাদা স্বয়ং হাতীদের সাঁতরে নদী পার হওয়ার দৃশ্য দেখার জন্য আসেন।

শাহজাদা তার ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠতম ও প্রধান হাতী ফতেজঙ্গের সাঁতার দেখার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাই ফতেজঙ্গকেই সর্ব প্রথম সাতরাবার নির্দেশ দেয়া হয়। তদনুযায়ী শাহী পরিচালকগণ অন্যান্য মাদী হাতীসহ ফতেজঙ্গকে নদী তীরে নিয়ে আসে। তারা দুপুর পর্যন্ত হাতীটিকে নদীতে নামানোর চেষ্টা করে, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। হাতীটিকে কিছুতেই নদীতে নামান গেলো না। তাই শাহজাদা গঙ্গার অপর তীরে নির্মিত তাঁর তাঁবুতে ফিরে যান। সন্ধ্যার দেড় পহর পূর্বে তিনি পুনরায় নদী তীরে আসেন এবং তিনি নিজে দু'তিন ঘড়ি ধরে হাতী নদীতে নামাবার চেষ্টা করেন। হাতীটিকে নদীর পানিতে নামানোর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলে, দীনতম ভৃত্য সিতাব খাঁ তার নৌকা নিয়ে সেখানে হাজির হয়ে নিবেদন করেন: 'মাহামান্য শাহজাদা দীর্ঘজীবী হোন। এর উদ্দেশ্যে কোনটি, হুজুরের পরিশ্রান্ত হওয়া না হাতীটিকে নদী পার করা? শাহজাদা জওয়াবে বলেন: 'এর উদ্দেশ্য হচ্ছে হাতীটিকে নদী পার করা।' (এখানে পাণ্ডুলিপিতে একটি শব্দ অস্পষ্ট) এই বিনীত ব্যক্তি বলে: 'আমার নৌকার সঙ্গে আমার সাহায্যের জন্য মেহেরবাণী করে আর একটি নৌকা দিন আমি হাতীটিকে এই ভীষণ নদীটি পার করি।' মহানুভব শাহজাদা তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করেন। শাহী নৌকাটি নদীর কূলে আনা হয়। শাহজাদা দর্শক হিসাবে সেখানে দাঁড়ান। এই দীনহীন গ্রন্থকার সিতাব খাঁ সমস্ত লোক হাতীটিকে নদী পার করার জন্য হাতীটির চারপাশে ভীড় জমিয়েছিলো তাদের সেখান থেকে চলে যেতে বলেন। হাতীটিকে বিরক্ত না করার জন্য এবং তাকে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেওয়ার নির্দেশ দেন। অতঃপর অনেক আখ এনে হাতীটির সামনে রাখা হয়। অনেকক্ষণ পর হাতীর রাগ প্রশমিত হলে হাতীটি আখগুলি খেতে শুরু করে। তখন তিনি হাতীটিকে নদীতে নামাতে মাহুতকে হুকুম দেন এবং বলেন যে, হাতীটি যখনই পানি থেকে উঠে আসতে চাইবে তখনই গোসল করানোর সময় যেভাবে তাকে শুইয়ে দেওয়া হয়। তেমনিভাবে শুইয়ে দিতে হবে। মাহুত অনুরূপভাবে কাজ করে যায়। এক ঘণ্টা পর তাকে চারণভূমিতে আনা হয় এবং গভীর পানিতে এনে তাকে পুনরায় শোয়ানো হয়। এমনিভাবে তাকে শান্ত করা হয়। হাতীটি তার চোখ বরাবর পানিতে নামলে এবং তাকে জোর করে সাতরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এরূপ সন্দেহ করার পূর্বেই দুটি কাছি নৌকার সঙ্গে বাঁধা হয় এবং তার অন্য দিকগুলি হাতীর ঘাড়ের ফাঁস দড়ির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেলা হয়। মাঝিদের তখন নৌকা চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। নৌকার কাছি দুটি ছিলো খুব নরম। হাতীটি নদীর তলদেশ থেকে তার পা উঠায় নি। তাই হাতীর ভারে কাছি ছিড়ে যায়। সিতাব খাঁ শাহজাদাকে অনুরোধ জানালেন: অনুমতি পেলে হাতীর গলায় শক্ত দড়ি বেঁধে তাকে নদী পার করাতে পারি।' তাকে অনুমতি

দেওয়া হলো। এবং বিনীত ব্যক্তি তদানুযায়ী হাতীটিকে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধলেন এবং তাকে চালাবার চেষ্টা করলেন। হাতির পা মাটি থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। হাতীর বল প্রয়োগের বাধা দেওয়া সত্ত্বেও নৌকা চালিয়ে দেওয়া হয়। এই বিনীত ব্যক্তি তখন শাহজাদার নিকট আবেদন জানান যে, তিনি তার নিজ নৌকায় তাকে অনুসরণ করবেন এবং তিনি তার বিশেষ ধরনের অঙ্কুশ দিয়ে হাতীটিকে ভয় দেখিয়ে দ্রুত এবং নিরাপদ নদী পার করবেন। হাতীটি মাঝ নদীতে পৌঁছলে শাহজাদা চীৎকার করে সিতাব খাঁকে শক্ত দড়ি দিয়ে হাতীর কোমর বেঁধে ফেলতে বলেন যাতে হাতীটি ডুবে না মরে। সিতাব খাঁ জওয়াবে বলেন যে, প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি কাজ করবেন। সূর্যাস্তের সময় হাতীটি নিরাপদে গঙ্গানদী পার হয়ে অপর তীরে পেঁাছে। বিনীত লেখক আবেদন জানান: 'হুজুর আপনার তাঁবুতে যেয়ে নাস্তা করার সময়েই আমি হাতীটিকে নদীর যেখানে পলি নেই; নিরাপদে সেখানে নিয়ে যাব এবং শুকনো স্থানে তাকে বেঁধে আমি হুজুরকে জানাব।' শাহজাদা তার মহলে ফিরে যান। সিতাব খাঁ সন্ধ্যার এক ঘড়ি পর হাতীটিকে নদী থেকে তীরে উঠিয়ে নেন। পরে হাতীটিকে মাহমুদাবাদ পরগনার বালিয়া গ্রামে রেখে মহলের ফটকে উপস্থিত হন এবং শাহজাদার নিকট হাতীর খবর প্রেরণ করেন। উদার হৃদয় শাহজাদা তাদের অনুগৃহীত খানা জাদ সিতাব খাঁকে তাঁর নিকট হাজির হয়ে তার পদচুম্বনের অনুমতি দিয়ে সম্মানিত করেন। বিনীত সিতাব খাঁ তাকে কুর্ণিশ ও তসলিম জানিয়ে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি তার কতি-পয় সহকর্মীর সঙ্গে একত্রে আহার করেন।

সিতার খাঁ কর্তৃক ১,০১০টি হাতীকে নদীর অপর তীরে প্রেরণ: রাত্রের শেষ প্রহরে যাত্রার জন্য দামামা বাজান হয়। সিতাব খাঁকে শাহী মহলের দরজায় তলব করা হয়। সেখানে এই মর্মে শাহী ফরমান জারি করা হয় যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত খেদমত পরস্ত খাঁ ত্রিশটি নৌকাসহ সেখানে অবস্থান করবেন; সমস্ত হাতীগুলিকে নদী-পার করার পর তিনি শাহজাদার সহগামী হবেন। খেদমত পরস্ত খাঁ জানান যে, নৌকাগুলি আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে শাহজাদা অসন্তুষ্ট হন। এবং বলেন: 'সিতাব খাঁর সঙ্গে এখানে অবস্থান করেন এবং যেখানে থেকে হোক নৌকা যোগাড় করে হাতীগুলিকে নদী পার করুন।' খেদমত পরস্ত খাঁ নিরূপায় হয়ে আটাশটি কোশা ও ধুরা নৌকা যোগাড় করেন এবং সিতাব খাঁর সহায়তায় হাতী-গুলি পার করতে শুরু করেন। ছোট বড় এক হাজার দশটি হাতীকে নদী পার করে তারা শাহী শিবিরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সারা রাত নৌকা চালিয়ে শাহী

বাহিনীর পরবর্তী যাত্রা আরম্ভের সময় তারা সেখানে পৌঁছেন। তিরাশিটি হাতী পিছেনে পড়ে থাকে। কিন্তু সব নিরর্থক হয়ে যায়। সিতাব খাঁ ও খিদ্মত পরস্ত খাঁর মাঝিমাল্লারা এতো পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে যে শাহী নৌকায় পৌঁছা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ শাহী নৌকা তখন রওনা হয়ে গেছে। সিতাব খাঁ ও খিদমত পরস্ত খাঁর নৌকা এমন সময় শাহজাদার নিকট পেঁাছে যখন তিনি তার হালগিরি নৌকায় (মহিলাদের জন্য ব্যবহৃত নৌকা) খেতে যাচ্ছিলেন। এই নগণ্য সিতাব খাঁ হাতী পার করার ব্যাপারে এক আবেদন লিখে তা মহলে প্রেরণ করেন। এই আবেদন পত্রের বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ 'শাহজাদা দীর্ঘায়ু হোন। সন্ধ্যা পর্যন্ত যতগুলি সম্ভব হাতী নদী পার করে আপনার হজুরে হাজির হওয়ার নির্দেশ আমাদের দেওয়া হয়েছিলো। তদনুযায়ী আমরা এসে গেছি। তা না হলে বাকি তিরাশিটি হাতীও আমরা পার করে নিয়ে আসতে পারতাম। এখন যদি আমাদেরে নির্দেশ দেওয়া হয় তাহলে আমরা সেখানে ফিরে গিয়ে সে হাতীগুলিকেও নদী পার করে নিয়ে আসতে পারি?' এতে নির্দেশ দেওয়া হয়ঃ 'ঐহাতীগুলিকে পার করার জন্য চারটি কোশা নিয়ে কাজাস খাঁকে যেতে হবে। আপনাকে শাহী দলের সঙ্গে যেতে হবে।' সিতাব খাঁ কুর্নিশ ও তস্‌লিম জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সেখানে থেকে যান।

এলাহাবাদ অবরোধঃ পঞ্চম মঞ্জিলে শাহী দল গোমতী নদীর[১৫] মোহনায় এসে উপস্থিত হয়। প্রধান সেনাপতি আবদুল্লা খাঁ ফিরোজ জঙ্গের নিকট থেকে এক আবেদনপত্র আসেঃ 'আমার ঝুসী পেঁাছার সঙ্গে সঙ্গে দু'অশ্ব, তিন অশ্ব হারে (দু' আসপা ও ছে আস্‌পা) পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর একটি বাহিনী নাসির খাঁর নেতৃত্বাধীন গঙ্গার অপর তীরে অবস্থিত বার হারের[১৬] জমিদারদের এলাকার অন্তর্গত আড়িয়ালের[১৭] অভিমুখে প্রেরণ করি আপনার একান্ত অনুগত এই ভৃত্যের পরিবার পরিজনদের নিয়ে আসার জন্য। মির্জা রুস্তম বেগ কান্দাহারী ইল্লাহাবাস (এলাহাবাদ) দুর্গে দৃঢ় প্রতিরোধ করায় অনুগত ও কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারীগণ নদী পার হয়ে করমাণিকপুর আক্রমণ করছেন। আমি নিজে ইল্লাহাবাস[১৮] দুর্গ অবরোধ করে হুজুরের নির্দেশের অপেক্ষা করছি। যথাসম্ভব শীঘ্রই জৌনপুরে আপনার উপস্থিতি জরুরী হয়ে পড়েছে। তাতে শাহী পতাকার ছায়া কর্তব্যনিষ্ঠ ভৃত্যদের মাথায় পড়বে।' তদনুযায়ী শাহজাদা গোমতী নদীর মোহনা থেকে রওনা হয়ে সাত দিনের পথ চার দিনে অতিক্রম করে জৌনপুর উপস্থিত হন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

[শাহাজাদা শাহজানের মনোরম নগরী জৌনপুরে উপস্থিতি এবং ইলাহাবাস দূর্গ অধিকার করার প্রস্তুতি গ্রহণ]

এলাহাবাদ অধিকারের জন্য শাজাহানের পরিকল্পনা : এই আশ্চর্য্য ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ : শাহজাদা শাহজাহান ফতেহ জঙ্গ নামক হাতীতে চড়ে এক শুভ লগ্নে নিরাপদে শহরে প্রবেশ করেন এবং জৌনপুর দুর্গের[১] মনোরম প্রাসাদে অবতরণ করেন। পরদিন রাজা ভীমকে একটি বিশিষ্ট হাতী উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। সমস্ত রাজপুতদের এবং জমিদারদের নিয়ে আড়িয়ালের বিপরীত দিকে গঙ্গা নদী পার হয়ে সেখানে একটি থানা স্থাপনের জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। একটি চিঠির দ্বারা সিপাহসালার আবদুল্লা খাঁকে ইলাহাবাসের বিপরীত দিকে গঙ্গা নদী পার হয়ে ইলাহাবাসের দুর্গ নিবিড়ভাবে অবরোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সাজাত খাঁ ও মুত্তাকিদ খাঁ বখ্শীকে ঝুসী রওনা হয়ে সিপাহসালারকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। শের খাঁ ফতেহ জঙ্গ ওরফে দরিয়া খাঁ রোহিলা, দিলওয়ার খাঁ বারিজ, বাহাদুর খাঁ, হায়দার খাঁ এবং অন্যান্য আফগানদের বার হাজার অশ্বারোহীর একটি বাহিনী কর মানিকপুরের বিপরীত দিকে গঙ্গার তীরে একটি স্থানে প্রেরণ করা হয়। তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়, জাহাঙ্গীরের বিশ্বজয়ী সৈন্য বাহিনীকে নদী পার হতে না দেওয়ার জন্য। সমস্ত খাঁই দ্রুত গতিতে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে নিজ নিজ অবস্থান স্থল সুরক্ষিত করেন। তাদের প্রত্যেকই হাসান্দ[২] অঞ্চলের চরখাটার উপকণ্ঠস্থ স্থানসমূহ আক্রমণ করার জন্য এক একটি সৈন্যদল নদীর অপর তীরে প্রেরণ করেন। নাসির খাঁ সিপাহসালার আব্দুল্লা খার পরিবার পরিজনদের আনার জন্য যান। তার পরিবার পরিজনদের বন্দী কারার জন্য জাহাঙ্গীরের শাহী বাহিনী চারদিক থেকে বরহরের জমিদারদের উপর চাপ দেয়। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। নাসির খাঁর আগমনের পর তারা পরিবার পরিজনদের তার কাছে অর্পণ করেন। শাহী বাহিনী নাসির খাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। তিনি ভীষণভাবে যুদ্ধ করে সিপাহ সালারের পরিবার পরিজনদের নিয়ে

আসেন। শাহজাদা শাহজাহান আপোষমূলকভাবে মির্জা রুস্তম খাঁকে তার পক্ষে আনার চেষ্টা করেন। তার বিশ্বস্ত কর্মচারীদের নিকট দুর্গটি অর্পণ করার জন্য তাকে বলা হয়। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় নি। তিনি সাহাসের সঙ্গে দিনের পর দিন দুর্গ রক্ষা করে চলেন। তাই খিদ্‌মত পরস্ত খাঁ নেতৃত্বে মির শামস এবং মসনদ-ই-আলা মুসা খাঁর পুত্র মাছুম খাঁসহ ভাটীর জমিদারদের সিপাহসালার আবদুল্লা খাঁর নিকট প্রেরণ করা হয়। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় নৌ বহরের গোলান্দাজদের সাহায্যে ইলাহাবাস দুর্গের প্রতিরোধকারীদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য। খিদ্‌মত পরস্ত খাঁ সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে যোগ দেন এবং গোলাবর্ষণ করে দুর্গরক্ষীদের বিপর্যস্ত করে তুলেন।

সিতাব খাঁ আকবরনগরের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত: এই নগণ্য খানাজাদ সিতাব খাঁকে চারহাজারী অশ্বারোহী মস্‌নব প্রদান করে বিশ্ব বিখ্যাত করে তোলা হয়। তাকে একটি ঘোড়া ও বিশিষ্ট পোশাক প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। এক শুভ লগ্নে তাকে আক্‌বরনগর প্রকাশ রাজমহল গমনের অনুমতি দেওয়া হয়। এই বিশ্বস্ত কর্মচারীকে বহু সতর্কমূলক উপদেশ দেওয়া হয় এবং নিম্নলিখিত ফরমান জারী করা হয়: 'হেরেমের মহিলাদের ব্যবহারের জন্য যে পাঁচটি বিশিষ্ট মহাল-গিরী নৌকা শাহী নির্দেশ অনুযায়ী আকবরনগরে রেখে আসা হয়েছে সেগুলিকে পাটনা পাঠিয়ে দিতে হবে। ইতিমাদ খাঁ শাহী মহলের (হেরেমের) সঙ্গে যাবেন। নিরাপদে পাটনায় পৌঁছার পর মহলসহ তাকে রোটাস দুর্গে যেতে হবে। সতর্কতা ও তৎপরতার সঙ্গে তাকে সেখানে অবস্থান করতে হবে। আপনাকে (সিতাব খাঁ) ভাটীর দিকে শাহজাদাপুর, ইউসুফশাহী উড়িষ্যার সীমান্তে বর্ধমান, কোচ সীমান্তে বাহির বন্দের[৩] সান্নিধ্য, এবং হিন্দের (উত্তর ভারত) সীমান্তবর্তী এলাকার ভালো বা খারাপ ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকতে হবে। আপনার কর্মস্থল সম্পর্কে উৎসাহী থাকবেন এবং ভালো পরিণামের জন্য আশান্বিত থাকবেন। আপনার প্রতি আমাদের দ্রুত বর্ধিষ্ণু অনুগ্রহ আরো বর্ধিত হবে। কোচ রাজ্য থেকে আপনার আনীত হাতীগুলি অতি সত্বর আমার হুজুরে প্রেরণের জন্য সচেষ্ট হবেন। এর জন্য আপনি পুরস্কৃত হবেন।' তার বিদায়ের অনুমতি দেওয়ার সময় গাজীপুরে কামেল দরবেশ শেখ আবদুল্লাকে দেওয়ার জন্য সিতাব খাঁর নিকট একশো মোহার (স্বর্ণ-মুদ্রা) প্রদান করা হয়। চতুর্থ মঞ্জিলে তিনি চৌন্‌সা পৌঁছে নৌকাযোগে গাজীপুর যান এবং দরবেশের নিকট উপস্থিত হওয়ার সম্মান লাভ করেন। প্রথম তিনি শাহজাদার তরফ থেকে প্রেরিত মোহর এবং পরে তার নিজের পক্ষ থেকে

পনরটি আশরাফী নিয়াজস্বরূপ পেশ করেন। অতঃপর এই নগণ্য (সিতাব খাঁ) ব্যক্তি সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে পঞ্চম দিনে পাটনা পৌঁছেন। সেখানে তিনি খাঁ দাওরানের সঙ্গে এক বন্ধুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎ করেন। খাঁ দাওরান দুদিন ধরে তাকে হৃদ্যতার সঙ্গে আতিথেয়েতা দ্বারা আপ্যায়িত করেন। পরের দিন এই নগণ্য বক্তির অনুরোধে তিনি তার বাসভবনে এসে তার আতিথ্য গ্রহণ করেন। আহারান্তে গোলাপের আতর ছিটানো হয়। খাঁ দাওরানকে পাঁচটি বহু বর্ণের টাঙ্গান ঘোড়া উপহার দেওয়া হয়। পরে তারা বিদায় হন। হাতীগুলি পাটনা পৌঁছিলে চারটি হাতী অসুস্থ হয়ে পড়ে। অবশিষ্ট হাতীগুলি নগদ ও দ্রব্যে ছিয়াত্তর হাজার টাকা মূল্যের পেশকশসহ মোস্তফাকুলি বেগ ও হিন্দু কর্মচারী গোপালদাসের মারফৎ শাহজাদার দরবারে প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে যান। পূর্বোহ্নেই তিনি তার নিজের পক্ষ থেকে মহালগিরী নৌকাগুলি অগ্রিম পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য দুশো অশ্বারোহী ও তিনশো বন্দুকধারী সৈন্যের একটি বাহিনীসহ মিঞা শেখ খাজা আহম্মদকে আক্‌বরনগর প্রেরণ করেন। মহিলাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য এক চিঠি দ্বারা ইতিমাদ খাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত হাতীগুলি সিতাব খাঁর পীরের ছেলে শেখ খাজা আহাম্মদের নিকট রেখে দেওয়া হয়। সিতাব খাঁও দ্রুত এগিয়ে যান। মহিলাদের নিয়ে ইতিমাদ খাঁ বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শেখ খাজা আহম্মদ মহালগিরি নৌকাগুলি নিয়ে তৈরী হয়ে নেন। ইতিমাম খাঁ রওয়ানা হয়ে যান। এই দীনহীন সিতাব খাঁ বুদা কাটগাল পৌঁছে শাহজাদার হেরেমের প্রতি কুর্ণিশ ও তসলিম আদায় করে নিজকে সম্মানিত করেন। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি আকবরনগর পৌঁছেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করার পর তার উপস্থিতির কথা রিপোর্ট করে শাহজাদার দরবারে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। যথাসময়ে তা শাহজাদার নিকট পৌঁছে।

ইব্রাহিম খাঁর স্ত্রীর আকবরনগরে অবস্থানঃ আকবর নগর শহরে মরহুম ইব্রাহিম খাঁর বেগমের একটি প্রাসাদ ছিল। এটি নির্মিত হয়েছিল তার পুত্রের কবরের ঠিক সম্মুখে। পার্শ্ববর্তী তিনটি বাজারের রাজস্ব তার কর্মচারীদের দেওয়া হয়। আমি আমার লোকজনদের তার প্রাসাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে নিষেধ করি। নতুন চাঁদ দেখা দেওয়ার রাত্রে এবং ইদ্‌ ও বরাতের দিন আমি সর্বপ্রথম বেগমের মহলের দরজায় যাই এবং তাকে দোওয়া জানিয়ে পরে ঈদগাহে যাই। আমার সহানুভূতিশীল প্রকৃতির জন্য তার সেবা করাকে আমি সৌভাগ্য বলে মনে করি।

শাহজাহান কর্তৃক সিতাব খাঁর নিকট থেকে উপহার গ্রহণঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই বিনীত লেখক মোস্তফা কুলি বেগ ও গোপাল দাসের মারফত রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হাতীগুলি এবং তার পেশ্‌কশ্‌সহ কোচ রাজ্য থেকে তার দ্বারা শাহজাদার ও মহামান্য নওয়াব মমতাজ মহল ও অন্যান্য শাহজাদাদের জন্য আনীত হাতীগুলি জৌনপুরে পাঠান হয়েছিলো। হাতী, ঘোড়া, নগদ ও দ্রব্য মূল্য ছিলো ৭৬,০০০ টাকা। পনর মঞ্জিল অতিক্রম করে হাতী ও পেশ্‌কশ্‌ নিয়ে তারা শাহজাদার নিকট উপস্থিত হয়। শাহজাদা এই দীন খাজা জাদের প্রতি মহানুভবতার নিদর্শন-স্বরূপ 'শার্দুল' নামক হাতীটির 'শাহ পছন্দ' নামকরণ করেন। তাকে তার ব্যক্তিগত হাতীগুলির অন্তর্ভুক্ত করেন এবং এর মূল্য ৩০,০০০ টাকা নির্ধারিত করেন। সমস্ত পেশ্‌কশ্‌ মনোনীত ও গৃহীত হয়। মোস্তাফা কুলি বেগকে সম্মান-সূচক পোশাক দ্বারা সম্মানিত করা হয়। এবং তাকে শাহজাদার দরবারে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়।

পারভিজ ও মহব্বত খাঁ কর্তৃক কারা-য় যুদ্ধ প্রস্তুতিঃ এবার বুরহানপুর অবস্থানরত সোলতান পারভিজ, মহব্বত খাঁ এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমস্ত বিশ্বস্ত কর্মচারীদের সম্বন্ধে বিবরণ দিচ্ছি। তাঁদের নিকট সংবাদ আসে যে বিশ্বজয়ী শাহজাদা বাঙালায় গিয়েছেন। আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃত হওয়ায় খাঁ ফতেহজঙ্গকে হত্যা করা হয়েছে। উড়িষ্যা, বাঙলা, কোচ এবং বিহার প্রদেশগুলি শাহজাদার সম্পূর্ণ অধিকারে আনা হয়েছে। শাহজাদা নিজে জৌনপুর পেঁৗছে ইলাহাবাস দুর্গ অব-রোধ করার জন্য আবদুল্লা খাঁকে প্রেরণ করেছেন। শের খাঁ ফতেজঙ্গ উপাধিধারী দরিয়া খাঁ রোহিলা মানিকপুর পেঁৗছে চরকহাটার রাজস্ব লুট করেন এবং সেখানে আগুন ধরিয়ে দেন। তাই আহম্মদনগর, আহমদাবাদ, খান্দেশ, মালব এবং আজমির সুবাগুলির শান্তির ব্যবস্থা করে তারা (পারভিজ ও অন্যান্যরা) এ অঞ্চলের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসেন। রাজধানী শহরটি বাঁয় রেখে তারা কাম্নী হয়ে চরক হাটায় পেঁৗছেন এবং পরে মানিকপুর অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। শাহজাদা পারভিজ রুস্তম খাঁর নিকট এক উচ্চ নির্দেশ (নিশান-ই-আলা) জারি করেন এবং আর একটি জারি করা হয় মুখলিস খাঁর নিকটঃ 'পাটনার মতো একটি স্থান বিনা বাধায় পরিত্যাগ করে আসার জন্য আপনার মতো শ্বেতশ্মশ্রু বিমণ্ডিত বর্ষিয়ান লোকের পক্ষে কি লজ্জার ব্যাপার নয়? আমাদের আসার পূর্বেই যদি আপনি এই ক্ষতিপুরণ করতে না পারেন তাহলে তার পরিণামের জন্য নিজকেই শুধু ধন্যবাদ দিতে হবে।' তাই মুখলিস খাঁ এই আসন্ন অপমানের আশঙ্কায় এক তোলা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা

করেন। এমনি করেই তিনি তার সম্মান রক্ষা করেন। উভয় পক্ষীয় সৈন্যবাহিনীতে এ খবর পেঁৗছে।

মানিকপুরের বিপরীত দিকে কারা-য় সোলতান পারভিজ ও মহব্বত খাঁর শিবির স্থাপিত হয়। একদল বিশ্বস্ত আফগান শের খাঁ ফতেজঙ্গ ওরফে দরিয়া খাঁকে শাহী বাহিনীর উপস্থিতির সংবাদ দেয় এবং বলে, 'প্রথমে চলুন আমরা এখান থেকে রওনা হয়ে গঙ্গার তীরে গিয়ে শিবির স্থাপন করি। আমরা পারভেজের বাহিনীকে নদী পার হতে দিব না।' সর্বদা সুরা পানে অভ্যস্ত শের খাঁ ফতেজঙ্গ তখন ভীষণভাবে নেশাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি প্রস্তাব অনুমোদন করেন নি। তিনি মুর্খের মতো বলতে শুরু করেন ওদের নদী পার হতে দাও। নদী পার হয়ে এলে মহব্বতকে এমন শিক্ষা দেব যে ভবিষ্যতে ও আর কোনো দিন যুদ্ধ করতে চাইবে না।' দূরদর্শী লোকেরা তাকে অনেক বুঝাতে চেষ্টা করেন কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় নি। নৌকা সংগ্রহ করে মহব্বত খাঁ নদী পার হওয়ার চেষ্টা করেন।

এলাহাবাদের কর্মচারীদের আত্মসমর্পণ ঃ সিপাহীসালার আবদুল্লা খাঁ দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে ইলাহাবাস দুর্গের অভ্যন্তরস্থ লোকজন বিপর্যস্ত হয়ে (একে একে) আত্ম-সমর্পণ করতে শুরু করে। সবার আগে জবরদস্ত খাঁ দক্ষিণী সিপাহসালারের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। দু হাজার পদাতিক ও দেড়হাজার অশ্বারোহীর মন্সব গ্রহণ করে তিনি শাহজাদার বিশ্বস্ত কর্মচারীদের সঙ্গে যোগ দেন। তার পরেই ইলাহাবাস দুর্গের কতোয়াল সায়েস্তা খাঁ এসে শাহজাদার বাহিনীতে যোগ দেন। তাকে আড়াইশো পদাতিক ও একশো অশ্বারোহীর মসনব প্রদান করা হয়। এমনি করে প্রতিদিন আহাদী ও আমীরদের সিপাহীরা একশো দু'শো করে দল বেঁধে সৌভাগ্যশালী শাহজাদার বাহিনীতে যোগ দিতে শুরু করে। অপরপক্ষ দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ে।

চুনাদহ অবরুদ্ধ ঃ শাহজাদা মনে মনে ভাবেন : 'চুনাদহ দুর্গের [৪] অধিনায়ক গোপাল যদুনকে (যদু) পক্ষে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। তাকে সতর্ক করে এবং বহু অনুগ্রহের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার অহঙ্কার ও অজ্ঞতার দরুন সে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের বাহিনী দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবার পূর্বেই চুনাদহের এই দুর্গ অবরোধ করে অধিকার করে নিতে হবে।' তদনুযায়ী পনর হাজার সর্বদা প্রস্তুত অশ্বারোহী বাহিনী রাজা নারায়ণ মল উজ্জইনিয়া ও তার ভ্রাতৃবৃন্দ ও জমিদারদেরসহ ওয়াজির খাঁর নেতৃত্বে প্রেরণ

করা হয়। ভাটমল বিষাণের পুত্র রাজা নারায়ণ মলকে তার অনুগামীদের এবং শরন্দাজ বাহাদুর ও শাহজাদার বহু পুরাতন ভৃত্যগণ তার সঙ্গে যান। ওয়াজির খাঁকে একটি হাতী, একটি ঘোড়া ও একটি বিশিষ্ট সম্মানসূচক পোশাক প্রদান করা হয়। অন্যান্য প্রত্যেকটি কর্মচারীকে একটি করে ঘোড়া ও সম্মানসূচক পোশাক প্রদান করা হয়। রাজা নারায়ণ মল এক উজ্জইনীয়াকে একটি ঘোড়া, একটি সম্মান-সূচক পোশাক ও একটি মনিমুক্তা খচিত ফুল কাটারা (এক প্রকার ছুড়া) প্রদান করা হয়। রাজা নারায়ণ মল বিষাণকে একটি ঘোড়া, একটি সম্মানসূচক পোশাক ও একটি মণিমুক্তা খচিত কর্পুর দান দেওয়া হয়। তারা গিয়ে দুর্গ অবরোধ করে দুর্গাভ্যন্ত-রস্থ লোকদের বিপর্যস্ত করে তুলে।

পাহাড় সিংহের শাহজাহানের পক্ষে যোগদান ঃ এই সময়ে রাজা বীর সিংহ-দেব বুন্দেলার পুত্র কুমার পাহাড় সিংহ তার পিতার সঙ্গে ঝাগড়া করে তার পক্ষ ত্যাগ করে তার পাঁচ ভাই ও আট হাজার অশ্বারোহী এবং পনর হাজার পদাতিক সৈন্যসহ শাহজাদার বাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি শাহজাদার নিকট উপ-স্থিত হয়ে তার পদচুম্বন করেন। শাহজাদা তার মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে তাকে পাঁচ হাজার পদাতিক ও পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর মসনবে উন্নীত করেন এবং তাকে একটি হাতী, একটি ঘোড়া, সম্মানসূচক পোশাক, একটি তরবারির কোষ এবং একটি মণিমুক্তা খচিত তরবারি উপহার দেন। তার দ্বিতীয় ভ্রাতাকে আড়াই হাজার পদা-তিকসহ তিন হাজারী মস্‌নবে উন্নীত করা হয় এবং তাকে একটি ঘোড়া ও সম্মান-সূচক পোশাক দ্বারা সম্মানিত করা হয়। তার অন্য তিন ভাই-এর প্রত্যেককে দু-হাজার পদাতিক ও এক হাজার অশ্বারোহীর মস্‌নবে উন্নীত করা হয় এবং প্রত্যেককে একটি করে ঘোড়া ও সম্মানসূচক পোশাক প্রদান করা হয়। তাদের অত্যন্ত উৎসাহিত করে শাহজাদার চাকুরিতে বহাল করা হয়।

শাহজাহানের পরিবারবর্গ রোটাসে প্রেরিত ঃ শাহজাদা মনে মনে ভাবেন যে পরিবারের মহিলাদের সঙ্গে শাহজাদা সোলতান দারা শুকো এবং সোলতান আওরঙ্গ-জেবকে রোটাস দুর্গে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। তদানুযায়ী এক শুভ লগ্নে খানসামান মির আবদুস সালামের সঙ্গে শাহজাদাগণ ও মহিলাদের রোটাস দুর্গে প্রেরণ করা হয়। শাহী নির্দেশ অনুযায়ী মির আবদুস সালাম কাজটি সম্পন্ন করেন। তিনি জৌনপুর থেকে নয় দিনে রোটাস দুর্গে পৌঁছেন। সৈয়দ মোজাফফর দুর্গের পাদ-দেশে নেমে এসে শাহজাদাদ্বয় ও মহিলাদের প্রতি কুর্ণিশ জানিয়ে নিজকে কৃতার্থ

করেন এবং শাহী পরিবারবর্গকে নিয়ে দুর্গে গমন করেন। তিনি শাহজাদাদ্বয় ও বেগমদের রোটাস দুর্গে পৌঁছার সংবাদসহ এক আবেদন মহামান্য শাহজাদার নিকট প্রেরণ করেন। এতে শাহজাদা নিরুদ্বিগ্ন হন।

শাহজাহানের শিবির বহাদুরপুরে স্থানান্তরিত : মহব্বত খাঁ স্নুরুন ও উচচ অঞ্চলে বিভিন্ন পরগণা থেকে অনেক নৌকা সংগ্রহ করেন। এক রাত্রের মধ্যে তিনি ছ'হাজার সাহসী অশ্বারোহীসহ নদী পার হয়ে নদীর তীরে এক দুর্গ তৈরি করে সেখানে থামেন। জাহাঙ্গীরের সৈন্য দল একের পর এক নদী অতিক্রম করে লুণ্ঠন শুরু করে। শের খাঁ ফতেজঙ্গের নেশা আকস্মিকভাবে ছুটে যায়। তার একটি মাত্র দল নিয়ে বাধা দেওয়া অযৌক্তিক মনে করে তিনি মহব্বত জঙ্গের আগমন সংবাদ জানিয়ে শাহজাদার নিকট এক আবেদন প্রেরণ করেন এবং তিনি পিছু হটে যান। শের খাঁ যখন তার আফগান সৈন্য বাহিনী নিয়ে পিছু হটছিলেন, তখন সিপাহ্‌সালার ইলাহাবাস দুর্গের অবরোধ উঠিয়ে ঝুসী অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি শাহ্‌জাদার নিকট এক আবেদন পত্র পাঠিয়ে জানান : 'রোটাসে সাফল্যজনক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরের সৈন্যবাহিনী আমাদের পথে কোনো রূপ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না করেই নদী পার হয়ে গেছে। তাই অভিজ্ঞতা ও দূর-দর্শীতামূলক সতর্কতা এই যৌক্তিকতাই প্রকাশ করে যে শাহী শিবির জৌনপুর থেকে বাহাদুর পুরে (৫) স্থানান্তরিত করে সেখানে অবস্থান করা উচিত। এ ক্ষেত্রে গঙ্গা নদীকে প্রতিরক্ষার ভিত্তিরূপে গড়ে তোলা উচিত।' এ কারণেই মহামান্য শাহজাদা জৌনপুর থেকে বেনারস অভিমুখে রওনা হন। আবদুল্লা খাঁ, শের খাঁ, রাজা ভীম এবং অন্যান্যদের শাহজাদার নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য চিঠি পাঠান হয়। বেনারস পেঁৗছেই স্থির হয় গঙ্গা নদী পার হয়ে বাহাদুরপুরে শিবির স্থাপন করার। তদনুযায়ী নদী অতিক্রান্ত ও তাবু স্থাপিত হয়। সমস্ত অনুসারীদেরসহ ওয়াজির খাঁকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিয়ে এক চূড়ান্ত ফরমান জারি করা হয়। ওয়াজির খাঁর নিকট ফরমানটি যখন পৌঁছে তখন গোপাল যদু অসহায় অবস্থায় পতিত হয়ে দুর্গ-আত্ম-সমর্পণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে ওয়াজির খাঁ কঠোর নির্দেশ লাভ করেন। তাই অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে বাহদুরপুরে শাহ্‌জাদার নিকট ফিরে আসেন। সিপাহসালার আবদুল্লা খাঁ ফতেজঙ্গ তার সৈন্যদের নিয়ে সমস্ত আফগানসহ শের খাঁ ফতেহজঙ্গ, রাজপুতদের নিয়ে রাজা ভীম, শাজাত খাঁ ও বখ্‌শী মুতাকিদ খাঁ সমস্ত সৈয়দদের নিয়ে একের পর এক এসে উপস্থিত হন। তাদের সকলকেই নদী পার হয়ে এসে তার পদ চুম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

নির্দেশ অনুযায়ী তারা নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী নদী পার হন এবং তার পদচুম্বন করে কৃতার্থ হন। ভাটির জমিদারদের নৌবহর অস্ত্রসজ্জিত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়। বিশ্বস্ত রাজস্ব আদায়কারী (মুহাসিলান)-দের সঙ্গে মুনমিল, দুর-জিস্মুজ[৬] ও অন্যান্য ফিরিঙ্গীদের তাদের ঘোরাব, জালিয়া, পোস্তা, পরিকোশা এবং মাছুয়া নৌকা দ্বারা গঠিত তাদের নৌবহরগুলিকে অবিলম্বে শাহজাদার নিকট প্রেরণ করার জন্য দরাব খাঁর নিকট ফরমান প্রেরণ করা হয়।

সৈন্যবাহিনী পর্য বেক্ষণ: এবার পরিভিজের সৈন্যবাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। মহব্বত খাঁর আগমন ও শেরখাঁর পশ্চাদপসরণের পর সোলতান পারভিজ তার সমগ্র বাহিনী নিয়ে গঙ্গানদী পার হয়ে সেখানে তার শিবির স্থাপন করেন। এক সামরিক পর্যবেক্ষণ কার্য অনুষ্ঠিত হয় এবং সৈন্য সংখ্যা গণনা করা হয়। সোলতান পারভিজের সৈন্য সংখ্যা ছিলো আশি হাজার সাহসী অশ্বারোহী, এক হাজার নয়শো হাতী এবং একশো হাজার অভিজ্ঞ পদাতিক। এ সংবাদ শাহজাদা শাহজাহানকে জানান হয়। তখন শাহ্জাদার বাহিনীর পর্যবেক্ষণ কার্য অনুষ্ঠানের জন্য বখ্‌শীদের নির্দেশ দেওয়া হয়। তদনুযায়ী সৈন্য বাহিনী পরিদর্শন কার্য দিনে রাতে সাতদিন চলে। এতে নির্ধারিত হয়ে যে সৈন্যবাহিনীতে একশো আশি হাজার লৌহ বর্ম পরিহিত অশ্বারোহী, একশো নব্বই হাজার সাহসী পদাতিক, দু হাজার চারশো রণ-হস্তী, এর মধ্যে সাতশোটি হাতী ছিলো মত্ত অবস্থায়। এ ছাড়া বাহিনীতে ছিলো পাঁচশো রণতরী, পনর শো কামান।[৭] এই বিপুল সংখ্যা শত্রুদের শঙ্কিত করে তুলে।

সোলতান মোরাদের জন্ম: এবার মহামান্যা নওয়াব মম্‌তাজ মহল বেগমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। বেগম এ সময়ে অন্তস্বত্তা ছিলেন। রোটাস দুর্গে তার এক সন্তান জন্মগ্রহণ করে—একটি পুত্র সন্তান।[৮] জ্ঞানী জ্যোতিষীগণ তার নাম-করণ করেন সোলতান মোরাদ বখ্‌শ্। এই পুত্ররত্নের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে শাহজাদা শাহজাহানের নিকট এক আবেদন পেশ করা হয়। শাহাজাহান তিন দিন তিন রাত ব্যাপী এক মন্ত্রণা সাভার অনুষ্ঠান করেন। তিনি বেগমকে লিখে জানান যে তার যদি এ ব্যাপারে কিছু করার ইচ্ছা থাকে তাহলে তিনি যেন একটি চিঠি (নিশান) দ্বারা কর্তব্যনিষ্ঠ ও অনুগত সিতাব খাঁকে ডেকে পাঠান। তদনুযায়ী এই নগণ্য খাদেম সিতাব খাঁর প্রতি বেগম কর্তৃক এক নিশান প্রেরিত হয়। তাতে

নবজাত শাহাজাদার জন্মোৎসবের জন্য নিম্ন লিখিত সুগন্ধী দ্রব্যাদি দুর্গে প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। তাতে লিখা হয় যে এসব দ্রব্যের মূল্য সিতাব খাঁকে ব্যবস্থা করতে হবে এবং ইব্রাহিম খাঁর বেগম কর্তৃক দ্রব্যগুলি খরিদ করতে হবে। সিতাব খাঁকে ঐ সমস্ত জিনিস মহামান্যা বেগম সাহেবার নিকট দুর্গে নিয়ে আসতে হবে। দ্রব্যগুলি হচ্ছেঃ ত্রিশ সের সামুদ্রিক (তিমি মাছ থেকে প্রাপ্ত মোম-জাতীয় দ্রব্য বিশেষ) অম্বর, দু'মণ খস্‌খস্‌, দু হাজার পদ খাতা ও খোতান (তাতারী ও চীনা) কস্তুরী, পাঁচ মণ অম্বরের নির্যাস, দু' হাজার বোতল মিশরীয় উইলোর (বিদি মুশ্‌ক্‌ Salix sygɔstɔmon) নির্যাস; জুজুবী বৃক্ষের ফুলের নির্যাস (আরক্‌-ই-ফিত্‌না) এবং কমলা ফুলের (আরক্‌-ই-বাহার) নির্যাস; দু'হাজার বোতল ইয়াজদের গোলাপজল এবং পঞ্চাশ মণ জাফরান।

গঙ্গার তীরে যুদ্ধঃ খেদমত পরস্ত খাঁর নেতৃত্বে মিরশাম্‌স ও নিজ নিজ নৌবহর-সহ প্রেরিত মসনদ্‌-ই-আলা মাসুম খাঁ এবং অন্যান্য জমিদারগণ গঙ্গাতীরে দুর্গহীন অবস্থায় অবস্থানরত পারভিজের সৈন্য বাহিনীকে দেখতে পান। নৌবহর থেকে কামান ছুড়ে বহু লোক ও পশু হতাহত করে পারভিজের বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে তুলে। এমন দিন যায় নি যেদিন পাঁচশো থেকে হাজার সৈনিক, চারশো থেকে পাঁচশো ঘোড়া, হাতী, গরু এবং গাধা হতাহত হয় নি। এ সময়ে মন্‌মিল, জেরি-স্মুজ এবং অন্যান্য ফিরিঙ্গীগণ যাদের দরাব খাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে তাদের নৌবহর-সহ জাহাঙ্গীরনগর ত্যাগ করে আসার জন্য তলব করা হয়েছিলো, এসে এই গ্রন্থ-কার ও খানাজাদ সিতাব খাঁর সঙ্গে আকবরনগরে মিলিত হয়। অতপর সেখান থেকে তারা শাহজাদার শিবিরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। অতিঅল্প সময়ের মধ্যে তারা বিজয়ী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। তারা সাতদিন ধরে পারভিজ ও মহব্বত খাঁর বাহিনীর সঙ্গে এমনভাবে যুদ্ধ করে যে তা বর্ণনাতীত। এমনিভাবে তারা পারভিজের শিবির ও তোষাখানা ও পোশাকাদি তিন দিন ধরে লুণ্ঠন করে। প্রতিদিন তারা এর জন্য পুরস্কৃত হয়। জমিদারগণ শাহজাদার বিজয়ী বাহিনীর সম্মুখে নদীর এক পাশ থেকে অন্য পাশ পর্যন্ত চত্বরসহ একটি প্রাচীর তৈরি করেন। এর বিভিন্ন স্থানে এমনভাবে কামান স্থাপন করা হয় যে পারভিজের সৈন্য নদীর তীরে চলাচল করতে পারে নি। এক অদ্ভুত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

সিতাবখাঁ পরীক্ষক নিয়োজিতঃ প্রতিদিনই এই নগণ্য লেখকের প্রতিনিধি ডাকহরকরার সঙ্গে (ডাক চোকীয়ান) শাহজাদার দরবারে প্রেরিত হতো। এই

বিশ্বস্ত ভৃত্যের প্রতি শাহজাদার বিশ্বাসের জন্য এইমর্মে তার প্রতি এক ফরমান জারি করা হয় যে শাহজাদার ইচ্ছা যে শাহাজাদার শিবির থেকে যে সমস্ত চিঠিপত্র বাঙলায় প্রেরিত হয় এবং বাঙলা থেকে শাহ্জাদার শিবিরে আসে তার সমস্তই এই বন্দা দ্বারা পরীক্ষিত হতে হবে। তদনুযায়ী কর্মচারীদের এবং জীবন উৎসর্গকারী বিশ্বস্ত ভৃত্য ও কারোরীদের প্রতি প্রেরিত ফরমান এবং আমিরদের প্রতিনিধি ও রাজস্ব আদায়কারীদের মনিবদের নিকট লিখিত চিঠিপত্র পরীক্ষা করার পর একদিক থেকে অন্যদিকে প্রেরণের অনুমতি দেওয়া হতো। একদিন চিঠিপত্র পরীক্ষা করার সময় প্রভু কিব্‌লা এবং পীর ও মুর্শিদের (শাহজাহান) বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগপূর্ণ এক চিঠি যা পাটনা থেকে দাওরান খাঁ দরাব খাঁর নিকট লিখেছিলেন, তা এই নগণ্য খাদেমের হাতে পড়ে। সিতাব খাঁ তার নিজের অবেদনসহ উক্ত চিঠিটি মহামান্য শাহজাদার নিকট প্রেরণ করেন।

সিতাব খাঁকে তার পরিবার আনার জন্য অনুমতি দান : এই দীন গ্রন্থকারের পরিবার জাহাঙ্গীরনগর প্রকাশ ঢাকায় অবস্থানকালে তার কোনো পুত্র সন্তান ছিলো না। কোনো পুত্র জন্ম গ্রহণ করলেও সে বাঁচেনি। মহামান্য শাহজাদার আগ-মনের পূর্বে এবং তার (সিতাব খাঁর) কোচরাজ্যে অবস্থানকালে মহান আল্লা এই দীনহীন ব্যক্তিকে দয়া করে এক পুত্র দান করেন। সে ছেলেকে দেখার প্রবল ইচ্ছা তার ছিলো। তাই প্রভু কিব্‌লা ও পীর মুর্শিদের (শাহজাহান) নিকট এই আবেদন প্রেরণ করেন: 'আমার কোনো পুত্র সন্তান ছিলো না। এবার আপনার শুভ আগমনের সময় আল্লা আমাকে দয়া করে একপুত্র দান করেছেন। আমার পরিবার জাহাঙ্গীরনগরে অবস্থান করছেন। তাই আমার প্রার্থনা যে হয় আমাকে আমার পারি বারকে আকবরনগর আনার অনুমতি দেওয়া হোক অথবা আকবরনগরে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে আমাকে আমার পুত্রকে দেখবার জন্য যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক। অতপর আমি আকবরনগর ফিরে আসব।' মহামান্য শাহজাদা এই দাসের প্রতি তাঁর অসীম দয়া ও এই খানাজাদের প্রতি তার স্নেহের জন্য তিনি এক ফরমান জারি করে তার পারিবারকে আকবরনগর নিয়ে আসার জন্য অনুমতি দেন। তদানুযায়ী শাহজাদার ফরমানটি দরাব খাঁর নিকট প্রেরণ করে তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় সিতাব খাঁর পরিবারকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। দরাব খাঁর মধ্যে কু-মতলব ছিলো। প্রভু ও কিব্‌লার প্রতি তার মনোভাবও প্রতিকুল ছিলো। তাই তিনি চালাকী করে এই নগণ্য খাদেমের পরিবারেকে প্রেরণ করেন নি। তিনি বলেন : 'আপনার আবেদনের জওয়াবে এই ফরমান জায়ী করা হয়েছে। সিতাব খাঁর পরিবারকে

আক্‌বরনগর প্রেরণের ফরমান সরাসরি আমার উপর জারি করলেই শুধু আমি সিতাব খাঁর পরিবারকে পাঠিয়ে দেব।' আমি এ ব্যাপারে আবার আবেদনসহ দরাব খাঁর এই চিঠিটি শাহজাদার নিকট পাঠিয়ে দিই। আমার পরিবার ও ছেলেকে নিয়ে আমার উপদেশ মতো আমার নিকট চলে আসার জন্য আমার স্ত্রীকে চিঠি লিখি। এ সময়ে আমার বড় বোন আমার শত্রু হয়ে দাঁড়ান। তিনি নিজেও আসেন নি, আমার পরিবারকেও আসতে দেন নি। এতে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হই। এর জন্য আমাকে আমার প্রভু ও কিবলার নিকট লজ্জিত হতে হয়। পরে তা বর্ণনা করা হবে।

কর্মচারী রদবদল : এবার আমি আমার মূল বিষয়ে ফিরে আসছি। মহামান্য শাহজাদা বিষয়টি অবগত হয়ে ওয়াজির খাঁকে পাটনার সুবেদার নিযুক্ত করেন এবং খাঁ দাওরানকে তার পুত্র, ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পত্রদের নিয়ে দরবারে ফিরে আসার জন্য তলব করেন। ওয়াজির খাঁর পাটনা পেঁাছার পর খাঁ দাওরান প্রভু কিবলার চরণ চুম্বনের জন্য রওনা হয়ে যান।

ঝুসীতে পারভিজের সঙ্গে সংঘর্ষ : এ সময়ে গুপ্তচরেরা সংবাদ নিয়ে আসে যে ইলাহইয়ার খাঁ, নজর বাহাদুর, মোহাম্মদ জামান কারোরী এবং সোলতান পারভিজ আরো কিছু লোকজন নিয়ে ঝুসীতে অবস্থান করছেন। তাই খাঁ দাওরান, খাজা ওসমানের ভ্রাতা খাজা ইব্রাহিম, খাঁজা ওসমানের ভ্রাতুষ্পুত্র ও খাজা সোলেমানের পুত্র খাজা দাউদ নিম্নলিখিত প্রার্থনা জানান : 'অনুমতি পেলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যাব। তারা বাধা দিলে তাদের নিশ্চিহ্ন করা হবে এবং তাদের ছিন্ন মস্তক শাহজাদার দরবারে এনে হাজির করবো। আর তারা যদি বিণীতভাবে আত্মসমর্পণ করে তাহলে তাদের সান্ত্বনা ও ক্ষমা করার আশ্বাস দিয়ে জীবিত এনে হাজির করব।' শাহজাদা এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন নি। এবং তাদের তা করতে নিষেধ করেন। কিন্তু তারা নিজদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করে শাহী নির্দেশ ছাড়াই রওনা হয়ে যান। দ্বিপ্রহরে তারা যাত্রা করেন। সারা রাত চলে পরদিন দেড়পহর পর তারা এমন অবস্থায় ঝুসী পেঁাছে যে তাদের ঘোড়াগুলির আর অগ্রসর হওয়ার শক্তি ছিলো না। রণ-দামামার শব্দ শুনে ইলাহইয়ার খাঁ, নজর বাহাদুর, মোহাম্মদ উজামান এবং অন্যান্যরা শক্তিশালী অশ্বে আরোহন করে নতুন উদ্দমে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে আসেন। আক্রমণকারীগণ তাদের সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা খোলা তলোয়ার নিয়ে এদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে আক্রমণ করে। স্বল্পকাল স্থায়ী

এক সংঘর্ষে খাঁ দাওরান নিহত হন। খাজা দাউদ ও খাজা ইব্রাহিম আহত হয়ে খাঁ দাওরানের পুত্রকে নিয়ে রণাঙ্গন পরিত্যাগ করে চলে যান। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় এ খবর শাহজাদার শিবিরে পেঁৗছে। বাইরের পর্যবেক্ষণকারীগণ এতে কিছুটা ভীতিগ্রস্ত হয়। (শাহজাহানের) সৈন্য বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে এতো অধিক গোলমাল শুরু হয় যে তা বর্ণনাতীত। (এবং এই সংবাদের কার্যকরীতা খুব শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যায়।)

সিতাব খাঁ কর্তৃক দরাব খাঁর দু'টি চিঠি আটক : এবার গৌর প্রদেশের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। এ সময়ে শাহজাদার শিবিরে পুত্র আরাম বখশের সঙ্গে অবস্থানরত দরাব খাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক শাহজাহানের শিবির থেকে আকবরনগর হয়ে প্রেরিত দুটি চিঠি এই নগণ্য খানাজাদের হাতে পড়ে। চিঠি দুটি লিখিত হয়েছিলো দরাব খার পিতা খান খানান প্রকাশ আবদুর রহিম কর্তৃক। আরও একটি চিঠি (যা তার হাতে পড়ে) দরাব খাঁ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলো তার পুত্র আরাম বখশের প্রতিনিধির নিকট। নিজের বিশ্বস্ততা ও দুঃখ দুর্দশার কথা বর্ণনা করে এক আবেদন পত্রসহ সিতাব খাঁ উক্ত চিঠিগুলি দরবারে প্রেরণ করেন। এতে রাষ্ট্রের মঙ্গলজনক বহু করারও উল্লেখ করা হয়েছিলো। তদনুযায়ী এই খানাজাদের প্রতি অসীম দয়াশীল মহামান্য শাহজাদা অনেক উৎসাহ ও হৃদ্যতাপূর্ণ বাণীসহ তার নিকট এক পবিত্র ফরমান জারি করেন। শাহজাদা দরাব খাঁকে দরবারে ফিরিয়ে আনার কথা চিন্তা করছিলেন।

সিতাব খাঁ কর্তৃক অর্থ ও দ্রব্যাদি সরবরাহ : এ নগণ্য গ্রন্থকার ও খানাজাদ সিতাব খাঁর নিকট প্রেরিত ফরমানে লিখিত হয়েছিলো যে তিনি যেন সৈন্যবাহিন বিশেষ করে ওয়াজির খাঁর নিকট রসদ সরবরাহ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন না করেন। সে সব রসদ যেন সেখান থেকে রোটাস দুর্গে প্রেরণ করা হয়। তিনি এমনভাবে কাজ করবেন যে এই চাহিদা যেন অতি শীঘ্র সন্তোষজনকভাবে মিটানা হয়। তার এ কাজের জন্য তিনি পুরস্কৃত হবেন। এতে আরও নির্দেশ দেওয়া হয় যে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব প্রেরণে এবং বারুদ, শিষা ও লোহা সরবরাহ করতে শৈথিল্য প্রদর্শন না করেন। তদনুযায়ী এই নগণ্য ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনশো বিশ হাজার মণ খাদ্যশস্য পাটনায় ওয়াজির খাঁর নিকট প্রেরণ করে। প্রতি বারই পাঁচশো থেকে এক হাজার মণী পঞ্চাশ থেকে ষাটটি নৌকা পাটনায় প্রেরিত হয়।

চার হাজার মণ বারুদ এবং আট হাজার মণ শিষা, লোহা এবং পাথর (গুলাহায়-ই-সংগী) সরবরাহ করা হয়। আক্‌বরনগর দুর্গে সব সময়ই পাঁচশো মণ বারুদ, চার থেকে পাঁচশো মণ শিষা ও লোহা মজুদ রাখা হতো। শাহী কারখানাটি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিলো। সকল অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন কারোরীদের নিকট বহু লোক পাঠান হতো। আট কিস্তিতে পাটনায় ওয়াজির খাঁর নিকট ৭,০০.০০০ (সাতলক্ষ) টাকা প্রেরণ করা হয়। প্রথম কিস্তি প্রেরণের সময় সমস্ত রাস্তাঘাট বৃষ্টির পানিতে নিমজ্জিত ছিলো। তাই নৌকা যোগে রাজস্ব পাঠাতে হয়। এতে ভীষণ আশঙ্কার কারণ ছিলো, কারণ ঘটনাচক্রে রাজস্বসহ নৌকা যদি নিমজ্জিত হয় তাহলে এর কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য প্রভু কিবলার সামনে হাজির হওয়া সম্ভব হবে না। মহান আল্লা রাজস্ব প্রেরণের এক উপায় আমার মনে জাগিয়ে দেন। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম যে পানির গভীরতা কোথাও দুশো গজের অধিক হবে না। তাই হাতের মধ্যে আঙ্গুলির মতো মোটা দুশোগজ লম্বা একশো দড়ি সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দিই। এরপর সাতঁরাবার জন্য ভারতে ব্যবহৃত পাঁচশো ছোট কদু সংগ্রহের নির্দেশ দিই। এগুলি আনা হলে, নির্দেশ দিই প্রথম কিস্তিতে প্রেরণের জন্য সংগৃহীত একলক্ষ টাকা প্রতিবেগে এক হাজার টাকা করে ভর্তি হবে। পরে এক একটি দড়ির একটি মাথা দিয়ে বেগের গলা কষে বাঁধতে হবে বাকী মাথাটি দিয়ে পাঁচটি কদু বাঁধতে হবে। অতপর নৌকাটি তক্তা দিয়ে ঢেকে দেওয়ার নির্দেশ দিই। টাকাগুলি বাক্সে না রেখে ব্যাগ গুলিকে তক্তার উপর রাখার নির্দেশ দিই। পাঁচশো কদুসহ একশো দড়ি ব্যাগগুলির উপর স্তূপাকারে রাখার নির্দেশ দিই। এই ব্যবস্থা গ্রহণের পর আশা করা হয় যে টাকা গুলি বিশ্বস্তলোক যথোপযুক্ত প্রহরা ও তৎপরতার সঙ্গে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। দুশো গজ পানিতে ডুব দিতে পারে এমন জেলে দেরে প্রেরণের জন্য কিছু জেলে নৌকা সংগ্রহ করা হয়। নৌকা ডুবে গেলেও যাতে এই জেলেরা তাদের নৌকা নিয়ে যেখানে ভাসমান কদুগুলি দেখতে পায় এবং দ্রুত সেখানে গিয়ে স্বর্ণভর্তি থলেগুলি বালতির মতো টেনে তুলে তাদের নৌকা করে নিয়ে আসতে পারে। আর যদি দৈবক্রমে এই থলেগুলি কোনো কিছুতেই বা বালু ঢিপিতে আটকে পড়ে তাহলে এই সব জেলেরা ডুবে জলের তলদেশে গিয়ে সেসব বাধাবন্ধক সড়িয়ে থলেগুলি তাদের নৌকায় উঠিয়ে নিতে পারবে। আমার ঈমানের জোরে আটবারই আমি আমার প্রভু কিবলা পীর ও মুর্শিদের ধন দৌলত প্রেরণে সক্ষম হই। এতে সবাই আনন্দিত হয়। আমি মনে প্রাণে আল্লার কাছে শুকরিয়া জানাই।

রাজস্ব তালিকার নির্ভুলতা সম্বন্ধে তদন্ত: নিম্নলিখিতমর্মে সিতাব খাঁর প্রতি আর একটি ফরমান জারি করা হয়: 'বেতনের পরিবর্তে তাজপুর পুর্ণিয়া শের খাঁ ফতেজঙ্গকে জায়গীর দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তার নির্ধারিত করের পরিমাণ সম্বন্ধে শের খাঁর মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। শের খাঁ আবেদন জানিয়েছেন যে আপনার কোনো বিশ্বস্ত কর্মচারী দ্বারা এই দুটি স্থানের নির্ধারিত কর সম্বন্ধে তালিকা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত তিনি তা গ্রহণ করবেন না। তাই আপনার প্রতি এই ফরমান জারি করা হচ্ছে। আপনি দুটি মহালের রায়তদের অবস্থা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করবেন যাতে প্রজাবৃন্দ জায়গীরদারের পক্ষে তা কষ্টকর না হয় এবং শাহী রাজস্বও ঘাটতি না পড়ে। তদন্ত করে দরবারে রিপোর্ট প্রেরণ করবেন।' তদনুযায়ী ইয়ারা খাঁ নামক জনৈক বিশ্বস্ত আফগান কর্মচারীকে এই নগণ্য খাদেমের মির সামান খাজা টোডর মলের সঙ্গে সেই দুটি পরগনায় নিম্নলিখিত উপদেশসহ প্রেরণ করা হয়: 'গোপনে আপনাদের কার্য তদন্ত করার জন্য আমি আর এক দল কর্মচারী প্রেরণ করব। এমনকি আমি নিজেও যেতে পারি। অবস্থা জেনে প্রজাদের সম্মতি নিয়ে রাজস্বের একটি নির্ভুল তালিকা প্রস্তুত করবেন। তাতে কানুনগুদের দস্তখত নিবেন এবং চৌধুরীদের কবুলিয়ত শের খাঁ ফতেজঙ্গের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে তাতে তাদের স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন।' তারা সে স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাদের উপর আমার আস্থা থাকা সত্ত্বেও তারা যাতে শের খাঁর কর্মচারীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র না করতে পারেন তারজন্য গোপনে আর একটি দল প্রেরণ করা হয়। তারা সেখানে গিয়ে গ্রামগুলি জরিপ ও পরিদর্শন শুরু করেন যাতে সমস্ত অবস্থা ও বিষয়ে অবগত হয়ে তারা রাজস্ব তালিকা প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হন।

ঈদের খোৎবায় শাহজাহানের নাম পঠিত: কোরবানীর ঈদের দিন সকালে সমস্ত কর্মচারী ঈদের ময়দানে উপস্থিত হন। ইমামকে এমনভাবে খোৎবা পড়তে উপদেশ দেওয়া হয় যে খোৎবায় যখন মহামান্য খলিফা, আল্লার ছায়া, জাহাঙ্গীর বাদশা-হের প্রশংসা প্রসঙ্গ আসবে তখন তাকে 'নূরউদ্দীন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ এবং আবুল মোজাফফর শাহ জাহান বাদশা গাজী বিন নূরুদ্দীন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশা পড়তে হবে। এবং পরে শাহজাদার দীর্ঘ জীবন কামনা করে ফাতেহা পাঠ করে, খোৎবা শেষ করতে হবে। সে ভাবেই অতি সুন্দরভাবে ইমাম খোৎবা পাঠ শেষ করেন। ইমাম খোৎবায় যখন শাহজাদা শাহজাহানের নাম উল্লেখ করেন তখন ইমামকে প্রত্যেক সম্রাট কর্তৃক সম্মানসূচক পোশাক প্রদানের প্রথা প্রচলিত থাকা

সত্ত্বেও আমি আমার খাঁটি জরির কাজ করা সম্মানসূচক পোশাক ইমামের কাঁধে ছুড়ে দিই এবং পাঁচশো টাকার রেজাগী (রেজকী—দু আনি, চার আনি, আটআনি) ইমামের সম্মুখে দান হিসাবে ছড়িয়ে দেই। অনেক অভাবগ্রস্ত লোক এ দ্বারা তাদের অভাব অনটন দূর করতে সক্ষম হয় এবং তারা তা পেয়ে অত্যন্ত খুসী হয়। গগনচুম্বী মোবারকবাদ ধ্বনি উঠে। গৃহে ফিরে আমি আমার কোরবানীর কাজ সম্পন্ন করি। সারাদিন ও রাত ধরে ভোজ পর্ব চলে এবং সুন্দরী গায়িকা ও নর্তকীদের নাচ-গানে এবং আনন্দমুখর গল্প বলার মাধ্যমে আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কারখানার বহু শ্রমিক বহুবিধ উপহার দ্বারা অনুগৃহীত হয়।

গজ দুলাল হাতীর ভরণপোষণের খরচ: শাহী নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক বিশ্বস্ত ও প্রবীণ ভৃত্যকে সম্রাটের ব্যক্তিগত হাতী তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়। গজ দুলাল নামক শাহজাদার অত্যন্ত প্রিয় হাতীটির ভার দেওয়া হয় আমার উপর। হাতীটিকে শাহী শিবিরে রাখা হয়। তদনুযায়ী হাতীটির খোরাকের খরচ আমাকে পাঠাতে হয়। অন্যান্য প্রতিনিধিরা তাদের প্রভুদের নিকট থেকে খরচ না পাওয়ার ওজুহাতে হাতীগুলিকে যেমন অভুক্ত রাখে আমার প্রতিনিধি যাতে সেরূপ না করতে পারে সেজন্য যখনই আমি আমার পীর ও মুর্শিদ কিব্‌লার নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করি তখনই অবেদনপত্রের খামের মধ্যে আমি পনরটি লাল-ই-জালালী আশরাফী পাঠিয়ে দিই। আবেদনপত্রে আমি উল্লেখ করি: 'ব্যক্তিগত হাতীর খোরাকী বাবদ এতোগুলি আশরাফী পাঠানো হলো। হাতীটির খাই-খোরাকী বাবদ তা খরচ করার জন্য তা আমার প্রতিনিধির হাতে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি মহামান্য শাহজাদা (সিতাব খাঁর মতো হাজার নগণ্য লেখক তার জন্য কোরবান হোক) এই দীন নগণ্য ব্যক্তির প্রতি সদয় মনোভাব পোষণ করার জন্য এবং এই খানাজাদের প্রতি তার অসীম স্নেহের দরুন প্রতিবারই আমার প্রতিনিধি ভীম সেনকে তলব করে এনে হাতীর খাই-খররচের অর্থ তার হাতে অর্পণ করতেন এবং হাতীটিকে যথোপযুক্ত যত্ন নেওয়ার জন্য তাকে সতর্ক করে দিতেন। এতে শাহজাদা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তার এ সন্তোষকে এই নগণ্য খাদেম চিরন্তন সম্মান বলে মনে করতো।

সিতাব খাঁ কর্তৃক রাজকীয় ভুমির রাজস্ব তলব: এ সময়ে সদর কানুনগুদের (কানুনগুইয়ান-ই-সদর) বেতন দাবী করার জন্য দরাব খাঁ আকবরনগরে তার লোক প্রেরণ করেন। এই নগণ্য ব্যক্তি এত বিরক্ত হয় এবং দরাব খাঁকে লিখে

জানায়ঃ 'আপনার চাকলার অন্তর্গত রাজকীয় ভূমির রাজস্ব সাত লক্ষ টাকা। এ সম্বন্ধে এক শাহী ফরমান এইমর্মে জারি করা হয় যে, উপরোল্লিখিত টাকা সিতাব খাঁকে প্রেরণ করতে হবে। তিনি সে টাকা দরবারে প্রেরণ করবেন। কিন্তু আপনি রাজকীয় ভূমির (খালিসা) প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন না। তদুপরি আপনি কানুন-গুদের বেতন দাবি করছেন। তাই উক্ত সাত লক্ষ টাকা অনতিবিলম্বে আকবরনগর পাঠিয়ে দিবেন, যাতে তা শাহজাদার দরবারে পাঠিয়ে দেওয়া যায়।' এরপর দরাব খাঁর প্রেরিত লোককে ফেরৎ পাঠিয়ে দিই।

উড়িষ্যায় সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণঃ এ সময়ে উড়িষ্যা থেকে নিম্নলিখিত মর্মে শাহকুলি খাঁর এক চিঠি এই নগণ্য ব্যক্তির নিকট আসেঃ 'আমার মনে এ কথা উদয় হয়েছে যে, কোনো সময় শাহজাদা যদি আমাকে তার নিকট ডেকে পাঠান তাহলে এই সুবা থেকে আমার সঙ্গে যাওয়ার মতো বৃত্তিভোগী কর্মচারী পাব না। আমার নিকট লিখিত আপনার পত্রের মর্ম থেকে এবং জারিকৃত শাহী ফরমানে আপনার সম্পর্কে যে অনুকূল মন্তব্য করা হয়েছে, তা থেকে আমি আপনাকে রাষ্ট্রের একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি বলে মনে করি। তাই আমাকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এর মধ্যে যাকেই আপনি শাহী মসন-বের উপযুক্ত বলে মনে করেন তার জন্যই সুপারিশ করে পাঠাবেন। যাদের আপনি আমার কাজের জন্য উপযুক্ত মনে করেন তাদের বেতন ধার্য করে তাদের যাবতীয় খরচ পত্র দিয়ে দিবেন। তাদের পাঠাতে আপনার যতো খরচ হয়েছে তা আমাকে লিখে জানাবেন যাতে হুন্ডি দ্বারা তা পরিশোধ করা হতে পারে।' তদানুযায়ী লোক সংগ্রহ করার জন্য আমি শাহী বখ্‌শী ও আমার হিন্দু কর্মচারীদের নির্দেশ দিই। ভীম সেন নামক আমার জনৈক হিন্দু কর্মচারীকে শাহী আহাদী ও শাহজাদার ব্যক্তিগত গোলান্দাজ বিভাগের বখ্‌শী নিযুক্ত করা হয়। যে ব্যক্তি এই পদে এ পর্যন্ত বহাল ছিলেন তাকেই শাহকুলি খাঁর প্রয়োজনীয় পাঁচ হাজার অশ্বা-রোহী সৈন্যের বখশী নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর আমি শাহকুলি খাঁর চিঠিসহ এ ব্যাপারে এক আবেদনপত্র শাহজাদার নিকট প্রেরণ করি। শাহজাদা প্রশংসা করে এ ব্যবস্থা অনুমোদন করেন।

বাস্তা পরগনা লুণ্ঠিতঃ এই বিশ্বস্ত খাদেম সিতাব খাঁর প্রতি নিম্নলিখিত চূড়ান্ত ফরমান জারি করা হয়ঃ 'পরগনা বাস্তার জায়গীরদার মরহুম মির্জা নাজফীর

পুত্র খাজা সাদত কর্তৃক আমার নিকট প্রেরিত এক আবেদনে জানিয়েছেন যে শাহ-কুলি খাঁর অনুমতি ছাড়াই সৈয়দ মোহাম্মদ উড়িষ্যা থেকে সাদতের জায়গীর বাস্তা পরগনার এই অঞ্চলে এসেছে। সৈয়দ মোহাম্মদ রাজস্ব আদায়কারীদের বন্দী করেছে এবং তাদের কাছে যে টাকা পয়সা ছিলো তা জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে। সে পরগনাটি দখল করে রাজস্ব আদায় করছে। এই ফরমান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি সে (সৈয়দ মোহাম্মদ) দরবারের অদ্বিতীয় সেবক সিতাব খাঁর নির্দেশ ও তিরস্কার অনুযায়ী তার এই বদ্ মতলব ত্যাগ করে এবং তার নিকট আত্মসমর্পণ করে, তা হলে তাকে দরবারে পাঠিয়ে দিতে হবে। আর যদি এ কথা প্রতিপন্ন হয়ে যে কোনো অবস্থাতেই সে আত্মসমর্পণ করেবে না, তাহলে তার শাস্তির জন্য নিজকেই সে শুধু ধন্যবাদ জানাবে এবং তার খণ্ডিত মস্তক দরবারে প্রেরণ করতে হবে। তদনুযায়ী জনৈক আহাদীকে প্রয়োজনীয় তিরস্কারপূর্ণ এক চিঠি দিয়ে সৈয়দ শাহ মোহাম্মদকে ডেকে পাঠান হয়। সে কি করে তা দেখার জন্য আমি অপেক্ষা করি, অতঃপর আল্লাহর দয়ার উপর ও শাহজাদার সৌভাগ্যের উপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে তার শাস্তির জন্য দায়ী করা হবে।

শাহজাহানের তিনটি নিষ্ফল প্রয়াস: এবার শাহজাহানের সমৃদ্ধিশালী সৈন্য-বাহিনীর অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। একদিন খিদমত পরস্ত খাঁ, মির শামস্ এর মসনদ-ই- আলা মাসুম খাঁ সমস্ত জমিদার ও ফিরিঙ্গীদের নৌবহর নিয়ে সোলতান পারভিজের সঙ্গে অবস্থানরত রাজা গজ সিংহের সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করেন। বর্শা এবং তরবারি ছাড়া রাজপুতদের অন্য কোনো সমরাস্ত্র না থাকায়, কামান থেকে একটি করে গোলা ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং নৌকাগুলি নদীর তীরে ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুতগণ কামানের গোলার আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে নদীর তীর পরিত্যাগ করে অনেক দূরে সরে যায়। নৌবহরের সৈনিকগণ তাদের নৌকা থেকে তীরে নেমে গজ সিংহের সমস্ত তাঁবু দখল করে নেয় এবং তা নৌকায় নিয়ে আসে। রাজপুতগণ পুনরায় আক্রমণ করলে তোপান্দাজগণ তোপ ছুড়তে শুরু করে এবং তাদের বহু সৈন্যকে নিহত করে। তারা উল্লেখযোগ্য ফল লাভ করে। পরদিন পারভিজের শিবিরেও অনুরূপ আক্রমণ চালান হয়। তৃতীয়বার সোলতান পারভিজের বিছানা-পত্র পোশাকাদি খিদমত পরস্ত খাঁ ও তার সঙ্গীরা লুণ্ঠন করে শাহজাদার নিকট নিয়ে আসে। তাদের এ কাজের জন্য তাদের প্রশংসা করা হয় এবং তাদের প্রতি শাহী অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়। প্রতি দিনই শাহী নৌবহর সোলতান পারভিজ ও মহব্বত খাঁর উপর কার্যকরীভাবে আঘাত হানতে থাকে।

অতঃপর একদিন রাজপুত, মোগল এবং সৈয়দদের সৈন্যবাহিনী একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত করে যে, তারা শাহজাদা শাহজাহানের নৌবহরকে নদী দিয়ে উজান দিকে যেতে দিবে। তখন নদীর এক সংকীর্ণ স্থানে পিছন দিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে ভীষণভাবে আঘাত হানবে। তদনুযায়ী বিল্দারদের (ডেলভার, মাইনার ও সেপার) সাহায্যে তারা গঙ্গার তীরে একটি দুর্গ তৈরী করে তাতে কামান সজ্জিত করে এবং দুর্গের ছাদ ও প্রাচীর ছোট-খাটো আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করে তারা তৈরী হয়ে থাকে। জমিদারদের নৌবহর এগিয়ে এসে যথারীতি কামান ছুড়তে থাকে। পারভিজের সৈন্যবাহিনী পিছু হটে গিয়ে নৌবহরকে এগিয়ে যেতে দেয়। পরে নৌবহর ফিরে আসার সময় নদীর অপ্রস্থ এক স্থানে তাদের উপর আক্রমণ চালায়। তারা তীর, বন্দুক ও কামান এমনভাবে ছুড়তে থাকে যে, আকাশ আচ্ছন্ন করে ফলে। চতুর্দিক অন্ধকার আচ্ছাদিত হয়। কঠোর সংগ্রাম ও তাদের মুখ ঢাল দিয়া আড়াল করে তিন তিন বার নৌকা তীরে ভিড়িয়ে নৌবহরের সৈনিকগণ এই বিপদ থেকে বেরিয়ে এলেও মাঝিমাল্লাসহ তাদের দু'টি কোষা বিপক্ষদের কবলিত হয় এবং তাদের সৈনিকগণ নিহত হয়। খিদমত পরস্ত খাঁ, মিরশামস, মসনদ-ই-আলা মাসুম খাঁ এবং অন্যান্য জমিদারগণ মানুমিল, দুরজিসুজ ও অন্যান্য ফিরিঙ্গীগণ তাদের প্রথম আক্রমণে প্রাপ্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যসমূহ নিয়ে ফিরে আসে এবং শাহজাহানের নিকট উপস্থিত করে। তাদের শাহী অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানিত করা হয়। কিছুক্ষণ পর বন্ধীকৃত দুটি নৌকার মাঝিমাল্লাদের তাদের নৌকাসহ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। নৌকাগুলি নদীতে এদিকওদিক ভাসতে থাকে। মাঝিমাল্লাদের হাত কেটে দেওয়া হয় এবং নৌকার মাস্তুলের সঙ্গে তাদের পা বেঁধে দেওয়া হয়। মাঝিমাল্লাসহ নৌকা দুটি নদীর স্রোতে শাহজাদার শিবিরের পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলো। অনুগত কর্মচারীগণ এতে বিস্মিত হয়। নৌবহরের কয়েকজন সৈনিক এই সমস্ত নিস্বহায় মাঝিমাল্লাদের তীরে আনার জন্য ছুটে যায়। আল্লাহর ক্রোধের উপর মানুষের কোনো হাত নেই। আকস্মিকভাবে এক ঘুর্ণিঝড় উঠে এবং নৌকাস্থ মাঝি মাল্লাদের নিয়ে নৌকা দুটি নদীতে নিমজ্জিত হয়। তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। এই ঘটনায় শাহজাদার মনে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি জেগে উঠে। নদীর উভয় তীর থেকেই কামান গর্জন করে উঠে।

জওহরমল দাস বাঙলার দেওয়ান নিযুক্ত : বাঙলার দেওয়ান মুলকীর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগপূর্ণ দরাব খাঁর চিঠি শাহজাদার দরবারে পৌঁছলে, শাহী শিবিরের হস্তীযূথের কর্মাধ্যক্ষ ও মরহুম ইব্রাহিম খাঁ, ফতেজঙ্গের ব্যক্তিগত সহকারী

ও দেওয়ান রায় জওহরমলকে সারা বাঙলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করা হয়। তাঁকে পাঁচশো পদাতিক ও তিনশো অশ্বারোহীর মসনবদারের পদ প্রদান করা হয় এবং অশ্ব ও সম্মানসূচক পোশাক উপহার দেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে এই দীনতম গ্রন্থকার ও বিশ্বস্ত ভৃত্য সিতাবখাঁর জন্য এক অশ্বপুচ্ছ পতাকা, একটি পতাকা ও একটি রণদামামা প্রেরণ করা হয়। এই সমস্ত দ্রব্যগুলি সিতাব খাঁর নিকট পৌঁছে দেওয়ার পর রায় জওহর মলকে জাহাঙ্গীরনগর রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নগণ্য সিতাব খাঁর প্রতি এক চূড়ান্ত ফরমান জারি করা হয়ঃ 'তার আবেদন অনুযায়ী বিশ্বস্ত ও কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারী সিতাব খাঁকে কোচ রাজ্য থেকে আনীত 'বট্‌পা' নামক ব্যক্তিগত হাতীটি দান করা হলো। সিতাব খাঁর প্রতিনিধি ভীম সেনের নিকট হাতীটি দেওয়ার জন্য ইয়াকৃজিহাত খাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়। বাঙলার কার্যকলাপের ব্যবস্থাপনায় এবং ইব্রাহিম খাঁর রাজস্ব আদায়কারী ও মুতসদ্দীদের সম্বন্ধে সিতাব খাঁ অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই তাকে ঐ সমস্ত কর্মচারীদের (ইব্রাহিম খাঁর) তলব করে আনার জন্য সিতাব খাঁকে তৎপর হতে হবে এবং তাদের প্রত্যেকের হিসাব পরীক্ষা করতে হবে। তাদের নিকট প্রাপ্য সাকুল্য টাকা রাষ্ট্রীয় খাজাঞ্চী খানায় (সরকার-ই- খালিসা শারীফা) প্রেরণ করতে হবে।' রায় জওহরমল মরহুম ইব্রাহিম খাঁর সমাধি দুর্গে পৌঁছেন। টুগ (অশ্বপুচ্ছ পতাকা) পতাকা ও রণদামামাসহ তার আগমন সংবাদ এই দীন খানাজাদকে জানান হয়। এই নগণ্য ভৃত্য তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বিনীতভাবে এগিয়ে যান। শাহ-জাদার প্রতি যথাযথভাবে আনুগত্য তসলিম ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটির পর একটি করে টুগ, পতাকা ও রণদামামা গ্রহণ করেন। তা গ্রহণ কালে প্রতিবারই তিনি তিন-বার করে কুর্ণিশ ও সকৃতজ্ঞ অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তিনি রায় জওহর-মলের সঙ্গে হৃদ্যতা সহকারে সাক্ষাৎ করেন। তার সঙ্গে তার দীর্ঘ দিনের আন্ত-রিক ও ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক ছিলো। তাকে তার নিজগৃহে নিয়ে আসেন। রায় ওজর-আপত্তি করা সত্ত্বেও তার প্রতি যথোপযুক্ত আতিথেয়তা প্রদর্শন করা হয়। পর-দিন ভোরে তার বিদায়কালে তাকে পাঁচটি তস্‌তরীতে পাঁচ হাজার টাকা, একটি মাদী হাতী এবং একটি উপযুক্ত ঘোড়া প্রদান করা হয়। অনেক আপত্তির পর তাকে তা গ্রহণ করতে হয়। অতঃপর তিনি বিদায় হন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর অভিমুখে রওয়ানা হন। এক শুভ মুহূর্তে তিনি সেখানে পৌঁছেন এবং দরাব খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর তিনি তার নিজ কাজে মন দেন। তিনি তার উপস্থিতি সম্বন্ধে দরবারে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন।

টন নদীর তীরে যুদ্ধ: এ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করা ছেড়ে এবার আমি আমার মূল বিষয়ে ফিরে আসছি। মহব্বত খাঁ গঙ্গানদী পার হওয়ার জন্য সব সময়ই যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। পরে জমিদারদের পরামর্শ মতো এবং মাঝিমাল্লাদের সহায়তায় তিনি তার জাহাঙ্গীরের দরবারের একদল কর্মচারীসহ নদীর উজান দিক দিয়ে নদী পার হন। তাই শাহজাদার কর্মচারীবৃন্দ টন নদীকে[১০] তাদের যুদ্ধের মূলকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করে শত্রুকে বাধা দেওয়াকেই যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচনা করেন। এতে রোটাস দুর্গের পথ সুরক্ষিত হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা রাতের বেলায় বাহাদুরপুর থেকে রওয়ানা হন এবং টন নদীকে প্রতিরোধ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য একস্থানে থামেন। কিন্তু বাঙলা ও ফিরিঙ্গীদের নৌবহর গঙ্গানদীতে রাখা হয়। খিদমত পরস্ত খাঁ ওরফে রিজা বাহাদুরকে রোটাস দুর্গ পাহারা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়। মির শাম্‌স আশানুযায়ী আনুগত্যপূর্ণ কাজের পরিচয় দেন নি। মাসুমখাঁ, জমিদারগণ, মান্‌মিল এবং ফিরিঙ্গীগণের দুরভিসন্ধির কথা প্রভু কিবলাকে জানান হয় নি। তাতে তাদের শাহাজাদার শিবিরে কয়েদ করে রাখা যেতো। এই লোকগুলি তাদের নৌবহর গঙ্গানদীতে থাকায় এবং শাহজাদার শিবিরে এক দুর্গ তৈরীর কাজে নিম্নপদস্থ কর্মচারী ও মাঝিমাল্লাদের পাঠিয়ে দেওয়ার ওজুহাতে পিছনে থেকে যায়। টন নদীর তীরে বন্দুক ও কামানের এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চলে। প্রতি দিনই সোলতান পারভিজের একদল সৈনিক শাহজাদার বাহিনীকে আক্রমণ করত।

দরাব খাঁ কর্তৃক শাহজাহানের সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়াবার কৌশল: শাহজাদা মনে মনে ভাবলেন যে দরাব খাঁকে এই যুদ্ধে ডেকে আনা উচিত। তদনুযায়ী তিনি দরাব খাঁকে কিছুসংখ্যক কর্মচারীসহ তার পুত্রের উপর জাহাঙ্গীরনগরের ভার অর্পণ করে অবিলম্বে তার দরবারে চলে আসার জন্য দরাব খাঁর নিকট এক ফরমান জারি করেন। শাহী শিবিরে তার আগমনের পরই যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত করা হয়। কিন্তু দরাব খাঁ প্রভু কিবলার প্রতি বিশ্বস্ত ও ভালো মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। তাই তিনি মগদের আক্রমণের আশঙ্কার ওজুহাতে দরবারে আসা এড়িয়ে যান। তিনি এক হাজার অশ্বারোহী ও বাঙালার দু'হাজার নৌকাসহ তার পুত্রকে দরবারে পাঠিয়ে দেন। তাঁর পুত্র স্থল বাহিনীর সৈন্যদের ও নৌকায় করে দ্রুত এগিয়ে আসে।

জমিদার ও ফিরিঙ্গিদের দলত্যাগ: মির শাফি নামক অনুগ্রহ প্রদর্শনের অযোগ্য ও ঘৃণীত জনৈক ব্যক্তিকে শাহজাহান তার পুত্রদের আতালিক (গৃহশিক্ষক) নিযুক্ত

করেন। এ সময়ে শাহজাদা ও শাহীহেরেমের বেগমদের নিয়ে মির আবদুস সালামের রোটাস রওয়ানা হওয়ার পর মির শাফিকে খান সামান ও শাহী ভূমির (খালিসা শরিফা) নিয়ন্ত্রণকারী নিযুক্ত করা হয়। গুদাম এবং শাহী কারখানায় (কারখানাজাত) রসদ সরবরাহের ওজুহাতে তিনিও নৌবহরে অবস্থান করছিলেন। তিনি ভূষণার জমিদার রাজা শত্রাজিতের ভ্রাতা নারায়ণের পুত্রের সঙ্গে মিলে মাসুম খাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। অতপর মান্‌মিল ও উচচ-নীচ অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে মিলে সোলতান পারভিজের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ করে এবং মহব্বত খাঁর নিকট নিম্নলিখিত চিঠি লিখে: 'আমাদিগকে জাহাঙ্গীরের শাহী অনুগ্রহের আশ্বাস দিলে এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে যখন নৌবহর ছাড়া শাহজাদা শাহজাহানের পক্ষে যুদ্ধ চালান অসম্ভব তখন আমরা নৌবহর নিয়ে পালিয়ে যাব এবং দরাব খাঁকে বন্দী করে বাঙলায় উপদ্রব শুরু করব। সেদিক থেকে আমরা একটি বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হবো এবং পশ্চাৎ দিক থেকে শাহজাদা শাহজাহানের সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করব।' মহব্বত খাঁ এ কথা জেনে শাহজাদা সোলতান পারভিজের নিশান-সহ (শাহজাদার চিঠি) নিজেও এক চিঠি লিখে পাঠান। তাতে মির শাফি বিশেষ করে জমিদার মাসুম খাঁ, মানমিল, দুরজিসুজ ও অন্যান্য ফিরিঙ্গীদের আশ্বাস দেন। তাদের বার্তাবাহীদের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে সম্মানসূচক পোশাক প্রেরণ করা হয়। এই অপরিণামদর্শী লোকদের নিকট এই চিঠি দু'টি পেঁছলে তারা শাহজাহানের বিজয়ী বাহিনীর নিকট গোপনীয় চর পাঠায়। তারা টননদীর তীরে দুর্গ ও দমদমা (কামান স্থাপনের উচচস্থান) নির্মাণরত তাদের মাঝিমাল্লাদের ডেকে পাঠায়। অতঃপর তারা তাদের নৌবহর নিয়ে সরে পড়ে।

দলত্যাগীদের পাটনা শহর লুণ্ঠন: পরদিন এদের দল ত্যাগের খবর মহামান্য শাহজাদাকে জানান হয়। শাহজাদা শাহজাহান খিদমত পরস্ত খাঁর পূর্ব থেকেই নৌবহরে চাকুরীরত আহাদ খাঁ নামক জনৈক আফগানকে একজন কর্মচারীসহ একটি দ্রুতগামী হাল্কা ধরনের নৌকা যোগে নিম্নলিখিত মৌখিক বার্তাসহ সিতাব খাঁ ও দরাব খাঁর নিকট প্রেরণ করেন: 'এইসব বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিরা তাদের নিজের মুখে ও মাথায় অপমানের ধূলি নিক্ষেপ করে আমাদের পক্ষ ত্যাগ করে পালিয়েছে। যে কোনো উপায়ে এদের আটক করে তাদের অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি দিয়ে তাদের কাজে ফেরৎ পাঠান উচিত। যিনিই এ কাজ করতে সক্ষম হবেন তাকেই বিশেষভাবে সম্মানিত করা হবে। এবং সুবা বাঙলা ও বিহারের শাসন কার্যের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করা হবে।' তদনুযায়ী উপরোক্ত

আহাম্মদ খাঁ শাহী কর্মচারীসহ নৌকাযোগে রওয়ানা হয়ে সেই সব নিমকহারাম ব্যক্তিদের নৌবহরের সঙ্গে মিশে সারাটি পথ অতিক্রম করে। তাদের অসংখ্য নৌকার সঙ্গে এটিকেও তারা তাদেরই একটি বলে মনে করে। তাদের নৌকা থেকে এটিকে পৃথক বলে ধরতে পারে নি। তারা পাটনা পৌঁছলে ওয়াজির খাঁ তার শৈথিল্যের দরুন শহর রক্ষা করতে পারেন নি। তারা পাটনা পৌঁছেই কামান ছুড়তে থাকে এবং নৌকা তীরে লাগিয়ে তারা তীরে অবতরণ করে। তারা শহরে এবং বাজারে অগ্নি সংযোগ করে এবং যতদূর তাদের পক্ষে সম্ভব ততদূর তারা লোকের ধন সম্পদ লুণ্ঠন করে।

সিতাব খাঁ কর্তৃক দরাব খাঁকে সতর্ক করা ঃ এই ফাঁকে আহাম্মদ খাঁ এবং শাহী কর্মচারীটি তাদের নৌকা নিয়ে আকবরনগর রওয়ানা হয়ে পড়ে এবং আশুরার দিন (১০ই মোহররম) সেখানে পৌঁছে। তারা সেখানকার সুবাদার এই নগণ্য সিতাব খাঁর নিকট আসে। তিনি তখন চবুতরায় দাঁড়িয়ে দীন দরিদ্রদের মধ্যে শাহী ভিক্ষা প্রদান করছিলেন। তারা তার চবুতরার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি তাদের চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করলাম তারা এখানে কোত্থেকে আসছে? তারা জওয়াব দেয়: আমরা আমাদের প্রভু ও কিবলার নিকট থেকে আসছি।' ভাবলাম তারা হয়তো শাহজাদার ফরমান নিয়ে এসেছে, আমি সম্মানের সঙ্গে নেমে তাদের কাছে আসি। তাদের সঙ্গে গোপনীয় কিছু আলাপ আলোচনার পর আমি তাদের বিদায় দিই। আমি দরাব খাঁর পুত্রের নিকট কয়েক লাইন চিঠি লিখি। তিনি শাহজাদার দরবারে যাওয়ার পথে হাজরাহাটি[১১] নদীর মোহনায় এসে পৌঁছেছেন: 'শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য আপনার নৌবাহিনীর সঙ্গে যাওয়ার আমার ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু এ অভিযানটি আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হয় নাই, তাই আমি বিরত থাকি। ওদের সঙ্গে লড়াই করে সাফল্য লাভ করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। তার চেয়ে শত্রুদের সেখানে পৌঁছার পূর্বে আপনাকে খাঁর (দরাব খাঁ) নিকট ফিরে গিয়ে জাহাঙ্গীরনগর সুরক্ষিত করাই বাঞ্ছনীয়। ওদের সঙ্গে শতাধিক যুদ্ধ করার চেয়েও তা হবে ফলপ্রসূ। যদি দেখেন যে, শত্রুরা আপনাকে অনুসরণ করছে তাহলে মাঝি মাল্লাদের পা এমনভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবেন যাতে তারা পালিয়ে যেতে না পারে। আপনি স্বয়ং আপনার নৌকাগুলি নিয়ে হাজরা হাটী নদীর সংকীর্ণ স্থানে অবস্থান করুন। স্থল বাহিনীকে নদীর উভয় তীরে প্রস্তুত রাখুন যাতে শত্রুগণ মূল নদী থেকে আপনাকে আক্রমণ করতে না পারে। এরপর নদীর মূল স্রোত ধরে এগিয়ে গিয়ে যতশীঘ্র সম্ভব দরাব খাঁর সঙ্গে মিলিত হোন এবং আপনার পিতাকে সাহায্য করুন।

তিনি প্রভু ও কিবলার সাহায্যে আসতে পারেন নি।' দরাব খাঁকে আমি লিখলাম 'আকবরনগরে আমার কোনো নৌ বহর নেই। তাই আমি নৌকাযোগে আপনার পুত্র মির্জা আফরাসিয়াবের নিকট যেতে চাই যাতে আপনার পুত্রের নেতৃত্বে প্রভু ও কিবলার পক্ষ ত্যাগকারী জমিদারদের বিরুদ্ধে খুব ভালো রকম লড়তে পারি। কিন্তু মির্জা আফরাসিয়ারের লোকজন আমার এ প্রস্তাবে সম্মত হবেন কিনা তা নিশ্চিত করে বলতে পারি না। তাই আমি আমার স্থান ত্যাগ করি নি। আমি তাকে তিরস্কার করে এক চিঠি লিখি। এর প্রয়োজন ছিলো। আমার কর্কশ ব্যবহার মাফ করবেন। কিন্তু আপনার এ সব অস্ত্র-শস্ত্রসহ আমি যদি জাহাঙ্গীরনগর থাকতাম, তাহলে দেখতে পেতেন মাসুম খাঁকে আমি কেমন শিক্ষা দিতে পারতাম। এখনও যদি খাঁ দৃঢ় সংকল্প হয়ে দাঁড়ান এবং এমনভাবে কাজ করেন তাহলে আত্মসমর্পণের প্রস্তাবসহ মধ্যস্থতা প্রেরণ করা ছাড়া মাসুম খাঁর গত্যন্তর থাকবে না। আর এ কথাও জেনে রাখবেন যে, মাননীয় খাঁর মঙ্গল ও নওয়াব নামে খান খানানের জীবন নির্ভর করে শাহজাদা শাহজাহানের প্রতি খাঁর কার্যকলাপের উপর। কোনো খাঁ কর্তৃক কোনোরূপ অবাঞ্ছিত আচরণ অনুষ্ঠিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর নেমে আসবে আভাবিত বিপর্যয়।

সিতাব খাঁ কর্তৃক আকবরনগর শহর রক্ষা: আহমদ খাঁ ও শাহী কর্মচারীকে জাহাঙ্গীরনগর প্রেরণের পর পরলোকগত ইব্রাহিম খাঁর পৌত্র মির্জা ফতুল্লাকে আনার জন্য আমার দূত প্রেরণ করি। তাকে আনা হলে তাকে আটক করা আমি যুক্তিসঙ্গত মনে করি নি। জমিদারদের নৌবহর কখন আসে সে খবর রাখার এবং মরহুম ইব্রাহিম খাঁর বেগমের প্রাসাদ পাহারা দেওয়ার জন্য তিনশো অশ্বারোহী ও (পাণ্ডলিপিতে সংখ্যাটি মুছে গেছে) বন্দুক ধারী সৈন্যের একটি বাহিনী ওয়াকীনবীশ মোহাম্মদ সালেহর নেতৃত্বে প্রেরণ করি, যাতে ইব্রাহিম খাঁর পরিবারকে তারা আক্রমণ করতে না পারে। সে বাহিনীটি সারা দিন ও রাত সেখানে ছিলো। পরদিন ভোরে মোহাম্মদ সালেহ ও তার বাহিনীকে তাদের নিজ নিজ গৃহে পাঠাবার জন্য কুড়িটি হাতীসহ সমান সংখ্যক সৈন্যের একটি বাহিনী এই বিনীত গ্রন্থকার সিতাব খাঁর খোজা খাজা সাদতের নেতৃত্বে সেখানে প্রেরণ করি। খাজা সাদত খাঁর উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে বেগম মির্জা মোহম্মদ সালেহ খাজা সাদত ও তাদের অনুগামীদের জন্য প্রচুর খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করেন। তারা যখন আহারে ব্যস্ত ছিলো ঠিক সে সময়ে বিদ্রোহী জমিদারগণ ধিক্কৃত সাফি এবং শত্রুরাজ্যের ফিরিঙ্গীগণ (ফিরিঙ্গী যান-ই-দারুল হরব) তাদের নৌবহরসহ সেখানে উপস্থিত হয়ে ভীষণ গোলযোগের সৃষ্টি করে। কিন্তু এই

নগণ্য ব্যক্তি উচচ নীচ কর্মচারীবৃন্দকে নিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পূর্বদিন থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিলো। তাই সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে সেখানে উপস্থিত হই। জমিদারগণ তাদের নৌবহর কামান দ্বারা সজ্জিত করে রাখার চেষ্টা করে। তারা নিরাপদ স্থানে তাদের নৌবহর রেখে শহর ও বাজার লুণ্ঠন করার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা যখন দেখতে পায় যে, এই নগণ্য ব্যক্তি (সিতাব খাঁ) তিন হাজার অশ্বারোহী ও পাঁচ হাজার বন্দুকধারী সৈন্যের দু'টি বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত এবং তাদের সামনে হাতী রেখে তাদের নৌবহর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের নৌকাগুলি তীরে ভিড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে হাতীর পদতলে পিশে চুরমার করার জন্য তৈরী। তখন তারা তীরে আসার দুসাহস না দেখিয়ে দিনের শেষ পহর পর্যন্ত ক্রমাগত কামান ছুড়তে থাকে। পরে গত্যন্তর না দেখে তারা কামান ছোড়া বন্ধ করে চলে যায়। কিন্তু এই নগণ্য ভৃত্য শত্রুরা যাতে কোনোরূপ চাতুর্যের বা ছলনায় আশ্রয় নিতে না পারে বা যুদ্ধ পুনরায় শুরু না করতে পারে সেজন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘোড়ায় সোয়ার হয়ে প্রস্তুত থাকে।

সিতাব খাঁ কর্তৃক দল ত্যাগীদের স্বপক্ষে আনার চেষ্টা: ত্রিপুরা গ্রামে পৌঁছে তারা সোলতান পারভিজের এক কপি নিশান সহ নৌকাযোগে তারা আমার নিকট (সিতাব খাঁ) তাদের বার্তাবাহী প্রেরণ করে। এর সততা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে আমি তাদের লিখে পাঠাই: 'আপনাদের এরূপ অনভিপ্রেত আচরণ ভালো বলে বিবেচিত হতে পারে না। আজ না হয় কাল পারভিজ এবং মহব্বত খাঁর ভাগ্যে কি ঘটে তা দেখতে পাবেন। তখন অনুশোচনায় আপনাদের মাথা হেট হবে। এখনও যদি আপনারা আপনাদের মঙ্গল চান তা হলে আপনাদের গর্হিত কাজের জন্য অনুতপ্ত হোন এবং নগণ্য ভৃত্যের মধ্যস্থতায় প্রভু ও কিবলার নিকট আত্মসমর্পণ করুন। মধ্যস্থরূপে আমি আপনাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা আদায় করব এবং আমার সঙ্গে আপনাদের থাকার এবং আপনাদের অনুসারীদের শাহজাদার দরবার অবস্থান করবার ব্যবস্থা করব।' তাদের দূত ফিরে যায়, এ সংবাদ পাওয়ার পর তারা জাহাঙ্গীরনগর অভিমুখে এগিয়ে যান। সারা রাত চলে পরদিন ভোরে তারা আত্রাই নদীর মোহনায় অবস্থিত হাজরাহাটিতে পৌঁছেন। এর তিন পহর পূর্বে দরাব খাঁর পুত্র তার নৌবহর ও স্থলবাহিনী নিয়ে তার পিতার নিকট রওনা হন এবং জাহাঙ্গীরনগরে তার সঙ্গে মিলিত হন। তার পৌঁছার দু' পহর পর তারা নদীর মোহনায় অবস্থিত খিজিরপুরে জাহাঙ্গীরনগর ঘেরাও করেন।

সিতাব খাঁ কর্তৃক শাহ মোহাম্মদকে স্বপক্ষে আনয়নঃ এবার সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, শাহী ফরমান অনুযায়ী আমি তাকে তিরস্কার করতে এবং তাকে আমার নিকট নিয়ে আসার জন্য আমি দু'জন আহাদী পাঠিয়েছিলাম। দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হলেও আহাদীদ্বয় কিছুই করতে পারে নি। তাই আমার জনৈক গোপনীয় কর্মচারীসহ আকবরনগরের টাকশালের কর্মাধ্যক্ষ (দারগা-ই-দারুজ্জাব) রায় কাশীদাসকে প্রেরণ করি। আমি অনেক আশা ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিম্নলিখিতভাবে শাহ মোহাম্মদকে এক চিঠি লিখিঃ 'এ সময়ে বাঙলার জমিদারগণ যখন বিশ্বাসঘাতকতা (হারামখোরী) করে শাহজাদার পক্ষ ত্যাগ করেছে এবং এক শাহী ফরমান যখন এদের নির্মূল করার জন্য শাহী নির্দেশ জারি করা হয়েছে, তখন এ অবস্থায় আপনি কেবলমাত্র একটি পরগনার জন্য কুখ্যাত ও নিন্দনীয় হতে চাইছেন কেন ? অবিলম্বে আমার নিকট চলে আসুন। আমার কথা অনুযায়ী কাজ করলে আমি আপনার জন্য তিন হাজার পদাতিক ও তিন হাজার অশ্বারোহীর মসনব আদায় করে দেব। আপনার মূল মসনবের সাতশো পদাতিক ও তিনশো অশ্বারোহীর ব্যবস্থা করা হবে রাষ্ট্রীয় অঞ্চল (খালিসা) থেকে এবং অবশিষ্ট দু'হাজার তিনশো পদাতিক ও দুহাজার সাতশো অশ্বারোহী দেওয়া হবে রাজা শত্রাজিতের ভূষণার জমিদারী থেকে। তার নৌবহর রাখার প্রয়োজন নেই।' কাশীদাস ও এই নগণ্য ব্যক্তির কর্মচারীটি সেখানে গিয়ে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে সৈয়দ শাহ মোহাম্মদকে আকবরনগর নিয়ে আসে। সাক্ষাৎ ও আলোচনার পর আমি তাকে মৌখিক আশ্বাস দিয়ে স্বপক্ষে আনতে সক্ষম হই। পরে সৈয়দ শাহ মোহাম্মদের এখানে আসার বিস্তারিত বিবরণসহ এক আবেদন পাঠিয়ে শাহজাদা শাহজাহানের ফরমানের অপেক্ষা করি।

তৃতীয় অধ্যায়

[পারভিজ মহব্বত খাঁ ও জাহাঙ্গীর শাহের অন্যান্য সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য শাহজাহান কর্তৃক সৈন্য সমাবেশ। তার বিজয়ী বাহিনীর কয়েকটি বিপর্যয়। সুবা বাঙালা বিশেষ করে সুবা উড়িষ্যার শক্তি বৃদ্ধি।]

মহব্বত খাঁ ও পারভিজের টননদী অতিক্রম: এই আশ্চর্য ও দুঃখজনক ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ: টন্‌নদীর তীরের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় এবং বাঙলার জমিদারদের দলত্যাগের জন্য দুর্গ ও বুরুজ তৈরির কাজ পরিত্যক্ত হয়। নদীর যে কোনো পায়ে হেটে পার হওয়ার মতো স্থান দিয়ে মহব্বত খাঁ নদী পার হওয়ার চেষ্টা করেন। তাই নদী পার হওয়ার চেষ্টা করার জন্য তিনি নদীর উজান দিকে গমন করেন। নদীর তীর ঘেসে তিনি উজান দিকে গেলেও শাহজাহানের বিশ্বজয়ী বাহিনী নদীর অপর তীর ধরে তাকে (মহব্বত খাঁ) অনুসরণ করে। তারা ক্ষিরাগড়[১] পৌঁছলে দু'দলের মধ্যে তীর ও কামানের যুদ্ধ হয়। এমন দিন যায় নি যে দিন উভয় পক্ষেই একশো থেকে দুশো লোক নিহত হয় নি। এক অদ্ভুত গোলযোগের সৃষ্টি হয়। একটি দিনও বাদ যায় নি যে দিন জাহাঙ্গীর শাহের কর্মচারীদের একশো বা দুশো অশ্বারোহী শাহজাহানের সৈন্য বাহিনীকে আক্রমণ করে নি।...মাসের...তারিখ দিনের শেষ পহরে মহব্বত খাঁ জাহাঙ্গীরের বিশ্বস্ত জমিদারদের সাহায্যে চার হাজার অশ্বারোহী ও সাতশো নাম করা হাতীর এক বাহিনী নিয়ে টনন‌দী পার হন।* মহব্বত খাঁ যখন তার বাহিনীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রাজা বীর সিংহদের বুন্দেলা ও নিজের পূর্ব পরিকল্পনা ত্যাগ করে আলাদা হয়ে পড়েন। তিনি সাত হাজার অশ্বারোহী, বার হাজার পদাতিক ও দু'শো হাতীর এক বাহিনী নিয়ে টন্‌নদী পার হয়ে যান এবং মহব্বত খাঁর সম্মুখে শিবির স্থাপন করেন। জাহাঙ্গীর শাহের অন্যান্য বাহিনীগুলিও একে একে নদী পার হতে শুরু করে এবং কমপক্ষে তাদের দুই তৃতীয়াংশ সৈন্য নদী পার হয়। সন্ধ্যার সময় এ খবর শাহজাহানের শিবিরে পৌঁছে। বাহ্যিক পর্যবেক্ষকগণ এতে বিব্রত হয়ে পড়ে। কিন্তু বিশ্ব বিজয়ী শাহজাদা শাহজাহান ছিলেন সাহস ও বীরত্বের মূর্ত প্রতীক, সর্বশক্তিমান ও মঙ্গলময় আল্লার উপর চির নির্ভরশীল। তাই তিনি ব্যাপারটিকে সেভাবে গ্রহণ করেন নি। আল্লার

* তারিখ ও মাসের নাম পাণ্ডুলিপিতে ফাঁকা রয়ে গেছে।

রহমতের উপর নতুনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে তিনি নিশ্চিন্ত, নিঃশঙ্ক ও হৃষ্ট মনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেন। একটি প্রতিবন্ধক তৈরি করে তিনি প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ান। সোলতান পারভিজও জাহাঙ্গীরের সমগ্র বাহিনী নিয়ে নদী পার হয়ে মহব্বত খাঁর সঙ্গে শিবির স্থাপন করেন।

শাহজাহানের বাহিনী স্থানচ্যুত: শাহজাদা শাহজাহান নিম্নলিখিত পন্থায় জীবন উৎসর্গকারী কর্মচারীদের সৈন্যবাহিনী সমাবেশের জন্য প্রধান বখ্শীর উপর এক ফরমান জারি করে নির্দেশ দেন: 'পাঁচ হাজার পদাতিক ও পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর মস্‌নবদার, শের খাঁ ফতেজঙ্গ, চার হাজার পদাতিক ও চার হাজার অশ্বারোহীর মসবনদার খাজা ওসমানের ভ্রাতা খাঁজা ইব্রাহিম, চার হাজার পদাতিক ও সাড়ে তিন হাজার অশ্বারোহীর মস্‌নবদার শের খাঁর পুত্র বাহাদুর খাঁ, তিন হাজার পদাতিক ও আড়াই হাজার অশ্বারোহীর মস্‌নবদার দিলওয়ার খাঁ এবং যুক্তভাবে চৌদ্দ হাজার পদাতিক ও দশ হাজার অশ্বারোহীর মস্‌নবদার শের খাঁ ও দেলওয়ার খাঁর অন্যান্য ভ্রাতাগণ ও সমস্ত আফগানগণকে প্রধান সেনাপতি আবদুল্লা খাঁর বাহিনীর সম্মুখে অগ্রভাগে স্থাপন করা হয়। তিনশো অভিজ্ঞ হাতী সামনে রাখা হয়। বড় কামান-গুলি বহন করে নেওয়ার জন্য চারশো হস্তী চালিত গাড়ী (আরাবা) ও পঞ্চাশ থেকে ষাটটি বলদ-চালিত এক হাজার গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয় এবং পদাতিক বাহিনীর পাঁচ হাজার বন্দুকধারী ও নিজস্ব এক হাজার অশ্বারোহী বাহিনীর মালিক রুমী খাঁর নেতৃত্বাধীনে দেওয়া হয়। শাহী অশ্বারোহী বাহিনীর (বরকান্দাজ-ই-সওয়ার আজ্ খাসা-ই-শাহী) চার হাজার বন্দুকধারীও তার বাহিনীর সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়। তাদের শের খাঁ ফতেজঙ্গ ও আফগানদের অগ্রবর্তী বাহিনীর সকলের সম্মুখ ভাগে স্থাপন করা হয়। আফগানদের সাহায্য করার জন্য সাত হাজার পদাতিক ও সাত হাজার অশ্বারোহীর মসনবদার সিপাহ্‌সালার আবদুল্লা খাঁকে কেন্দ্র স্থলে স্থাপন করা হয়। চার হাজার পদাতিক ও তিন হাজার অশ্বারোহীর মসনবদার নাসির খাঁ, চার হাজার পদাতিক ও তিন হাজার অশ্বারোহীর মসনবদার আহাম্মদ খাঁ বেগ, দু'হাজার পদাতিক ও দু' হাজার অশ্বারোহীর মসনবদার মির্জা ইসপানদিয়ার, এক হাজার পদাতিক ও দেড় হাজার (পাঁচশো ?) অশ্বারোহীর মসনবদার মির্জা নূরুদ্দীন এবং দু' হাজার পদাতিক ও দেড় হাজার অশ্বারোহীর মসনবদার সাদত ইয়ার ও ইলাহ ইয়ার খাঁর অন্যান্য ভ্রাতাদের শের খাজা এবং সরন্দাজ বাহাদুর ভিন্ন অন্য সমস্ত মোগল মসনবদারদের ব্যক্তিগত আহাদীদেরসহ আবদুল্লা খাঁর বাহিনীর সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়। সমগ্র বাহিনীটি ছিলো কুড়ি হাজার অশ্বারোহী ও তিনশো

হাতী দ্বারা গঠিত। ছ' হাজার পদাতিক ও পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর মসনবদার রাজা ভীমকে রাও মানরূপে ছাড়া অন্যান্য নির্বাচিত রাজপুতদের আঠারো (হাজার ?) অশ্বারোহী, তিনশো হাতী এবং পদাতিক বাহিনীর দু'হাজার বন্দুকধারী রাজপুত সৈন্যসহ দক্ষিণপার্শ্বে নিয়োজিত করা হয়। যুক্তভাবে বাইশ হাজার সৈনিকের মসনবদার রাজা পাহাড় সিংহ ও তার ভ্রাতৃবৃন্দ রাজা রতনপুর এবং অন্যান্য অনু-গত জমিদারগণকে সতর হাজার সর্বদা প্রস্তুত অশ্বারোহী (সোয়ার-ই-হাজিরী) এবং তিনশো হাতীর এক বাহিনীসহ বাম পার্শ্বে মোতয়েন করা হয়। শের খাজা এবং শরান্দাজ বাহাদুরকে ব্যক্তিগত আহাদীদের অর্ধেকের ভার দেওয়া হয়। তাদের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বের অবস্থিত বাহিনীর উগচী হিসাবে নিয়োগ করা হয় যাতে তারা প্রয়োজনের সময় উভয় দিক থেকেই তীর ছুড়ে রাজপুত সৈনিকদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসে যুদ্ধে যোগ দিতে পারে। সমস্ত সৈন্যদের নিয়ে সাজাত খাঁ ওরফে জাফরকে অগ্রবর্তী রিজার্ভ (ইল্‌তামিশ) হিসাবে মোতায়েন করা হয়। তাকে দুশো ব্যক্তিগত হাতীসহ প্রধান সেনাপতি এবং অগ্রগামী বাহিনীর মাঝখানে মোতায়েন করা হয় যাতে প্রয়োজন মত তারা মোগলদের সাহায্যে আসতে পারে। নিজের পঞ্চাশ হাজার নির্বাচিত অশ্বারোহী ও দু'শো বিশিষ্ট হাতী নিয়ে বিশ্বজয়ী শাহজাদা শাহজাহান স্বয়ং কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করেন। পাঁচ হাজার নির্বাচিত রাজপুত অশ্বারোহী, এবং একশো অভিজ্ঞ ও দ্রুতগামী হাতীসহ রাওমান রূপকে রিজার্ভ হিসাবে মোতায়েন করা হয়।

সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর পরিকল্পনা: বিশ্বজয়ী শাহজাহাদা শাহজাহানের সৈন্য সমাবেশের সংবাদ সোলতান পারভিজ ও মহব্বত খাঁর নিকট পৌঁছলে তারাও জাহাঙ্গীরের বাহিনীকে নিম্নোল্লিখিত পন্থায় সমবেত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। তারা কুড়ি হাজার সৈয়দ অশ্বারোহী জাহাঙ্গীর ও পারভিজের ব্যক্তিগত হাতীর অর্ধেক সংখ্যায় চারশোরও অধিক অগ্রগামী বাহিনীতে মোতায়েন করেন। রাজা বীর সিংহদেব বুন্দেলাকে তার নিজস্ব সাত হাজার অশ্বারোহী ও রাজধানী আগ্রার এলাবাহাদ ও কালসী অঞ্চলের সমস্ত জমিদারসহ দক্ষিণ পার্শ্বে মোতায়েন করা হয়। রাজা মানসিংহের পৌত্র রাজা জয়সিংহ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত রাজপুত বাহিনী এবং হাতীর অবশিষ্ট অর্ধাংশের এক চতুর্থাংশসহ রাজা গজসিংহকে বাম পার্শ্বে মোতায়েন করা হয়। রাজা রাজসিংহ পাঁচ হাজার বন্দুকধারী সৈন্যের একটি অনিয়মিত বাহিনী নিয়ে আসেন। সমগ্র মোগল সৈন্য এবং হাতীর অর্ধাংশের অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশ-সহ খান আলমকে অগ্রবর্তী রিজার্ভ রূপে নিয়োজিত করা হয়। অবশিষ্ট চতুর্থাংশ

হাতীসহ সোলতান পারভিজ ও মহব্বত খাঁ কেন্দ্রস্থলে স্থান গ্রহণ করেন। পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও মহব্বত খাঁর অভিজ্ঞ হাতীসহ রাজা জয়সিংহকে রিজার্ভে (তারাহ) রাখা হয়। এ ভাবে ব্যূহ রচনা করে তারা স্বচ্ছন্দে অবস্থান করে। এক শুভ লগ্নে যুদ্ধ শুরু করার জন্য উভয় পক্ষই অপেক্ষা করতে থাকে।

১৬২৪ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর যুদ্ধ আরম্ভ: বাঞ্ছিত বন্দাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী মহান আল্লাহ উভয় পক্ষের আশাআকাঙক্ষা ও তাদের সরদারদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে তার চিরন্তন লেখনি দ্বারা চূড়ান্ত পরিণতি পূর্বেই নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। প্রায় সমস্ত জ্যোতিষিই বিশেষ করে রশীদ শরফউদ্দীন মুনাজ্জিম গাজাপুরী ঘোষণা করেন যে সময়টি যুদ্ধের পক্ষে সুপ্রসন্ন নয় এবং তিনি অদূরদর্শী কর্মচারীদের সুপারিশ সত্ত্বে ১০৩৪ হিজরীর ১৩ই মোহররম অর্থাৎ সাবানের ৪ঠা তারিখ (১৬২৪ খ্রীঃ ২৬শে অক্টোবর) শনিবার শাহজাদাকে ঘোড়ায় সোওয়ার হওয়া থেকেও বিরত থাকতে বলেন। শাহ্জাদা যখন শুনতে পেলেন যে উক্ত সময়টিকে শুভ মনে করে সোলতান পারভিজ এবং মুহব্বত খাঁ রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছেন, তখন শাহজাদা শাহজাহানও রণাঙ্গনে এসে উপস্থিত হন। রণক্ষেত্রের ধুলি শাহজাদার পবিত্র চরণ কলুষিত করে। সৈন্যবাহিনী সামনাসামনি হতেই পারভিজের অগ্রবর্তী বাহিনীর সৈয়দগণ সম্মুখ দিকে ধাবিত হয়। আবদুল্লা খাঁর সম্মুখস্থ একটি সৈন্য দল শত্রুর উপর কামান ছুড়তে শুরু করে। শের খাঁ ফতেজঙ্গ তার আফগান সৈন্যদের নিয়ে তার নিজস্ব স্থান থেকে নড়েন নি। অগ্রগামী দলের সমস্ত শকট (আরাবা) পারভিজের হস্তগত হয়। এ অবস্থা দেখে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সরদার রাজা ভীম অগ্রবর্তী বাহিনীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তার রাজপুত সৈন্যগণ তাকে সন্তোষজনকভাবে সাহায্য না করলেও তিনি একদল সৈন্য নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে রুখে দাঁড়ান এবং সাহস ও আন্তরিকাতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তরবারির আঘাতে বহু শত্রুসৈন্য নিধন করে তিনি একুশটি মারাত্মক আঘাত পেয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

হাতীদের রণকৌশল প্রদর্শন: এই নগণ্য ব্যক্তি (সিতাব খাঁ) কর্তৃক পেশ্‌কশ্‌ হিসাবে প্রেরিত শাহপছন্দ নামক হাতীটি রাজা ভীমের বাহিনীতে ছিলো। হাতীটি এমন রণকৌশল প্রদর্শন করে যা অন্য কোনো হাতী বহুকালের মধ্যেও দেখাতে পারে নি। পারভিজের দুটি হাতীকে সে ছুড়ে ফেলে দেয় এবং তাদের হত্যা

করে। সোয়ারসহ একশোরও বেশি ঘোড়াকে দ্রুত বেগে দূরে নিক্ষেপ করে এবং পিশে মারে। দশ থেকে পনেরটি সৈনিক তাকে ঘিরে তার পা কেটে ফেলার চেষ্টা করলে সে তাদের সকলকেই পদ তলে পিষে মারে। অতঃপর দু'তিন হাজার তীরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে পাহাড়ের মতো পড়ে থাকে। এর দুজন মাহুত পূর্বেই নিহত হয়েছিলো। মাহুতদের একজনের পা হাতীর গলার রশিতে বাধা ছিলো এবং অন্যটি ফান্দের (ফাঁস-দড়ি) সঙ্গে বাধা ছিলো। তারা হাতীর পিঠেই মৃত অবস্থায় পড়েছিলো। শের খাজা দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত উগচীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মুষলধারে তীর বর্ষণ করে এবং বড় বড় নেজা (কায়বুড়া) নিক্ষেপ করে রণাঙ্গনে এক ভীষণ গোলযোগের সৃষ্টি করেন। তিনি সৈয়দ বাহিনীকে প্রায় পর্যুদস্ত করে এনেছিলেন কিন্তু শের খাজার মৃত্যুতে উগ্চী বাহিনী নিরাপত্তার জন্য হটে আসে। এ অবস্থা দেখে আফগানগণ সচেষ্ট হয়ে উঠে। 'জটাজুট' নামক হাতীর মাহুতরা প্রশংসনীয়ভাবে লড়াই করে। হাতীটি যেখানেই হাজির হয়েছে সেখানেই জাহাঙ্গীরের সৈন্যদলের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কোনো হাতী এর সামনে পড়লেই এর আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে দ্রুত পালিয়ে যায়। কোনো হাতী তার সামনে পড়লেই মাহুত তার বল্লমের আঘাতে সে হাতীর মাহুতকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে, আর জুটাজুট অন্য হাতীটিকেও মাটিতে ফেলে দিয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করেছে। যখনই সে কোনো সৈন্যদলকে আক্রমণ করেছে তখনই সে দলটি বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে পালিয়েছে। পদাতিক সৈন্য এর সামনে এগুতে সাহস পায় নি। অতঃপর সৈয়দদের দলটি দু'দিক থেকে হাতীটিকে ঘিরে ফেলে এবং মুষলধারে তার উপর তীর নিক্ষেপ কতে থাকে। এতে এর দুটি চালকই নিহত হয় আর হাতীটিও দু'তিন হাজার তীরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিহত হয়। পিয়াদাগণ (পদাতিক) যখন তরবারি দিয়ে তার পা কেটে টুকরা টুকরা করছিলো তখন সে মরে মাটিতে পড়েছিলো। আফগানগণ যদি জটাজুট বা শাহ পছন্দ কর্তৃক প্রদর্শিত শক্তি ও সাহসের এক চতুর্থাংশও দেখাতে পারত এবং শের খাঁ ফতেজঙ্গ যদি দৃঢ়তার পরিচয় দিতেন তাহলে শাহজাহানের কর্মচারীবৃন্দ যুদ্ধে জয় লাভ করতে পারতেন। কিন্তু তারা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রীয় ছিলেন।

আবদুল্লা খাঁর পালায়ন : সিপাহ সালার আবদুল্লা খাঁ মনে মনে ভাবলেনঃ 'শের খাঁ ফতেজঙ্গ এবং রাজাভীম আমার সহযোগী। আমি নিমকহারামী করে এবং এর জন্য অনুতপ্ত বা লজ্জিত না হয়ে আমি জাহাঙ্গীর বাদশাহের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করেছি।

এবারও আমি বিশ্ববিজয়ী স্বনামধন্য শাহ্জাদা শাহ্জাহানের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করছি। এখন এই যুদ্ধে যখন তিনি আমাকে সাহায্য করার জন্য স্বয়ং রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে আছেন তখনও আমি তার পদপ্রান্তে আমার নিজকে উৎসর্গ করছি না। আমার এই অস্থির চিত্ততার জন্য এখন আমার পক্ষে নিরাপত্তার পন্থা অবলম্বন করাই উচিত।' তিনি আফগানদের দিকে তার ঘোড়া ফিরালেন এবং তার বাহিনীসহ দুর্ভাগ্যের পথে পা বাড়ালেন।

পাহাড়সিং কর্তৃক শাহজাহানের পক্ষ ত্যাগ: অবস্থার এই পর্যায়ে রাজা বীরসিংহ দেব বুন্দেলার পুত্র কুমার পাহাড়সিং যিনি তার পিতার সঙ্গে বিবাদ করে শাহজাদার পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন এবং যিনি পূর্বোল্লিখিত রূপে সম্মানিত হয়েছিলেন এবং যার উপর বাম পার্শ্বের সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিলো, তিনিও এ সময়ে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেন। বিশ্বাসঘাতকতাই বুন্দেলাদের চিরন্তন চরিত্র। তিনি পারভিজের পক্ষাবলম্বন করেন এবং শাহজাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেন। এমনিভাবে তিনি তার পূর্বপুরুষদের মুখে অপমানের কলঙ্ক লেপন করে তার হীন চরিত্রের পরিচয় দেন।

অশ্বের জন্য শাহ্জাহানের জীবন রক্ষা: এ সময়ে ইউজ-ই-বায়জা নামক শাহজাহানের ঘোড়াটি বন্দুকের গুলিতে আহত হয়। কিন্তু এই উচ্চ জাতের ঘোড়াটি গুলির আঘাত সহ্য করে নেয়। গুলির আঘাতে সে ধরাশায়ী হয় নি। এমন কি তার শরীর পর্যন্ত কাঁপে নি। এ সময়ে জীবন উৎসর্গকারী সহিস অন্য একটি ঘোড়া নিয়ে আসে। সিংহের মতো লাফিয়ে তিনি জয় মুরত নামক সেই ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে তার চার পাশে অবিস্থিত জীবন উৎসর্গকারী কর্মচারীদের উৎসাহিত করতে শুরু করেন। যে সব নিবেদিত প্রাণ লোকেরা শাহজাদার উপস্থিতিতে নিজ নিজ শৌর্য প্রদর্শন করছিলো তারা তার উপস্থিতিতে নতুন উৎসাহ ও উদ্যমে মেতে উঠে। এ সময়ে তার দ্বিতীয় ঘোড়াটিও তীরের আঘাতে আহত হয়। একটি দুর্ভাগা আক্রমণকারী শাহজাদাকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে। শাহজাদা স্বয়ং তার সঙ্গে যুদ্ধের জন্য রুখে দাঁড়ান। তিনি তার ঢাল দিয়ে আক্রমণকারীর তরবারির এক আঘাত প্রতিহত করেন। এবং প্রতিঘাতে তাকে যমালয়ে প্রেরণ করেন। এ সময়ে শাহজাদার পিছন থেকে একটি সৈনিক আসে এবং তিনি যখন তার অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে ফেলে দিচ্ছিলেন তখন পশ্চাৎবর্তী লোকটি তাকে আঘাত করার জন্য তাক

করছিলেন। এই সঙ্কট মুহূর্তে কামালউদ্দীন মির তুজ্জকবাশী নামক বারুদখানার জনৈক শাহী ভৃত্য যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতা সহকারে ছুটে এসে তার তারবারির এক আঘাতে আক্রমণকারীকে অশ্ব পৃষ্ঠ থেকে ভূপাতিত করে মহা সম্মানের অধিকারী হয়। সূর্যাস্তের সময় সবাই নিজ নিজ মুখে বিশ্বাস হন্তার কালিমা লেপন করে রণাঙ্গন ত্যাগ করে। এক দল রণ-সঙ্গীদের নিয়ে শাহজাদা পর্বতের মতো রণাঙ্গনে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাদের নাম নিম্নে দেওয়া হলো।—কামাল উদ্দীন, হায়াৎ খাঁ, ইউসুফ বেগ, খাজা একদিল, খাজা ভিকার, কয়েকজন চাঁদুয়া বাহক, কতিপয় ব্যক্তিগত আহাদী এবং তার কয়েকজন খেদমতগার সিংহ বিক্রমে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। জাহাঙ্গীরের আমীরগণ এক দল নিষ্প্রভ লোকের অনুসরণ করে। জয়লাভ করেছে এই ধারণা নিয়ে তারা ফিরে যায়।

শাহজাহানের পাটনা পশ্চাদপসারণ: সন্ধ্যার দুঘড়ি পর অনুগত কর্মচারীগণ শাহজাদার নিকট আবেদন জানান: 'রণাঙ্গন এখনও অপনার আয়ত্তের বাইরে যায় নি। প্রাণ নিয়ে কিছুসংখ্যক ভীরু পালিয়ে গেছে। জাহাঙ্গীরের বাহিনী-তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে। এই ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? এখান থেকে মহামান্য শাহাজাদার পাটনা চলে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। সেখানে গিয়ে যা ভালো মনে করেন সেভাবেই কাজ করা যাবে।' অনন্যোপায় হয়ে তারা পাটনা অভিমুখে রওয়ানা হন। সারা রাত তারা ক্ষিরা গড়ের পাহাড়ী অঞ্চল দিয়ে এগিয়ে যান। সিপাহসালার আবদুল্লা খাঁ শাহজাদার আগেই রণাঙ্গন পরিত্যাগ করেছিলেন। তার সঙ্গে পথেই সাক্ষাৎ হয়। লজ্জাবনত শিরে তারা শাহজাদার সঙ্গে চলে। শাহজাদার যে ঘোড়াটি রণ ক্ষেত্রে আহত হয়েছিলো তা পথেই মারা যায়। মণিমুক্তা বিখচিত জিনটির মূল্য ছিলো তিন লক্ষ টাকা। সিপাহসালার আবদুল্লাহ খাঁ তাঁকে তার নিজের একটি ঘোড়া দিতে চাইলেন। শাহজাদা তখন সেই জিনটি তাকে দান করেন। আবদুল্লা খাঁ মনে মনে ভাবলেন যদি জিনটি কোনো ঘোড়ার পিঠে চাপান হয় তাহলে সহিস তা নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। তাই তিনি জিনিটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে তার নিজের কাছেই সযত্নে রেখে দেন। সকাল বেলা তারা ক্ষিরা গড়ের পাহাড় অতিক্রম করেন। পথে কোথাও না থেমে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা এগিয়ে যান। এক গ্রামে পৌঁছে শাহজাদা একটি গাছের নীচে তার বিশেষ ধরনের তূনীরের আচ্ছাদনে মাথা রেখে খানিক্ষণ ঘুমিয়ে নেন। অন্যরাও সুযোগ মতো স্থান বেছে নিয়ে খানিক বিশ্রাম করে নেয়। শাহজাদা পুনরায় যাত্রা শুরু করলে তারা সবাই তার সামনে পিছনে চলতে থাকে। সারা রাত তারা পথ চলেন। সকালে

তারা সাহসারানুন (সাসারাম)[৫] পৌঁছে গোসল করার জন্য নিকটবর্তী এক গ্রামে থামেন। খাজা রশীদ খাঁ এবং অন্যান্য অনুচরেরা একটি খাসী সংগ্রহ করে তা পাক করে। কিন্তু শাহজাদাকে তা খাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে কেউই সাহস পান নি। শেখ তাজ ও শেখ নাজির নামক দু'জন খোদাপরস্ত লোক যারা সর্বদা শাহজাদার সঙ্গে থাকতো বিশেষ করে শেখ নাজির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো দিন শাহজাদার শিবির ত্যাগ করে নি, তারা শেষটায় শাহজাদাকে এ থেকে কিছু খেতে অনুরোধ জানায়। শাহজাদা এই দু'জন খোদার নেক্‌কার লোককে খুশী করার জন্য এ থেকে সামান্য কিছু খেয়ে নেন।

শাহজাহানের রোটাস উপস্থিতি: সেখান থেকে শাহজাদা একাকী রোটাস রওয়ানা হন। আবদুল্লা খাঁ, শের খাঁ ও অন্যান্যদের সঠিক পথে পাটনা যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি নির্বিঘ্নে রোটাস দুর্গে পেঁাছেন। সেখানে তিন রাত ও দু'দিন অবস্থানের পর তিনি তার বেতন ভোগী কর্মচারীদের ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা, তাদের অহমিকা, ইচ্ছাকৃত কর্তব্য বিমুখতার কথা মনে মনে ভাবেন। তাদের এই সব কার্যকলাপ তাদের প্রভু ও কিবলার সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। আবদুল্লা খাঁ ও শের খাঁ দু'জনকেই প্রয়োজনীয় অস্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জামসহ দুটি ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে দেখতে হবে তারা কিরূপ আচরণ করে। তিনি নিজে আরো কয়েকদিন রোটাস অবস্থান করার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু তার এ সিদ্ধান্ত মহামান্যা মমতাজ বেগম অনুমোদন করেন নি। তিনি শাহজাদাকে বলেন: 'দুটি লোকই নির্লজ্জ। তাদের বিষ খেয়ে মরা উচিত ছিলো। আপনাদের তাদের মুখ দেখান উচিত ছিল না। আপনি নিজেও বিবেচনা করতে পারেন যে, এ এ দু'টি লোক যদি তাদের কর্তব্য পালন করতো তাহলে আপনাকে এই শংকটের সম্মুখীন হতে হতো না। আল্লাহর অনুগ্রহে আপনার উদ্দেশ্য, ইচ্ছা ও এখানে আপনার উপস্থিতি সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় আপনার উদ্দেশ্য সফল হবে এবং তাতে আপনার মনে স্থৈর্যও ফিরে আসবে।' শাহজাদা বেগমের এ কথা মেনে নিলেন এবং রাজধানী শহর পাটনা রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত করেন।

তার পাটনা উপস্থিতি: দুর্গের সন্তোষজনক ব্যবস্থা করে, তিন মাসের শিশু শাহজাদা মোরাদবখ্‌শকে হেরেমের কয়েকজন মহিলা ও আয়াদের হেফাজতে রাখা হয়। খিদমত পরস্ত খাঁ, সৈয়দ মোস্তফা বড়াহ এবং রাজা বিক্রমাজিতের ভ্রাতা কানহার

দাসকে দুর্গের ভার দিয়ে সেখানে রাখা হয়। খিদমত পরস্ত খাঁর শ্বশুর কতোয়াল খাঁ আহত ও দুর্বল থাকায় তাকে দুর্গের নিম্ন ও উপরি ভাগের রক্ষী ও কতোয়াল নিযুক্ত করা হয়। শাহজাদা অবশিষ্ট মহিলাদের এবং রত্নাগার (জওহর খানা) সহ পাটনা রওয়ানা হন। তৃতীয় দিন তিনি সেখানে পৌছেন। এক শুভ লগ্নে পাটনা দুর্গ ও শহরে তিনি প্রবেশ করেন। ওয়াজির খাঁ তার সহকর্মী কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে এসে আনুগত্য জানান এবং তাকে পারভিজের প্রাসাদে নিয়ে যান।

শাহী বাহিনীর শোন নদী অতিক্রম : এবার আমি সোলতান পারভিজ ও মহব্বত খাঁ জাহাঙ্গীরের সৈন্য বাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। দু'পহর বেলা পর্যন্ত তারা শাহজাহানের পশ্চাদপসরণকারী সৈন্যদের অনুসরণ করার পর রাত্রে তারা তাদের শিবির স্থাপন করে এবং অবস্থান করে। তারা সেখানে এক সপ্তাহ-কাল অবস্থান করে এবং শাহজাহানের যুথভ্রষ্ট হাতীগুলিকে ধরার ও সৈনিকদের মালপত্র অনুসন্ধান ও অধিকার করার কাজে ব্যস্ত থাকে। বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত করে অষ্টম দিনে তারা সে স্থান ত্যাগ করে সেখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে তাবু গাড়ে। দু' পক্ষই শত্রুপক্ষের কার্যকলাপের সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করে। সোলতান পারভিজ ও মহব্বত খাঁ শোন নদী পর্যন্ত এগিয়ে যান এবং পার হতে শুরু করেন।

শাহজাহানের আকবরনগর যাত্রার সিদ্ধান্ত : জাহাঙ্গীরের সৈন্যবাহিনীর (শোন) নদী অতিক্রমের সংবাদ পেয়ে শাহজাহানের কর্মচারীগণ তাকে জানান। তাই সুবিধাজনক কৌশল হিসাবে আকবরনগর অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গাড়হীতে গিরিপথটি (দার বন্ধ) সুরক্ষিত করে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত করা হয়। তদনুযায়ী মহা-মান্য শাহজাদা (সিতাব খাঁর মতো সহস্র প্রাণ তার জন্য উৎসর্গীত হোক) এই নগণ্য ভৃত্য সিতাব খাঁর প্রতি এক ফরমান জারি করেন: 'যে দিন এই চূড়ান্ত ফরমান পেয়ে নিজকে ধন্য মনে করবেন সেদিনই আপনি গাড়হী রওনা হয়ে যাবেন এবং সেখানে একটি দুর্গ তৈরী করে বাঙলায় প্রবেশের পথ এমনভাবে রুদ্ধ করবেন যাতে একটি পক্ষীও এর ভিতর দিয়ে যেতে না পারে। স্থানটিকে দৃঢ়ভাবে সুর-ক্ষিত করবেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ করতে হবে এবং তা যেন আমার কর্মচারীদের মনমতো হয়।' তদনুযায়ী এই নগণ্য ভৃত্য কালবিলম্ব না করে দ্রুত গাড়হী যায় এবং উচচ দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করেন। রাজ মিস্ত্রি, শ্রমিক ও খননকারী (বিলদার)-সহ দশ হাজার লোক এ কাজের জন্য নিয়োগ করে। প্রতি কুড়ি

হাত স্থান এক একজন কর্মচারীর জন্য নির্ধারিত করা হয়। কাজটি দ্রুততার সঙ্গে করা হয়। দুর্গের মধ্যে শাহজাদার জন্য কোনো প্রাসাদ তৈরী করা হয় নি। এর দুটি কারণ ছিলো। প্রথমত দ্রুত কোনো প্রাসাদ তৈরী করলে এ সংবাদ পেয়ে স্থানীয় অধিবাসীগণ শঙ্কিত হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়ত প্রাসাদ তৈরির কাজের উপ যুক্ত মিস্ত্রী ও শ্রমিকদের দুর্গ তৈরির কাজে নিযুক্ত করলে এ কাজের জন্য তাদের নিয়োগ করা যাবে না। বিষয়টি ভিন্ন আকার ধারণ করলে আমি সৈয়দ শাহ মোহাম্মদকে দারবন্ধ যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে সংবাদ পাঠাই যাতে দুর্গ তৈরির কাজে কোনোরূপ বাধা বা বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। তিনি এতে ইতস্তত করেন। তাই রাষ্ট্রের মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে আমি শাহী খাজানা থেকে সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ সালেহ ওয়াকিনবীশকে সাহায্য হিসাবে চার হাজার টাকা প্রেরণ করি। তারা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকে।

সিতার খাঁ ও শাহ মোহাম্মদের মধ্যে বিবাদ : এক দিন মধ্যাহ্নে আমি আমার গৃহে দিবা নিদ্রা উপভোগ করছিলাম, তখন অস্ত্রসজ্জিত সৈনিকদের নিয়ে তারা আকবরনগরের নদীর ঘাটে আকস্মিকভাবে এসে হাজির হয়ে আমার নৌকাসমূহের মাঝিমাল্লার উপর তীর বর্ষণ শুরু করে। 'মিঞা বশীর' নামক যে হাতীটিকে সাঁতরানোর জন্য নদীতে নেওয়া হয়েছিলো তা সে কেড়ে নেয় এবং হট্টগোল শুরু করে বলে: 'সিতাব খাঁ আকবরনগরের সমস্ত ঐশর্য ও শাহী হাতীগুলি নিয়ে গঙ্গানদী পার হয়ে সরে পড়ার মতলব করেছে। আমি জীবিত থাকতে কাকেও যেতে দেব না। সে একথা বলতে থাকে এবং আরও আবোলতাবোল যা মুখে আসছে তাই বলে চলছে এবং খামখেয়ালীভাবে যা খুশি করছে। এ খবর আমার নিকট পৌঁছলে নিম্নলিখিত খবরসহ আমি তার কাছে লোক পাঠাই: 'আমার চলে যাওয়ার এই মতলবের কথা তুমি কোথায় জানতে পারলে? আমিতো দিব্যি আরামে দিবা নিদ্রা উপভোগ করছি। আমার মাঝিমাল্লারা অধিকাংশই হাটে-বাজারে। আমার নৌকাগুলি মাঝিমাল্লা ছাড়াই ঘাটে রয়েছে। শাহী হাতী মাঠে চরে বেড়াচ্ছে। আর ধনৈশ্বর্য সব খাজাঞ্চীর নিকট। তাহলে ব্যাপারটা কিভাবে ঘটতে পারে? তাই বলছি মাতলামী ছেড়ে অবিলম্বে আমার হাতীটি পাঠিয়ে দাও। তা নাহলে মিঞা বশীরের দাঁত ভঙ্গকারী আমার অন্য হাতী তাতার পহলোয়ানকে তোমার কাছে পাঠাব। তোমার অহঙ্কারের জন্য সে তোমাকে অনুতপ্ত হতে বাধ্য করবে এবং মিঞা বশীরের দ্বিতীয় দাঁতে ঠেসে ধরে তোমার দাঁত ভেঙ্গে দিবে।' আমি তাকে আরও গালাগালি করি। সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ যখন এরূপ মাতাল অবস্থায় ছিলো

তখন ওয়াকিনবীশ মোহাম্মদ সালেহর জ্ঞান ফিরে আসে। তিনি প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন যে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কিন্তু তার কোনো অনুশোচনা হয় নি। তিনি আমার বিরুদ্ধে গেলেন। যাহোক তিনি সৈয়দ শাহ মোহাম্মদকে তার বাড়িতে নিয়ে যান এবং মিঞা বশীরকে তার সাজ সরঞ্জামসহ আমার নিকট পাঠিয়ে দেন। বর্তমান পরিস্থিতির শংকটজনক অবস্থার দরুন এবং প্রভু কিবলার মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে সৈয়দ শাহ মোহাম্মদের অপরাধ মার্জনা করি। বিষয়টি আমি আমার প্রভু কিবলা এবং পীর মুর্শিদ শাহজাদা শাহজাহানের নিকট বিস্তারিতভাবে রিপোর্ট করি। রিপোর্টটি শাহজাদার নিকট পেশ করা হয় এবং সভাসদগণ তা পাঠ করেন। অতঃপর শাহ্জাদা পাটনা রওনা হন।

দরাব খাঁর দল ত্যাগীদের পক্ষে যোগদান : এবার দরাব খাঁ ও মাসুম খাঁর কার্য-কলাপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। মির সাফীর নেতৃত্বে মাসুম খাঁ জমিদারদের সঙ্গে আসেন এবং খিজিরপুরের মোহনায় যেখানে—দোলাই নদী লক্ষ্যা নদীতে পতিত হয়েছে,--এসে অবস্থান করেন। সেখান থেকে তিনি জাহাঙ্গীরনগর অভিমুখে রওনা হন এবং শহর ও দুর্গ অবরোধ করেন। তৎক্ষণাৎ এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি সিলেটের মির্জা সালেহকে চিঠি লিখেন। তিনি এসে যোগ দেন। দরাব খাঁ অবরুদ্ধ হন। দরাব খাঁ কোনো কিছু করতে সক্ষম হন নি। তার ইচ্ছা ছিলো জাহাঙ্গীরের কর্মচারীদের সঙ্গে যোগ দেওয়া। তিনি কোন কাজ করতে সচেষ্ট হন নি। উদ্দেশ্যেমূলক উপায় হিসাবে তিনি তাদের নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। তারাও দরাব খাঁর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু তারা সন্দিগ্ধ চিত্তে সতর্কতা অবলম্বন করে, যাতে কেনো কৌশলে তিনি পালিয়ে যেতে না পারেন। দরাব খাঁর তেমন কোনো মতলব ছিলো না। বরং তিনি সোলতান পারভিজ ও মহব্বত খাঁর সঙ্গে যোগদিবার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু নয় দিন ধরে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন এই ভয়ে যে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে হয়তো তিনি তার মস্তক হারাতে পারেন এবং খান খানানের[৩] সম্মান বিপন্ন হতে পারে। বস্তুতপক্ষে উভয় পক্ষের নিমক তার কর্মফল ফলাবে না কেন?

সিতাব খাঁর বিদ্রোহী হওয়ার সংবাদ : শাহজাদা শাহজাহান ষষ্ঠ মঞ্জিলে পানটি উপস্থিত হন। এখানে তিনি এক গুজব শুনতে পান যে এই নগণ্য খানাজাদ বিদ্রোহী হয়েছে। শাহজাদা এ কথা বিশ্বাস না করলেও স্বার্থপর লোকদের অনু-রোধ ও সতর্কতার জন্য শাহজাদার নিজ হাতে লিখিত এক ফরমান সহ মিঞা শেখ

তাজকে এই দীনতম ভৃত্যের নিকট প্রেরণ করেন। ততে লিখা হয়ঃ 'বিশ্বস্ত ও কর্তব্যনিষ্ঠ ও অতুলনীয় ব্যক্তির জানা প্রয়োজন যে তার সম্বন্ধে এমন কিছু আমার কানে এসেছে যা কোনো দিন তার নিকট থেকে আশা করা হয় নি। যদিও সেই অনুগত ও কর্তব্যনিষ্ঠ ভৃত্যের আনুগত্য সম্বন্ধে আমাদের দূরদর্শী মন কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করে না, তবুও লোকদের প্রচারিত গুজব সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বন্দেগী মিঞা শেখ তাজের নিকট বলে দিয়েছি। যে কোনো বক্তব্য (সিতাব খাঁ) তার আবেদনে উল্লেখ করুন না কেন কোনো কিছু গোপন না করে তা অবিলম্বে প্রেরণ করবেন। বর্তমানে আমরা তার মতো আর কাকেও বিবেচনা করি না। তিনি যখন তার সঙ্গীদের আচরণ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ তখন এই চিঠি পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সালেহ এবং শাহ মোহাম্মাদসহ উচচ নীচ সকল কর্মচারীকে শৃঙ্খলিত করে আমাদের না আসা পর্যন্ত বন্দী করে রাখবেন।' মিঞা শেখ তাজ আকবরনগর পরগণায় পেঁীছেন। কিন্তু তিনি আমাদ্বারা সম্বোর্ধনা জ্ঞাপন সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে তিনি নিজে আমার নিকট আসেন নি। তিনি এক বার্তাসহ ফরমানটি খাজা সান্দাল ইতিমাদ খাঁর মারফৎ প্রেরণ করেনঃ 'আমি একজন দরবেশ। আল্লাকে সাক্ষী রেখে তিনি যদি আমার জন্য লোক পাঠান তা হলে আসতে পারি।' উক্ত খাজা ফরমানসহ আমার নিকট এসে এ কথা জানান। তাকে আমি পছন্দ করলেও তাকে ভর্ৎসনা করে বলিঃ 'হে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি। মিঞা শেখ তাজ যদি আমাকে বিশ্বাস করতে না পারেন তাহলে গতকাল আপনাকেই শাহী শিবিরে গিয়ে শেখ তাজকে আমার নিকট পাঠান উচিত ছিলো এবং বিষয়টি তার প্রিয় সভাসদ ইতি-মাদ খাঁর মারফৎ শাহজাদার নিকট নিবেদন করতে পারতেন। আপনি যখন তা করেন নি, তখন আপনাকে কতোয়ালীর চবুতরায় থাকা উচিত ছিলো এবং এ সম্বন্ধে আমাকে জানান উচিত ছিলো। তা হলে আমি অত্যন্ত বিণীতভাবে শাহজাদার ফরমান গ্রহণের জন্য যেতাম এবং অনন্ত আনন্দ লাভ করতে পারতাম। এটা সুস্পষ্ট যে আপনিও একই মত পোষণ করেন। তা না হলে এই প্রহসন অনুষ্ঠিত হয় কি করে? আমি তৎক্ষণাৎ তাকে কতোয়ালীর চবুতরায় ফেরৎ পাঠাই। পরে আমি পদব্রজে সেখানে যাই। ফরমানটি সসম্মানে গ্রহণ করে আমার মাথায় রাখি এবং আমার আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এভাবে সম্মানের অধিকারী হয়ে নিজ গৃহে ফিরে আসি। অতঃপর একটি চিঠি দিয়ে খাজাকে মিঞা শেখে তাজের নিকট পাঠাই। চিঠিতে লিখিঃ 'রাত্রেই যদি আপনি আমার নিকট না আসেন তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখবেন যে আকবরনগরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য আপনিই দায়ী হবেন। আমি সরদারহীন অবস্থায় দুর্গ এবং খাজানা ফেলে

রেখে পদব্রজে শাহ্জাদার নিকট চলে যাব। এরপর যা হবার তাই হবে। তদনু-যায়ী রাত্রেই মিঞা শেখ তাজ আমার নিকট আসেন এবং রাত দু'ঘড়ি বাকি থাকতেই আকবরনগর দুর্গে প্রবেশ করে আমার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সাক্ষাৎ করেন। এর পরেই আমার নিজের আবেদনপত্রসহ তার এক আবেদনপত্র প্রেরণ করা হয়। আবেদনপত্রটি ছিলো এরূপ: 'আমি হুজুর সমীপে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম কিন্তু মিঞা শেখ তাজ আমাকে এখানে আটকে রাখেন। এখন আমাকে যেখানে যেতে নির্দেশ দেওয়া হউক সম্মানের সঙ্গে আমি সেখানে যাব এবং আমার প্রভু কিব্লার চরণধূলি চুম্বন করব।' মিঞা শেখ তাজ শাহজাদার নিকট থেকে বাড়ী যাওয়ার অনুমতি লাভ করায় তিনি শাহ্জাদার সঙ্গে মিলত হওয়ার জন্য আগেই জাহানবাদ বা সোলেমানাবাদ যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। তাই সুখপাল কাহর (বাহক) এবং গোদাম পাকশালা ও তোষাখানা থেকে তার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস তাকে দেওয়া হয়। তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হয়। অতঃপর তাকে তার গন্তব্য স্থলে প্রেরণ করা হয়। নির্দেশ লাভের জন্য আমি আমার আবেদন-পত্রের জওয়াবের জন্য অপেক্ষা করি। মিঞা শেখ তাজ ও আমার আবেদন-পত্র শাহজাদার নিকট পৌঁছলে তা পড়ে শাহজাদা হেসে বলেন: 'আমি কি আগেই বলি নি যে এ সংবাদ সত্য নয়? সিতাব খাঁ এরূপ কাজ করলে (অর্থাৎ যে শাহজাদাদের সঙ্গে তিনি লালিত পালিত হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে যাওয়া) তা হলে বুঝতে হতো যে শাহজাদাগণ তার প্রতি কোনোরূপ অবাঞ্ছিত ব্যবহার করেছেন (যা তাকে এরূপে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে)। কারণ তিনি আমাদের পদপ্রান্তেই লালিত পালিত ও শিক্ষিত হয়েছেন। আমার বিশ্বাস যে আমরা তাকে হত্যা করলেও তার মৃতদেহ আমাদের দিকেই পতিত হবে অন্য কোনো দিকে নয়। তার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।'

আকবরনগরে শাহজাহান: পরদিন ভোরে যাত্রা পুনরায় শুরু হয়। অতি-দ্রুত শাহজাদার নিজ হস্তে এই বান্দার আবেদনের জওয়াব লিখা হয়: 'আমরা আমাদের বিশ্বস্ত ও সৎ ভৃত্যের নিকট থেকে নিম্নে বর্ণিত কার্যের পদ্ধতি অনুসরণের আশা-রাখি। তাকে দুর্গেই থাকতে হবে। সেখানে থেকে তিনি বের হবেন না। তাকে মহলের দেউড়ীর পাদদেশ চুম্বন করে নিজকে সম্মানিত মনে করতে হবে। তার জানা উচিত যে আমরা নিরাপদ ও সৌভাগ্যের সঙ্গে পৌঁছে যাচ্ছি। রাষ্ট্রের উপর যে সামান্যতম দুর্যোগ নেমেছে সেজন্য তার চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।' ভোর হওয়ার পাঁচ ঘড়ি পর শাহী চূড়ান্ত ফরমান এসে পৌঁছে। দিনের দেড় পহর

পরেই শাহজাদা আকবরনগর উপস্থিত হন। এই দীনতম ভৃত্যের ধারণা জন্মে যে শাহ্জাদা যখন নৌকাযোগে এসেছেন, তখন ব্যক্তিগত মহলের খিড়কির দরজা দিয়ে তিনি দুর্গে প্রবেশ করবেন। এই দীন বান্দা তার পদধূলি চুম্বনের আশায় সেই খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু যখন দেখতে পেলাম যে তিনি নৌকা থেকে অবতরণ করে শাহী অশ্বে আরোহন করে দুর্গের ফটকের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তখন আমি নগ্নপদে সেদিকে দৌড়ে যাই। দূর থেকেই আমার দৃষ্টি যখন আমার প্রভু কিবলা পীর ও মুর্শিদ বিশ্বজয়ী শাহজাদার মুখের উপর পতিত হয় তখন আমি বিনীতভাবে কুর্ণিশ করে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। মহানুভব হৃদয়ের নির্দেশ তার পদচুম্বনের অনুমতি পেয়ে আমি স্বর্গীয় সম্মানের অধিকারী হই। আমি নজর হিসাবে নয়টি মোহর ও নয়টি আশরাফীসহ আরো একশো মোহর ও একশো টাকা শাহজাদার নিকট পেশ করি। সেখানে থেকে মহামান্য শাহজাদা আকবরনগর দুর্গে প্রবেশ করেন। তিনি এই নগণ্য খানাজাদের সংবাদাদি জিজ্ঞেস করে এগিয়ে চলেন। শাহী বাসভবনের ফটকে পেঁাছে তিনি মহলের কার্য সমাপ্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। এই দীনতম খানাজাদ নিবেদন করে : 'অত্যন্ত উদ্যমের সঙ্গে কাজটি সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু গারহীর দারবন্ধে দুর্গ তৈরির জন্য কড়া নির্দেশ পাওয়ায় আমি মিথ্যা গুজব বন্ধ করার জন্য মহল নির্মাণের কাজ বন্ধ করা এবং গারহীর দুর্গ নির্মাণের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করাকেই যুক্তিসঙ্গত মনে করি। তাই প্রাসাদ নির্মাণের কাজ বন্ধ করা হয়। দালানসমূহের দারোগা মোহাম্মদ সালেহর প্রতি শাহ্জাদা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এই দীন বন্দা আরো নিবেদন করে : 'মোহাম্মদ সালেকে কোনো দোষ দেওয়া যায় না। এর জন্য এই বান্দাই অপরাধী।' দয়াপরবশ হয়ে তিনি মহলে প্রবেশ করেন। বাদশাহদের মহলে যে সমস্ত বিশেষ ধরনের গালিচা (ফরাস-ই-খাসা) থাকে সে মহলে তার সবই ছিলো। এখানেই সিতাব খাঁ বাস করতেন। পূর্বেও শাহ্জাদা এই প্রসাদে অবস্থান করেছিলেন। শাহজাদা বৈঠক কক্ষে (ঘোসাল খানা) অবতরণ করেন। এটি ছিলো ব্যক্তিগত বৈঠকখানা। সেখানে তিনি তখত্-ই-দৌলতে (রাজকীয় আসনে) উপবেশন করেন। খানিক পরে উঠে তিনি মহল পরিদর্শন করেন। তিনি যখন দেখতে পেলেন যে সামান্য কাজই মাত্র করা হয়েছে, তাতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কতোয়াল নওবৎ খাঁকে হুকুম দেন প্রকাশ্যে বাজারে একশো কশাঘাত করে মোহাম্মদ সালেহকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। আমি শাহ্জাদাকে এরূপ ক্রোধান্বিত অবস্থায় দেখে খানিক্ষণের জন্য সাহস হারিয়ে ফেলি। কিছুই বলতে সাহস পাই নি। পরে মোহাম্মদ সালেহকে নিয়ে গেলে এবং মহাল পরিদর্শনের পর প্রভু ও কিবলা বৈঠকখানায় ফিরে এলে আমি কুর্নিশ করে তার সামনে উপস্থিত হই এবং নিবেদন করি—'

প্রাসাদের কাজ অসমাপ্তির জন্য আমিই দায়ী সালেহকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। আমার প্রার্থনা যে এ শাস্তি এই নগণ্য বান্দাকে দেওয়া হোক এবং তাকে মুক্তি দেওয়া হোক। মহান আল্লা অনুগত ভৃত্যদের কিবলা শাহজাদাকে তার মহানুভবতা ও অসীম দয়ার দ্বারা আমাদের উপর শাসন চালাবার জন্য এবং দরিদ্র পালন ও বিপদগ্রস্তদের ক্ষমা করার জন্য হাজার বছরের আয়ু ও সৌভাগ্য দান করুন।' কিন্তু তার ক্ষমার নির্দেশ যখন তার কাছে নিয়ে আসা হয় তখন তার দুর্ভাগ্যবশত চল্লিশটি কশাঘাত তাকে দেওয়া হয়ে গেছে। তাই ষাটটি কশাঘাত থেকে তিনি রেহাই পান। অতঃপর শাহজাদা প্রাসাদের আঙ্গিনায় যান এবং সেখানে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন: 'এখানে যে বাংলাটি ছিল তা কোথায়?' আমি নিবেদন করি: 'এ দ্বারা আঙ্গিনাটি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং এর অবাস্থিতি অন্যান্য প্রাসাদগুলির সৌন্দর্য নষ্ট করে। তাই এভাবে সাজিয়েছি।' শাহজাদা স্থানটি পরিদর্শন করেন এবং তা শাহজাদাবৃন্দ ও মহমান্যা বেগমের আবাসরূপে ব্যবহৃত হওয়ার নির্দেশ দেন। একটি বিশেষ শয়নকক্ষ হিসাবে ব্যবহারের জন্য এ দুটি বাংলোর মাঝখানে একটি বেড়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফরাসগণ তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে বেড়া নিয়ে আসে এবং তা সেখানে স্থাপন করে। বিশ্ববাসীর কিব্লা শাহ্জাদা এই বান্দা সিতাব খাঁকে জিজ্ঞেস করেন: 'দরাব খাঁ সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?' আমি নিবেদন করি: 'মহামান্য শাহ্জাদা উপবেশন করুন এবং অন্য সবাইকে এ স্থান ত্যাগ করতে হুকুম দিন তখন আমি সব কথা নিবেদন করব।' তাই করা হলো। আমি তখন নিবেদন করি: 'আপনার জৌনপুরে যাওয়ার সময় নৌকায় আমি আপনাকে বলেছিলাম যে দরাব খাঁ দলত্যাগে উদ্যোগী। তার আচরণে আমি মঙ্গলজনক কিছুই দেখতে পাই নি। আপনার প্রতি যদি তার সহানুভূতি থাকতো তাহলে এরই মধ্যে তিনি বাঙলার জন্য সাহায্যকারী সৈন্যবাহিনী চেয়ে পাঠাতেন এবং তিনি আপনার জন্য সাহায্য পাঠাতেন। শাহজাদা নিজেও অবগত আছেন যে জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি জয়লাভ করত পারবেন না। শাহ্-জাদার দরবারে জাহাঙ্গীরনগরের ধনদৌলত আমার নিকট পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বহুবারই আমি তাকে চিঠি লিখেছি কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাত করেন নি। এখন যদি তিনি তা পাঠাতে চান তাহলে তিনি তা করতে পারবেন না। শামীর পুত্র সাহেল তার চারশো অশ্বারোহী নিয়ে তা করতে বাধা দিবে অথবা জমিদারেরাও তার পথ রুদ্ধ করতে পারে। মোটকথা তিনি তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছেন এবং শাহ্জাদার নিকট থেকে সরে পড়েছেন।' তার এই অবিশ্বস্ততার জন্য এবং বাঙলা, সিলেট ও উড়িষ্যা প্রদেশ তাঁর হস্তচ্যুত হওয়ায় শাহজাদা শাহ্জাহান বেশ মনক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। এই নগণ্য খাদেম নিবেদন করে: 'মহামান্য শাহ্-

জাদার একটি মাত্র কেশের জন্য দুনিয়ার সাতটি দেশ উৎসর্গ হওয়াকেও আমি নগণ্য মনে করি। বাঙলা ও বিহার এমন মূল্যবান নয়, যা হাত ছাড়া হওয়ায় শাহজাদার মহাসমুদ্রের মতো উদার হৃদয়ে দুঃখের কারণ হতে পারে। বিপথগামী শত্রুদের শত বাধাদানসত্ত্বেও আজ হোক কাল হোক আল্লার অনুগ্রহে সমগ্র ভারতই আপনার হস্তগত হবে। এই খানাজাদ ভৃত্যের এই বিশ্বাসের উপর শাহ্জাদা আস্থা স্থাপন করেন। এক ঘণ্টা পর মহামান্যা বেগম ও শাহজাদাগণ সেখানে উপস্থিত হন। তিনি মহলে প্রবেশ করেন এবং এই বান্দাকে নিজ গৃহে যাওয়ার অনুমতি দেন। তিনি মহলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি গোসলখানার (বৈঠক ঘরের) দরজার অপরদিকে বেরিয়ে আসি এবং সেখানে বসে আমি আমার বাড়ীর সকলের নিকট চিঠি লিখতে বসি। এ সময়ে শাহ্জাদা বেরিয়ে আসেন। আমি উঠে দাঁড়াই। এ বান্দার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে আমায় জিজ্ঞেস করেন: 'কি লিখ-ছেন?' জওয়াব দিলাম: 'আপনার খানাজাদদের নিকট চিঠি লিখছি।' তিনি চিঠিটি হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করেন। যে স্থানটিতে আমি আমার ভগ্নির নিকট লিখেছি 'আপান বিষ প্রদানে আমার স্ত্রী ও কন্যাগণকে যদি হত্যা না করেন তা হলে রোজহাশরের দিন আপনি দায়ী হবেন। তিনি প্রশ্ন করেন: 'এমন কথা লিখার কারণ কি?' বললাম: 'একথা শাহজাদার জানা আছে যে যতদিন পর্যন্ত এই খানাজাদ হুজুরের সেবায় নিয়োজিত থাকবে দরাব খাঁ আমাকে অপ-মানিত করার চেষ্টা করবে। আমি যখন আপনার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করছি তখন আমার সন্তানদের বেঁচে থাকায় প্রয়োজন কি?' সহানুভূতিতে তার পবিত্র চোখ থেকে দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তার এই অশ্রুর প্রতিটি ফোটার জন্য সিতাব খাঁর মতো কোটি কোটি জীবন উৎসর্গ করা বাঞ্ছনীয়। শাহজাদা যাতে অবস্থান করতে পারেন সেজন্য অনতি-বিলম্বে শাহী মহল নির্মাণে নির্দেশ দেওয়া হয়। তিন দিন তিন রাতের মধ্যে উচচ ও নীচুদের জন্য ঝরোকা এবং ব্যক্তিগত বৈঠকখানার কাজ সম্পন্ন হয়। এক শুভ মুহূর্তে এই মনোরম গৃহসমূহ বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হয়। এই বিনীত সিতাব খাঁর পরিচালনাধীন প্রত্যেকটি কারখানার কাজের ব্যবস্থা করার জন্য মুতাসাদ্দীগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তদনুযায়ী ব্যবহারযোগ্য ছ'ত্রিশটি আসবাবপত্র তৈরির কারখানায় (কারখানাজাত-ই-রুখাওয়াতী) কাজ শুরু করা হয়। শাহী তহবিল থেকে এক কপর্দ্দক গ্রহণ না করে আমি আমার নিজস্ব তহবিল থেকে ১৭০০০ টাকা প্রদানের প্রস্তাব করি। তা অনমোদিত হয়।

আকবরনগরে শিকার: শাহ্জাদা প্রতিদিন আকবরনগরের নিকটস্থ স্থানসমূহে শিকার করতে যেতেন এবং বাজ, শাহবাজ ও চিতাবাঘের শিকারের দৃশ্য উপভোগ করতেন। একদিন রাজকীয় ফরমান জারি হয় যে শাহ্জাদা গঙ্গা নদী পার হয়ে চরে শিকার করতে যাবেন। প্রধান বখ্শীকে হুকুম দেওয়া হয় পর দিন ভোর হওয়ার এক পহর পূর্বে দু'শো অভিজ্ঞ ও বিখ্যাত অশ্বারোহী সৈন্যের একটি বাহিনী নদীর অপর তীরে প্রেরণের জন্য এবং সিতাব খাঁকে স্বয়ং শাহজাদার সঙ্গে যাওয়ার জন্য তাকে খবর দিতে। অন্য কোনো লোককে নদী পার হতে দেওয়া হয় নি। দীর্ঘ-কালের অভিজ্ঞ দু'শো অশ্বারোহী শাহ্জাদার সঙ্গে যাবে। শাহজাদা এ সম্পর্কে বলেন: 'সিতাব খাঁ ছাড়া এতো পুরাতন ও বিশ্বস্ত আর কে আছে? তিনি শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সেবায় নিয়োজিত। তিনি আমাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন।' সিপাহসালার নীরব থাকেন। অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীরাও মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত সাপের মতো মনে মনে মোচড় খেতে লাগলো। অতঃপর শাহজাদা শয়ন কক্ষে গমন করেন। তদনুযায়ী এই নগণ্য ভৃত্য তার নির্বাচিত ও বিখ্যাত লোক-দেরে দুপুর রাত থেকেই নদী পার করতে শুরু করেন। পরে তিনি মহলের ফটকে এসে বসে থাকেন। রাত চার ঘড়ি অবশিষ্ট থাকতেই তিনি ব্যক্তিগত মহলের ভার প্রাপ্ত কর্মচারী দিলকবুল খাঁকে ডেকে আবেদন প্রেরণ করেন: 'রাত খুব অল্পই আছে। মহামান্য শাহজাহাদা যদি এখন রওয়ানা হন তাহলে খুবই ভালো হয়। 'শাহ্জাদা নিরাপদে ও হৃষ্টচিত্তে বেরিয়ে আসেন। মহলের সামনে রক্ষিত সুকপালে আরোহন করে তার নৌকায় আসেন। নির্বিঘ্নে নদী পার হয়ে খুব ভোর থেকেই শিকার শুরু করেন। তার নিজস্ব শিকারী প্রাণীগুলিকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য সিতাব খাঁকে নির্দেশ দেন। তিনি একটি শাহ্বাজ পাখী একটি তিতিরের পিছনে লেলিয়ে দিয়ে তার পিছু পিছু যান। এ সময়ে একটি বাঘ এসে সেখানে হাজির। শাহজাদা হাতীর উপর থেকে বন্দুক দিয়ে বাঘটি মারতে চাইলেন। এ সময়ে বিনীত সিতাব খাঁ সেখানে উপস্থিত হয়। কোনোরূপ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় শালীন-তার নীতি লঙ্ঘন করে সিতাব খাঁ আল্লার নামে কসম করে শাহ্জাদাকে অনুরোধ জানান হাতীর গদীর উপর থেকে তা না করার জন্য। তিনি বলেন: 'বাঘটিকে মারা যদি শাহ্জাদার বাসনা হয়ে থাকে তাহলে আমাকে হুকুম দিন বাঘ শিকারে শিক্ষিত মাদী হাতীটি নিয়ে আসার জন্য, যাতে আপনি তাতে সওয়ার হয়ে বাঘটিকে শিকার করতে পারেন।' শাহজাদা খুশী হয়ে বললেন: 'হাতীটি বর্তমানে আকবরনগরে নেই। তাকে হয়তো চারণ ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে। হাতীটিকে আনতে আনতে বাঘটি পালিয়ে যাবে। তাতে কি লাভ হবে?' আমি নিবেদন করি' আল্লার মেহের বাণী ও শাহ্জাদার দয়ায় বাঘটিকে আয়ত্বে রাখার জন্য দায়ী থাকবো। মাদী

হাতীটিকে হাওদা চড়িয়া নিয়ে না আসা পর্যন্ত শাহ্‌জাদা অন্যান্য প্রাণী শিকার করতে থাকুন।' নকীবদের (নকীবান) মাদী হাতীটি নিয়ে আসার হুকুম দেওয়া হলো। শাহজাদা যে হাতীটিতে ছিলেন তা এই দীন ভৃত্যকে দিয়ে নিজে বাজ ও শাহ্‌বাজ পাখীর শিকার উপভোগ করতে চলে যান। বিনীত খাদেম হাতীটির সাহায্যে বাঘটিকে দূরে হটিয়ে রাখে। মাদী হাতীটির এসে না পৌঁছা পর্যন্ত শাহজাদা বাঘটির সম্বন্ধে খবর জানার জন্য প্রতি মুহূর্তে আমার নিকট লোক পাঠাতেন। সব সময়ই আমি জানাতাম যে বাঘটি ঠিক স্থানেই আছে। মাদী হাতীটিকে আনা হলে শাহ্‌জাদা হাতীটিতে সওয়ার হয়ে অন্যদিক থেকে আসেন। এই বিনীত খাদেম এগিয়ে গিয়ে তাকে বাঘটি দেখিয়ে দেন। শাহ্‌জাদা বন্দুক ছুড়েন। গুলিটি বিশেষ কার্যকরী হয় নি বাঘটি মরে নি। সেখান থেকে বাঘটি অন্য একটি জঙ্গলে চলে যায়। তাকে অনুসরণ করে দ্বিতীয় বারগুলি করা হয়। এবার গুলিটি চামড়া ভেদ করে বাঘটিকে আহত করে। আহত বাঘটি সেখান থেকে ছুটে এক ঘাসের জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে। সেখানেও তাকে অনুসরণ করা হয় এবং স্থানটি ঘিরে ফেলা হয়। শাহ্‌জাদার অনুমতি ছাড়া কারও তীর বা বন্দুক ছুড়ার দুঃসাহস হয় নি। তাই এই খানাজাদ (সিতাব খাঁ) শাহ্‌জাদাকে বলেন : 'বাঘটি গর্জন করতেই হাতীগুলি ভয় পেয়ে যায়। তারা তাদের জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। এদের মধ্যে সন্ত্রাসের ভাব দেখা দেয়। হুজুরের অনুমতি পেলে বাঘটিকে ইতিমধ্যে দশটি তীর দিয়ে এ ফোঁড় ও ফোড় করে দেওয়া যেত। মুচকি হেসে শাহ্‌জাদা সপ্রশংস মুচ্‌কি হেসে বলেন : 'অনুমতি দিলাম। কি ধরনের তীর ছুড়বে তা একবার দেখাও দেখি।' এই বিনীত বান্দা কুর্ণিশ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। বাঘটির অনুসন্ধান করা হলো কিন্তু তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেলে না। খুবই সতর্কতার সঙ্গে সন্ধান করেও সন্ধান মিললো না। উপায়ান্তর না দেখে অনুসন্ধান কার্য পরিত্যাগ করে শাহ্‌জাদা প্রাসাদে ফিরে যান।

সিতাব খাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন : রাতের বেলা শাহজাদা বৈঠকখানায় বসে বলেন : 'সিতাব খাঁ! আমার ইচ্ছা যে আপনার বাচচাদের আরোগ্যের জন্য আমরা দুটি বাহিনীকে বিভক্ত করে দু'হাজার সাহসী ও অভিজ্ঞ অশ্বারোহী সৈন্যদের একটি অগ্রগামী সৈন্য বাহিনীসহ আপনাকে জাহাঙ্গীরনগর প্রেরণ করতে চাই' আমি কুর্ণিশ করে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। সময় সময় আমার প্রতি যে রাজানুগ্রহ প্রদর্শন করা হয় যার জন্য আমার সমস্ত সত্তাকে উৎসর্গ করা উচিত, তার জন্য শাহী রীতি অনুযায়ী আমি কুর্ণিশ ও আনুগত্য জানিয়ে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

এই খানাজাদকে উদ্দেশ্য করে শাহজাদা উপস্থিত সকল ওমরাহদের যতদূর মনে পড়ে তার যৌবনকালের সেবার কথা বলেন। এই খানাজাদ বন্দার পক্ষে তা ছিলো সম্মান ও গৌরবের উৎস। অতঃপর শাহ্জাদা মহলে চলে যান।

গঙ্গানদীর উপর সেতু নির্মাণ : পরদিন ভোরে সিতাব খাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয় স্বয়ং গারহী গিরিপথের দুর্গে গিয়ে অবস্থান করার জন্য । যাতে যাতায়াতের পথটির রক্ষা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা যায়। শাহী নির্দেশকে পার্থিব ও স্বর্গীয় আনন্দ মনে করে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কিন্তু অবশেষে শাহজাদা মনে মনে চিন্তা করেন যে এই সিতাব খাঁকে আরো অনেক কাজ করতে হবে। তাই পরে তিনি এই বান্দাকে তার নিকটেই থাকার হুকুম দেন। জান নিছার খাঁ উপাধিধারী কামাল উদ্দীনের অধীন সাড়ে তিন হাজার বন্দুকদারী সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করা হবে, যাতে তিনি রুমী খাঁর সঙ্গে গিয়ে উপরোক্ত দুর্গে অবস্থান করেন। এই বান্দার প্রতি হুকুম হয় গঙ্গানদীর উপর সেতু নিৰ্মাণের জন্য মির শামসকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করার। আমি তাই মির শামস খাঁ ইতিমাদ খাজাকে তার প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিস সরবরাহ করি। তিনি আমার শ্রমিক ও মাঝিমাল্লাদের সাহায্যে চারদিন চার রাতের মধ্যে সেতু নির্মাণের কাজ শেষ করেন।

রাজস্ব আদায়ের জন্য কর্মচারী প্রেরণ : এ সময়ে শের খাঁ অভিযোগ করেন যে তিনি তার জায়গীর ঘোড়াঘাট থেকে তার ভাতা পাচ্ছেন না। সেখানকার রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের সাহায্য করার জন্য একশো অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণের জন্য আবেদন জানান। এই বান্দা সিতাব খাঁর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয় সেতুর উপর তার একজন গোপনীয় কর্মচারী মোতায়েন করে শের খাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদের সেতু পার হওয়ার সময় গুনবার জন্য। তদনুযায়ী আমি আমার খোজাকে প্রেরণ করি। শের খাঁ ফতেজঙ্গও সেতুতে গিয়ে আমার খোজার সঙ্গে মিলিতভাবে একশো অশ্বারোহীকে সেতু পার করেছেন। পরে শের খাঁ তার নিজ গৃহে ফিরে যান। জায়গীর থেকে কিছু টাকা পয়সা আদায় করে নিয়ে আসার উপদেশ দিয়ে দিলওয়ার খাঁকেও বিদায় দেওয়া হয়। কামালউদ্দীন হোসেনকে গারহী দুর্গ থেকে ফিরিয়ে এনে রাজা ভীমের জায়গীরে প্রেরণ করা হয়—যা হয় কিছু টাকা পয়সা আদায় করে আনার জন্য। আমরা নিজের কর্মচারীগণ তাজপুর পূর্ণিয়া পরগণায় গিয়ে সেখানকার রাজস্ব একশো কুড়ি হাজার টাকা নির্ধারিত করেন। ছ'মাসের

দান হিসাবে শের খাঁর বেতনের দু'লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকার পরিবর্তে পরগণাটি শের খাঁকে দেওয়া হয়েছিলো। শের খাঁ তা গ্রহণ করেন নি। তখন পরগণাটি অন্য কাকেও দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু শের খাঁকে খুশী করার জন্য কোনো কর্মচারীই তা গ্রহণ করতে রাজি হন নি। ওয়াজির খাঁ শাহজাহানের নিকট বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে বলেন যে যাকেই পরগণাটি দেওয়া হয়ছে তিনিই শের খাঁর খাতিরে তা গ্রহণে আপত্তি জানান। শাহজাদা বলেন: 'আমি জানি তারা শেরখার খাতিরেই এরূপ করছে। বেশ, পরগণাটি সিতাব খাঁকে দান করা হোক। তিনি আমাকে ছাড়া আরও কারও পরওয়া করেন না। তার ভাতার পরিবর্তে তিনি তা গ্রহণ করবেন।' তদনুযায়ী তা এই দীন ভৃত্যকেই দেওয়া হয়। আমি এই শর্তে তা গ্রহণ করি যাতে জমিদারগণকে শাস্তি প্রদানের জন্য এবং তাদের আমার কর্মচারীদের প্রতি অনুগত করার জন্য আমাকে স্বয়ং সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু এ বান্দার উপর আরো বহু কাজের ভার দেওয়া হয়েছে। তাই শাহজাদা তা মঞ্জুর করেন নি।

সিতাব খাঁর কর্মচারীদের হাজো ত্যাগ : এবার কোচ রাজ্যের কার্যকলাপ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব। জাহিদ খাঁ কোচ রাজ্যে পেঁাছলে আমার ভাগ্নে মুকাস্তা ও আমার হিন্দুকর্মচারী বলভদ্র দাস কোচ সুবার কার্যভার এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ জাহিদ খাঁর বরাবরে ছেড়ে দেন এবং ফিরে আসার ব্যবস্থা করেন। জাহিদ খাঁ তার নিজের জায়গীরের ভাতার সঠিক হিসাব তৈরি করার ব্যাপারে তাদের বাধা সৃষ্টি করেন। বিরোধের পর এই নগণ্য সিতাব খাঁর প্রতিনিধি হিসাব প্রস্তুত করলে জাহিদ খাঁর অভিযোগ করার কিছুই ছিলো না। পরে তিনি তাদের বিদায়ের ছাড়পত্র (রুখছত-নামা) দেন। তারা সেখানে থেকে রওনা হয়ে ঘোড়া ঘাট পেঁাছে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় আমার ভাগ্নে নিম্নোক্ত প্রবাদ অনুযায়ী কাজ করে,—'ভাগ্নেকে হয় স্বর্ণ মূল্যে কিনে নাও, নয়তো কালো পাথর ছুরে হত্যা কর।' আমি তাকে বহু অনুগ্রহ দেখাই। আল্লার দয়া ও শাহেনশাহের সুনজরের দরুন তাকে কোচ রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছিলো এবং বড় বড় আমীরগণ তাকে অনুসরণ করতেন। এমন একটি পদ তার পিতামহ জিয়া উলমুলক্‌ও কখনও দেখেন নি। এসত্ত্বেও তার মায়ের প্ররোচনায় সে আমার অনুগ্রহ বা প্রভু কিবলার দয়ার কথা মনের কোণেও স্থান দেয় নি। সেই হীনমনা হিন্দু কর্মচারী (বলভদ্র) ও কিছু সিপাহীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শটতার আশ্রয় নেয় এবং আকবরনগর আসে নি। মালদহের নিকটেই থেকে

যায়। শাহজাদা তাঁর মহানুভবতার জন্য এ ব্যাপারে কান দেন নি। নইলে রাজা ভীমের জায়গীরের প্রেরিত কামালউদ্দীন হোসেনের উপর নির্দেশ দেওয়া হতো তাকে জোর করে ধরে নিয়ে আসার জন্য। আল্লারই হয়তো অভিপ্রায় ছিলো যে এই নগণ্য খাদেমকে বে-ইজ্জত হতে হবে তাই সে (মুফাত্তি) এরূপ ব্যবহার করেছে।

সিতাব খাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ : একদিন শাহ্জাদা সিংহাসনে বসেছিলেন। তখন ওয়াজির খাঁ উপস্থিত হয়ে আবেদন জানান : সিতাব খাঁ মঙ্গলকোট পরগণা থেকে ত্রিশ হাজার টাকা পেয়েছেন। অন্যান্য জিলার (মহাল্লাত) রাজস্ব তালিকা (নুস্খা) পরীক্ষার জন্য এখনও পেশ্ করা হয় নি—তাই সে সমস্ত জিলা থেকে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হলে তিনি তা দাখিল করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন যে শাহ্জাদা স্বয়ং যখন চেয়ে পাঠাবেন তখনই তিনি তার কৈফিয়ৎ দিবেন। শাহ্জাদা জওয়াব দেন : 'সিতাব খাঁ কি বলেন? তিনি কি এই অভিযোগ স্বীকার করেন?' পরে সিতাব খাঁকে তলব করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই বিনীত ভৃত্য সিংহাসনের পিছনেই উপস্থিত ছিলেন, তিনি এসে শাহাজাদার সামনে দাঁড়ান। ওয়াজির খাঁ কর্তৃক তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সম্বন্ধে তাকে প্রশ্ন করা হয়। তিনি নিবেদন করেন : 'একদিক দিয়ে ওয়াজির খাঁ সত্য কথাই বলছেন। খাস ভূমির (খালিসা) রাজস্বে যে কোনো ঘাটতিই দেখা দিক না কেন তা কারো না কারো নামে লিখতেই হবে। এই খানাজাদের প্রার্থনা এই যে শরৎকালীন ফসল (ফসল-ই-খারিফ) তোলার সময় পার হয়ে গেছে। বাঙলার অন্যান্য কর্মচারীদের মতো এই বান্দাও অবস্থার এই পরিবর্তনের ভুক্ত-ভোগী। বসন্তকালীন রাজস্ব আদায়ের স্বত্ব নির্ধারণের সময় ওয়াজির খাঁ বলেন : বসন্তকালীন আদায় থেকে যদি আপনি আপনার ভাতা চান তা আপনাকে দেওয়ার উপায় নেই, কারণ খাস ভূমির রাজস্বে চার কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। সকলকেই এই লোকসানের ভাগী হতে হবে।' তাই যে ক্ষেত্রে প্রভুর সম্পদের লোকসান হয়েছে সে ক্ষেত্রে ভৃত্যদের লাভ চুলায় যাক। বসন্তকালীন শস্যও আমি উপেক্ষা করেছি। বেতনের পরিবর্তে নির্ধারিত তৃতীয় শরৎকালীন তহ্শীলের সময় এখনও আসে নি। জাহিদ খাঁর আগমন পর্যন্ত এই বান্দাকে কোচ সুবাহ রক্ষা করতে হয়েছিলো এবং চতুস্পার্শ্বের অঞ্চলে সতর্ক দৃষ্টি রেখে গৌড় সুবাহও শাসন করতে হতো। তাছাড়া শাহীদরবারে প্রেরিত কোচ রাজ্যের হাতীগুলির খোরপোষও সরবরাহ করতে হতো। এ সমস্ত খরচ বহন করা তার পক্ষে কি করে সম্ভব হতো? তাই তাকে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকেই এ

সমস্ত খরচ চালাতে হতো। ভবিষ্যতে শরৎকালীন ফসল আদায় হলে তিনি সে টাকা রাষ্ট্রীয় তহবিলে ফেরৎ দিবেন। এ জন্যই তিনি এ টাকা খরচ করেছেন। এবারও তার জায়গীর হস্তান্তরিত হওয়ার দরুন এই শরৎ-কালীন আদায়ও ব্যর্থ হতে চলেছে। এ ব্যাপারে যা যোগ্য বলে বিবেচিত হবে সেরূপ নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।' শাহজাদা বলেন: 'আপনার জায়গীর হস্থান্তর করল কে?' আমি বললাম: 'শাহী ফরমান অনুযায়ীই তা করা হয়েছে। জায়গীরের প্রধান পরগণা মঙ্গলকোট সিপাহসালারকে দেওয়া হয়েছে। দারতিয়া ও কটকপুট ছিলো আমার মুখ্য জায়গীর। এগুলি মহামান্যা বেগম মমতাজ মহলের নিকট থেকে হস্তান্তরিত করে আমাকে দেওয়া হয়েছিলো। সেগুলি পুনরায় বেগম সাহেবাকে প্রদান করা হয়েছে। আকবরনগর কতোয়ালী নওরৎ খাঁকে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে দানাপুর ও কৈকেটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পরগণা নিয়ে আমি আমার এস্টেট পরিচালনায় অক্ষম।' তাই ওয়াজির খাঁকে নির্দেশ দেওয়া হলো, সিপাহ সালারকে অনুগ্রহ দেখান থেকে বিরত থাকতে এবং এই বান্দাকে সন্তোষজনক-ভাবে জায়গীর প্রদান করার জন্য। আরও নির্দেশ দেওয়া হলো যে শাহী খাজানা থেকে তিনি কোনো অর্থ খরচ করলে কেউ তা ফেরৎ চাইতে পারবে না। বন্ধুদের হিসাব তাদের অন্তরেই রয়েছে।' ওহাজির খাঁর বলবার আর কিছুই ছিলো না বান্দা তিনবার কুর্ণিশ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং সকলের মধ্যে তিনি উভয় দুনিয়ায় সম্মানিত হলেন।

আওরঙ্গজেবের খাওয়া কলা সিতাব খাঁর জন্য রক্ষিত: রাত্রে বৈঠকখানায় (গোসলখানা) শাহজাহান যখন তার টেবিল থেকে মর্তবান কলা দান করে তার কতীপয় পারিষদকে অনুগৃহীত করছিলেন, এই খানাজাদের অংশের কলা মহলে রেখে দেওয়ার নির্দেশ দেন। আমি সেখানে হাজির হলেই শাহজাদা নিজেই তা স্মরণ করে তা নিয়ে আসার জন্য হুকুম দেন। খোজা তা আনতে ইতস্তত করে। অবশেষে খাজা শাদ্‌শাদ মহল থেকে দুটি কলা নিয়ে আসে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে শাহজাদা সোলতান আওরঙ্গজেভ বাকি কলাগুলি খেয়ে ফেলেছেন। শাহ্‌জাহান ক্রোদ্ধ হয়ে উঠেন। এই বান্দা কুর্ণিশ করে নিবেদন করে 'এই দীন খানাজাদের পক্ষে এ যে পরম সৌভাগ্য। তার প্রথম সৌভাগ্য যে শাহাজাদা স্বয়ং তার নিজ টেবিলে স্মরণ করে অন্যান্যদের চেয়ে অধিক সম্মানিত করেছেন। দ্বিতীয় সৌভাগ্য হচ্ছে শাহী টেবিল থেকে তার জন্য সংরক্ষিত খাদ্য তার প্রভু ও কিবলার সন্তান খেয়েছেন।' এ কথায় প্রভু ও কিবলা অত্যন্ত খুশী হন। এবং অত্যধিক সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

সিতাব খাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র : এ নগণ্য গ্রন্থকার সিতাব খাঁর প্রতি মহামান্য শাহ্‌-জাদার অনুগ্রহ দিনদিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতে তার কয়েকজন বন্ধুও তার শত্রুতে পরিণত হয়। তাই অধিকাংশ পারিষদের প্ররোচনায় কতোয়াল নওবত খাঁ জনৈক তীর প্রস্তুতকারীকে হাজির করে অভিযোগ জানায় যে বারুদখানার পরিচারক হাকিম সালের পক্ষ ত্যাগ দোস্ত মোহাম্মদ নামক সিতাব খাঁর জনৈক কর্মচারীর জ্ঞাত-সারেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। শাহজাদা এই দীন ভৃত্যকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। আমি এতে (এই অভিযোগে) অতিশয় বিরক্ত হয়ে বলি : 'প্রকৃতপক্ষে দোস্ত মোহাম্মদ নামে আমার কোনো কর্মচারীই নেই। দোস্ত মোহাম্মদ নামে একজন মোগল অশ্বারোহী আমার কর্মচারী ছিলো, একমাস পূর্বেই তার মৃত্যু হয়েছে। যদি এই অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাহলে মোহাম্মদ সালের পলায়নের জন্য আমিই দায়ী হবো।' অবশেষে শাহজাদা উক্ত তীর প্রস্তুতকারককে জিজ্ঞেস করলে সে বলে : 'দোস্ত মোহাম্মদ আকবরনগরের শিকদার (রাজস্ব কর্মচারী) ফতেহ সাহেব ভৃত্য ছিলো। কোনো দাম না দিয়েই সে আমার নিকট থেকে জোর করে পাঁচটি তীর নিয়ে যায়। এখন সে ফতে শাহের চাকুরীও ছেড়ে দিয়েছে। এই লোকসানের জন্যই আমি অভিযোগ করেছি।' এই বিনীত সিতাব খাঁ দৌড়ে যেয়ে শাহজাদার পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে। শাহ্‌জাদা (হাজার জীবন তার জন্য উৎসর্গীত হোক) অত্যন্ত অনুকম্পা প্রদর্শন করে তীর প্রস্তুতকারীকে মাত্র একশো কষাঘাতের হুকুম দেন। নওবত খাঁকে ভীষণভাবে তিরস্কৃত করে দরবার থেকে বের করে দেওয়া হয়।

ঢাকা ও হাজোতে ফরমান প্রেরণ : রাত্রে বৈঠকখানায় যে কোনো উপায়ে দরাব খাঁর নিকট প্রেরণের জন্য এক চূড়ান্ত ফরমান আমার হাতে দেওয়া হয়। আমি তা দরাব খাঁর নিকট প্রেরণ করি। সামন্ত সুবাহ কোচের অবস্থানরত জাহিদ খাঁ, শেখ শাহ্‌ মোহাম্মদ, রাজা শত্রাজিত এবং অন্যান্য জমিদারদের নিকট চিঠি লেখার নির্দেশও আমাকে দেওয়া হয়। তাই আমি তার সামনে বসেই তার বর্ণিত বিবরণ চিঠিতে লিখি। রাজা শত্রাজিতকে বিশেষ ভাবে লেখা হয় : 'আপনি কি ভাবছেন? আল্লার মেহেরবাণীতে এবং শাহজাদার সৌভাগ্যের জোরে আজ হোক কাল হোক পারভিজের সমর্থনকারীদের হয় জীবিত ধরে এনে রোটাস দুর্গে বন্দী করে রাখা হবে আর নয়তো তাদের মাথা কেটে জাহাঙ্গীরনগর দুর্গের ফটকে ঝুলিয়ে রাখা হবে'। হতভাগ্য শত্রাজিত চিঠির বিষয়বস্তু ফাঁস হয়ে গেলে বিপদ ঘটার আশঙ্কায় চিঠিটি লুকিয়ে ফেলেন।

সৈয়দ মোবারকের মৃত্যু : শাহজাদার নিকট রোটাস দুর্গ সমর্পণকারী সৈয়দ মোবারক মাণিকপুরীকে এ সময়ে সোলেমানাবাদ এবং জাহানাবাদ পরগনার জায়গীর দিয়ে অনুগৃহীত করা হয়। এই জায়গীর দুটির বার্ষিক আয় ছিলো দুশো হাজার টাকা। তাকে তার জায়গীরে যাওয়ার অনুমিত দেওয়া হয়। শাহজাহানের ঢাকা যাওয়ার পথে তার (মোবারকের) জায়গীর হয়ে যেতে হবে। তাই বেশ ভালো টাকা তাকে সংগ্রহ করে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। তদনুযায়ী সৈয়দ মোবারক জাহানাবাদ পরগনায় গিয়ে খাজনা আদায় শুরু করেন। চন্দ্রভান ও অন্যান্য জমিদারগণ এবং বিশেষ করে ঝাকরা বরদার (জমিদার) এসে তার চাকুরীতে যোগ দেন। ইতিমধ্যে তারা সংবাদ পান যে শাহজাদা রওনা হয়েছেন। তাই ঝাক্‌রা বরদার (জমিদার?) চন্দ্রভানের অজ্ঞাতে সৈয়দ মোবারকের বিরুদ্ধে নৈশ আক্রমণ চালান। ঝাকরা বরদার (জমিদার?) তাকে আক্রমণ করবে না এই মিথ্যা বিশ্বাসে সামরিক নেতৃত্বের বিধানের খেলাপ তিনি শুধু ভৃত্যদের নিয়ে একাকী অবস্থান করছিলেন। তিনি তার পুত্র, জামাতা ও দুটি ভৃত্যসহ দুর্গের সম্মুখস্থ মাঠে আসেন এবং অল্পক্ষণ সংঘর্ষের পর তিনি তার তিনজন ভৃত্যসহ মৃত্যুবরণ করেন। একজন অশ্বারোহী নিজকে রক্ষা করে ময়দান থেকে চলে আসে। কিন্তু তার সে পলায়নে কোনো ফল হয় নি। সরদারের মৃত্যু সংবাদ জেনে সবাই নিজ নিজ স্থান থেকে পালিয়ে যায়। ঝাকরা বরদার (জমিদার?) সৈয়দ মোবারকের সমস্ত ধন-সম্পদ হস্তগত করে এবং শাহজাদার সৈন্যবাহিনীর আগমনের ভয়ে পালিয়ে যায়।

সিতাব খাঁ কর্তৃক তার সম্পত্তির লুণ্ঠনের অনুমতি : শাহজাদা শাহজাহান চব্বিশ দিন আকবরনগর অবস্থান করেন। এরপর রাজ্যের মঙ্গলের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। জাহাঙ্গীরের সমগ্র সৈন্যবাহিনী বাঙলা অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। তাই তারা (জাহাঙ্গীরের বাহিনী) ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই যে পথে তারা এসেছেন সে পথেই শাহজাহান বুরহানপুর ফিরে যাবেন এবং আহম্মদনগর, দাক্ষিণাত্য, খান্দেশ, গুজরাট ও মালব অধিকার করবেন। তদনুযায়ী অগ্রগমনের পরিকল্পনা করা হয়। জ্যোতির্বিদদের শুভ লগ্ন নির্ধারণের জন্য তলব করা হলো। চক্রপাতি (চক্রবর্তী?) নামক জনৈক জ্যোতির্বিদ আমার চাকুরীতে ছিলেন। তিনি পারদর্শী চিকিৎসকও ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার জ্ঞান ছিলো অপরিসীম। তিনি তার বিদ্যায় সন্দেহাতীতভাবে পারদর্শী ছিলেন। আমি এ উপলক্ষে তাকে শাহ্‌জাদার সামনে হাজির করি। প্রভু ও কিবলা তাকে ডেকে তার সামনে বসার হুকুম দেন। তার জিজ্ঞাসিত সকল প্রশ্নের জওয়াবই জ্যোতির্বিদ দেন।

২২শে রবিউল আওয়াল তারিখ আকবরনগর ত্যাগের সিদ্ধান্ত করা হয়। শাহজাদা উঠে শয়ন কক্ষে চলে যান। উপস্থিত সকল বিশ্বস্ত কর্মচারীকেই নিজ নিজ গৃহে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। আমি নিজেও ঘরে ফিরে শুয়ে পড়ি।

সিতাব খাঁ কর্তৃক তার সম্পত্তির লুণ্ঠনের অনুমতি: পরদিন সকালে মনে মনে ভাবলাম মুফাত্তি ও বলভদ্র দাস আসে নি। তাহলে পরিবহণ ছাড়া কি করে রওনা হওয়া সম্ভব এবং জিনিসপত্র ও অস্থাবর সম্পত্তি বহন করা যাবে? আমি মালখানায় গিয়ে তার দরজা খুলে চীৎকার করে বললাম: 'বন্ধুগণ! অন্যেরা খবর পাওয়ার আগে যার যা খুশি নিয়ে যাও।' প্রথমেই আমার ভৃত্যগণ বিশেষ করে বৃত্তিভোগী ভৃত্যের দল যারা আমার সঙ্গে যাবে না মালপত্র লুট করতে শুরু করে। বিনীত গ্রন্থাকার সিতাব খাঁ পাশেই দাঁড়িয়ে থাকেন। আমি দেখে তাজ্জব হলাম যে এই অকৃতজ্ঞ লোকগুলি একটুক্ষণও দ্বিধা বা চিন্তা করে নি কি করে তার প্রভুর নিমক খেয়ে তাদের প্রভুর ধনসম্পদ লুট করতে রাজি হলো। তারা এমনভাবে সব লুট করতে থাকে যে কোন শত্রুও তার পরাজিত ব্যক্তির সম্পদ এভাবে লুট করতো না। এ দৃশ্য দেখে আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও আশ্চর্য হই। আমার চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে আসে। লোকগুলি হট্টগোল শুরু করে। এমন হট্টগোল কখনও দেখি নি বা শুনি নি। আমি হতবাক হয়ে গেলাম। আলাদা করে রাখা কয়েকটি পোশাক ছাড়া যখন আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না তখন আমি শাহজাদাকে তসলিম জানাবার জন্য তার সামনে হাজির হই এবং নিবেদন করি: 'আমার মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো পশু না থাকায় আমি আমার সমস্ত মালপত্র ও অস্থাবর সম্পদ লুটিয়ে দিয়েছি সামান্য-ই সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য রেখে দিয়েছি। কিন্তু তাও বহন করে নিয়ে যাওয়ার কোনো বাহন পাচ্ছি না'। প্রভু ও কিবলা আমার মালপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে দুটি মাদী হাতী প্রদান করেন। মহামান্যা বেগম ও শাহ্জাদাগণকে পূর্বাহ্নেই সবার আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রাত্রে বৈঠকখনায় আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু পিলখানার পরিচালক মির্জা শরীফ রাত্রেই মাদী হাতীগুলি পাঠিয়ে দেয়। সকালে সে আমার জন্য দুটি বাচচা হাতী পাঠিয়ে দেয়। দুটি বাচচা বহু কষ্টে মাত্র চার মণ জিনিস বহন করতে পারে। এই দীন ভৃত্য ফজরের নামাজের সময়ই শাহী প্রাসাদের ফটকে উপস্থিত হয়ে শাহ্জাদা প্রাসাদ থেকে যাত্রার জন্য বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে।

দলত্যাগী এক হাজার লোক হত্যা : যখন দেখতে পেলাম যে সিপাহসালারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শহরে ফিরে গিয়ে সেখানে যাকেই পাওয়া যায় তাকেই হত্যা করার জন্য তখন আমি আমার নিক্ মোহাম্মদ বেগ নামক আমার জনৈক কর্মচারীকে সাদত খাঁ ও আমার অন্যান্য কর্মচারীদের জোর করে রওনা করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রেরণ করি। শাহজাদা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে শিকারের জন্য রওনা হলে আমি নিজ বাসস্থলে যাওয়ার এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পর ফিরে আসার অনুমতি চাই। শাহজাদা সম্মতি দেন। একজন আহাদীকে সঙ্গে নিয়ে আকবরনগর গমন করি। মির শামসকে নির্দেশ দেওয়া হয় গঙ্গা নদীর উপরে সেতু ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। তিনি সে নির্দেশ পালন করেন। নিক্ মোহাম্মদ আমার আগেই গিয়েছিলো। সে যখন উচ্চ-নীচ সকল লোককে নিয়ে রওনা হওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলো তখন আমি সেখানে পৌঁছেই তৈরি হয়ে নিই এবং শাহাজাদার শিবির অভিমুখে রওনা হই। আমি যখন পৌঁছি তখন শাহজাদা তার নিজ তাবুর দরজায় বসেছিলেন এবং তার দরজা লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। তার তাবুটি সন্তোষজনকভাবে গাড়া হলে তিনি মহলে যান। রাত্রে বৈঠকখানা (ঘোশাল খানা) তৈরি হয়। পিছন থেকে কামাল উদ্দিন হোসেন এসে উপস্থিত হন এবং নিবেদন করেন: 'সিপাহসালারকে দেখে এসেছি তার দ্বারা নিহত মানুষের মাথা দিয়ে কয়েকটি সারি (খিয়াবান) তৈরি করছেন। দরাব খাঁর পুত্র আরাম বখশের মাথা এর মধ্য স্থলে রাখা হয়েছে। মস্তকের সারিগুলির মাঝখানে মশালচিগণকে দাঁড় করান হয়েছে এবং কেন্দ্রস্থলে বসে তিনি তার খানা খাচ্ছেন।' শাহজাদা জিজ্ঞেস করেন: 'দলত্যাগী ক'জনকে আজ হত্যা করা হয়েছে?' কামালউদ্দীন হোসেন বলে: 'সিপাহসালারের সামনে দেখেছি চারশো ত্রিশটি মুণ্ড। আমি হত্যা করেছি বায়ান্ন জন। শরান্দাজ বাহাদুর মেরেছেন তিনশোরও বেশি, আর রুমী খাঁ মেরে-ছেন প্রায় দুশো লোক।' তার হিসাব অনুযায়ী এটা সুস্পষ্ট যে প্রায় এক হাজার দলত্যাগী ও বে-ঈমান আজ তাদের প্রতিদান লাভ করেছে। অতঃপর শাহজাদা শয়ন কক্ষে প্রবেশ করেন।

শিকার : পরদিন যাত্রা পুনরায় আরম্ভ হয়। পথে সর্বত্র বাজ ও শাহবাজ পাখীর শিকার উপভোগ করা হয়। পরবর্তী অবস্থান স্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত এই শিকার অব্যাহত থাকে। রাত্রে যথারীতি বৈঠক বসে। শাহ্জাদা এক পহর সেখানে অবস্থান করেন এবং জীবন উৎসর্গকারী ভৃত্যদের শিকার বিতরণ করেন। পরে তিনি মহলে চলে যান। তৃতীয় শিবির স্থাপিত হয় ত্রিপুরায়। সারা পথ জুড়েই

শিকার করে কাটান হয়। এই বিনীত খানাজাদ সিতাব খাঁর ঘোড়াটি পাখরের (হাতীর দেহ আচ্ছাদিত করার জন্য ইস্পাত নির্মিত এক ধরনের বর্ম) ভারে ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ে। তা দেখে প্রভু কিব্‌লা অনুকম্পাবশত পাখরটি খুলে শাহী হাতীর গদীতে রেখে দিতে বলেন। আমি ঘোড়া থেকে অবতরণ করে কুর্নিশ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। হাতীর প্রধান মাহুতের স্থলে উপবিষ্ট হোসনী বাহাদুর চিলা পাখরটি হাতীর গদীতে রাখে। এমনি করে পরবর্তী অবস্থান স্থলে পৌঁছি। এমন একটি দিনও বাদ যায় নি যেদিন এই দীনও মন্দ ভাগ্য সিতাব খাঁ শাহজাদার অনুগ্রহ লাভ করে নি। এই নগণ্য ব্যক্তির প্রতি যে বিশ্বাস তিনি স্থাপন করেছেন তা শাহ্-জাদাগণও উপভোগ করেন নি। আমার উপর তার বিশ্বাস ছিল অবর্ণনীয়। সর্ব প্রকারেই তিনি আমার প্রতি তার অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন।

শাহজাহানের নিকট থেকে সিতাব খাঁর বিদায়ঃ একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আল্লার দয়ায় শাহ্‌জাদার মনে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো যে তিনি সিতাব খাঁর নিকট থেকে পৃথক হওয়ার চেয়ে শাহ্‌জাদাদের কাছ থেকে পৃথক হওয়াকেই বাঞ্ছনীয় মনে করতেন। আমি এমন কি সারা দুনিয়া মনে করতো যে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সপরিবারে শাহ্‌জাদা শাহ্‌জাহানের পদ প্রান্তে সমস্ত সম্পদ নিয়ে উৎসর্গীকৃত হতে ও প্রভু কিব্‌লার মঙ্গলের জন্য তার সকল সম্পদ দরিদ্রদের বিলিয়ে দিয়ে নশ্বর ও অবিনশ্বর উভয় দুনিয়ায় আনন্দ লাভ করার প্রত্যাশী। আমিও তাই করতে চাইলাম। কিন্তু তা হয় নি। উভয় দুনিয়া-তেই আমি অপমানিত হই। নিম্নরূপ উপায়ে শাহ্‌জাদার নিকট থেকে আমায় পৃথক হতে হয়। ফলে বিপদের গভীর কূপে নিক্ষিপ্ত হই। চৌকিতে হাজির থাকলেও বৈঠকখানার আলাপ আলোচনা শ্রবণের পর আমি আমার তাবুতে ফিরে আসি। অকস্মাৎ আমার মনে এ কথা উদয় হয়ঃ 'তুমিতো শাহ্‌জাদার সঙ্গে অনুগম করছ, কিন্তু ওদিকে তোমার সমস্ত লোকজন বন্দীদশায়।' 'আমি যেন হজরত শেখ মোসলেহ উদ্দীন সাদী শিরাজীর বিখ্যাত উক্তি, অর্থাৎঃ

'যে ব্যক্তি সম্মানের প্রতি অ-সচেতন,
কোনো কালেও সে সৌভাগের মুখ দর্শন করবে না,
সে নিজের আরামের জন্য
স্ত্রীপুত্র পরিজনকে কষ্টে ফেলে রাখে।'

এই চিন্তায় যখন আমি ভারাক্রান্ত তখন আমি ঘনিষ্ঠ ষোল জন সঙ্গী নিয়ে পায়ে হেঁটে চলতে শুরু করি। গঙ্গা নদীর তীরে পৌঁছে, আল্লার অনুগ্রহে আমি

তা পার হয়ে মালতীপুরে আমার পীরজাদা মির্জা সৈয়দ নিজামুদ্দীনের কাছে উপস্থিত হই এবং তার পদচুম্বন করে ধন্য হই। পরদিন ভোরে যাত্রার পূর্বে আমি শাহ্জাদাকে আমার চলে আসার বিষয় জানাই। প্রথমে তিনি খুবই দুঃখিত হন। পরে লোকজন যখন আমায় মন্দ বলতে শুরু করলো শাহজাদা মহানুভবতা দেখিয়ে বলেন: 'আমার অনুমতি ছাড়াতো তিনি যান নি।' আল্লা তাকে দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্য দান করুন। যিনি আমাকে এমনভাবে রক্ষা করেছিলেন আমার মতো শত সহস্র জীবন সেই মহামান্য শাহ্জাদার একটি মাত্র কেশের জন্য উৎসর্গ হোক।

এমনিভাবে উক্ত খণ্ডটি সমাপ্ত হয়। এ এমন একটি জিনিস হয়েছে যা সহস্র বৎসর ধরে স্মরণ করার উপযোগী।

টীকা

প্রথম অধ্যায়

১. 'আইন'গ্রন্থে ('আইন'—৩) আবুল ফজল বলেন: 'মহামান্য সম্রাট দাহ্-বাসী (দশটি সৈনিকের নায়ক) থেকে দাহ্ হাজারী (দশ হাজারী সেনাপতি) পদমর্যাদার প্রবর্তন করেন। অবশ্য পাঁচ হাজারী মস্নবের উর্ধের মস্নব তার পুত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন।' এই পদমর্যাদাকে পরে এক আস্পা (এক অশ্ববিশিষ্ট) দু-আস্পা (দুই অশ্ববিশিষ্ট) এবং ছে-আস্পা (তিন অশ্ববিশিষ্ট) মস্নবের মর্যাদা দ্বারা সাধারণ মস্নব থেকে পৃথক করেন। 'পাদিশানামার' (১ম, ১১৩) গ্রন্থকার বলেন যে দু' আস্পা ও ছে-আস্পা বাহিনীর মস্নবদারদের বেতন এক আস্পা বাহিনীর মস্নবদারদের বেতনের দ্বিগুণ ছিলো। প্রথমোক্ত মস্নবদারগণকে পরে উল্লিখিত মস্নবদারদের চেয়ে দ্বিগুণ সংখ্যক পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিক রাখতে হতো। উক্ত গ্রন্থেই (২য়, ৫০৬ পৃ.) এই পদমর্যাদার পদ্ধতি নিম্নরূপ ভাবে বর্ণিত হয়েছে: 'বর্তমান শাসনামলে (শাহজাহান) নিম্নলিখিত আইন প্রণীত হয়। যদি কোনো মসনবদার যে সুবায় তিনি মস্নব দার নিযুক্ত, সেই সুবাতেই জায়গীর লাভ করেন, তা হলে তাকে তার মস্নবভুক্ত বাহিনীর মাত্র এক তৃতীয়াংশ সংগ্রহ করতে হবে। এমনিভাবে ছে-হাজারীজাত ও ছে-হাজারী অশ্বারোহীর মস্নবদারকে (তিন হাজার

পদাতিক ও তিনহাজার অশ্বারোহী) মাত্র একহাজার সৈনিক সংগ্রহ করতে হবে। আর যদি তিনি ভিন্ন সুবায় কার্যরত থাকেন তা হলে তাকে শুধু এক চতুর্থাংশ সৈনিক সংগ্রহ করতে হবে। এমনিভাবে চার হাজারীজাত ও চার হাজারী সোয়ারের মসনবদারকে মাত্র এক হাজার অশ্বারোহী সংগ্রহ করতে হবে। শাহী সৈন্য বাহিনীকে যখন বলখ ও সমরকন্দ জয় করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন সম্রাট সে দেশের দূরত্ব বিবেচনা করে নির্দেশ দেন যে, যতদিন অভিযান স্থায়ী হবে, ততদিন প্রত্যেক মস্‌নবদারকে এক পঞ্চমাংশ মাত্র অশ্বারোহী সৈনিক সংগ্রহ করতে হবে। এমনি করে পাঁচ হাজারী পাঁচ হাজার সোয়ার (পাঁচ হাজার পদাতিক ও পাঁচ হাজার অশ্বারোহী) মস্‌নবদারকে এক হাজার অশ্বারোহী সংগ্রহ করতে হবে। তার জায়গীরের আয় যদি বার মাসের জন্য নির্ধারিত হয় তা হলে তিনি তিন অশ্ববিশিষ্ট (ছে-আস্‌পা) তিনশো, দুই অশ্ববিশিষ্ট (দু-আস্‌পা) ছ' শো এবং এক অশ্ববিশিষ্ট (এক-আস্‌পা) একশো সৈনিক সংগ্রহ করতে পারেন (অর্থাৎ এক হাজার পদাতিক ও দু'হাজার দু'শো অশ্বারোহী) আর যদি তার জায়গীরের আয় এগারো মাসের জন্য নির্ধারিত হয় তা হলে তিনি ছে-আস্‌পা আড়াইশো, দু' আস্‌পা পাঁচশো এবং এক আস্‌পা আড়াই শো সৈনিক (অর্থাৎ এক হাজার পদাতিক ও দু'হাজার অশ্বারোহী) রাখতে পারবেন। জায়গীরের আয় দশ মাসের জন্য ধার্য হলে দু-আস্‌পা আটশো, এক আস্‌পা দুশো সৈনিক (অর্থাৎ এক হাজার পদাতিক ও আঠারশো অশ্বারোহী) সংগ্রহ করবেন, নয় মাসের জন্য হলে ছ' শো দু-আস্‌পা ও চারশো এক আস্‌পা, আট মাসের জন্য হলে সাড়ে চারশো দু-আস্‌পা ও সাড়ে পাঁচশো এক আস্‌পা, সাত মাসের জন্য হলে আড়াইশো দু-আস্‌পা ও সাড়ে সাতশো এক আসপা, ছ'মাসের জন্য হলে একশো দু-আস্‌পা ও নয়শো এক আস্‌পা আর পাঁচ মাসের জন্য হলে এক হাজার এক-আস্‌পা সৈন্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

যাদ কোন মস্‌নবের সৈন্য সংখ্যা ছে-আস্‌পা, দু-আসপা (অর্থাৎ মস্‌নবদার যদি পাঁচ হাজারী, পাঁচ হাজারী, সোযার-ই-দু-আস্‌পা, ছে-আস্‌পা না হতেন) হিসাব নির্দিষ্ট হয়, তাহলে তার দু-আস্‌পা এবং ছে-আস্‌পা সৈন্যদের অংশ হিসাবে তিনি যে সৈন্য সংগ্রহ করতে পাবেন তার দ্বিগুণ সৈন্য সংগ্রহ করতে পারেন। অবশ্য যদি তার মস্‌নব পূর্বোক্তরূপ হয়। যেমন একজন পাঞ্চ হাজারী পাঞ্চ হাজার তামাম দু ছে-আস্‌পা (দু-আস্‌পা ও ছে-আস্‌পা সৈন্য বিশিষ্ট পাঁচ হাজারী মস্‌নবদার) তিনি অশ্ববিশিষ্ট

ছ' শো অশ্বারোহী, দু-আস্পা বিশিষ্ট অশ্বারোহী বারশো এবং এক অশ্ববিশিষ্ট দু' শো অশ্বারোহী প্রত্যেকে একটি করে ঘোড়া সহ (অর্থাৎ দু'হাজার পদাতিক ও চার হাজার চারশো অশ্বারোহী) সংগ্রহ করবেন, অবশ্য যদি তাঁর জায়গীরের আয় বারমাস বা তদনুযায়ী নির্দিষ্ট হয়।'

উপরোল্লিখিত উদ্বৃতি থেকে বুঝা যায় যে, ছে-আস্পা, দু-আস্পা এবং এক আস্পা সৈন্যদের সকল মস্‌নবের অনুপাত ৩০০ : ৬০০ : ১০০ অথবা ৩ : ৬ : ১ এবং সেনাবাহিনীর গড়পরতা সংখ্যা হতো প্রদত্ত মস্‌নবের সৈন্য সংখ্যার এক চতুর্থাংশ। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য ব্লকম্যানের 'আইন' ১ম, ২৩৮ পৃঃ এবং ইরভিনের 'ইন্ডিয়ান মোগলস' ২৩ পৃঃ দৃষ্টব্য)।

২. মির্জ্জা মুলকী: 'তজ্জুকে' উল্লিখিত খাজা মুল্‌কী–ই হয়তো ইনি। (৩২২ পৃ.) ১৬২০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি বাঙলার বখ্‌শী-নিযুক্ত হন। তিনি শাজাহানের পক্ষে যোগ দেন। শাজাহান কর্তৃক জাহাঙ্গীর-নগর অধিকৃত হলে তাকে বাঙলার দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়।

৩. আকাতাকি: স্ত্রীরাম শর্মা ও ভট্টাচার্য তাকে আকাল্‌কী বলে ভুল করেছেন ('জার্নাল অব্ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রী' ১১শ -৯৫ পৃঃ)।

৪. সরাই পাথরী বা সরাই পাতিহারী: পাণ্ডুয়া শহরের সন্নিকটে সামরিক শিবির স্থাপনের জায়গা। বর্তমান মানচিত্র থেকে স্থানটির অবস্থান নির্ধারণে কোনো সাহায্য পাওয়া যায় না।

৫. আমল-ই-সালেহ্: (১ম, ১৮৪) এবং ইকবাল নামায় (২২২ পৃ.) বর্ণিত আছে যে জাহাঙ্গীরনগর অধিকারের পর ইব্রাহিম খাঁর বহু ধনসম্পদ হস্ত-গত করেন। তিনি নগদ প্রায় চারশো হাজার টাকা হস্তগত করেন। তদোপরি হাতী, ঘোড়া ও অন্যান্য বহু মূল্যবান দ্রব্যাদিও হস্তগত করেন।

৬. হিসাবটি 'ইক্‌বাল নামা' (২২৩ পৃ.) এবং "মা' অসিরুল উম্‌রা" (বিভারিজ ১ম, ২৫২ পৃ.) গ্রন্থের হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা উচিত।

৭. ওয়াজির খাঁ: "মা' আসিরুল-উমরা" গ্রন্থের (৩য়, ৯৩৩-৩৬ পৃ.) মতে ওয়াজির খাঁ ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। কিছুদিন তিনি শাহজাহানের সৈন্যবাহিনীর কাজী ছিলেন। শাহজাদা চিতোরের রানা অমর সিংহের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হলে তিনি দেওয়ান-ই-বুইয়ুতাত পদে নিযুক্ত হন। তিনি শাহ্‌জাহানের একজন উগ্র সমর্থক ছিলেন এবং বাঙলা ও দাক্ষিণাত্যের সমস্ত অভিযানেই তিনি তার সঙ্গে ছিলেন।

শাহজাহানের সিংহাসন আরোহণের পর তাকে পাঁচ হাজারী অশ্বারোহীর মস্‌নবের মর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং আগ্রার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। ১৬৩২ খ্রীঃ—১৬৩৯ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ওয়াজিরাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তার জন্ম স্থান চিনিওট শহরে বহু মসজিদ, মাদ্রাসা ও জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন।

৮. মুখলিস খাঁ: ১৬১৫ খ্রীঃ বাঙালার দেওয়ান ও বখ্‌শী নিযুক্ত হন। ১৬১৯ খ্রীস্টাব্দে তাকে দরবারে ফিরিয়ে নেওয়া হয় এবং বিহারে শাহ্‌জাদা পারভিজের ডেপুটি নিযুক্ত করা হয়। সাতশো অশ্বারোহীসহ তিনি দু'হাজারী মস্‌নবের অধিকারী ছিলেন। ('মময়রস্‌' রোজার এবং বিভারিজ ১ম, ৩০৬ পৃ. ২য়, ১০৪, ১০৭ পৃ.)।

৯. জৌনপুর: যুক্ত প্রদেশে (বর্তমান উত্তর প্রদেশ-ভারত) একটি বিখ্যাত শহর। 'আইনের' (২য়, ১৫৯ পৃ.) মতে সোলতান ফিরোজ তুগলক কর্তৃক শহরটি নির্মিত হয়। তার চাচাত ভাই ফখর উদ্দীন জৌনার নামানুযায়ী এর নামকরণ করেন। শহরটি ইলাহাবাস (এলাহাবাদ) সুবার অন্তর্গত ছিলো।

১০. সৈয়দ মোবারক: শাহ্‌জাহানের মস্‌নবদারদের তালিকায় সৈয়দ মোবারককে পাঁচশো পদাতিক ও আড়াইশো অশ্বারোহীর মস্‌সবদার রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

১১. কারা মানিকপুর: এলাহাবাদ সুবার দু'টি সরকারের নাম। বর্তমানে কারবাহ বা কারা শহরটি গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে এলাহাবাদ থেকে চল্লিশ মাইল উত্তর পশ্চিম দিকে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর। মানিকপুর কারা শহরের বিপরীত দিকে গঙ্গা নদীর বাম তীরে অবস্থিত।

১২. সৈয়দ মোজাফফর: সৈয়দ সাজাত খাঁ বারহার পুত্র। শাহজাহানের মস্‌নবদারদের তালিকায় তাকে এক হাজার পদাতিক ও পাঁচশো অশ্বারোহীর মস্‌নবদার হিসাবে দেখান হয়েছে।

১৩. মুনীর বা মনের: পাটনা জেলার দিনাজপুর মহকুমার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। দিনাপুর থেকে দশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ও ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে স্টেশন বিহটা থেকে ছ'মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত। শাহ্‌দত্তলত বা মখ্‌দুম দত্তলত এবং শেখ এহিয়া মুনীরী নামক দুজন দরবেশের মাজার এখানে বিদ্যমান। মখদুম দত্তলত ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে এখানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১১১৬ খ্রীস্টাব্দে বিহারের তদানীন্তন শাসনকর্তা ইব্রাহিম

খাঁ তার কবরের উপর এক স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। ১৬১৯ খ্রীঃ ইব্রাহিম খাঁ কর্তৃক নির্মিত আঙ্গিনার মধ্যে একটি মসজিদ আছে।

এহিয়া মুনীরী মুনীরে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৯০-৯১ খ্রী. এখানেই তিনি মারা যান। তিনি বিহারের মখ্‌দুম শরফ্‌উদ্দীনের পিতা ও শেখ শামসউদ্দীনের জামাতা ছিলেন—যার মাজার জেথুলিতে অবস্থিত, তিনি গয়া জেলার মহিলা দরবেশ বিবি কামলোর ভগ্নিপতি ছিলেন। এহিয়া মুনীরীর কবর একটি বড় পুকুরের পূর্বদিকে অবস্থিত একটি মসজিদে অবস্থিত। তাতে রয়েছে পাকা দেওয়াল ও ঘাট। একটি দরদালান এ থেকে বেরিয়েছে। তা ৪০০ ফুট দীর্ঘ একটি সুরঙ্গ দ্বারা শোনা নদীর পুরাতন কূলের সঙ্গে যুক্ত ছিলো। ১৬০৫-০৬ খ্রীঃ ইব্রাহিম খাঁ কর্তৃক সেখানে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ এবং মাজারের চারদিকে বেষ্টিত কয়েকটি খিলান তৈরি করেন। প্রাচীনকাল থেকে এটি একটি তীর্থস্থান হিসাবে পরিচিত। সম্রাট বাবর এবং সিকান্দর লোদী এই তীর্থ স্থানটি পরিদর্শন করেন। মুনীর পরগণাটি কামেল দরবেশের নাম অনুযায়ী মুনীর-ই-শেখ এহিয়া বলেও পরিচিত। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুযায়ী এর প্রথম অধিবাসী ছিলেন এহিয়ার পিতামহ ইমাম তাজ ফতেহ। তিনি আরব দেশ থেকে সেখানে আসেন। (স্থানটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সৈয়দ জহিরউদ্দীন বাঁকীপুরীর 'হিষ্ট্রি এন্ড এন্টিকুইটিজ অব্ মানের' ১৯০৫; 'রিপোর্ট আর্কিলজক্যেল সার্ভে অব্ বেঙ্গল' ১৯০১, ৯২; 'জার্নাল অব্ দি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অব্ ইন্ডিয়া' জুন ১৯০২ এবং পাটনা গেজেটিয়ার, ১৯২৪ দ্রষ্টব্য।

১৪. চস্মুয়া বা চৌন্সা: সুবাহ্ এলাহবাদের অন্তর্গত সরকার গাজীপুরের একটি মহালের নাম। ('আইন', ২য়, ১৬২ পৃ.)। স্থানটি বাক্সারের আট মাইল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত গঙ্গা নদীর একটি প্রসিদ্ধ অগভীর স্থান।

১৫. গোমতী: যুক্ত প্রদেশের এই নদীটি সোলতানপুর ও জৌন পুরের ন্যায় কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থানের ভিতর দিয়ে বেনারসের দক্ষিণ পূর্ব দিকে সৈয়দপুরের নিকট গঙ্গা নদীতে মিলিত হয়েছে।

১৬. আড়িয়ল: ঝুসীর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। 'আইনের' (২য়, ১৬৪ পৃ.) মতে এখানে একটি ইটের দূর্গ ছিলো।

১৭. বড়হর বা বুড়হাই-বলে রেনেলের উল্লিখিত এই স্থানটি এলাহাদের প্রায় ত্রিশ মাইল উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

১৮. এলাহাবাদ : মূল গ্রন্থে এলাহাবাদ ইলাহাবাস বলে উল্লিখিত হয়েছে। শব্দটি ইলাহাবাদ শব্দের বিকৃতি। ফার্সী ভাষার 'আবাদ' শব্দটি (স্থান বা আবাসস্থল) সাধারণ লোকদের দ্বারা হিন্দি শব্দ 'আবাসে'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ অবধি এই-ই-প্রচলিত ছিলো। শাহ্জাহান তাঁর রাজত্ব কালে এই নামটির আদি ও শুদ্ধ নামটি প্রবর্তিত করেন। শাহজাহান 'আবাস' শব্দটিকে হিন্দুত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য পরিবর্তন করেন বলে ইলিয়ট ('গ্লসারী' ২য়, ১০৪ পৃ.)-তে-যে উল্লেখ করেছেন তা ভুল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. 'আমল-ই-সালেহ্' গ্রন্থে (১ম, ১৮৭ পৃ.) উল্লিখিত হয়েছে তে শাহজাহান ১০৩৩ হিজরীর জুল-হিজ্জ মাসে (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৬২৪ খ্রী:) জৌন-পুর শহরে প্রবেশ করেন।

২. চড়কা হাটা : যমুনা ও সকারর নদীর মোহনায় অবস্থিত। স্থানটি বাঙলা, বিহার ও এলাহাবাদ পথের উপর অবস্থিত, এখানে উল্লিখিত হাসান্দ রাজ্যটি সম্ভবত এই দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত অঞ্চল। এর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি।

৩. মি: শ্রীরাম শর্মা কর্তৃক উল্লিখিত 'মাবরিয়ান' নামটি ভুল। ড: সুধীন্দ্রনাথ নাম ভট্টাচার্য্য ও স্থানটিকে মাথা ভাঙ্গার সীমান্ত বলে উল্লেখ করেছেন ('ইন্ডিয়ান হিস্টীক্যাল কোয়ার্টালী' ১১ম, ৪নং ৭১৫ পৃ. এবং ১১ম, ১নং, ১০০ পৃ: দ্রষ্টব্য)। মূল গ্রন্থে نواحی باهربن বাহির বন্ (দ্)-এর পার্শ্ববর্তীস্থান বলে উল্লিখিত হয়েছে। উভয় লেখকই অন্য কোনো স্থানের সঙ্গে এটিকে জড়িয়ে ফেলেছেন। এটি কোচ রাজ্যের একটি প্রসিদ্ধ পরগনা ছিলো (এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ের ৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

৪. চূণাদহ বা চূণার : পাহাড় চূড়ায় অবস্থিত একটি প্রস্তর নির্মিত দুর্গ। এলাহা-বাদ সুবায় এটি একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিলো। স্থানটি গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ('আইন' ২য়, ১৬৯) পৃ.)।

৫. বাহাদুরপুর এলাহাবাদের দক্ষিণ পূর্বদিকে বত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত।

৬. মান্মিল : নামটি ম্যানোয়েল টেভারিস নামটির বিকৃত রূপ। আকবর পুরের যুদ্ধের সময় ইনি শাহজাদার সঙ্গে মিলিত হন। দুর জিস্মুজ কখনও

কখনও জরিস্নুজ বলে উল্লেখিত। নামটি হয়তো ডি. সুজা হবে। ইনিও একজন পর্তুগীজ প্রধান।

৭. এখানে উল্লিখিত সৈন্য সংখ্যা অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। 'ইক্বালনামায় বলা হয়েছে (২৩ পৃ.) শাহজাহানের সৈন্য দলে ছিলো দশ হাজার অশ্বারোহী এবং শাহ্জাদা পারভিজের বাহিনীতে ছিলো চল্লিশ হাজার। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্য সংখ্যা সম্বন্ধে 'বিরাজস সালাতিন' ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

৮. 'আমল্-ই-সালেহ্'তে (১ম, ১৮৬ পৃ.) উল্লেখ করা হয়েছে যে ১০৩৩ হিজরীর ২৫শে জুলহিজ্জ (৯ই অক্টোবর ১৬২৪) বুধবার রাত চতুর্থ ঘড়িতে শাহ্জাদার জন্ম হয়।

৯. এক প্রকার স্বর্ণ মুদ্রা। আকার ও ওজনে দু'টি গোলাকৃতি মোহরের সমান। এর এক পিঠে 'আল্লাহু আকর' ও অপর পিঠে 'ইয়া মুইঈন' খোদিত। ভারতীয় মুদ্রায় ৩২ টাকার সমান ('আইন' ১ম, ২৯ পৃ.)।

১০. গঙ্গা নদী ও টন্‌নদীর সঙ্গমস্থলের টননদীর ডান তীরে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। যুদ্ধটি টনেব যুদ্ধ বলে পরিচিত।

১১. শব্দটি হয় হাজরা হাটী অথবা মাজরাহাটী হবে। মূল গ্রন্থে এটিকে পাটনা ও আকবরনগরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি ছোট নদী বলে উল্লিখিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

১. ক্ষিরা গড়ঃ সরকার এলাহাবাদের অন্তর্গত ছিলো। এখানে পাহাড়ের উপর একটি প্রস্তর নির্মিত দুর্গ ছিলো। স্থানটি গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।

২. সাহসরানুম বা সাহসারাম: স্থানটি 'আইনে' (২য়, ১৫৭ পৃ.) সাহসারৌন বলে লিখা হয়েছে। স্থানটি সরকার বা রোটাসের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

৩. খান খানান: দরাব খাঁ পিতা আবদুর রহিম খান খানান।